সূত্রপিটকে

দীর্ঘ-নিকায়

(প্রথম খণ্ড)

অনুবাদ : রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির

ভূমিকা

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

পূজনীয় রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির বিনয় বিশারদ্, তত্ত্ববারিধি মহোদয় যখন তাঁর অনূদিত "দীঘনিকায়" (সীলক্খন্ধ বগ্গ) এর ভূমিকা লিখবার জন্য আমায় আদেশ দেন, তাঁর সুলিখিত "গ্রন্থ পরিচয়" পাঠ করে আমার মনে হয়েছিল ভূমিকা লিখার আর প্রয়োজনীয়তা কোথায়। তথাপি গুরুজনের আদেশ পালনীয় বলেই পালন করে যাচ্ছি।

যে বৌদ্ধধর্ম পাক-ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ, যার প্রেরণা পেয়েই পাক-ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা পূর্ণতা লাভ করেছিল, কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে অভিনব রসের সঞ্চার হয়েছিল এবং পাক-ভারতের অধ্যাত্ম দৃষ্টিও প্রসার লাভ করেছিল, কালক্রমে নানাকারণে পাক-ভারতে তা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণাতেই পাক-ভারত হতে সাইবেরিয়া এবং পারস্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সকল দেশের আধ্যাত্মিকদৃষ্টির মধ্যে অদ্যাবধি একটি একতা বিরাজমান দেখতে পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পাক-ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করেছিল, তার ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনকে উপেক্ষা করে পাক-ভারতবাসী নিজেদের আদর্শকেই এপর্যন্ত দুর্বল করে এসেছে। বৌদ্ধধর্ম অভিনব যে অমৃতরসে পাক-ভারতের প্রাণকে সরস ও সবল করেছিল, সে ভাবধারা কোথায় কিভাবে নব নব উৎসের সৃষ্টি করেছিল তা জানতে না পারলে পাক-ভারতের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন সাহিত্য এসিয়ার নানা ভাষায়, যেমন ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস্ ও সিংহলে পালি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় এবং তুর্কীস্থানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও নানাস্থানীয় ভাষায় পাওয়া গেছে। তা ছাড়াও সমস্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ আছে তিব্বতীয়, চীনা ও মঙ্গোলীয় ভাষায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ফরাসী পণ্ডিত ইউজেন বুর্নুফই (Eugene Burnouf) সর্বপ্রথম সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন। ইউরোপীয় ভাষায় তখনও কোন বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় প্রাচীন পুঁথির উপর নির্ভর করেই তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর বই æIntroduction a Phistoire du Buddhisme Indien" প্রকাশ করেন। প্রায় শত বৎসর ধরে তাঁর বই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একখানি প্রধান গ্রন্থ হিসাবে পণ্ডিতমহলে সম্মানিত হয়ে এসেছে। বুর্নুফের সময় হতে জার্মানি ও রাশিয়ার পণ্ডিতবর্গ তাঁর প্রদর্শিত পথে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে Muxmuller, Csoma Ce Karos, Barnouf, Wintermity, Fausball, Princep, Scherbatsky, Schopenhauer, Dr. Stede, Frhukner, Lord Chalmers, Woodward, Oldenburg, Hardy, Sylvan Levy, Poussin Lorendo, Geiger, Dahlke, Franke, Fernando এবং Childer প্রভৃতি শত শত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নানা পাশ্চাত্য ভাষায় প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখে বৌদ্ধধর্মকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিচিত করেন। বিশেষতঃ Prof. Rhys Davids ইংলণ্ডে Pali Text Society স্থাপন করে তাঁর বিদুষীপত্নী ও অন্যান্য বহু পণ্ডিতের সাহায্যে প্রায় সমস্ত ত্রিপিটক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করে পাশ্চাত্য দেশবাসীর বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানলাভের বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছেন। Sir Edin Arnold এর "Light of Asia", আমেরিকায় Warren এর æBuddhism in Translation" এবং Dr. Paul Carus এর æSecred Book of the Buddhists" পাঠ করে ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ মুগ্ধ হয়েছে। London Buddhist Societyর সভাপতি Barrister Humpreyes প্রণীত æBuddhism" দুই বৎসরে একলক্ষ দশ হাজার কপি এবং আমেরিকায় কলনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার Dr. Burt প্রণীত æCompassionate Buddha" প্রকাশ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সমস্ত তিন হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায়। এতে পুস্তকগুলির ও ধর্মের জনপ্রিয়তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বৌদ্ধধর্ম যদিও পাক-ভারতীয় ধর্ম, পাক-ভারতের ভাষায় ইহার অল্পপুস্তকই মাত্র অনূদিত হয়েছে। রাহুলসাংকৃত্যায়ন, ধর্মদূতের সম্পাদক ধর্মরক্ষিত স্থবির ও আনন্দ কৌশল্যায়ন মহাস্থবির প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দিভাষায় এবং প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ভিক্ষু শীলভদ্র, ধর্মাধার মহাস্থবির ও ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষায় কিছু কিছু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে হিন্দি ও বঙ্গভাষা-জননীর রত্ন-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছেন। এখনও বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাক-ভারতীয় নানা ভাষায় অনূদিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

পালিতে লিখিত দীর্ঘ ও মধ্যমনিকায় হতে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রায় পূর্ণব্যাখ্যা পেতে পারি। প্রসঙ্গত আমরা ঐ পুস্তকগুলি হতে পাক-ভারতের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থাও প্রভূতভাবে জ্ঞাত হতে পারি।

নিকায় সমূহের মধ্যে 'দীঘনিকায়'ই আদি। সেই 'দীঘনিকায়' এর প্রথমভাগ এই 'শীলস্কন্ধ বর্গ'। ইহাতে মোট ১৩টি সুদীর্ঘ সূত্র বিদ্যমান।

পণ্ডিত ভিক্ষু শীলভদ্র এ 'শীলস্কন্ধবর্গ'টি এর পূর্বে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেছেন। সে অনুবাদ সত্ত্বেও পূজনীয় গ্রন্থকারের ঈদৃশ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তা অনুসন্ধিৎসু পাঠক অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে– তিনি অর্থকথা ও টীকার ব্যাখ্যা যোগ্যস্থানে বা ফুট-নোটে প্রদান করে গ্রন্থখানিকে সর্বসাধারণের পক্ষে সুখবোধ্য করেছেন।

১। ব্রহ্মজাল সূত্র।

এই গ্রন্থের প্রথম সূত্র ব্রহ্মজাল। এই সূত্রে বুদ্ধের নৈতিক জীবন ও বিভিন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ভ্রান্তধারণা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা এবং অন্য বহু ধর্মশিক্ষকের মতে জীবের দেহে দেহ হতে স্বতন্ত্র নিত্য, শাশ্বত, অজর, অমর 'আত্মা' বিদ্যমান। বৌদ্ধশাস্ত্রে একে সৎকায়দৃষ্টি' বলা হয়। সেই 'সৎকায়দৃষ্টি' বা 'আত্মাধারণা' সচরাচর সর্ব্বসাধারণের নিকট বিদ্যমান বলে এবং দুঃখমুক্তি লাভের একান্ত পরিপন্থী বলে "কথাবত্থু"র সর্বপ্রথম প্রশ্নে সেই বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত হয়। স্থবির নাগসেনের সাক্ষাতে মিলিন্দরাজ কর্তৃকও সর্বপ্রথম সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসিত ও মীমাংসিত হয়। ঠিক একই কারণে নিকায় গ্রন্থসমূহের প্রথম গ্রন্থের আদিতে ব্রহ্মজাল বা দৃষ্টিজাল সূত্রটি স্থাপিত হয়েছে।

এই সূত্রে ভগবান বুদ্ধ ভারতের তদানীন্তন ধারণানুযায়ী সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদকে দ্বিষষ্টিভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করেছেন।

বুদ্ধ বলেছেন, যে সকল দৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা ধর্মসমূহের যথাভূত স্বভাবে অজ্ঞ, অন্ধ (অদর্শী) সুখবেদী সতৃষ্ণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বেদনামাত্র, চিত্তচাঞ্চল্য মাত্র। তাঁরা সকলেই এই বাষট্টি প্রকারের যে কোন এক বা একাধিক দৃষ্টিজালে প্রবিষ্ট হয়ে উম্মজ্জিত-নিমজ্জিত হচ্ছেন (ঊর্ধ্বে ও নীচে সংসরণ-সন্ধাবন কচ্ছেন); দুঃখ হতে মুক্ত হতে পাচ্ছেন না।

২। সামঞ্ঞফল সূত্র।

এই সূত্রে শ্রমণ-জীবনের চতুর্দশটি প্রত্যক্ষ ফল বর্ণনার দ্বারা শ্রমণজীবনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সেই চতুর্দশ যথা–

১। আপন আজ্ঞাবহ দাস শীলবান প্রব্রজিত হলে রাজাকর্তৃকও পূজ্য হয়। ২। আপন উপকারী প্রজা শীলবান প্রব্রজিত হলে রাজাকর্তৃকও পূজ্য হয়। ৩। প্রথম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্যান। ৪। দ্বিতীয় ধ্যান। ৫। তৃতীয় ধ্যান। ৬। চতুর্থ ধ্যান। ৭। জ্ঞানদর্শন। ৮। মনোময় ঋদ্ধি। ৯। বিবিধ ঋদ্ধি। ১০। দিব্যশ্রোত্র জ্ঞান। ১১। পরচিত্ত জ্ঞান। ১২। জাতিস্মর জ্ঞান। ১৩। দিব্যচক্ষু জ্ঞান। ১৪। আস্রবক্ষয় জ্ঞান। এই ফলগুলির প্রত্যেক পরবর্তীটি তৎপূর্ববর্তী ফল হতে প্রণীততর ও মধুরতর।

এই সূত্রে সমসাময়িক আরও ছয়জন শাস্তার কৌতুহলোদ্দীপক ধর্মমত অবগত হওয়া যায়। কেবল জৈনমত ভিন্ন অন্যমতগুলির অতি অল্পই এখন জানা যায়।

অজিত কেশকম্বলের মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থকার– "নত্থি সত্তা ওপপাতিকা"র অনুবাদ করেছেন– "মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী নাই।" ভিক্ষু শীলভদ্রও সে অর্থই গ্রহণ করেছেন। অন্যস্থানে "ওপপাতিক" শব্দের তাদৃশ অর্থ হলেও এখানে তাদৃশ অর্থ গ্রহণে দোষ হয়। কারণ তাদৃশ সত্ত্বার অস্তিত্বে বা নাস্তিত্বে বিশ্বাসে সে-বিশ্বাস বিশ্বাসকারীর জীবনগঠনে সাহায্যকারী বা বাধা-দায়ক হয় না। এখানে ইহার অর্থ হবে– "চবিত্বা উপ্পজ্জনকা সত্তা নাম নত্থি" অর্থাৎ চ্যুত হয়ে উৎপন্নশীল সত্ত্বা নেই। এতে পুনর্জন্মকে অস্বীকার করা হচ্ছে। পুনর্জন্মের অস্বীকারে পাপবর্জনের ও পুণ্যার্জনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। তদ্ধেতু এই মিথ্যাদৃষ্টি দোষাবহ।

অজাতশত্রুর প্রশ্ন হতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও জীবিকানির্বাহের বৃত্তিগুলির বিষয় অনেকটা জানা যায়।

৩। অম্বট্‌ঠ সূত্র।

এই সূত্রের মূল আলোচ্য বিষয় জাতিভেদ। "সূত্ত নিপাত" এর বাসেট্‌ঠ সূত্রেও বুদ্ধ জাতিবাদ সম্বন্ধে দেশনা করেছেন। 'জন্মের দ্বারা বা কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়' দুই ব্রাহ্মণের এই বিরোধ মীমাংসা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন– "জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ হয় না, বরং কর্মের দ্বারাই হয়।"

জাতিগর্বে গর্বিত অম্বট্‌ঠ বুদ্ধকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেও অস্বীকৃত হয়। বুদ্ধ প্রমাণ করে দিলেন যে অম্বট্‌ঠের পূর্বপুরুষ শাক্যদিগের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু স্বীয় সাধনা-বলে তিনি মহাঋষি হয়েছিলেন। তাঁর হীনজাতি তাঁকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা দিতে পারে নি।

উপসংহারে বুদ্ধ বলেন যে– যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন না কেন, তিনি দেব-মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। সোণদণ্ড সূত্র।

কোন কোন গুণে গুণবান হলে যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া যায়– ইহাই এই সূত্রের আলোচ্য বিষয়। এ বিষয় ইতিবুত্তকের ৯৯তম সূত্রে, মজ্ঝিম নিকায়ের ৯১তম সূত্রে, সংযুক্ত নিকায়ের ১-১৬৭তম সূত্রে এবং ধর্মপদের ব্রাহ্মণবর্গেও নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই সূত্রে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী বুদ্ধ তাঁকে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণ উত্তরে বলেন– জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, শীল ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চগুণে বিভূষিত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা লাভের যোগ্য। বুদ্ধের ক্রমিক প্রশ্নে ব্রাহ্মণ সর্বশেষে স্বীকার করেন যে প্রথম তিনটিগুণ না থাকলেও কেবল যদি শীল ও প্রজ্ঞা থাকে তবে তাঁকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা য়ায়।

'ব্রাহ্মণত্ব জাতি ও বর্ণের উপর নয়, শীল ও প্রজ্ঞার উপরই নির্ভর করে,' এ মতটি যদি পাক-ভারতের সর্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হত তাহলে পাক-ভারত বহু বৎসর পূর্বেই বহু বিষয়ে আরও সমুন্নত হত।

৫। কূটদন্ত সূত্র।

এই সূত্রে ব্রাহ্মণ কূটদন্তের প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধ মহাবিজিত রাজার সর্ব প্রকার প্রাণীহত্যা ও উৎপীড়নমুক্ত, ষোড়শ উপকরণ ও ত্রিবিধ-সম্পন্ন যজ্ঞসম্পদা ব্যাখ্যা করেন। ব্রাহ্মণ এতে প্রসন্ন হয়ে এর চেয়ে অনাড়ম্বরে ও অল্পব্যয়ে সম্পাদনীয় অথচ অধিকতর সুখফলদায়ক ও প্রভাবসম্পন্ন অন্য কোন যজ্ঞ আছে কিনা পুনঃ প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে বুদ্ধ যে ১০টি যজ্ঞের বিষয় দেশনা করেন তাদের প্রত্যেক পরবর্তী যজ্ঞ পূর্ববর্তী অপেক্ষা মহত্তর ফলদায়ী ও প্রভাবসম্পন্ন। সেই ১০টি যথা–

১। শীলবান প্রব্রজিতকে নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ। ২। চতুর্দিকস্থ সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বিহার দান। ৩। প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ। ৪। প্রসন্নচিত্তে পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন। ৫। প্রথম ধ্যান। ৬। দ্বিতীয় ধ্যান। ৭। তৃতীয় ধ্যান। ৮। চতুর্থ ধ্যান। ৯। জ্ঞানদর্শন। ১০। আস্রবক্ষয় জ্ঞান। এই শেষোক্ত যজ্ঞ হতে উন্নততর ও অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন যজ্ঞ আর নেই।

৬-৭। মহালি ও জালিয় সূত্র।

মহালি সূত্রে লিচ্ছবি মহালি 'ভিক্ষুদের লক্ষ্য দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র লাভ করা কিনা' বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ অস্বীকার করে বলেন যে– ভিক্ষুদের লক্ষ্য নবলোকোত্তর ধর্ম লাভ এবং তার উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তৎপর জালিয় সূত্রে যা বলা হয়েছে এখানেও তার অবতারণা করা হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জালিয় সূত্রে– জালিয় বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন– জীব (আত্মা) ও শরীর এক অথবা ভিন্ন। এভাবের প্রশ্নকে বুদ্ধ 'স্থাপনীয় প্রশ্ন' বলেন। তদ্ধেতু বুদ্ধগণ এদের কোন উত্তর দেন না। কারণ তাদৃশ প্রশ্নোত্তরে ইহজীবনের বা পরজীবনের সুখ-শান্তিলাভের বা মোক্ষলাভের সাহায্য করে না। জালিয়ের প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধ ভিক্ষুর এক একটি গুণ ব্যাখ্যা করে তাদৃশ গুণসম্পন্ন ভিক্ষুর পক্ষে উপরোক্ত প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত কিনা জালিয়কে জিজ্ঞাসা করেন। জালিয় অযৌক্তিক বলেই স্বীকার করেন।

৮। মহাসীহনাদ সূত্র।

এই সূত্রে নগ্নসন্ন্যাসী কস্সপের সঙ্গে বুদ্ধের শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য-সম্বন্ধে আলাপ বর্ণিত হয়েছে। কস্সপের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শরীর-নির্যাতক বিবিধ তপশ্চর্যাই যথার্থ শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য। বুদ্ধ যুক্তি দ্বারা বুঝায়ে দিলেন যে শীলসম্পদা, চিত্তসম্পদা ও প্রজ্ঞাসম্পদা ব্যতীত সর্ববিধ তপশ্চর্যা যথার্থ শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য হতে বহুদূরে। বুদ্ধের নিকট ঐ ত্রিবিধ সম্পদ জেনে কস্সপ ত্রিরত্নেরই শরণাগত হন।

৯। পোট্ঠপাদ সূত্র।

এই সূত্রে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ বুদ্ধের নিকট অভিসংজ্ঞা নিরোধ সম্বন্ধে প্রচলিত মতসমূহ ব্যাখ্যা করেন এবং ঐ সম্বন্ধে বুদ্ধের মত জানতে চান। ঐ সকল মত ভ্রান্ত বলে বুদ্ধ মত প্রকাশ করেন এবং যথার্থ অভিসংজ্ঞা নিরোধ কি এবং কিভাবে তা লাভ হয় সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন।

পোট্টপাদ তৎপর 'জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত' আদি দশবিধ দৃষ্টিসংযুক্ত প্রশ্ন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ বলেন,– ঐ সব অনিশ্চিত ও নিরর্থক প্রশ্ন সম্বন্ধে বুদ্ধগণ কোন মত প্রকাশ করেন না। কারণ উহারা সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য ও নির্বাণ লাভের অনুকূল নহে। বুদ্ধগণ নিরর্থক কথা বলেন না।

১০। সুভ সূত্র।

এই সূত্রে ব্রাহ্মণযুবক সুভের প্রশ্নোত্তরে আনন্দ স্থবির বুদ্ধ-প্রশংসিত ও ব্যাখ্যাত আর্য শীলস্কন্ধ, আর্য সমাধিস্কন্ধ ও আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ ব্যাখ্যা করেন। প্রায় প্রতি সূত্রেই সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃতভাবে দুঃখমুক্তির উপায়স্বরূপ এই ত্রিবিধ স্কন্ধ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

১১। কেবট্ট সূত্র।

এই সূত্রে গৃহপতিপুত্র কেবট্ট ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শনের জন্য কোন ভিক্ষুকে আদেশ দিতে ভগবানকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। তদুত্তরে ভগবান ঋদ্ধি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিহার্য, আদেশনা-প্রতিহার্যও অনুশাসনী-প্রতিহার্য এই ত্রিবিধ প্রতিহার্য ব্যাখ্যা করেন। তাদের মধ্যে ঋদ্ধি-প্রতিহার্য গান্ধারী-বিদ্যার দ্বারা এবং আদেশনা-প্রতিহার্য মণিকা-বিদ্যার দ্বারাও দেখান যায়। তদ্ধেতু ঐগুলি অকিঞ্চিৎকর। অনুশাসনী-প্রতিহার্যই সর্বোত্তম; কারণ ইহার দ্বারা অনুক্রমে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।

"চারিমহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়' এ প্রশ্ন নিয়ে জনৈক ভিক্ষু দেব-ব্রহ্মা সকলের নিকট গমন করেন। কারো নিকট সদুত্তর না পেয়ে শেষে ভগবান বুদ্ধের নিকট এসে তা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বুদ্ধ বলেন– তোমার প্রশ্নটি এভাবেই হওয়া উচিত, যেমন– 'চারিমহাভূত কোথায় স্থিত হয় না এবং নাম-রূপ কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?' উহার উত্তর এই– "বিজ্ঞানে (বিজ্ঞাতব্য নির্বাণে) চারিমহাভূত প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বিজ্ঞানের (অর্হতের চরম বিজ্ঞানের) নিরোধে নাম-রূপ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়।"

১২। লোহিচ্চ সূত্র।

এই সূত্রে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের ভ্রান্তধারণা অপনোদিত করে ত্রিবিধ নিন্দনীয় ও চতুর্থ অনিন্দনীয় শাস্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

ব্রাহ্মণের ভ্রান্তধারণা ছিল,– 'ইহলোকে যদি কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হয়, তা অপরকে বলা উচিত নয়। কারণ একে অন্যের কি করতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করে নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হয়। আমি একে পাপময় লোভধর্মই বলি।"

ত্রিবিধ নিন্দনীয় শাস্তা যথা–

১। যিনি নিজের অলব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন; অথচ তারা অমনোযাগী হয়।

২। যিনি নিজের অলব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন; অথচ তারা মনোযোগী হয়।

৩। যিনি নিজের লব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন; অথচ তারা অমনোযোগী হয়।

হে লোহিচ্চ! অনিন্দনীয় শাস্তা তিনিই, যিনি অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধ, যাঁর ধর্মে শ্রাবক বিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়ে বিহার করেন।

ভগবান বুদ্ধের এধর্ম শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ লোহিত ত্রিশরণাপন্ন উপাসক হন।

১৩। তেবিজ্জ সূত্র।

এই সূত্রের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মার সহিত মিলিত হ'বার মার্গ। বাসেট্ঠ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভারদ্বাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক হয়। ইহার সুমীমাংসার জন্য উভয়ে বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধ নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের মার্গসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ব্রাহ্মণদের সাধ্যাতীত; কারণ তাঁরা ঐ বিষয়ে অজ্ঞ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ কামগুণে আসক্ত হেতু ব্রাহ্মণকরণীয় ধর্ম হতে চ্যুত। অতএব তাঁহারাও ঐ মার্গ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অযোগ্য। ব্রাহ্মণ বাসেট্ঠ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বুদ্ধ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হওয়ার সত্যমার্গ ব্যাখ্যা করেন।

বৌদ্ধদের লক্ষ্য।

বুদ্ধ বাসেট্ঠের প্রশ্নানুসারে তেবিজ্জ সূত্রে কেবল ব্রহ্মলোকের মার্গ সম্বন্ধে দেশনা করলেও বুদ্ধ এবং বৌদ্ধদের লক্ষ্য তা নয়। তাঁদের লক্ষ্য সর্বদুঃখ মুক্তি বা নির্বাণ। সে নির্বাণ কি? নির্বাণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, দুর্দৃশ্য, দুরানুবোধ্য অতি গম্ভীর পরমার্থ ধর্ম। তবুও মেধাবীদিগকে বুঝাবার জন্য বুদ্ধ এবং পণ্ডিতগণ ঐ বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। আমিও ঐ বিষয় নিয়ে এখানে একটু আলোচনা কচ্ছি।

নিঃ + বাণ = নির্বাণ। বাণ বা তৃষ্ণার অভাবই নির্বাণ। নির্বাণ শান্তি-লক্ষণ। দুঃখের উপশমই ইহার কৃত্য। অচ্যুতি ইহার রস। অনিমিত্ততা ইহার প্রত্যুপস্থান বা আসন্নকারণ। নির্বাণ অসংস্কৃত হেতু ইহার পদস্থান বা উৎপত্তিস্থান নেই।

সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ ভেদে নির্বাণ দ্বিবিধ। জীবিতাবস্থায় ক্লেশের নির্বাণ–সোপাদিশেষ। যেমন বোধিতলে গৌতমের নির্বাণ। দেহত্যাগে যে নির্বাণ তা– অনুপাদিশেষ। যেমন কুসিনারায় বুদ্ধের নির্বাণ। নির্বাণ ধ্রুব, শুভ ও সুখ বলে কথিত। এ সুখ বেদয়িত সুখ নহে–উপশম সুখ।

নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

"পদম'চ্চুতম' সচ্চন্তম সঙ্খতম'নুত্তরং।

নিব্বানমি'তি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসযা॥"

তৃষ্ণামুক্ত ঋষিগণ অত্যন্ত অচ্যুত, অসংস্কৃত (কার্যকারণহীন) অনুত্তর শান্তিপদকে নির্বাণ নামে অভিহিত করেন।

বুদ্ধ উদানের প্রথম নির্বাণসূত্রে বলেছেন,– "ভিক্ষুগণ! তদায়তন (তাদৃশ অবস্থা) আছে, যথায় মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশায়তন, বিজ্ঞানায়তন, কিছু নাই আয়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন, ইহলোক, পরলোক, উভয়লোক ও চন্দ্র-সূর্য নেই। সেখানে গমনাগমন ও উৎপত্তি-স্থিতি নেই। তা অপ্রতিষ্ঠ ও আরম্মণহীন। তাকেই আমি দুঃখের অন্ত বলে বলছি।"

উদানের তৃতীয় নির্বাণসূত্রে বলেছেন– "ভিক্ষুগণ! অজাত, অভূত, অকৃত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসংস্কৃত নির্বাণ আছে। যদি তা না থাকত, জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃতের নিঃসরণ দৃষ্ট হত না।"

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রদীপ্ত ভাস্কর আচার্য নাগার্জুন নির্বাণ-ব্যাখ্যায় বলেছেন—

"অপ্রহীনম'সম্প্রাপ্তম'নুচ্ছিন্নম'শাশ্বতম্।
অনিরুদ্ধম'নুৎপন্নমে'তন্নির্ব্বাণমু'চ্চতে॥"

নির্বাণ— কিছুর ত্যাগও যেমন নয়, তেমন কিছুর প্রাপ্তিরও নয়। কোন শাশ্বতবস্তুর উচ্ছেদ যেমন নয়, কোন ভঙ্গুরাবস্থার শাশ্বতভাব প্রাপ্তিও তেমন নয়। ইহার যেমন উৎপত্তি সেই, তেমন বিনাশও নেই।

মাধ্যমিক পণ্ডিতগণ নির্বাণকে 'শূন্য' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'শূন্য' বুদ্ধির অগোচর।

সমাধিরাজ সূত্রে বলা হয়েছে—

"অস্তী'তি সাস্তী'তি উভো'পি অন্তা;
শুদ্ধি অশুদ্ধী'তি ইমে'পি অন্তা।
তস্মাদ্দুভে বিবর্জ্জয়িত্বা;
মধ্য হি স্থানং প্রকরোতি পণ্ডিতঃ॥"

অস্তি এবং নাস্তি, তথা শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অন্তই। এ সব অন্ত বাদ দিয়ে পণ্ডিত মধ্যম স্থান 'শূন্য'কেই গ্রহণ করেন।

এই 'শূন্যবাদ' সম্বন্ধে সর্বসাধারণের, এমন কি বহু পণ্ডিতেরও ধারণা বিপরীত। ইহাকে তাঁরা সর্বনাস্তিত্ববাদ, উচ্ছেদবাদ বা Nihilims বলে ধরে নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে 'শূন্য' শব্দটিই 'শূন্যবাদ'কে বুঝবার বাধা বা ভুল বুঝবার কারণ হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য চন্দ্রকীর্তি তাঁর কৃত নাগার্জুনের "মূল মধ্যমক কারিকা'র বৃত্তি ২৪।৭ তে বলেছেন— "ন পুনরভাবশব্দস্য যোর্থঃ স শূন্যতাশব্দস্যার্থঃ। অভাবশব্দার্থং চ শূন্যতার্থমিত্যধ্যারোপ্য ভবান'স্মানু'পালভতে"। — 'অভাব' শব্দের যে অর্থ 'শূন্যতা' শব্দের সে অর্থ নহে। অভাব শব্দের অর্থ 'শূন্যতা' শব্দের উপর আরোপ করে আপনি অনর্থক আমাদিগকে দোষ দিচ্ছেন।

অতো নিরবশেষ প্রপঞ্চোপশমার্থং শূন্যতোপদিশ্যতে। তস্মাং সর্ব-প্রপঞ্চোপশমঃ শূন্যতায়াং প্রয়োজনং। ভবাংস্তু নাস্তিত্বং শূন্যতার্থং পরিকল্পয়ন্ প্রপঞ্চজালমেব সংবর্ধয়মানো ন শূন্যতায়াং প্রয়োজনং বেত্তি। অতঃ প্রপঞ্চনিবৃত্তি স্বভাবায়াং শূন্যতায়াং কুতো নাস্তিত্বং। —সংসার-প্রপঞ্চের উপশম-হেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'শূন্যতা'র উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি তা না বুঝে 'শূন্যতা'র 'নাস্তিত্ব' অর্থ কল্পনা করে প্রপঞ্চজালই বৃদ্ধি কচ্ছেন। 'শূন্যতা'র প্রয়োজন বুঝতে পাচ্ছেন না। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিশীল 'শূন্যতায়' নাস্তিত্ব কোথায়।

"নৈরাত্ম পরিচ্ছা"য় উক্ত হয়েছে– নির্বাণ-অস্পর্শ, অগ্রাহ্য, অশ্বেত, অপীত, অরূপ, আকাশোপম, শুদ্ধ স্বভাব, অশীতল, অনুষ্ণ, অকঠোর, অকোমল, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অবৃত্ত, অত্রিকোণ, অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অকৃষ্ণ, অলোহিত, অবর্ণ, নিরাকার, অদৃশ্য, শান্ত, অনুপম, অচিন্ত্য, অদৃশ্য পরমপদ, প্রপঞ্চাতীত, নির্বিকার, প্রভাস্বর।"

আচার্য চন্দ্রকীর্তি মূলমাধ্যমকের ৫।৮ তে বলেছেন– "দ্রষ্টব্যো'পশমং, শিবলক্ষণং, সর্বকল্পনাজালরহিতং, জ্ঞানজ্ঞেয়-নিবৃত্তিস্বভাবং শিবং, পরমার্থ-স্বভাবং। পরমার্থম'জরম'প্রপঞ্চং নির্বাণং শূন্যতাস্বভাবং তে ন পস্যন্তি মন্দবুদ্ধিতয়া অস্তিত্বং নাস্তিত্বং চাভিনিবিষ্টাঃ সন্ত ইতি"। –পরমার্থ-স্বভাব নির্বাণ হচ্ছে– সর্বদ্রষ্টব্য-প্রশমিত, শিবলক্ষণযুক্ত (শান্ত প্রকৃতি), সর্বকল্পনা-জালবিরহিত, জ্ঞান-জ্ঞেয়-নিবৃত্তিস্বভাব-সমন্বিত, শিব। পরমার্থ– অজর, অমর, অপ্রপঞ্চ, শুণ্যতাস্বভাববান্ নির্বাণ। মন্দবুদ্ধি অজ্ঞজন অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি মতবাদে অভিনিবিষ্ট বলে এ'কে দেখতে পায় না।

দুঃখময় সংসার-প্রপঞ্চকে অতিক্রম করে পরম শান্তি সেই পরমার্থ নির্বাণকে সাক্ষাৎ করতে হলে একমাত্র আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অবলম্বনীয়।

পূজনীয় গ্রন্থকার রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির বিনয়বিশারদ, তত্ত্ববারিধি মহোদয় কেবল বৌদ্ধ সাহিত্য ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন, তিনি সুবক্তাও বটে। এর পূর্বে তিনি টীকা-অর্থকথাসহ "মহাপরিনির্বাণ সূত্র" এর অনুবাদ করে তাঁর একনিষ্ট গবেষণা ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং বঙ্গভাষাজননীর রত্নভাণ্ডার পরিপূরণে সাহায্য করেছেন। তাঁর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে Dharma Mandali Association তাঁকে "তত্ত্ববারিধি" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনে 'বৌদ্ধ বন্ধু', 'জগজ্জ্যোতিঃ' ও 'গৈরিকা' প্রভৃতি সাময়িক মাসিকে তাঁর বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সগৌরবে স্থান প্রাপ্ত হয়েছিল। রাঙ্গুনীয়াতে তিনি সর্বপ্রথম 'কিশলয়' নামক মাসিক পত্রের কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি বহু বৎসর সদ্ধর্মোদয় পালি পরিবেণের অধ্যক্ষ হিসাবে শত শত ছাত্রকে শিক্ষা দিয়ে তাদের অন্তর-গুহার অজ্ঞানতা-অন্ধকার বিদূরীত করে উহা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-প্রসূত অভিজ্ঞতা হতে লিখিত পুস্তক যে সর্বঙ্গ-সুন্দর হবে তা'তে সন্দেহ কি। সর্বজন-হিতার্থে তাঁর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। আমরা তাঁর নিকট হতে এভাবে আরও গ্রন্থ পেতে আশা করি।

তাঁর এ অনুবাদ গ্রন্থটি জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ সকল বঙ্গভাষাবিজ্ঞ নরনারীর রত্নহার হিসাবে রাখা উচিত।

ইতি,—
শ্রী আনন্দমিত্র স্থবির
শ্মশান বিহার
বিনাজুরী, চট্টগ্রাম।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা
১৮ই জুন, ১৯৬২ ইং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রন্থ-পরিচয়

মহাকারুণিক বোধিসত্ত্ব দানাদি সমতিংশৎ পারমী সম্পূরণ করিয়া তুষিতস্বর্গে দিব্যসুখ ভোগ করিতেছিলেন। দেব-ব্রহ্মাদের কাতর প্রার্থনায় তিনি তথা হইতে চ্যুত হইয়া খৃষ্টপূর্ব ৬২৪ অব্দে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবপুত্রের মত দিব্য রাজৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত এবং বর্ধিত হইলেও নগর-ভ্রমণকালে বৃদ্ধ, রুগ্ন ও মৃতরূপী তিনজন দেবদূতকে দেখিয়া সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অগ্নিকুণ্ডের মত অনুভব করেন। অন্যদিন পরিভ্রমণের সময় সৌম্য, শান্ত ও দিব্য মুখশ্রীসম্পন্ন সন্ন্যাসীবেশী অপর দেবদূতকে দেখিয়া সেই অনাগারিক জীবনেই দুঃখমুক্তি উপলব্ধি করেন। তৎপর তিনি পাশমুক্ত কেশরী-সিংহের মত মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র ও সর্বজনকাম্য রাজৈশ্বর্যের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া একদা গভীর নিশিথে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। নবনীতসন্নিভ সুকোমল দেহে সেই প্রব্রজিত জীবনে তিনি ষড়বৎসর ব্যাপী সুকঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় ব্রতী হন। তাহাতে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়াতে মধ্যপথানুসরণে তিনি ৫৮৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে শুভ বৈশাখী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রির অন্তিম যামে পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ চাতকের বৃষ্টিধারা লাভের ন্যায় বহুকল্প-বাঞ্ছিত সম্যক্সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বে ভগবান বুদ্ধরূপে খ্যাত হন।

ভগবান বুদ্ধ সর্ব নর-দেব-ব্রহ্ম কর্তৃক অনধিগত সর্বদুঃখমুক্তিরূপ যে অমৃত আবিষ্কার করেন তাঁহার মহাপরিনির্বাণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দেব-মানবের হিত-সুখের জন্য তাহা প্রচার করেন। সেই মহাকারুণিক ৪৫ বৎসর ব্যাপী বিমুক্তিরসপূর্ণ যে বিপুল উপদেশ দিবা-রাত্র প্রদান করেন তাঁহার অটুট স্মৃতি-মেধাসম্পন্ন শ্রাবকসঙ্ঘ পাষাণফলকে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় তাঁহাদের স্মৃতি-দর্পনে তাহা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করেন।

ত্রিলোক-শাস্তা ভগবানের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার তীক্ষ্ণ স্মৃতি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিষ্যগণ ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ রাজা ও রাজন্যবর্গের সাহায্যে ক্রমে ছয়টি মহা ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন করেন। সেই সঙ্গীতি সমূহে বুদ্ধের সমুদয় উপদেশ, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রণালীবদ্ধভাবে স্থিরীকৃত, লিপিবদ্ধ ও সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে ছাপান হয়।

প্রথমতঃ ভগবানের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির ত্রিমাসাধিক চতুর্থ দিবস হইতে মগধরাজ অজাতশত্রুর সাহায্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় "মহাকস্সপ" প্রমুখ পঞ্চশত ষড়াভিজ্ঞ ও প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎ স্থবির কর্তৃক সাতমাস ব্যাপী মহা ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয়তঃ শত বৎসর পরে মহারাজ কালাশোকের সহায়তায় বৈশালী নগরে "মহাযস" প্রমুখ সাতশত সুদক্ষ অর্হৎ স্থবির কর্তৃক আটমাস ব্যাপী মহা ধর্মসঙ্গীতির কাজ চলে।

বুদ্ধ পরিনির্বাণের ২৩৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে ভারত সম্রাট ধর্মাশোকের প্রবল চেষ্টা ও উদার বদান্যতায় পাটলীপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনায়) "মোগ্গলী পুত্ত তিস্‌স" প্রমুখ সহস্র ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ স্থবির কর্তৃক নয়মাস যাবৎ তৃতীয় মহা ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

ধর্মাশোক বিশ্বের মঙ্গলকামী হয়ে এই সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য অধিবেশনের পর পৃথিবীর বহুদেশে সুদক্ষ ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। সর্বসাধারণের মনে ধর্মেও মহত্ব ও সুনীতি মুদ্রিত করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনি ছোট বড় কত সঙ্ঘারাম ও চৈত্য আপন রাজ্যে নির্মাণ করাইয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জলধর যেমন প্রভূত বারি বর্ষণ করিয়া জীব ও উদ্ভিদ-জগতের অপ্রমেয় হিতসাধন করে তিনিও তেমন গিরিগাত্রে, প্রস্তরফলকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্তম্ভে সম্বুদ্ধের উপদেশাবলী উৎকীর্ণ করাইয়া ধর্মবারি বর্ষণের দ্বারা দেব-মানবের যেরূপ অপ্রমেয় উপকার করাইয়াছেন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কুত্রাপি তেমন দৃষ্ট হয় না।

ভগবান বুদ্ধের অমৃতধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মাশোক যে কেবল অপ্রমেয় অর্থব্যয়ে অপ্রমাণ সঙ্ঘারাম, চৈত্য, স্তম্ভ ও শিলালিপি প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন এমন নহে, তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্র-কন্যা "মহীন্দ" ও "সঙ্ঘমিত্তা"কে কঠোর ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করাইয়া লঙ্কাদ্বীপে সদ্ধর্মের প্রচারের জন্য উভয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্তির ৪৫০ বর্ষে স্বর্ণলঙ্কার ধর্মপ্রাণ নরপতি "বট্টগামনি"র সর্বতোভাবে সহায়তায় মাতুল জনপদের আলোকলেনে "মহাধম্মরক্‌খিত" প্রমুখ পাঁচশত সুবিজ্ঞ অর্হৎ স্থবির কর্তৃক চতুর্থ মহাধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। শাসন-স্থিতিকামী অর্হৎগণ ভবিষ্যতে বুদ্ধধর্মকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে দেখিয়া এই সঙ্গীতিতে তালপত্রে সমস্ত ত্রিপিটক বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া নানাস্থানে স্থাপন করেন। এই সঙ্গীতিই বিশ্বের পণ্ডিত-সমাজে– "পোত্থকারোপন সঙ্গীতি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

২৪১৫ বুদ্ধাব্দে সুবর্ণভূমি মান্দালয়ের রতনপুঞ্জ নগরে দক্ষিণারামবাসী ত্রিপিটকধর "ভদন্ত জাগর" প্রমুখ ২৪০০ সুদক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ স্থবির কর্তৃক যে পঞ্চম মহা ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে শাসনের চিরস্থিতি-কামী ধর্মপ্রাণ ব্রহ্মরাজ "মিন্ ডোন্" সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল অর্থব্যয় এবং স্থবিরদের অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে সেই সঙ্গীতিতে "অর্থকথা" সহ সমস্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিপিটক দ্বিসহস্রাধিক মনোরম মার্বেল প্রস্তরের ফলকে খোদিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ফলকোপরি এক একটি মনোজ্ঞ চৈত্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই সঙ্গীতি পৃথিবীর ইতিহাসে "সেলাক্‌খরারোপন সঙ্গীতি" নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

এইরূপে ভগবান বুদ্ধের ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়া সমস্ত শাসন-ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদবশে সমৃদ্ধ, অভিজ্ঞা-সম্পত্তিবশে বর্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত ও সর্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

বহু বৎসর হইতে ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাণী লিখন ও মুদ্রণের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। ত্রিপিটকজ্ঞ স্থবির-মহাস্থবিরগণ বিবিধ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন ও অধিক পাঠ অবকোলন করিয়া চিন্তা, গবেষণা ও আলোচনা করিয়া স্থির করলেন– অদ্বয়বাদী সেই ভগবানের ধর্ম-বিনয়-অদ্বয়, সুপরিশুদ্ধ এবং নির্মলই হইবে। যাহা যুক্তিসঙ্গত ও উক্ত গুণযুক্ত তাহাই বুদ্ধবাক্য, অন্যগুলি লিখন ও মুদ্রণাদির দোষই হইবে। শাসন ও জগতের হিতকামী প্রভাবসম্পন্ন বহু পণ্ডিত মহাস্থবির সম্মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ শাসন-রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন– দুর্নিক্ষিপ্ত পদ-ব্যঞ্জনের অর্থও দুরন্বয় হয়। ত্রিপিটক সংশোধিত না হইলে অচিরে জগৎ হইতে সদ্ধর্ম অন্তর্হিত হইবে। দিনমনির অস্তাচল গমনে পৃথিবীর অবস্থার ন্যায় সদ্ধর্ম-ভাস্করের অন্তর্ধানে জগৎ ঘোর অজ্ঞানতমে নিমগ্ন হইবে। অতীতে কৃত সঙ্গীতির ন্যায় পৃথিবীর বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মেলনে মহা ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন না হইলে পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ত্রিপিটক সংরক্ষিত হইবে না। কিন্তু ধার্মিক রাজার সাহায্য ব্যতীত এমন মহা ধর্মসঙ্গীতি হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া The Union of Burma এর প্রধানমন্ত্রী 'উঃ নূ' প্রমুখ ব্রহ্মরাজ্যের কাণ্ডারীগণকে এই বিষয় নিবেদন করেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই সুমহৎ কর্মে সানন্দে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে The Union of Buddha Sasana Couneil গঠিত হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে– পঞ্চম সঙ্গীতিতে পাষাণফলকে খোদিত ত্রিপিটক ও নানাদেশীয় ত্রিপিটক গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংশোধন করতঃ প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণেই সঙ্গায়ণ করা হউক।

বুদ্ধ-শাসন-পালক মহাপণ্ডিত মহাস্থবিরগণ ও বৌদ্ধ মহাজনগণের সম্মতিক্রমে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনের অদূরবর্তী শ্রীমঙ্গল নামক সমতল ভূমিই মহা ধর্মসঙ্গীতির স্থান নির্দিষ্ট হয়। সেই স্থানে "কঙ্বায়ে" Kaba-aye (বিশ্ব শান্তি) নামে সর্বজনের প্রাণে ও হৃদয়ে শান্তি-প্রদায়ক এক অতুলনীয় চৈত্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্মাণ করা হয়। তাহারই অনতিদূরে পাষাণ-শিলা ও ইষ্টকময় ত্রিভৌমিক এক বিচিত্র শৈলপর্বতগুহা নির্মিত হয়। গুহাটা এমন চাতুর্যপুর্ণ কলাকৌশলে নির্মিত যে বাহিরে দেখিতে স্বয়ং জাত পাষাণ-পর্বত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু অভ্যন্তরে ঢুকিলে ইহার সৌন্দর্যে চিত্ত এমনই বিমোহিত হয় যে ইহার যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা হয় সেদিক হইতে আর নয়ন ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। ইহার অভ্যন্তরভাগ এমনই সুদর্শনীয়, পরম রমণীয়, বিপুল প্রসাদজনক এবং দর্শনে অতৃপ্তিকর যে ইহা যেন অদৃষ্টপূর্ব স্বর্গীয় এক দেববিমান। ইহার অবিদূরে ২৫০০ জন সঙ্গীতিকারকের নিরাপদে ও সুখে-স্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী ৪ খানা ত্রিতল প্রাসাদ, দ্বিতল মহা সীমাপ্রাসাদ, ত্রিভৌমিক ভোজনশালা, ধর্মশালা, ইলেক্ট্রিক যন্ত্র দ্বারা পাক করিবার রন্ধনশালা, পুস্তকালয়, ছাপাখানা, হাসপাতাল ও পোষ্ট আফিস প্রভৃতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি মনোরম করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে যথাসত্ত্বর নির্মিত হয়।

২৪৯৮ বুদ্ধাব্দের (১৯৫৪ ইংরেজীর) শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার ভদন্ত রেবত মহাথের প্রমুখ বৌদ্ধ জগতের ২৫০০ জন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ স্থবির মহাস্থবির কর্তৃক ষষ্ঠ মহা ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণে ইহার কাজ চলিয়া পূর্ণ দুই বৎসর২৫০০ বুদ্ধাব্দের (১৯৫৬ ইংরেজীর) শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার এই সঙ্গীতিকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। সঙ্গীতির সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ ত্রিপিটক মুদ্রাণালয়ে পালিভাষায় ও ব্রহ্মাক্ষরে মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহার পর অর্থকথা (ভাষ্য) এবং টীকা-সঙ্গীতিও হয়। ঐগুলিও সঙ্গীতির সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধ পালিভাষতেই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ তখন মগধ ও উহার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে ঐ ভাষারই প্রচলন ছিল। পালি সম্বন্ধে পৌরাণিক পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন এবং "প্রয়োগ সিদ্ধি" নামক পুরাতন পালি ব্যাকরণেও দৃষ্ট হয়,—

"সা মাগধী মূলভাসা নরা যাযাদি কপ্পিকা,
ব্রহ্মাণো চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে'তি।"

সেই মাগধীই মূলভাষা যাহা আদিকালের নরগণ, ব্রহ্মগণ, অশ্রুতভাষীগণ এবং সম্বুদ্ধগণ কর্তৃক কথিত হইত। যদিও এখন পালিভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মৃতভাষারূপে গণ্য বুদ্ধবচনসমূহে এই ভাষায় রক্ষিত আছে বলিয়া এই ভাষা প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে অতি গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বুদ্ধবচনসমূহ প্রথম সঙ্গীতিতে "ধর্ম" ও "বিনয়" এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে উহাদিগকে "বিনয়", "সূত্র" ও "অভিধর্ম" এই ত্রিবিধ পিটকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাগ করা হয়। স্কন্ধ হিসাবে উহারা আবার ৮৪০০০ ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত। রসবশে এই শাস্ত্র একমাত্র বিমুক্তি-রসেই পূর্ণ।

পিটকসমূহের মধ্যে বিনয়-পিটকে বৌদ্ধ সঙ্ঘ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীই সংরক্ষিত। সূত্র-পিটকে বুদ্ধ-প্রদত্ত ধর্মোপদেশসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে আর অভিধর্ম-পিটক বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বসমূহের শ্রেণীবদ্ধ ব্যাখ্যার সমাবেশ মাত্র।

প্রত্যেক পিটক আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। বিনয়-পিটক– (১) পারাজিকা, (২) পাচিত্তিয়, (৩) মহাবগ্গ, (৪) চূল্লবগ্গ ও (৫) পরিবার এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। অভিধর্ম-পিটক সাত ভাগ, যেমন– (১) ধম্মসঙ্গণী, (২) বিভঙ্গ, (৩) কথাবত্থু, (৪) পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, (৫) ধাতুকথা, (৬) যমক ও (৭) পট্ঠান। সূত্র-পিটক– (১) দীঘনিকায়, (২) মজ্ঝিম নিকায়, (৩) অঙ্গুত্তর নিকায়, (৪) সংযুক্ত নিকায় ও (৫) খুদ্দক নিকায় ভেদে সূত্র-পিটককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার খুদ্দক নিকায়ে সতেরটি গ্রন্থ বিদ্যমান। উহারা যথা– (১) খুদ্দকপাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্তনিপাত, (৬) বিমানবত্থু, (৭) পেতবত্থু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) মহানিদ্দেশ, (১২) চূল্লনিদ্দেশ, (১৩) পটিসম্ভিদামগ্গ, (১৪) থের-অপদান, (১৫) থেরী-অপদান, (১৬) বুদ্ধবংস ও (১৭) চরিয়া পিটক।

নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে দীঘনিকায়ই প্রথম। ইহা আবার সীলক্খন্ধবগ্গ, মহাবগ্গ ও পাথিকবগ্গ ভেদে ত্রিধা বিভক্ত। নিকায় শব্দসমূহ, সমানধর্মী প্রাণীসমূহ, লক্ষ্য, বাসস্থান, গৃহ ও পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইখানে বাসস্থান অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। দীঘনিকায় দীর্ঘ সূত্রসমূহের বাসস্থান। সুদীর্ঘ ৩৪টি সূত্র এই নিকায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থ দীঘনিকায়ের সীলক্খন্ধবগ্গ। ইহাতে ব্রহ্মজালাদি ত্রয়োদশটি সুদীর্ঘ সূত্র আছে। এই ত্রয়োদশ সূত্রের মধ্যে মহালি ও জালিয়াদি সূত্রে মিথ্যাদৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা থাকিলেও ব্রহ্মজাল সূত্রেই তাহার পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। এই সূত্রে বুদ্ধ দৃষ্টিজালকে দ্বিষষ্ঠী প্রকারে বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপাদি সম্বন্ধে যত প্রকারের প্রশ্ন হইতে পারে সবই উক্ত দ্বিষষ্ঠী প্রকার দার্শনিক মতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন– "বিজ্ঞানঘন বা প্রজ্ঞানঘন আত্মা মৃত্যুর সময় পঞ্চভূত হইতে পৃথক হয় এবং কর্মানুযায়ী আপন গতি স্থির করিয়া পূর্বপ্রজ্ঞাসহ বর্তমান দেহ হইতে নির্গত হয়। অতঃপর কিছুকাল অচেতন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন আত্মা চেতনাযুক্ত হয় তখন আপন নির্দিষ্ট গতির প্রতি ধাবিত হওয়ার ইচ্ছা তাহার উৎপন্ন হয়।" তাঁহার মতে আত্মা একূল ওকূল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভয় কূলের মধ্যে সেতুস্বরূপ। তৃণজলৌকার এক তৃণ হইতে অন্য তৃণ গ্রহণের ন্যায় আত্মার দেহান্তর গ্রহণ হইয়া থাকে। এক স্থানে তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে– আত্মার রহস্য কর্মে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে– এই অনিত্য শরীর নিত্য আত্মারই অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। মৃত্যুর পর আত্মা আকাশে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি-রূপ প্রাপ্ত হয় এবং উহাই উত্তম পুরুষ।

"স্থুল", "সূক্ষ্ম" ও "কারণ", আত্মার এই ত্রিবিধ শরীর বলিয়া পরবর্তী দার্শনিকগণের মত। তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর "কারণ-শরীর" লইয়াই আত্মা অন্যদেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এই জাতীয় মত ও বিশ্বাস যত প্রকারের হইতে পারে তাহা এই ব্রহ্মজাল সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ অতি গম্ভীর ও দুর্দর্শ। তাই ভগবান ইহাকে– অর্থজাল, দৃষ্টিজাল, ব্রহ্মজাল ও অনুত্তর সংগ্রাম বিজয় নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পালিগ্রন্থে আত্মাবাদের অপর নাম সৎকায়দৃষ্টি, মধ্যম নিকায়ের ক্ষুদ্র বেদল্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে– "রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিম্বা রূপে আত্মা দর্শন করে।" বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে পঞ্চস্কন্ধের যে কোন একটিতে বা সমষ্টিভাবে যে চিন্তা ও বিশ্বাস তাহাই সৎকায়দৃষ্টি।

ঐ গ্রন্থের মূলপর্যায় সূত্রে যে বলা হইয়াছে– "নির্বাণ'কে নির্বাণের ভাবে জানে, নির্বাণকে নির্বাণের ভাবে জানিয়া 'নির্বাণ' বলিয়া মনে করে, 'নির্বাণে' মনে করে, 'নির্বাণ হইতে' মনে করে, 'নির্বাণ আমার' বলিয়া মনে করে এবং নির্বাণ লইয়া আনন্দ করে।" ইহাও সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ।

ঐ গ্রন্থের অলগর্দোপম সূত্রে কথিত হইয়াছে– "এই রূপ আমার, আমিই রূপ, রূপই আমার আত্মা।" বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার সম্বন্ধেও এইরূপ। "যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান– সে-ই জগৎ, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা।" ইহাও সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ। বুদ্ধ ব্রহ্মজাল সূত্রে বলিয়াছেন– "ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বেদনা মাত্র– চিত্তচাঞ্চল্য মাত্র।" ঐ গ্রন্থের সর্বাসব সূত্রে উক্ত হইয়াছে– আমি পূর্বে, সুদীর্ঘ অতীতে কি ছিলাম কিম্বা ছিলাম না? কিভাবে ছিলাম, কি হইতে পরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি হইয়াছিলাম? আমি ভবিষ্যতে সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব কিম্বা থাকিব না? কিভাবে থাকিব, কি হইতে বা কি হইব? সে বর্তমান সম্বন্ধেও সংশয়াপন্ন হয়– আমি এখন আছি কি নাই? কিভাবে আছি? আমার এই সত্ত্বা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায়ই বা যাইবে?" এই প্রশ্নগুলি প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গৃহীত হইতে পারে না।

এই গ্রন্থের মহালি সূত্রে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন– "জীব এবং দেহ কি একই অথবা ভিন্ন?" নিকায় গ্রন্থের অন্য সূত্রে আছে– "মৃত্যুর পর তথাগত পুনঃ জন্মগ্রহণ করে কিনা?" ইত্যাদি প্রশ্ন বুদ্ধ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতেন তাই তিনি ঐ প্রকারের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না।

আত্মার স্বীকৃতির উপর যে সকল মত প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মতে উহারা অনুমান মাত্র, প্রমাণসিদ্ধ নহে। যে সকল যুক্তির দ্বারা উহারা সমর্থিত হয়, ঐ যুক্তিসমূহ অসার বাগাড়ম্বর মাত্র।

বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত জগতে এমন ধর্ম অতি বিরল যাহাতে আত্মার স্থান নাই। আত্মাহীন ধর্ম জনসাধারণের ধারণার বাহিরে। তদ্ধেতু পাক-ভারত উপমহাদেশে তথা অন্যান্য দেশেও বৌদ্ধধর্ম যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মাকে স্বীকার করিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য একটা চেষ্টা রহিয়াছে। ঐ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ পিটকগ্রন্থসমূহ একবাক্যে উহার প্রতিবাদ করিতেছে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণের মতে প্রতীত্য-সমুৎপাদের নিয়মেই বিপরিণামী ও উদয়-বিলয়শীল পঞ্চস্কন্ধের সংযোগ-বিয়োগে জীবসমূহের জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। এইভাবে বিচার করিলে পঞ্চস্কন্ধাতীত আত্মা নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ব্যতীত কোন বিষয় কেবল কল্পনা বা অন্ধবিশ্বাসে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। অবিদ্যা ও তৃষ্ণার সাহায্যে জীবরূপে পঞ্চস্কন্ধের মিলন হইলে আত্মা বা পুরুষ ধারণার উৎপত্তি হয়। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনার দ্বারা অবিদ্যা ও তৃষ্ণা নিঃশেষে নিরুদ্ধ হইলে সর্বদুঃখের অবসান ও পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

দর্শন ও পালিশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র মহাস্থবিরকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনি সাধনারত হইয়াও অনুগ্রহপূর্ব্বক তাড়াতাড়ি ভূমিকা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক ভূমিকা যেমন ইহার আলোচনার পরিপূরক এবং উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ধক হইয়াছে তেমন আমাকেও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহিতা বাগ্ময়ী হইয়া আমাকে লজ্জিত করিয়াছে।

১৯৪১ ইংরেজীতে "মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং অর্থাৎ তথগতের অন্তিমাবদান" আমাকর্তৃক মূল পালিসহ বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইলে পরম শ্রদ্ধেয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভদন্ত শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয় "ব্রহ্মজাল সূত্র"টিও সেইভাবে অনুবাদ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমাকে এক পত্র লিখেন। তাঁহার পত্রে আমার চিন্তা হইল– ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, সিলোনী, বার্মিজ, শ্যামী ও কম্বোডিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ত্রিপিটক সম্পূর্ণ বা আংশিক অনূদিত হইয়া বহু দেশের উপকার সাধিত হইতেছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ না থাকায় বঙ্গভাষাভাষীরা তাহার অমৃত রসাস্বাদন হইতে চ্যুত। পূজনীয় ভদন্ত মহোদয়ের প্রেরণায় তখন আমি ব্রহ্মজাল সূত্রের মূল পালিসহ বঙ্গানুবাদ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সুযোগের অভাবে ছাপানো হয় নাই।

হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের সুযোগ্য সিভিলসার্জন ধর্মপ্রিয় শ্রীযুত বাবু মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার এম, বি, মহোদয় সাময়িক "জগজ্জ্যোতিঃ" নামক মাসিকে তাহার কতেকাংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম মির্জাপুরের (গুমানমর্দনের) সুসন্তান ব্রহ্মপ্রবাসী সদ্ধর্মপ্রবর্ধক ডাক্তার শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া (Ex.I.A.M.C.) মহাশয় ১৯৫২ ইংরেজীতে রেঙ্গুন নগরে শ্রীত্রিপিটক প্রচার প্রেস প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গানুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে ত্রিপিটক প্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হন। রেঙ্গুনে চট্টল বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠিত ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ ত্রিপিটক কোবিদ, অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় "দীঘনিকায়"টি সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়া দিতে আমাকে আহ্বান জানান। তাঁহার নির্দেশক্রমে এবং ডাক্তার সুধাংশু বাবুর ঐকান্তিক প্রার্থনায় "দীঘনিকায়" এর প্রথম খণ্ড "সীলক্খন্ধবগ্গ" এখন প্রকাশিত হইল। বুদ্ধবাণী অত্যন্ত গম্ভীর ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ আর্য্য না হইলে আর্য্যসত্য বুঝা ও বুঝান দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক আমি মূলের সহিত পালি অর্থকথা ও টীকাকারের মতানুযায়ী অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদ যাহাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। সর্বসাধারণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে বুদ্ধ তেমনভাবেই ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। আমার অনুবাদ কতদূর সুখবোধ্য হইয়াছে জানি না। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সুখবোধ্য করিতে না পারি আমার অনভিজ্ঞতাই তার জন্য দায়ী। আমার এই অনুবাদের দ্বারা বঙ্গভাষাভাষী আমার সুহৃদগণের কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার হইলেও আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

বর্তমানে গল্প ও নাটক-নোভেল দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ঐগুলি সহজপাঠ্য ও সুখবোধ্য বলিয়া সকলে ঐসব পাঠে আগ্রহান্বিত। ধর্মগ্রন্থ পাঠ অনেকের পক্ষেই রুচিকর নয়। তদুপরি জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞানীদের পক্ষেও বহু ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, অপরের কথাই বা কি। অতএব এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া অমৃতরূপ ধর্মরস পান করিতে হইলে বিপুল শ্রদ্ধা ও গভীর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একাগ্রতার সহিতই পাঠ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে একই পরিচ্ছেদ (সূত্র) পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

এই গ্রন্থ অনুবাদে চিরসুহৃদ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ও ষষ্ঠ-সঙ্গায়ণের অন্যতম মূল "ধম্মাচারিয়" "ওবাদাচারিয়" "সঙ্গীতিকারক", "পিটক-পটিবিসোধক" "অগ্গমহাপণ্ডিত" শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় অনুবাদাংশ পরীক্ষা ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহারের অন্যতম প্রধান ভিক্ষু ত্রিপিটক প্রচার বোর্ডের সদস্য, ষষ্ঠ-মহাসঙ্গীতির অন্যতর সঙ্গীতিকারক শ্রীমৎ শান্ত রক্ষিত স্থবির গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও সুখ-শান্তি কামনা করিতেছি।

সদ্ধর্মপ্রবর্ধক ডাক্তার শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীত্রিপিটক প্রচার প্রেসে তাঁহারই অর্থানুকুল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তিনি ইতিপূর্বে মজ্ঝিম নিকায়ের "মজ্ঝিম পঞ্ঞাস" ছাপাইয়া পৃথিবীর বহু লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মাশোকের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি যে সদ্ধর্ম-প্রচাররূপ সুমহান ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহার এই বিপুল ত্যাগ ও প্রচেষ্টা সর্ব দেব নরকর্তৃক একান্তই প্রশংসনীয়। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীত্রিপিটক প্রচার প্রেসের ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীযুত রণধীর তালুকদার এবং বর্তমান ম্যানেজার শ্রীযুত সত্যব্রত বড়ুয়া ও প্রেসের কর্মচারীগণ যে যত্নসহকারে এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ষষ্ঠ-সঙ্গায়ণের সঙ্গীতিকারকরূপে The Union Buddha Sasana Council কর্তৃক আহুত হইয়া সঙ্গায়ণের কার্যশেষে এই গ্রন্থ ছাপান ও অপর গ্রন্থ অনুবাদ ব্যাপারে কয়েকমাস আমাকে রেঙ্গুনের ধর্মদূত বিহারে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তখন বিহারের পরিচালকগণ, বিশেষতঃ ডাক্তার সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, শ্রীমৎ অতুলানন্দ স্থবির, অরিন্দম বড়ুয়া S.D.O. ও ইন্দুভূষণ তালুকদার আমাকে আবশ্যকীয় প্রত্যয়াদি দিয়া সুখে অবস্থানের সুবন্দোবস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেবা-যত্নে আমাকে প্রবাসজনিত কোন প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, সর্বপ্রকারে সুখে-শান্তিতেই অবস্থান করিয়াছিলাম। রেঙ্গুনের Retd. Asst. Director of Health শ্রীযুত বঙ্কিম চন্দ্র বড়ুয়া এম, বি, বি, এস্, (লণ্ডন), ডাক্তার শ্রীঅধর রঞ্জন লাল বড়ুয়া, শ্রীআশুতোষ বড়ুয়া, শ্রীবরদা রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীনলিনী রঞ্জন বড়ুয়া এবং ডাক্তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতি দায়কগণও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরও সর্ববিধ মঙ্গল কামনা করিতেছি।

মারবিজয় বিদর্শনারামের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রবর সেয়াদ শ্রীমৎ মেধাবী মহাথের মহোদয় তাঁহার আশ্রমে স্থান দিয়া মুক্তির যে উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন তিথি
২৫০৬ বুদ্ধাব্দ
১৯৬২ খৃষ্টাব্দ
পোষ্টঃ রাজাভুবন
পূর্ব্ব পাকিস্তান

শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির
রাজ-বিহার রাজানগর
চট্টগ্রাম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূচিপত্র

১। শীলস্কন্ধ বর্গ ২৮
১—ব্রহ্মজাল সূত্র (১। ১) ২৮
পরিব্রাজক কথা ২৮
ক্ষুদ্রশীল ৩১
মধ্যম শীল ৩৪
মহাশীল ৩৭
পূর্বান্ত কল্পিক ৪১
শাশ্বতবাদ ৪১
"প্রথম ভাণবার একাংশ শাশ্বতবাদ।" ৪৫
অন্তানন্তবাদ ৪৯
অরমাবিক্ষেপ বাদ ৫১
অধীত্য সমুৎপন্ন বাদ ৫৫
অপরান্ত কল্পিক ৫৬
সংজ্ঞীবাদ ৫৭
দ্বিতীয় ভাণবার ৫৯
অসংজ্ঞীবাদ ৫৯
নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বাদ ৫৯
উচ্ছেদ বাদ ৬০
দৃষ্টধর্ম নির্বাণ বাদ ৬৩
পরিত্রাসিত-বিস্ফন্দিত বার ৬৫
স্পর্শ প্রত্যয় বাদ ৬৭
এই কারণ অবিদ্যমান বাদ ৬৯
দৃষ্টি-গতি-অধিষ্ঠান বর্ত কথা ৭০
বিবর্ত কথাদি ৭১
২। সামঞ্ঞ ফল সূত্র ৭৪
রাজামাত্য কথা ৭৪
কোমারভচ্চ জীবক কথা ৭৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসা ৭৬
পূরণ কস্‌সপ কথা ৭৭
মক্‌খলি গোসাল কথা ৭৮
অজিত কেসকম্বল কথা ৮০
পধুক কচ্চায়ন কথা ৮১
নিগণ্ঠ নাথপুত্র কথা ৮২
সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র কথা ৮২
প্রথম সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল ৮৩
দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল ৮৫
প্রণীততর শ্রামণ্যফল ৮৬
ক্ষুদ্র শীল ৮৭
মধ্যম শীল। ৮৯
মহাশীল। ৯১
ইন্দ্রিয় সংবর ৯৩
স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান ৯৪
সন্তোষ ৯৪
নীবরণ প্রহাণ ৯৫
প্রথম ধ্যান ৯৭
দ্বিতীয় ধ্যান ৯৭
তৃতীয় ধ্যান ৯৮
চতুর্থ ধ্যান ৯৮
বিদর্শন জ্ঞান (১) ৯৮
মনোময় ঋদ্ধিজ্ঞান (২) ৯৯
ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান (৩) ১০০
দিব্যশ্রোত্র জ্ঞান (৪) ১০০
চিত্তপর্যায় জ্ঞান (৫) ১০১
পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান (৬) ১০১
দিব্যচক্ষু জ্ঞান ১০২
আসবক্ষয় জ্ঞান ১০৩
অজাতশত্রুর উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা ১০৪
৩। অম্বট্‌ঠ সূত্র ১০৫
পোক্‌খরসাতি উপখ্যান ১০৫
অম্বট্‌ঠ মানব ১০৬

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রথম ইব্‌ভবাদ ১০৮
দ্বিতীয় ইব্‌ভবাদ ১০৮
তৃতীয় ইব্‌ভবাদ ১০৯
দাসীপুত্রবাদ ১০৯
অম্বট্‌ঠ বংশ কথা ১১১
ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভাব ১১২
প্রথম ভাণবার ১১৫
বিদ্যাচরণ কথা ১১৫
চারি অপায়মুখ ১১৬
পূর্ব ঋষিদের ভাবনানুযোগ ১১৮
দ্বিলক্ষণ দর্শন ১১৯
পোক্‌খরসাতীর বুদ্ধসদনে গমন ১২১
পোক্‌খরসাতীর উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা ১২৩
৪। সোণদণ্ড সূত্র ১২৪
চম্পেয়্য ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ১২৪
সোণদণ্ড গুণ কথা ১২৫
বুদ্ধগুণ কথা ১২৬
সোণদণ্ড পরিবিতর্ক ১২৯
ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞপ্তি ১৩১
শীল-প্রজ্ঞা কথা ১৩৪
সোণদণ্ডের উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা ১৩৫
৫। কূটদন্ত সূত্র ১৩৮
খানুমতক ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ১৩৮
কূটদন্ত গুণ কথা ১৩৯
বুদ্ধগুণ কথা ১৪১
মহাবিজিত রাজযজ্ঞ কথা ১৪৩
চারি উপকরণ ১৪৫
অষ্ট উপকরণ ১৪৫
চারি উপকরণ ১৪৬
ত্রিবিধ বিধা ১৪৬
দশ আকার ১৪৭
ষোড়শাকার ১৪৯
নিত্য দানানুকুল যজ্ঞ ১৫২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কূটদন্তের উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা.....১৫৫
স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়া.....১৫৬
৬। মহালি সূত্র.....১৫৮
ব্রাহ্মণদূত উপাখ্যান.....১৫৮
ওট্ঠদ্ধ লিচ্ছবী উপাখ্যান.....১৫৮
একাংশ ভাবিত সমাধি.....১৬০
চারি আর্য ফল.....১৬২
দুই প্রব্রজিত উপাখ্যান.....১৬৪
৭। জালিয় সূত্র.....১৬৬
দুই প্রব্রজিত উপাখ্যান.....১৬৬
৮। মহাসীহনাদ সূত্র.....১৬৮
অচেলকের উপাখ্যান.....১৬৮
সমনুযুক্তকরণ কথা.....১৬৯
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ.....১৭১
তপোপক্রম কথা.....১৭১
তপোপক্রম নিরর্থকতা.....১৭৩
শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সম্পদা.....১৭৬
সিংহনাদ কথা.....১৭৮
তীর্থিয় পরিবাস কথা.....১৭৯
৯। পোট্ঠপাদ সূত্র.....১৮১
পোট্ঠপাদ পরিব্রাজক উপাখ্যান.....১৮১
অভিসংজ্ঞা নিরোধ কথা.....১৮২
সহেতুক সংজ্ঞা উৎপাদ নিরোধ কথা.....১৮৩
সংজ্ঞা-আত্মকথা.....১৮৭
হত্থিসারিপুত্র চিত্ত ও পোট্ঠপাদ উপাখ্যান.....১৯০
একাংশিক ধর্ম.....১৯১
ত্রিবিধ আত্ম প্রতিলাভ.....১৯৪
হত্থিসারিপুত্র চিত্তের উপসম্পদা.....১৯৯
১০। সুভ সূত্র.....২০১
সুভ মানব উপাখ্যান.....২০১
শীলস্কন্ধ.....২০২
সমাধিস্কন্ধ.....২০৪
প্রজ্ঞাস্কন্ধ.....২১০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। কেবট্ট সূত্র ২১৭
কেবট্ট গৃহপতিপুত্র উপাখ্যান ২১৭
ঋদ্ধি প্রাতিহার্য ২১৭
আদেশনা প্রাতিহার্য ২১৮
অনুশাসনী প্রাতিহার্য ২১৯
ভূত নিরোধে স্বকীয় ভিক্ষু উপাখ্যান ২২০
তীরদর্শী শকুণোপমা ২২৩
১২। লোহিচ্চ সূত্র ২২৫
লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ উপাখ্যান ২২৫
লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের অনুযোগ ২২৭
ত্রিবিধ অনুযোগার্হ ২২৯
অননুযোগার্হ শাস্তা ২৩১
১৩। তেবিজ্জ সূত্র ২৩৩
মার্গামার্গ কথা ২৩৩
বাসেট্ঠ মানবানুযোগ ২৩৪
জনপদকল্যাণীর উপমা ২৩৭
সোপান উপমা ২৩৮
অচিরাবতী নদী উপমা ২৩৯
সংসন্দন কথা ২৪১
ব্রহ্মলোকমার্গ দেশনা ২৪৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

দীর্ঘ-নিকায়

১। শীলস্কন্ধ বর্গ

১—ব্রহ্মজাল সূত্র (১। ১)

পরিব্রাজক কথা

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি[১]—

এক সময়[২] ভগবান[৩] মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘে সমভিব্যাহারে রাজগৃহ[৪] ও নালন্দার[৫] অন্তর্বর্তী দীর্ঘ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন সুপ্রিয়[৬] পরিব্রাজকও তাহার অন্তেবাসী যুবক ব্রহ্মদত্তের সহিত সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তত্র সুপ্রিয় পরিব্রাজক অনেক প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিন্দাবাদ

---

[১]। সমগ্র বচনের উদ্দেশ্য—সূত্র নিহিত উপদেশ সমূহকে ভগবদুক্তি রূপে নির্দেশ করা ও সূত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করা। স্থবির আনন্দ স্বয়ং সূত্রের অকর্তা, তিনি ভগবানের মুখেই ইহা শুনিয়াছেন। (সু. বি.)

[২]। ইহা সূত্রের প্রস্তাবনা মাত্র। যখন ভগবানের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ তখন সূত্রোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। (সু. বি.)

[৩]। ভগবান অর্থে গুরু, সর্বগুণ বৈশিষ্টে যিনি সর্বসত্ত্বের গুরু, সর্বোত্তম গৌরব যুক্ত গুরু। ইহার বিশদ বর্ণনা মদানূদিত মহাপরিনিব্বান সূত্রের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[৪]। রাজগৃহ—মগধের পূর্ব রাজধানী, ইহার বর্তমান নাম রাজগির।

[৫]। নালন্দ—জিলা বড়গাঁও। বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাত্র ২৪ মাইল ব্যবধান। ইহা অগ্রশ্রাবক শারিপুত্রের জন্ম ও পরিনির্বান প্রাপ্তির স্থান।

[৬]। সুপ্রিয় রাজগৃহের বিখ্যাত সঞ্জয় পরিব্রাজকের প্রধান শিষ্য। ধর্মসেনাপতি শারিপুত্র ও মহামোদ্গাল্যায়ন প্রথমে এই প্রখ্যাত নাম সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের উৎপত্তি হইলে শারিপুত্র অশ্বজিৎ স্থবিরের নিকট অমৃতের সন্ধান পাইয়া সঞ্জয়ের শিষ্য পরিষদ হইতে বহু সতীর্থের সহিত বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদ্ধোৎপত্তিতে তৈর্থিকগণের লাভ সৎকার পরিহীন হইয়াছিল। এই জন্যই পরিব্রাজকগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। (সু. বি.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতেছিল; কিন্তু তাহার অন্তেবাসী যুবক ব্রহ্মদত্ত বহু প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণ সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ করিতেছিল। এইরূপে আচার্য ও অন্তেবাসী উভয়ে পরস্পর সোজা বিরুদ্ধবাদী হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পশ্চাদানুবর্তী হইল।

২। অতঃপর ভগবান (দিবাবসান দেখিয়া) একরাত্র যাপনের জন্য সসংঘ অম্বলট্‌ঠিকা[১] নামক রাজার বাগানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। সুপ্রিয় পরিব্রাজকও তাহার অন্তেবাসী যুবক ব্রহ্মদত্তের সহিত তথায় রাত্রি যাপনার্থ প্রবিষ্ট হইল। সেখানেও সুপ্রিয় পরিব্রাজক নানা প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিন্দা করিতে থাকে, কিন্তু অন্তেবাসী যুবক ব্রহ্মদত্ত বহুপ্রকারে ত্রিরত্নের গুণ সম্বন্ধীয় প্রশংসা করিতে থাকে। এইরূপে আচার্য ও অন্তেবাসী উভয়ে সোজা বিরুদ্ধবাদী হইয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিল।

৩। অতঃপর রাত্রির প্রত্যুষ সময় শয্যা হইতে উত্থিত বহু ভিক্ষু মণ্ডলমালে (বৈঠক খানায়) উপবেশন করিয়া এইরূপ কথাধর্ম আলোচনা করিতে লাগলেনÍ "বন্ধুগণ! বড়ই আশ্চর্য[২] এবং অদ্ভূত যে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সত্ত্বগণের আশয়-অনুশয় পর্যন্ত সুপরিজ্ঞাত। এই সুপ্রিয় পরিব্রাজক বহু প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিন্দাবাদ করিতেছে; আর তাহারই অন্তেবাসী যুবক ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রসংশাবাদ করিতেছে। এইরূপে ইহারা আচার্য ও অন্তেবাসী উভয়ে পরস্পর সোজা বিরুদ্ধবাদী হইয়া সসংঘ ভগবানের পশ্চাদানুবর্তী হইয়াছে।"

৪। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণের আলোচ্যমান কথাধর্ম জ্ঞাত হইয়া[৩] মণ্ডলমালে সমুপস্থিত হইলেন এবং নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনÍ

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে কি কথা উত্থাপন করিয়া বসিয়া আছ? আমার আগমনে কর্মস্থান মনস্কার, উদ্দেশ ও পরিপৃচ্ছাদির মধ্যে তোমাদের কোন কথা সমাপ্ত হইল না? (কোন কথা বাধাপ্রাপ্ত হইল?)"

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেনÍ

---

[১]। অম্বলট্‌ঠিকা—রাজার এক উদ্যান। এই উদ্যান দ্বারে আম্রতরু থাকায় ইহা অম্ব বা আম্রলট্‌ঠিকা নামে অভিহিত হয়। (সু. বি.)

[২]। অন্ধের পর্বতারোহণের ন্যায় নিত্য ঘটে না বলিয়া আশ্চর্য অথবা করতালি দেওয়ার উপযুক্ত বলিয়া আশ্চর্য। (সু. বি.)

[৩]। ভগবান কোন বিষয় মাংসচক্ষে কোন বিষয় দিব্যচক্ষে দেখিয়া বা দিব্য শ্রোত্রে শুনিয়া অবগত হন। এস্থলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানেই অবগত হইলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! রাত্রির প্রত্যুষসময় শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া এই মণ্ডলমালে উপবেশন করিলে আমাদের মধ্যে এই কথাধর্ম উত্থিত হয়। 'বন্ধুগণ! বড়ই আশ্চর্য এবং অদ্ভূত যে সর্বদর্শী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ প্রাণিগণের আশয়-অনুশয় পর্যন্ত সুপরিজ্ঞাত। এই সুপ্রিয় পরিব্রাজক বহু প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের নিন্দাবাদ করিতেছে, কিন্তু তাহারই অন্তেবাসী যুবক ব্রহ্মদত্ত অনেক প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রশংসাবাদ করিতেছে। এইরূপে ইহারা আচার্য ও অন্তেবাসী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও উভয়ে পরস্পর প্রত্যক্ষভাবে বিরুদ্ধবাদী হইয়া সসংঘ ভগবানের পশ্চাদানুবর্তী হইয়াছে।' ভন্তে! এই আমাদের সর্বদর্শী ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকথার আলোচনা হইতেছিল। অতঃপর ভগবান সমাগত। (অনুকম্পাপূর্বক এতৎ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।)"

৫। "ভিক্ষুগণ, অপরে আমার অথবা ধর্মের কিম্বা সংঘের নিন্দাবাদ করিলে তাহাদের প্রতি তোমরা আঘাত (কোপ), অপ্রত্যয় (দৌর্মনস্য) এবং চিত্তের অপ্রসাদ উৎপাদন করিও না।"[১]

"ভিক্ষুগণ, অপরে আমার অথবা ধর্মের কিম্বা সংঘের নিন্দাবাদ করিলে তাহাদের প্রতি যদি তোমরা কুপিত বা অসন্তুষ্ট হও তবে তদ্দ্বারা তোমাদেরই (ধ্যানাদির) অন্তরায় হইবে।"

"ভিক্ষুগণ, অপরে আমার অথবা ধর্মের কিম্বা সংঘের অপবাদ করিলে যদি তোমরা কুপিত বা অসন্তুষ্ট হও, তবে পরের উক্তি সুভাষিত বা দুর্ভাষিত তাহা বুঝিতে পারিবে কি?"

"না, ভন্তে! (বুঝিতে পারিব না)।"

"ভিক্ষুগণ, অপরে আমার বা ধর্মের অথবা সংঘের অপবাদ করিলে তত্র অসত্যের অসত্যতা তোমরা এই বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। এই কারণে ইহা অসত্য, এই কারণেও ইহা মিথ্যা, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই, আমাদিগের মধ্যে ইহা অবিদ্যমান।"[২]

---

[১]। নিন্দা এবং প্রশংসা লক্ষ্য করিয়াই ভগবান দেশনা আরম্ভ করিয়াছেন। সেই পঞ্চশত ভিক্ষু মহানুভাব সম্পন্ন বলিয়া নিন্দা শ্রবণে তাঁহাদের চিত্তে আঘাতাদি উৎপন্ন হয় নাই। ভবিষ্যতেও এতদাবস্থায় কুলপুত্রদের অকুশলোৎপত্তি নিবারণ কল্পে বুদ্ধ ধর্মনীতি স্থাপন করিলেন। (সু. বি.)

[২]। যদি কেহ বলে যে, তোমাদের শাস্তা সর্বজ্ঞ নহেন, ধর্মও সুব্যাখ্যাত নয়, সংঘও সুপ্রতিপন্ন নহেন তখন নীরব থাকা অনুচিত। ক্রুদ্ধ না হইয়া ইহার অসত্যতা প্রমাণিত করা আবশ্যক—'আমাদের শাস্তা এই সমুদয় কারণে সর্বজ্ঞ, ধর্মও এই সমুদয় কারণে সুব্যাখ্যাত, সংঘও সুপ্রতিপন্ন।' তুমি বা তোমার আচার্য দুঃশীল, তোমাদিগ কর্তৃক অমুক দুষ্কার্য কৃত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিলে নীরবতায় আশঙ্কার সৃষ্টি হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। "ভিক্ষুগণ, অপরে আমার অথবা ধর্মের কিম্বা সংঘের প্রশংসাবাদ করিলে সেজন্য তোমরা আনন্দ, সৌমনস্য, চিত্তের উৎফুল্লতা (ঔদ্ধত্যবহপ্রীতি) উৎপাদন করিও না।"[১]

"ভিক্ষুগণ, অপরে আমার বা ধর্মের কিম্বা সংঘের প্রশংসাবাদ করিলে ইহাতে যদি তোমরা আনন্দিত, সুমন, উৎফুল্ল (প্রীতিবন্যায় প্রবাহিত) হও তদ্দ্বারা তোমাদেরই (চিত্তচঞ্চল্যহেতু ধ্যানাদির) অন্তরায় হইবে।"

"ভিক্ষুগণ, অপরে আমার বা ধর্মের কিম্বা সংঘের প্রশংসাবাদ করিলে তত্র সত্যের সত্যতা এই বলিয়া স্বীকার করিবে,–এই কারণে এইরূপ হইয়াছে এবং এই কারণেও ইহা সত্য, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব আছে, আমাদিগের মধ্যে ইহা বিদ্যমান।"[২]

ক্ষুদ্রশীল

৭। "হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন[৩] (সাধারণ ব্যক্তি) অনন্ত গুণশালী তথাগতের প্রশংসা করিলেও অল্পমাত্র, যৎসামান্য শীলাচার[৪] গুণেরই প্রশংসা করিবে। ভিক্ষুগণ, পৃথগজন তথাগতের যে অল্পমাত্র, যৎসামান্য শীলগুণের প্রশংসা করে

তদ্ধেতু ক্রুদ্ধ না হইয়া অপবাদ নিরাকৃত করা কর্তব্য। 'তুমি গরু, গাধা' ঈদৃশ উক্তিতে কেহ আক্রোশ করিলে তাহার প্রতি উপেক্ষাভাব আনয়নে ক্ষান্তি প্রদর্শন করা উচিত। (সু. বি.)

[১]। এইরূপ কেন উক্ত হইল? অন্যত্র উক্ত হইয়াছে : "বুদ্ধোতি কিত্তযন্তস্স কাযে ভবতি যা পীতি, বরমেবাহি সা পীতি কসিনেনাপি জম্বুদীপস্স" অর্থাৎ বুদ্ধ এইশব্দ কীর্তনকারী সাধু সজ্জনের শরীরে যে প্রীতি সঞ্জাত হয় উহা জম্বুদীপ প্রমাণ কৃৎস্ন পরিকর্মাদিতে উৎপন্ন প্রীতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 'যাহারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন তাহারা অগ্রে প্রসন্ন' ইত্যাদি রূপে যে প্রীতি সৌমনস্যকে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা নৈষ্ক্রম্যযুক্ত। এস্থলে আমারই বুদ্ধ, আমারই ধর্ম, আমারই সংঘ এইরূপ মমত্ব উৎপাদন করিয়া আয়ুষ্মান ছন্ন ভিক্ষুর ন্যায় উৎপন্ন গৃহাশ্রিত প্রীতি সৌমনস্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ প্রীতি সৌমনস্য ধ্যানাদি লাভের অন্তরায়কর। (সু. বি.)

[২]। যদি কেহ বলে যে, "আপনাদের শাস্তা সর্বজ্ঞ, অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ; ধর্মও সুব্যাখ্যাত, সংঘও সুপ্রতিপন্ন।" তখনও নীরব থাকা অকর্তব্য। উহার সত্যতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

[৩]। আর্যশ্রাবক ব্যতীত অন্যজন। পৃথগজন দ্বিবিধ—অন্ধ ও কল্যাণ পৃথগজন। স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনাদি সম্বন্ধে উদ্‌গ্রহ, পরিপৃচ্ছা, শ্রবণ, ধারণ, প্রত্যবেক্ষণাদি যাঁহাদের নাই তাঁহারা অন্ধ পৃথগজন ও যাঁহাদের আছে তাঁহারা কল্যাণ পৃথগজন। (সু. বি.)

[৪]। শীল যোগীর অগ্র বিভূষণ। কিন্তু প্রভাবাদি গুণ বিষয়ে শীল সমাধির ষোড়শাংশের সমানও নহে। তথা সমাধি ও প্রজ্ঞার তুলনায় সামান্যই বটে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা কিরূপ?"

৮। "প্রাণীহত্যা পরিহার করিয়া শ্রমণ[১] গৌতম[২] প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত। সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি তিনি দণ্ডহীন ও শস্ত্রহীন, লজ্জাশীল, দয়াদ্রচিত্ত এবং অনুকম্পা পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াই, তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

"অদত্ত গ্রহণ পরিহার করিয়া শ্রমণ গৌতম অদত্ত গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। তিনি প্রদত্ত গ্রাহক, দত্ত প্রত্যাশী, অচৌর্য, শুচি, শুভ্রচিত্তে অবস্থান করেন। পৃথগজন তথাগতের প্রশংসা করিলে হে ভিক্ষুগণ, এই বলিয়াও প্রশংসা করিবে।"

"অব্রহ্মচর্য[৩] পরিহার পূর্বক ব্রহ্মচারী শ্রমণ গৌতম গ্রাম্য (হীন) মৈথুনধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিরত, অসংশ্লিষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

৯। "মিথ্যাবাক্য পরিহার পূর্বক মিথ্যা ভাষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও জগতে অবিসংবাদী। ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

"পিশুন বাক্য পরিহার পূর্বক শ্রমণ গৌতম, পিশুন বাচন হইতে সম্পূর্ণ বিরত। তিনি এখানে শুনিয়া ওখানে বলেন না ইহাদের ভেদের জন্য অথবা অন্যত্র শুনিয়া ইহাদেরকে বলেন না উহাদের মধ্যে ভেদের জন্য; কলহকারীদের মধ্যে তিনি মিলনদাতা, মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে উৎসাহ দাতা। তিনি সমগ্রারাম বা মিলিত অবস্থানে আরামদায়ক সমগ্ররত, সমগ্রনন্দী ও সম্মিলনী বাক্যই সদা বলেন। ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও পৃথগজন তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

"পরুষবাক্য পরিহার পূর্বক শ্রমণ গৌতম নির্দোষ, শ্রুতিমধুর প্রীতিজনক, হৃদ্যতামূলক বহুজন কাম্য, বহুজন প্রিয় নাগরিক ভাষা ব্যবহার করেন। হে ভিক্ষুগণ, এই বলিয়াও পৃথগজন তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

"সম্প্রলাপ পরিহার পূর্বক শ্রমণ গৌতম সম্প্রলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত।

---

[১]। যাঁহার পাপ শমিত হইয়াছে তিনি শ্রমণ। এ স্থলে ভগবান। (সু. বি.)

[২]। গৌতমগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠার্থে গৌতম। (সু. বি.)

[৩]। হীনচর্য, ব্রহ্ম—শ্রেষ্ঠ আচার আচরণ করেন এই অর্থে ব্রহ্মচারী মৈথুন বিরতিই শ্রেষ্ঠ আচরণ। স্ত্রী-পুরুষ কামাসক্ত হইয়া যেই আচরণ করে তাহাই মৈথুন। মৈথুন হইতে বিরতিই ব্রহ্মচর্য। স্ত্রীজাতির সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি সপ্তবিধ মৈথুন সংযোগ হইতে বিরতিই শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য। (সু. বি.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী[১]। যথাসময় উপমা পরিচ্ছেদ ও অর্থসহ সারগর্ভ বাক্যই বলিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১০। "শ্রমণ গৌতম বীজ এবং উদ্ভিদ সমূহের ছেদন-ভেদন বিনষ্ট মূলক কার্যাদি হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

"একবেলা মাত্র আহার করেন শ্রমণ গৌতম, বিকাল ভোজন হইতে সম্পূর্ণ বিরত। রাত্রিতে উপবাস পালন করেন।"

"শ্রমণ গৌতম নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিসূক (প্রব্রজিতদের বিরুদ্ধ উৎসব, যাহা দর্শনে মন বিদ্ধ ও ক্ষুন্ন হয়) দর্শনাদি হইতে সম্পূর্ণ বিরত।"

"শ্রমণ গৌতম পুষ্পমাল্য সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনাদি ব্যবহার মণ্ডণ ও বিভূষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত।"

"শ্রমণ গৌতম উচ্চশয্যা মহাশয্যা শয়নোপবেশন হইতে সম্পূর্ণ বিরত।"

"শ্রমণ গৌতম স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রাদি গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত।"

"শ্রমণ গৌতম অপক্ব বা অপাচিত ধান্য ও যাবতীয় শস্য গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত।"

"শ্রমণ গৌতম অপক্ব মৎস্য-মাংস গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত।"

"শ্রমণ গৌতম স্ত্রী-কুমারী গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত।"

"দাস-দাসী গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"অজ-মেষাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"কুক্কুট-শূকরাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"হস্তী, অশ্ব, গোরু ও সিন্ধুঘোটকাদি গ্রহণে বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"ক্ষেত্র এবং বাস্তুভিটাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"সংবাদ পত্রাদি আনানেওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দূতের[২] কাজ হইতে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"ক্রয় বিক্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"তুলাকূট কাংস্যকূট[৩] কার্যে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

---

[১]। সংবর বিনয় (পাতি মোক্খ-সতি-ঞাণ-খন্তি-বিরিয় সংবর) ও পহাণ (তদঙ্গ-বিক্খম্ভন-সমুচ্ছেদ-পটিপ্পস্সদ্ধি-নিস্সরণ) বিনয় সংযুক্ত বাক্য বলেন বলিয়া বিনয়বাদী।

[২]। পহীন গমন—ক্ষুদ্র গমন (প্রেষ্য)। অনুযোগ্য—দৌত্য এবং প্রেষ্য উভয় কার্য্য হইতে।

[৩]। তুলাকূট—ওজন করিবার সময় বঞ্চনা। তাহা রূপকূট, অঙ্গকূট, গ্রহণকূট ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ঘুষগ্রহণ, প্রবঞ্চনা, মায়া এবং কূটিলতা হইতে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"ছেদন, বধ (প্রহার), বন্ধন, গ্রাম-লুণ্ঠনাদি দুঃসাহসিক কাজ হইতে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম।"

"হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন তথাগতের প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও প্রশংসা করিবে।"

[ক্ষুদ্রশীল সমাপ্ত]

মধ্যম শীল

১১। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরের শ্রদ্ধাদত্ত[১] ভোজনাদি পরিভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন মূলবীজ, স্কন্ধ-বীজ, পর্ব-বীজ, অগ্র-বীজ, বীজ-বীজভেদে পঞ্চ-বীজ[২] অথবা এতাদৃশ অন্য বীজ ও তদুদ্ভূত উদ্ভিদ সমূহ ছেদন-ভেদন-দগ্ধী করণাদি বিনষ্টমূলক কার্যে নিয়োজিত হইয়া বাস করেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম ঈদৃশ বীজ ও উদ্ভিদ সমূহ ছেদন-ভেদন দগ্ধী করণাদি বিনষ্টমূলক কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এইরূপ বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১২। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরের শ্রদ্ধাদেয় ভোজনাদি পরিভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, শয্যা, গন্ধদ্রব্য ও আমিষ (ডাল চাউলাদি) সন্নিধি, ইত্যাদি বা এইরূপ অন্য বিবিধ দ্রব্য সন্নিধি করিয়া পরিভোগে রত হইয়া বাস করেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম তেমন সন্নিধি করে পরিভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এইরূপ বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৩। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরের শ্রদ্ধাদত্ত অন্নবস্ত্রাদি উপভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন নৃত্য, গীত বাদ্য, নটসমজ্যা (নাট্যাভিনয়)

প্রতিচ্ছন্নকূট বশে চারি প্রকারে ঘটাইতে পারা যায়। কাংস্যকূট—আসল পাত্র সম্মুখে পরীক্ষা করাইয়া তদনুরূপ নকল পাত্র দিয়া বঞ্চনা। মানকূট—তাহা ত্রিবিধ, যথা—হৃদয় ভেদ, রজ্জু ভেদ ও শিখা ভেদ।

[১]। শ্রদ্ধা—বিশ্বাস। কর্ম, কর্মফল, ইহলোক, পরলোক বিশ্বাস করিয়া যে দান দেওয়া হয় তাহা শ্রদ্ধাদত্ত। ভোজনাদি—আহার্য্যসমূহ। এতদ্বারা বস্ত্র, শয্যাসন ও রোগোপশমের ভৈষজ্যসম্ভার ইত্যাদিকেও বুঝিতে হইবে।

[২]। পঞ্চবিধ বীজ অপরিপক্বাবস্থায় বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিলে উদ্ভিদরূপে গণ্য, তাহা নষ্ট করিলে ভিক্ষুদের 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। পরিপক্বাবস্থায় বিচ্যুতাবস্থায় বীজরূপে গণ্য, তাহা নষ্ট করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আখ্যান করতাল, বেতাল, (ঘনতাল বা মন্ত্রদ্বারা শবে জীবন দান), কুম্ভতাল, নর-নারীর কমনীয় চিত্র, লৌহগোলক ক্রীড়া, বংশ (বাঁশের) ক্রীড়া, ধোবন (মৃতব্যক্তির অস্থি ধৌত করে সুরা পানক্রীড়া), হস্তী-যুদ্ধ, অশ্ব-যুদ্ধ, মহিষ-যুদ্ধ, বৃষভ-যুদ্ধ, অজ-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, কুক্কুট-যুদ্ধ, বর্তক-যুদ্ধ, দণ্ড-যুদ্ধ, মুষ্টি-যুদ্ধ, মল্ল-যুদ্ধ, সংগ্রাম, সৈন্য-গণনা, সৈন্য-ব্যূহ, অলীক দর্শনাদি অথবা এইরূপ অন্য বিসূক দর্শনরত হইয়া বাস করেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম তেমন বিসূক দর্শনে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৪। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করিয়া ঈদৃশ প্রমাদকর জুত (জুয়া) ক্রীড়ারত হইয়া বাস করেন, যথাত্ম আট পদ, দশ পদI (কড়িদ্বারা পাশা ক্রীড়া), আকাশ (আকাশে উক্ত রূপ ক্রীড়া), পরিহার পথ (ভূমিতে নানা মহল করিয়া তথায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রীড়া, পরখেলা), সন্তকিং (একত্রে-স্থিত গুলি বা প্রস্তর খণ্ড হইতে অন্যগুলি না নড়ে মত এক একটি গ্রহণ, নড়িলে পরাজয়), খলিক (হাড় দণ্ডের দ্বারা পাশা খেলা), ঘটিক (দণ্ড গোলা বা ভার খেলা), শলাকহস্ত (লাক্ষা বা পিঠলিজলে হাত ভিজাইয়া দেওয়ালে অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি রূপ নির্মাণ ক্রীড়া), অক্ষ (গুলি খেলা), পঙ্গচীর (পাতার সানাই বাজাইয়া ক্রীড়া), বঙ্কক (গ্রাম্য ছেলেদের ন্যায় নাঙ্গলে কর্ষণ ক্রীড়া), মোক্ষচীক (দণ্ডের উপর আকাশে ঘুরা ফেরা বা পা উপরদিকে মাথা নীচের দিকে করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রীড়া), চিঙ্গুলিক (নানা প্রকার ফরফরী ঘুরান), পত্রাড়ক (পাতার সেরী আড়ি তৈয়ার করিয়া ধূলা বালি মাপা ক্রীড়া), রথক (ক্ষুদ্র রথাদির দ্বারা ক্রীড়া), ধনুক (ক্ষুদ্র ধনুরদ্বারা ক্রীড়া), আক্ষরিক (আকাশে বা পৃষ্ঠে লিখিত অক্ষর বোধ ক্রীড়া), মানসিক (মনের চিন্তিত বিষয় প্রকাশ ক্রীড়া), যথাবদ্য (আঁধা, কানা, কুব্জাদির ছল ধরিয়া কৌতুক প্রদর্শন করা) ইত্যাদি বা এই রূপ অন্যবিধ ক্রীড়া। কিন্তু শ্রমণ গৌতম তেমন প্রমাদ জনক জুত (জুয়া) ক্রীড়া হইতে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৫। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার করে বাস করেন, যথাত্ম আসন্দী (প্রমাণাতিক্রান্ত সুখাসন) পর্যঙ্ক, দীর্ঘলোম গালিচা, বিচিত্র ঊর্ণাময় আস্তরণ, ঊর্ণময় শ্বেত-আস্তরণ, ঘনপুষ্পযুক্ত ঊর্ণাময় আসন, তুলাপূর্ণ আসন, সিংহ ব্যাঘ্রাদির রূপ চিত্রিত ঊর্ণাময় আসন, উভয় দিকে ঝালরযুক্ত ঊর্ণাময় আসন, একদিকে ঝালরযুক্ত ঊর্ণাময় আসন, রত্নখচিত রেশমী আসন, রত্নখচিত রেশমী সূতায় সেলাই করা আসন, অতি বৃহৎ ঊর্ণাময় আস্তরণ, হস্তী-অশ্বাদির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৃষ্ঠে পাতিবার আস্তরণ, রথে পাতিবার আস্তরণ, অজিন মৃগচর্ম দ্বারা মঞ্চ বা খাটের সমান করিয়া সেলাই করা আস্তরণ, কদলী জাতীয় মৃগচর্মের আস্তরণ, উপরে রক্তবর্ণ বিতানযুক্ত আস্তরণ, মস্তক ও পায়েরদিকে রক্তবর্ণ উপাধান ইত্যাদি, অথবা এইরূপ অন্যবিধ উচ্চশয্যা মহাশয্যা। কিন্তু শ্রমণ গৌতম তেমন উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এইরূপ বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৬। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ মণ্ডণ বিভূষণকর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথাত্ম উচ্ছাদন, পরিমর্দন, (শরীর সুগঠনের জন্য তৈলাদির দ্বারা শরীর মর্দন), ান (সুগন্ধি তৈল ও সাবানে স্নান), সম্বাহন (মল্লবৎ), আদর্শ অঞ্জন, মালা, (চন্দনাদি) বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখালেপ, হস্তাভরণ, শিখাবর্ধন, ছড়িধারণ, স্ত্রী-পুরুষের ছবি অঙ্কিত বোতল (নালি), অসি, বিচিত্রছত্র, বিচিত্র জুতা, খড়ম, পাগড়ী, মণি, চামর, শ্বেতবস্ত্র, দীর্ঘ ঝালরযুক্ত বস্ত্র, ইত্যাদি অথবা এই প্রকার স্বতন্ত্র মণ্ডণ বিভূষণ বিষয়ক দ্রব্যসম্ভার। কিন্তু শ্রমণ গৌতম ঈদৃশ মণ্ডণ বিভূষণকর দ্রব্যানুরক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৭। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন কথায় নিরত হইয়া বাস করেন, যথাত্ম রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয্যা-কথা, মালা-কথা, গন্ধদ্রব্য-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, স্ত্রী-পুরুষ-কথা, শূর-কথা, রথপত্তি (বিশিখা)-কথা, জল ঘাট বা জল আহরণকারিণী-কথা, পূর্বপ্রেত-কথা, নানাবিধ নিরর্থক-কথা, লোকাখ্যায়িকা, সমুদ্রাখ্যায়িকা, বৃদ্ধি-হানি-কথা ইত্যাদি বা ঈদৃশ অন্যপ্রকার তিরশ্চীন কথা। কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ তিরশ্চীন কথা হইতে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এইরূপ বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৮। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ বিগ্রাহিক (বিবাদকর) কথায় লিপ্ত হইয়া বাস করেন, যথাত্ম তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না, আমি এই ধর্মবিনয় জানি, তুমি এই ধর্মবিনয় কি জানিবে? তুমি মিথ্যাপথাবলম্বী, আমি সম্যক পথাবলম্বী, আমার বাক্য শ্লিষ্ট, তোমার বাক্য অশ্লিষ্ট, পূর্বের বক্তব্য পরে বলিয়াছ, পরের বক্তব্য পূর্বে বলিয়াছ, তোমার বহুদিনের সুঅভ্যস্ত বিষয় আমি এককথায় উল্টাইয়া দিলাম, তুমি কিছু জান না, আমি তোমার প্রতিবাদারোপন করিলাম। তুমি নিগৃহীত, দোষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মোচনার্থ বিচরণ কর, যদি পার দোষ খণ্ডন কর, ইত্যাদি অথবা এইরূপ অন্যপ্রকার বিগ্রাহিক কথা। কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ বিগ্রাহিক কথায় সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এইরূপ বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

১৯। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করিয়া রাজাদের, রাজ মহামাত্যদের, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, কুমারদের,– 'এখানে আস, ওখানে যাও, ইহা নিয়া যাও, অমুক স্থান হইতে অমুক দ্রব্য নিয়া আস' ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যবিধ ছোট বড় দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া বাস করেন। কিন্তু শ্রমণ গৌতম এতাদৃশ ছোট বড় দৌত্যকার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এইরূপ বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২০। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি উপভোগ করিয়া কুহকী[১] লপক (লপকী)[২] নৈমিত্তিক[৩] নিষ্পেষিক[৪] এবং লাভে লাভ অন্বেষণকারী ইত্যাদি হইয়া থাকেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ কুহনালপন হইতে সম্পূর্ণ বিরত, হে ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

[মধ্যম শীল সমাপ্ত]

মহাশীল

২১। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, যথাত্ম অঙ্গশাস্ত্র (অঙ্গ দেখিয়া শুভাশুভ নিরূপন), নিমিত্তশাস্ত্র (নিমিত্ত অবলম্বনে প্রশ্নের উত্তরদান বা গণনা), উৎপাত (বজ্রাদি পতনে ফলাফল নির্দেশ), স্বপ্নতত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব (লক্ষণ দৃষ্টে সৌভাগ্যাদি নিরূপণ), মূষিকছিন্ন (মূষিক দ্বারা বস্ত্রাদি ছেদনে দোষাদোষ নিরূপণ), অগ্নি

---

[১]। কুহকা—কুহকিন। অর্থলোভে ও সম্মান প্রাপ্তির জন্য অধার্মিক হইয়াও ধার্মিকতা প্রদর্শন। স্বয়ং শীলবান ধ্যানপরায়ণ, মার্গফল লাভী না হইয়াও শীলবান, ধ্যানপরায়ণ ও মার্গফল লাভীর ভাণ করিয়া লোককে প্রতারণাকরী।

[২]। লপক—লাভ সৎকারার্থে ভাষণশীল। নিজকে বা দায়ককে উচ্চভাবে প্রশংসা করা যেন কিছু দান করে।

[৩]। নিমিত্ত দ্বারা বলে বা ঈঙ্গিত ঈশারায় জানায় বলিয়া নৈমিত্তিক। শ্রদ্ধাদির বিষয় জানাইয়া দেওয়াও বটে।

[৪]। নিষ্পেষিক—কিছু আদায় করিতে নিষ্পীড়নকারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হোম, দর্বি হোম, তুষ হোম, কণ্ হোম, তণ্ডুল হোম, সর্পি হোম, তৈল হোম, মুখ হোম (সরিষাদি মুখে লইয়া মন্ত্র আবৃত্তি করে উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ), লোহিত হোম (ইহাদ্বারা এইরূপে হোম করিলে এইরূপ ফল লাভ হয় বলিয়া প্রচার করে হোম করা), অঙ্গবিদ্যা (অঙ্গুলি পর্বাদি বা অস্থি দেখিয়া শুভাশুভ নিরূপণ), বাস্তুবিদ্যা (গৃহ বা আরাম ভিটার দোষাদোষ গণনা, মৃত্তিকা দেখিয়া ইহার অভ্যন্তরে কত হস্তের মধ্যে কি আছে, ইহার উপরিভাগে [আকাশে] কি আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া, যাহা আছে তাহার গুণাগুণ বিচার বিষয়ক বিদ্যা), ক্ষেত্রবিদ্যা, শিববিদ্যা (শ্মশানে বসিয়া শান্তিকরণ বিদ্যা, শৃগাল রবের শুভাশুভ জানন বিদ্যাও বটে), ভূতবিদ্যা (ভূতবৈদ্যের মন্ত্র), ভূরিবিদ্যা (মাটীরনিচে প্রস্তুত গৃহে শিখিবার মন্ত্র), অহিবিদ্যা (সর্পমন্ত্রাদি), বিষবিদ্যা (বিষমন্ত্রাদি), বৃশ্চিকবিদ্যা, মূষিকবিদ্যা (ইন্দুর দংশনের চিকিৎসা), শকুনবিদ্যা (পক্ষীশব্দের অর্থ নির্ণয়), কাকবিদ্যা, পক্বধ্যান (পরমায়ু গণনা), শর পরিত্রাণ (নিজ শরীরে বা পর শরীরে শর পতন নিবারণ), মৃগচক্র বিদ্যা (সমস্ত পশু-পক্ষীর শব্দজ্ঞান) ইত্যাদি বা এতাদৃশ অন্যান্য। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এবম্বিধ তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২২। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথাত্ম মণি-লক্ষণ (এই লক্ষণের মণি প্রশস্ত, অধিকারীর আরোগ্য ঐশ্বর্যাদির হেতু হয়) তথা বস্ত্র-লক্ষণ, দণ্ড-লক্ষণ, শস্ত্র-লক্ষণ, অসি-লক্ষণ, শর-লক্ষণ, ধনু-লক্ষণ, আয়ুধ (অপরাপর অস্ত্র) লক্ষণ; স্ত্রী-পুরুষ, কুমার-কুমারী, দাস-দাসী লক্ষণ; হস্তী, অশ্ব, বৃষ, মহিষ, গো-লক্ষণ; অজ, মেণ্ডক, কুক্কুট, বর্তক, গোধা লক্ষণ; কর্ণিকা-লক্ষণ (এইরূপ কর্ণাভরণ এইরূপ স্ত্রীর ধারণ করা কর্তব্য অন্যথা অমঙ্গলাদি বর্ণনা, গৃহকূট সম্বন্ধেও ঈদৃশ বর্ণনা), কচ্ছপ-লক্ষণ, মৃগ-লক্ষণ (সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর লক্ষণ বিদ্যা) ইত্যাদি অথবা এতাদৃশ অন্য লক্ষণ বিদ্যা। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২৩। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরের শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথাত্মরাজাদের নির্গমন হইবে, রাজাদের অনির্গমন হইবে, অভ্যন্তরস্থ (আমাদের) রাজাগণ আক্রমণ করিবেন (অমুক দিন শত্রু রাজার নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিত হইবেন), বাহিরের রাজাগণ পলায়ন করিবেন, (অমুক সময়ে) বাহিরের রাজাদের আক্রমণ হইবে, অভ্যন্তর রাজাদের পলায়ন হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের জয় হইবে, বাহিরের রাজগণের পরাজয় হইবে, বাহিরের রাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের পরাজয় হইবে। এইরূপে এ পক্ষের জয় হইবে, অপর পক্ষের পরাজয় হইবে ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যবিধ। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এবম্বিধ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২৪। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি পরিভোগ করিয়া এই প্রকার তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথাত্ম(অমুক সময়ে) চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্রগ্রহণ হইবে, চন্দ্র-সূর্যের যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, অপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদের অপথে গমন হইবে, (অমুক সময়ে) উল্কাপাত হইবে, দিগ্‌দাহ হইবে, ভূমিকম্প হইবে, দেবদুন্দুভি (শুষ্ক মেঘগর্জ্জন) হইবে। চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রগণের উদয়-অস্ত মলিনতা অথবা বিশুদ্ধি হইবে। এইরূপ ফলদায়ক চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হইবে, এইরূপ ফলদায়ক নক্ষত্রযোগ হইবে। চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রগণের পথ গমনে বা অপথ গমনে এইরূপ শুভাশুভ হইবে। এই উল্কাপাতে এইফল হইবে, এই দিগ্‌দাহে এইফল হইবে, এই প্রকার ফলদায়ক ভূমিকম্প হইবে, এইরূপ ফলদায়ক দেবদুন্দুভি হইবে। চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রগণের উদয়ে, অস্তগমনে, মলিনতায়, বিশদ্ধতায় এই ফল হইবে ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যবিধ। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এবম্বিধ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২৫। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি উপভোগ করিয়া এই প্রকার তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথাত্ম(এবার) সুবৃষ্টি হইবে, অনাবৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, ভয় হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, হস্তমুদ্রা গণনা, সংখ্যান, কবিতারচনা লোকায়ত ইত্যাদি বা এই রূপ অন্যবিধ। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২৬। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, যথাত্মআবহন (এই কুমারের জন্য অমুক কুল হইতে অমুক নক্ষত্রে কুমারী আনয়ন কর বলিয়া আবাহন করান), বিবাহন (এই কুমারীকে অমুক কুলের অমুক কুমারকে অমুক নক্ষত্রে সম্প্রদান কর, ইহাতে উভয়ের মঙ্গল হইবে বলিয়া বিবাহ কার্য নিস্পাদন করান), সংবরণ (অমুক সময় অমুক নক্ষত্রে তোমরা মিলিত হও, তাহা হইলে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে না বলিয়া মিলিত করান), বিবরণ (পৃথক হইতে চাহিলে অমুক সময়ে পৃথক হইবে, তাহা হইলে আর মিলন হইবে না, এইরূপে বিয়োগ করান বা বিচ্ছেদের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া), সংকিরণ (ঋণ উসলের সময় নির্ধারণ করিয়া ঋণের টাকা সংগ্রহ করান), বিকিরণ (ঋণ দানের সময় ঠিক করিয়া দিয়া ঋণ দান দেওয়ান), সুভগকরণ, দুর্ভগকরণ, বিরুদ্ধ গর্ভকরণ (গর্ভপাত না হওয়ার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা), জিহ্বা নিবন্ধন (জিহ্বা অচল করা), হনুসংহনন (হনু অচল করা), হস্তাভিজপ্পন (হস্ত কম্পনের জন্য মন্ত্র জপ করা), হনুজপ্পন (হনু চালন), কর্ণজপ্পন (বধিরতা সাধন), আদর্শ প্রশ্ন (আয়নায় দেবতা অবতরণ করাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা), কুমারিক প্রশ্ন (কুমারী শরীরে দেবতাশ্রয় করাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা), দেব প্রশ্ন (দেবদাসী শরীরে দেবতাশ্রয় করাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা), জীবিকার্থ আদিত্য পরিচর্যা, মহাব্রহ্মা পরিচর্যা, মুখ হইতে মন্ত্র বলে অগ্নি প্রজ্বালন, শ্রী (লক্ষ্মী) আনয়ন ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যবিধ। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

২৭। "কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথাত্ম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্ম, প্রণিধি (মানত) কর্ম্ম, ভূত কর্ম, ভূরি কর্ম (মৃত্তিকা অভ্যন্তরে নির্মিত গৃহে বসিয়া গৃহীত মন্ত্র প্রয়োগ করা), নপুংসককে পুরুষ করা, পুরুষকে নপুংসক করা, বাস্তুকর্ম (অকৃতভিটায় গৃহ প্রতিষ্ঠা), বাস্তু পরিকর্ম (ভিটায় পূজা করান), আচমন (জল দ্বারা মুখ শুদ্ধি করান),ান করান, অগ্নিহোম (যজ্ঞ) করান, বমন, বিরেচন, ঊর্ধ্ব বিরেচন, অধোবিরেচন, শির বিরেচন, কর্ণ তৈল পাক, নেত্র তর্পণ, নস্যকর্ম, ক্ষার অঞ্জন, শীতল অঞ্জন করন, শালাক্য, শল্য-চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, মূল ভৈষজ্য সমূহের প্রয়োগ (শরীর চিকিৎসা), ঔষধের প্রতিমোক্ষণ (ঔষধ বাহির করিয়া লওয়া) ইত্যাদি অথবা এইরূপ অন্যবিধ। শ্রমণ গৌতম কিন্তু এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[মহাশীল সমাপ্ত]

পূর্বান্ত কল্পিক

২৮। "ভিক্ষুগণ, (ইহা ছাড়া তথাগতের) অন্য গভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, অতর্ক-বিহার, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম (গুণ) সমূহ আছে, যে সমুদয় তথাগত স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন, যদ্দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

"ভিক্ষুগণ, সেই গভীর দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, অতর্ক-বিহার, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম (গুণ) সমূহ কি প্রকার, যে সমুদয় তথাগত স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন, যে সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে?"

২৯। "ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন পূর্বান্ত কল্পনাকারী[১] পূর্বান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন[২], যাঁহারা অষ্টাদশ কারণ প্রয়োগে পূর্বান্তকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন।"

"সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কি বা লক্ষ্য করিয়া পূর্বান্ত কল্পনা করেন, পূর্বান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন হন, যাঁহারা অষ্টাদশ কারণ প্রয়োগে বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন?"

শাশ্বতবাদ

৩০। "ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন শাশ্বতবাদী, যাঁহারা আত্মা ও লোককে চতুর্বিধ কারণ প্রয়োগে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন; সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে কী লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদী হন, যাঁহারা আত্মা ও লোককে চতুর্বিধ কারণ প্রযোগে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

৩১। "ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবলতম বীর্য (উৎসাহ) বলে একনিষ্ঠ সাধনায় অপতন চেষ্টাশীলতায় অপ্রমাদ পরায়ণতায় (স্মৃতিশীলতায়) সম্যক মনোনিবেশ হেতু তাদৃশ চিত্তসমাধি লাভ করেন যাহার

---

[১]। পূর্বান্ত কল্পনাকারীগণ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধকে বা ইহাদের যে কোনটিকে তৃষ্ণাজনিত দৃষ্টিতে আত্মা বা লোক বলিয়া ধারণা করতঃ তাহার পূর্বাংশ (অতীতাংশ) কল্পনাকারিগণ।

[২]। পূর্বান্তানুদৃষ্টি সম্পন্নগণ। পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ কল্পনানুযায়ী উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

অধিমুক্তি—দৃষ্টি, মতবাদ, বিশ্বাস, আশয়ানুশয়, অভিপ্রায়।

অধিমুক্তিপদানি—দৃষ্টিদীপক বাক্যসমূহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভাবে বহু পূর্বনিবাস স্মরণ করেন, যথাত্ম এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চত্বারিংশৎ জন্ম, পঞ্চাশৎ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, অনেক শত জন্ম, অনেক সহস্র জন্ম, অনেক শত সহস্র জন্মও। 'আমি অমুক স্থানে ছিলাম, আমার ছিল এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার; এইরূপ সুখ-দুঃখ আমি অনুভব করিয়াছিলাম, এই পরিমাণ ছিল আমার পরমায়ু। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুকস্থানে উৎপন্ন হই। সেখানেও ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পরিমাণ পরমায়ু। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি'। এই প্রকারে সাকার সউদ্দেশ বশে বিবিধ ভাবে পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন।"

"তিনি (এইরূপ ধ্যানানুভাব সম্পন্ন হইয়া মিথ্যাদৃষ্টিহেতু)[১] এইরূপ বলেন,– আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য পর্বতকূট সদৃশ, ইন্দ্রকীলের ন্যায় স্থির। সত্ত্বগণ সন্ধাবন (জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন), সংসরণ (এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ) করিলেও চ্যুত-উৎপন্ন হইলেও তাহারা শাশ্বতবৎ (মহাপৃথিবী, সুমেরু, চন্দ্র, সূর্যের ন্যায়) আছেই। ইহা বলিবার হেতু কি? আমি প্রবলতম বীর্য বলে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক মনস্কার হেতু তাদৃশ চিত্তসমাধি লাভ করিয়াছি যাহার প্রভাবে বহুজন্ম অনুস্মরণ করিতেছি, যথাত্ম এক জন্ম, দুই জন্ম, ... অনেক শতসহস্র জন্মেরও অনুস্মৃতি পাইতেছি। ... অমুক স্থানে আমি ছিলাম, (তখন আমার ছিল) এই নাম ... আবার আমি সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হই। ... অতঃপর সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে সাকার সোদ্দেশে (গতিবশে) বিবিধ পূর্ব জন্মানুস্মৃতি জ্ঞান পাইয়াছি।"

"এই বিশেষাধিগম হেতু আমি প্রত্যক্ষভাবে জানিতেছি (শুধু বিশ্বাস নহে) আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য, পর্বতকূট সদৃশ ইন্দ্রকীলের ন্যায় স্থির। সত্ত্বগণ সন্ধাবন-সংসরণ করিলেও চ্যুত-উৎপন্ন হইলেও তাহারা শাশ্বতবৎ রহিয়াছে। ভিক্ষুগণ, (চতুর্বিধ শাশ্বতবাদ কারণে) ইহা (অনেক শত সহস্র জন্মানুস্মৃতি) প্রথম কারণ। যাহারা এই জন্যই শাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা এবং লোককে শাশ্বত বলিয়া

---

[১]। দিট্‌ঠি—দৃষ্টি। দৃষ্টি শব্দে বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন বা জ্ঞান বুঝায় বটে, কিন্তু পালি ভাষায় মিথ্যা, বিপরীত, অযথার্থ, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত, একাঙ্গ দর্শনই দৃষ্টি। দৃষ্টি বিষয়ের যথাভূত জ্ঞান নহে। আনন্দময় (তৃষ্ণাজনিত) দর্শন, আনন্দময় বিশ্বাস। সেই হেতু দৃষ্টি অর্থ মিথ্যাদৃষ্টি, অযথার্থ দর্শন। যথাভূতদর্শনের অভাবে যাঁহারা অযথাভূত দর্শন করেন তাঁহারা মিথ্যাদর্শক, মিথ্যাধারণা পোষণকারী, আত্মবাদই মিথ্যাদৃষ্টি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (১)

৩২। "দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদী হন আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন? ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক মনোনিবেশ হেতু তাদৃশ চিত্তসমাধি লাভ করিয়া থাকেন যাহার প্রভাবে অনেক প্রকার পূর্বজন্মানুস্মৃতি সম্পন্ন হইয়া এক সংবর্ত-বিবর্তকল্প, দুই সংবর্ত-বিবর্তকল্প, তিন সংবর্ত-বিবর্তকল্প, চারি সংবর্ত-বিবর্তকল্প, পাঁচ সংবর্ত-বিবর্তকল্প, দশ সংবর্ত-বিবর্তকল্পও স্মরণ করিতে পারেন; ঐ স্থানে আমি ছিলাম, আমার ছিল এই নাম, এই গোত্র, এই জাতি, এইবর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পরিমাণ আয়ু। আবার তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেখানেও আমার ছিল, এই নাম, এই গোত্র, ... এই পরিমাণ আয়ু। সেই আমি আবার সেখান হইতে চ্যুত হইয়া এইখানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে সাকার-সোদ্দেশ বশে নানাপ্রকারে পূর্বজন্মানুস্মৃতি প্রাপ্ত হন।"

"তিনি (এইরূপ ধ্যানানুভাব সম্পন্ন হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি[১] হেতু) এইরূপ বলেন,– আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য, পর্বতকূট সদৃশ, ইন্দ্রকীলের ন্যায় স্থির। সত্ত্বগণ সন্ধাবন-সংসরণ করিলেও চ্যুত-উৎপন্ন হইলেও তাহারা শাশ্বতবৎ আছেই। ইহা বলিবার হেতু কি? আমি প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায় ... দশ সংবর্ত-বিবর্তকল্প পর্যন্তও বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতেছি। ... "

"এই বিশেষাধিগম হেতু ইহা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানিতেছি (শুধু বিশ্বাসে নহে) আত্মা ও লোক শাশ্বত, বন্ধ্য, পর্বতকূট সদৃশ, ইন্দ্রকীলের ন্যায় স্থির। সত্ত্বগণ সন্ধাবন-সংসরণ করিলেও চ্যুত-উৎপন্ন হইলেও তাহারা শাশ্বতরূপে আছেই। ভিক্ষুগণ, (শাশ্বতবাদ চতুষ্টয়ে) ইহা (দশ সংবত্ত-বিবর্তকল্প পর্যন্ত স্মরণই) দ্বিতীয় কারণ। কোনো কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদ গ্রহণ করেন এবং আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (২)

৩৩। "তৃতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদী হন এবং আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?

---

[১]। পঞ্চস্কন্ধকে বা ইহাদের যে কোনটিকে আমি বা আত্মা মনে করিয়া আমিই ছিলাম, সেই আমিই এখন উৎপন্ন হইয়াছি; এইরূপ ধারণা হওয়াতেই দৃষ্টি মিথ্যা হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টি ভবাগ্রে উৎপন্ন নিরাকার ব্রহ্মারও থাকে। যেহেতু দৃষ্টি আসব, ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, অনুশয়, সংযোজন এবং ক্লেশ (কলুষ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক মনোনিবেশ হেতু তাদৃশ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যেইরূপ সমাহিত চিত্তে দশ সংবর্ত-বিবর্তকল্প, বিংশতি সংবর্ত-বিবত্তকল্প, ত্রিংশ সংবর্ত-বিবত্তকল্প, চত্বারিংশৎ সংবর্ত-বিবর্তকল্প পর্যন্ত বহু পূর্বনিবাসানুস্মৃতি লাভ করেন এবং সাকার-সোদ্দেশ বশে ইহাও বলিতে পারেন যে, আমি অমুক সময় অমুক স্থানে ছিলাম, তখন আমার ছিলÍ এই নাম, এই গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই আমিই চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেইখানেই আমার ছিল এই নাম এই গোত্র, ... এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই আমিই সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।"

"তিনি (এইরূপ ধ্যানানুভাব সম্পন্ন হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি বশতঃ) এইরূপ বলেন,– আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য, পর্বতকূট সদৃশ, ইন্দ্রকীলবৎ স্থির। সত্ত্বগণ নানা ভবে সন্ধাবন, নানা যোনিতে সংসরণ করে বটে, চ্যুত-উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহারা শাশ্বতবৎ আছেই। ইহা বলিবার হেতু? আমি প্রবলতম বীর্যে ... দশ ... বিংশতি ... ত্রিংশ ... চত্বারিংশৎ সংবর্ত-বিবর্ত কল্পভেদে বহু পূর্বনিবাসানুস্মৃতি লাভ করি এবং সাকার-সোদ্দেশ বশে ইহাও বলিতে পারি যে, আমি অমুক সময়ে অমুকস্থানে ছিলাম, আমার ছিল এই নাম, ... এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই আমি সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেখানেও আমার ছিল, এই নাম ... এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই আমি আবার সেখান হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।"

"এতাদৃশ বিশেষাধিগম হেতু আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞাত হইয়াছি যে আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য, পর্বতকূট সদৃশ, ইন্দ্রকীলের ন্যায় স্থির। সত্ত্বগণ নানাভবে সন্ধাবন, নানাযোনি সংসরণ করে বটে, চ্যুত-উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহারা শাশ্বতবৎ আছেই। ভিক্ষুগণ, (শাশ্বতবাদ চতুষ্টয়ে) ইহা (চত্বারিংশৎ সংবর্ত-বিবর্ত কল্পানুস্মৃতিই) তৃতীয় কারণ। কোনো কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদ গ্রহণ করেন এবং আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (৩)

৩৪। "চতুর্থ শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদ গ্রহণ করেন এবং আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন? ভিক্ষুগণ, ইহলোকে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যিনি তার্কিক ও মীমাংসক। তিনি প্রতিভাবলে তর্কের পর তর্কে লব্ধ মীমাংসাচারী হইয়া বলেন,– আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য, পর্বতকূট সদৃশ্য, ইন্দ্রকীলবৎ স্থির। সত্ত্বগণ নানা ভবে সন্ধাবিত, নানা যোনিতে সংসরিত চ্যুত-উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাশ্বতবৎ আছেই। ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থ কারণ। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া শাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রচার করেন।" (৪)

৩৫। "ভিক্ষুগণ, শাশ্বতবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই চারি কারণে আত্মা এবং লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা শাশ্বতবাদী, আত্মা এবং লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহারা এই চারি কারণে অথবা ইহাদের যে কোনটি দ্বারাই করিবেন। ইহার বাহিরে অপর কোন কারণ নাই।"

৩৬। "ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে এই সমুদয় মিথ্যাদৃষ্টি, ইহা এইরূপে গৃহীত, এইরূপে স্পর্শিত, এইরূপ ইহার গতি এবং পারলৌকিক অবস্থা এইরূপ হইবে, ইহাও তথাগতের সুবিদিত। শুধু ইহাই জানেন এমন নহে, এতদুত্তরতর (শীল, সমাধি, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান) ও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। কিন্তু তিনি (আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি বলিয়া তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান বশে) ইহা পরামর্ষ করেন না। এইরূপ অপরামর্ষ হেতু সেই পরামর্ষ কলুষের (তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মানের) নিবৃত্তিতে নিবৃতি স্বয়ং বিদিত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, তথাগত বেদনা সমূহের উদয়, অস্তগমন (ব্যয়) আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া উহাদের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করায় বিমুক্ত হইয়াছেন।"

৩৭। "ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই গভীর, দুর্দর্শ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, অতর্ক-বিহার, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম, যেই সমুদয় তথাগত স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন, যে সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

"প্রথম ভাণবার একাংশ শাশ্বতবাদ।"

৩৮। "ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন একদেশ শাশ্বতবাদী, একদেশ অশাশ্বতবাদী যাঁহারা চারিটি কারণ প্রয়োগে আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত ঘোষণা করেন। সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণ প্রয়োগে আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত ঘোষণা করেন?"

৩৯। "ভিক্ষুগণ, কখন এমনো সময় হয়, সুদীর্ঘকাল পরে এই সংসার প্রলয়-নিমর্জ্জিত (সংবর্তিত) হইয়া থাকে। যখন ঈদৃশ প্রলয় হইতে থাকে তখন সত্ত্বগণ প্রায়শ আভস্বর ব্রহ্মলোকে সমুৎপন্ন হন। তাঁহারা তথায় মনোময়, প্রীতিভক্ষী, স্বয়ম্প্রভ এবং আকাশচারী হইয়া শুভস্থিতিরূপে (উদ্যান, বিমান, কল্পতরু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভৃতিতে) দীর্ঘকাল অবস্থান করেন।"

৪০। "আবার ভিক্ষুগণ, কখনো এমন সময় হয়, দীর্ঘকাল পরে এই লোক (সংসার) বিবর্তিত (পুনঃ উৎপন্ন) হয়। সংসার বিবর্তিত হইবার সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। অতঃপর অন্যতর সত্ত্ব আয়ুক্ষয়ে বা পুণ্যক্ষয়ে আভস্বর ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হন। তথায় তিনি মনোময় প্রীতিভক্ষী স্বয়ম্প্রভ আকাশ-বিহারী হইয়া শুভস্থিতিরূপে দীর্ঘ (কল্পার্ধ) কাল অবস্থান করেন।"

৪১। "শূন্য বিমানে দীর্ঘকাল একক বিহরণে তাঁহার অনভিরতি (তৃষ্ণা জনিত) উদ্বেগ উৎপন্ন হয়, তিনি কামনা করেন, 'অহো! যদি অন্য সত্ত্বগণও এখানে আসেন ভাল হয়'। অতঃপর অন্যান্য সত্ত্বগণ নিজ নিজ আয়ু বা পুণ্যক্ষয়ে আভস্বর ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া ব্রহ্মবিমানে সেই সত্ত্বের সহব্যতা বা সহ ভাবে উৎপন্ন হন। তাঁহারাও সেখানে মনোময় প্রীতিভক্ষী স্বয়ম্প্রভ আকাশবিহারী হইয়া শুভস্থায়ীরূপে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন।"

৪২। "ভিক্ষুগণ, সেই শূন্য বিমানে যিনি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহার মনে এইরূপ ভাব হইল,– 'আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, বশবর্তী, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, রচয়িতা, বশী (জিতেন্দ্রিয়), ভূত এবং ভব্য (জন্ম পর্যান্বেষী), প্রাণীদের পিতা। এই জীবগণ আমাকর্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমি পূর্বে এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, অহো! অন্য সত্ত্বগণও এখানে আগমন করিলে ভাল হয়। আমার আন্তরিক ইচ্ছায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে। যাঁহারা পশ্চাতে উৎপন্ন হইলেন তাঁহাদের মনেও এই ভাবের সঞ্চার হইল যে,– 'এই ভদন্ত ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, বশবর্তী, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, রচয়িতা, বশী, ভূত, ভব্য (জন্ম পর্যান্বেষী) প্রাণীদের পিতা। আমরা এই ভদন্ত ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত। কারণ, আমরা ইহাকেই এখানে প্রথম উৎপন্ন দেখিয়াছি। আমরা পরে উৎপন্ন হইয়াছি।"

৪৩। "ভিক্ষুগণ, সেই শূন্য ব্রহ্মবিমানে যিনি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি দীর্ঘায়ুতর, বর্ণবন্ততর (সুন্দরতর), মহা ঐশীশক্তিশালীতর। যাঁহারা পরে উৎপন্ন তাঁহারা অল্পায়ুতর, দুর্বর্ণতর, হীন ঐশীশক্তিতর।"

৪৪। "ভিক্ষুগণ, এমন কারণও বিদ্যমান আছে। কোন এক সত্ত্ব ঐ কায়া হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হন। ইহলোকে উৎপন্ন হইয়া পরে তিনি (বৈরাগ্য বশতঃ) আগার ছাড়িয়া অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হন এবং প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায় সম্যক সঙ্কল্পানুরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন, যাহার বলে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ইহার ফলে তিনি এইরূপ বলেন। সেই ভদন্ত ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, বশবর্তী, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, বশী, ভূত এবং ভব্য প্রাণীদের (তিনি) পিতা যাঁহার দ্বারা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম ধর্মী, তিনি অনন্তকাল ঐরূপেই থাকিবেন। সেই মহিমাময় ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট আমরা অপর যাহারা ছিলাম সকলেই অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, চ্যুতিশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম কারণ। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (১-৫)

৪৫। "দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

"ভিক্ষুগণ, ক্রীড়া প্রদোষিকা নামে এক শ্রেণীর দেবতা আছেন; তাঁহারা নিরন্তর হাস্য-ক্রীড়া-রতিশীলতায় বিহরণ হেতু আহারে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। আহারে স্মৃতিবিভ্রম হেতু উহারা সেই দেবকায়া (লোক) হইতে চ্যুত হন।"

৪৬। "ভিক্ষুগণ, এমনো কারণ বিদ্যমান আছে যে কোন সত্ত্ব ঐ দেবলোক (কায়া) হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে উৎপন্ন হন। (একদা বৈরাগ্যবশতঃ) তিনি আগার ছাড়িয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক সঙ্কল্পানুরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন, যাহার বলে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান লাভ করেন। তদ্দ্বারা পূর্ব জন্মের বিষয় মাত্র জানিতে পারেন।"

"কিন্তু তৎপুর্বজন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। ইহার ফলে তিনি এইরূপ বলেন,– 'যে সব ভদন্ত দেবতা ক্রীড়া প্রদোষিকা নহেন, নিরন্তর হাস্য-ক্রীড়া-রতিশীলতায় বিহার করেন না, তাঁহাদের আহারে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে না, এই কারণে তাঁহাদের চ্যুতি হয় না, তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামশীল, শাশ্বতবৎ অবস্থান করিবেন। আমরা যাহারা ক্রীড়া প্রদোষিক ছিলাম, নিরন্তর হাস্য-ক্রীড়া-রতিশীল হইয়া বিহার করিয়াছি এবং যার জন্য স্মৃতিবিভ্রম হইয়া অনাহারে সেই দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়াছি, এই অনিত্য, অধ্রুব, অল্পজীবি ও চ্যুতিশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি'। ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয় কারণ; কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত ঘোষণা করেন।' (২-৬)

৪৭। "তৃতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত ঘোষণা করেন?"

"ভিক্ষুগণ, মনোপ্রদোষিক নামক এক শ্রেণীর দেবতা আছেন। তাঁহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষপূর্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ করেন। তাঁহাদের একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ করায় পরস্পর দূষিত চিত্ত হন এবং তজ্জন্য ক্লান্ত কায়ে ক্লান্ত চিত্তে সেই দেবকায়া (লোক) ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।"

৪৮। "ভিক্ষুগণ, এমনো কারণ বিদ্যমান আছে যে অন্যতর সত্ত্ব সেই দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে উৎপন্ন হন। (কালে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে) আগার ছাড়িয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টা-শীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক সঙ্কল্পানুরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন, যাহার বলে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান লাভ করেন। তদ্দ্বারা পূর্ব জন্মের বিষয় মাত্র জানিতে পারেন কিন্তু তৎপূর্বজন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।"

"ইহার ফলে তিনি এইরূপ বলেন,– 'যে সব ভদন্ত দেবতা মনপ্রদোষ সম্পন্ন নহেন তাঁহারা পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ নেত্রে দেখাদেখি করেন না এবং তজ্জন্য পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত দূষিত হয় না। চিত্তের নির্মলতা হেতু অক্লান্ত কায় অক্লান্ত চিত্ততায় তাঁহারা দেবলোক চ্যুত হন না, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী হইয়া শাশ্বতসম অনন্তকাল অবস্থান করিবেন। আমরা যাঁহারা মনো প্রদোষিক ছিলাম, পরস্পরকে নিরন্তর বিদ্বেষপূর্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই দূষিত চিত্ততায় আমরা সেই দেবকায় (লোক) হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, মরণশীল এই লোকে উৎপন্ন হইয়াছি। ভিক্ষুগণ, ইহা তৃতীয় কারণ; কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা ও লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত ঘোষণা করেন।" (৩-৭)

৪৯। "চতুর্থ শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

"ভিক্ষুগণ, ইহ লোকে এমনো কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যিনি তার্কিক এবং মীমাংসক। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে তর্কের পর তর্কেলব্ধ মীমাংসাচারী হইয়া এইরূপ বলেন,– 'চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা এবং কায় সম্প্রযুক্ত দেহাত্মা বলিয়া যাহা কথিত হয় এই আত্মা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামশীল এবং যে চিত্ত বা মন অথবা বিজ্ঞানরূপ জীবাত্মা কথিত হয় তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিনামশীল শাশ্বতসম অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিবে'। ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ; যাহা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অধিগত হইয়া, লক্ষ্য করিয়া একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত বলিয়া ঘোষণা করেন।" (৪-৮)

৫০। "ভিক্ষুগণ, সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই কারণ চতুষ্টয়েই একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করে আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মা এবং লোকের একাংশ শাশ্বত, একাংশ অশাশ্বত বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা সকলেই এই কারণ চতুষ্টয়ে অথবা ইহাদের যে কোন একটি দ্বারাই করিয়া থাকেন; ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই।"

৫১। "ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জানেন যেÍ এই সমুদয় মিথ্যাদৃষ্টি, ইহা এইরূপে গৃহীত, এইরূপে স্পর্শীত, এইরূপ ইহার গতি এবং ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে, ইহাও তথাগতের সুবিদিত। শুধু ইহাই জানেন এমন নহে, এতদুত্তরতর (শীল, সমাধি, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান) ও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ, তথাগত বেদনা সমূহের উদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া উহাদের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করায় তিনি বিমুক্ত হইয়াছেন।"

৫২। "ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই গভীর ... পণ্ডিতবেদনীয় ধর্ম ... এ সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

অন্তানন্তবাদ

৫৩। "ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অন্তানন্তবাদী। তাঁহারা চারিটি কারণে লোক সান্ত-অনন্ত বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহারা কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অন্তানন্তবাদী চারি কারণে লোক সান্ত-অনন্ত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

৫৪। "ভিক্ষুগণ, ইহ লোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায় সম্যক সঙ্কল্পানুরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন, যেইরূপ সমাধিতে চিত্ত স্থিত হইলে লোক সান্ত পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করিয়া অবস্থান করেন।"

"ইহার ফলে তিনি এইরূপ বলেন,– 'এই লোক সান্ত পরিচ্ছিন্ন'। এইরূপ বলিবার হেতু? আমি প্রবলতম বীর্যে ... চিত্তের তাদৃশ সমাধি লাভ করি, যেই সমাহিত চিত্তের বলে লোক সান্ত পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি। ভিক্ষুগণ, ইহার প্রথম কারণ; যাহা অধিগত হইয়া যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অন্তানন্তবাদী এবং লোক সান্ত-অনন্ত বলিয়া প্রচার করেন।"(১-৯)

৫৫। "দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অন্তানন্তবাদ গ্রহণ করিয়া লোক অন্তানন্ত বলিয়া প্রচার করেন?"

"ভিক্ষুগণ, ইহ লোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক সঙ্কল্পানুযায়ী তাদৃশ চিত্ত-সমাধি লাভ করেন, যেই সমাহিত চিত্তের বলে লোক অনন্ত-অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া সংজ্ঞা লাভ ঘটে।"

"তদ্ধেতু তিনি এইরূপ বলেন,– 'এই লোক অনন্ত অসীম'। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলিয়াছেনÍলোক সান্ত-পরিচ্ছিন্ন' তাঁহাদের উক্তি মিথ্যা। এই লোক অনন্ত অসীম। তাহা কেন বলি? আমি প্রবলতম বীর্যে ... তাদৃশ চিত্তসমাধি লাভ করি, যেই সমাহিত চিত্তের বলে, এই লোক অনন্ত অসীম বলিয়া জ্ঞাত হইয়া অবস্থান করিতেছি। এই বিশেষত্ব অধিগম হেতু আমি ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতেছি যে এই লোক অনন্ত অসীম। ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয় কারণ; যাহা অধিগত হইয়া যাহা লক্ষ্য করিয়া কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অন্তানন্তবাদ গ্রহণ করিয়া লোক সান্ত-অনন্ত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (২-১০)

৫৬। "তৃতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অন্তানন্তবাদ গ্রহণে লোক সান্তানন্ত বলিয়া প্রচার করেন?"

"ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক সঙ্কল্পানুরূপ চিত্তসমাধি লাভ করেন। যেইরূপ সমাধিতে চিত্ত স্থিত হইলে লোক ঊর্ধ্ব-অধঃ সান্ত চতুর্দিকে অনন্ত বলিয়া ধারণা (সংজ্ঞা) লাভ করেন। ইহার ফলে তিনি এইরূপ বলেনÍ 'এই লোক সান্ত-অনন্ত দুই বটে'। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলেন যেÍ 'লোক সান্ত পরিচ্ছিন্ন' তাঁহাদের উক্তি মিথ্যা। আর যাঁহারা বলেন যেÍ 'লোক অনন্ত অপরিসীম' তাঁহাদের মতবাদও মিথ্যা। বস্তুতঃ লোক সান্তও বটে, অনন্তও বটে। কারণ আমি প্রবলতম বীর্যে, একনিষ্ঠ সাধনায় ... যে চিত্তসমাধি লাভ করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি ঊর্ধ্ব-অধঃ লোক সান্ত, সমন্ততঃ অনন্ত। ভিক্ষুগণ, ইহা তৃতীয় কারণ; কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া যাহা লক্ষ্য করিয়া অন্তানন্তবাদ গ্রহণ করে লোক অন্তানন্ত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (৩-১১)

৫৭। "চতুর্থ শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অন্তানন্তবাদ গ্রহণ করে লোক অন্তানন্ত বলিয়া প্রচার করেন?"

"ভিক্ষুগণ, ইহ লোকে এমনো কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যিনি তর্ককারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মীমাংসাচারী। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে স্বয়ং তর্কবিতর্ক করিয়া এমন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, এমন মীমাংসায় পৌঁছেন এবং বলেন,– 'এই লোক সান্তও নহে, অনন্তও নহে'। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলেন যে,– 'লোক সান্ত পরিচ্ছিন্ন' তাঁহাদের উক্তি মিথ্যা এবং যাঁহারা এইরূপ বলেন,– 'লোক অনন্ত অসীম' তাঁহাদের উক্তিও মিথ্যা। আর যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ লোক সান্ত এবং অনন্ত দুইই বলেন তাঁহাদেরও উক্তি মিথ্যা। এই লোক না সান্ত, না অনন্ত। ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থ কারণ; যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অন্তানন্তবাদ গ্রহণ করে লোক অন্তানন্ত বলিয়া প্রচার করেন।" (৪-১২)

"ভিক্ষুগণ, সেই অন্তানন্তবাদী শ্রামণ-ব্রহ্মণগণ এই কারণ চতুষ্টয়েই লোক অন্তানন্ত বলিয়া প্রচার করেন। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা অন্তানন্তবাদী, লোক অন্তানন্ত বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা সকলেই এই কারণ চতুষ্টয়ে অথবা ইহাদের যে কোনটি দ্বারাই করিয়া থাকেন; ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই।"

৫৯। "ভিক্ষুগণ, তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে এই সমুদয় মিথ্যাদৃষ্টি, ইহা এইরূপে গৃহীত, এইরূপে স্পর্শীত, এইরূপ ইহার গতি এবং পারলৌকিক অবস্থা এইরূপ হইবে ইহাও তথাগতের সুবিদিত। শুধু ইহাই জানেন এমন নহে, এতদুত্তরতর (শীল-সমাধি, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান) ও প্রকৃষ্টরূপে তিনি জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ, তথাগত বেদনা সমুহের উদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া উহাদের প্রতি আসক্তিবর্জ্জন করায় বিমুক্ত হইয়াছেন।"

৬০। "ভিক্ষুগণ, এই সকলই যেই গভীর দুর্দর্শ ... পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম ... এ সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

অরমাবিক্ষেপ বাদ

৬১। "ভিক্ষুগণ, এমনো কতিপয় অমরাবিক্ষেপী[১] শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চারিটী কারণে অমরাবিক্ষেপ তুল্য বাক্যবিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অমরাবিক্ষেপী হইয়া থাকেন এবং কুশলাকুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে চারি কারণে অমরাবিক্ষেপ তুল্য বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন?"

---

[১]। অমরাবিক্খেপিকা– অমরাবিক্ষেপী। মরে না বলিয়া অমর, স্ত্রী লিঙ্গে অমরা। গুড়চী, দুর্বাঘাসকেও অমরা বলে। গুড়চী যেমন মূলে বা উপমূলে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া তরুশিখরে অনালম্বভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তাদৃশ অপ্রতিষ্ঠবাক্যে বাক্য বিক্ষেপী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬২। "ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ 'ইহা কুশল'[১] বলিয়া যথার্থরূপে জানেন না, ইহা 'অকুশল' বলিয়াও যথার্থরূপে জানেন না। তখন তাঁহার এইরূপ মনে হয়,– আমিত ইহা 'কুশল' বলিয়া যথাভূত ভাবে জানি না, ইহা 'অকুশল' বলিয়াও যথাযথরূপে জানি না। আমি ইহা কুশল বা অকুশল বলিয়া সম্যকরূপে না জানিয়া যদি ইহা কুশল এবং ইহা অকুশল বলিয়া প্রকাশ করি, তবে তাহা আমার মিথ্যা হইবে; যাহা আমার মিথ্যা হইবে, তাহা হইবে আমার বিঘাত (মনের অশান্তি); যাহা আমার অশান্তিকর তদ্দ্বারা হইবে আমার স্বর্গমার্গের অন্তরায়। এই প্রকারে মিথ্যার ভয়ে, মিথ্যাকথাকে ঘৃণা করে 'ইহা কুশল' এইরূপও প্রকাশ করেন না, 'ইহা অকুশল' এইরূপও প্রকাশ করেন না। কুশলাকুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে এরূপও আমি বলি না (এইরূপ, 'না') ওরূপও আমি বলি না (ওরূপ, 'না') অন্যথাও বলি না, নাও বলি না, না নাও বলি না (এইরূপ উত্তর দিয়া) অমরাবিক্ষেপ তুল্য বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম কারণ; কোনো কোনো অমরাবিক্ষেপী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া জায়গায় জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদে অমরাবিক্ষেপরূপ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" (১-১৩)

৬৩। "দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অমরাবিক্ষেপী হন এবং কুশলাকুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন?"

"ভিক্ষুগণ, এই সংসারে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ 'ইহা কুশল' 'ইহা অকুশল' বলিয়া যথাযথরূপে জানেন না, তখন তাঁহার এইরূপ মনে হয়,– 'ইহা কুশল' 'ইহা অকুশল' বলিয়াত আমি যথার্থরূপে জানি না। এইটি কুশল, এইটি অকুশল বলিয়া যথার্থভাবে না জানিয়া যদি এইটি কুশল আর এইটি অকুশল বলিয়া প্রচার করি, তবে উহাতে আমার ছন্দ বা রাগ অথবা দ্বেষ কিম্বা প্রতিঘ উৎপন্ন হইবে। যেখানে আমার ছন্দ বা রাগ অথবা দ্বেষ কিম্বা প্রতিঘ উৎপন্ন হইবে তাহা আমার উপাদানে[২] পরিণত হইবে। যাহা আমার উপাদান হইবে তদ্দ্বারা হইবে আমার মনকষ্ট (বিঘাত); যাহা আমার অশান্তিকর তাহা আমার ধ্যানমার্গের অন্তরায়কর হইবে'। এইরূপে উপাদান ভয়ে, উপাদান ঘৃণায় ইহা কুশল বা অকুশল বলিয়া প্রকাশ করেন না। কুশলাকুশলাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে, 'এইরূপও আমি বলি

১।

২। রাগ ও দ্বেষ উভয়ে সন্তপ্ত করিয়া নিজকে বিহনন করে বলিয়াই উপাদান এবং বিঘাত উক্ত হইয়াছে। ছন্দ ও রাগ উপাদান। দ্বেষ আর প্রতিঘ, বিঘাত, অথবা ছন্দ, রাগ, দ্বেষ, প্রতিঘ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে বলিয়া উপাদান; বিহনন করে বলিয়া বিঘাত বলা হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না, সেইরূপও আমি বলি না, অন্যথাও বলি না, না বলিয়াও বলি না, না নহে এমনো আমি বলি না'। এইরূপ উত্তর দিয়া অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয় কারণ; কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া এবং যাহা লক্ষ্য করিয়া অমরাবিক্ষেপী হইয়া থাকেন, কুশলাকুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" (২-১৪)

৬৪। "তৃতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অমরাবিক্ষেপী হন, এবং কুশলাকুশলাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন?"

"ভিক্ষুগণ, এই সংসারে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ইহা কুশল বা ইহা অকুশল তাহা যথাভূতভাবে জানেন না। (তখন) তাঁহার এইরূপ মনে হয়,– 'আমি ইহা কুশল কিনা বা ইহা অকুশল কিনা যথার্থরূপে জানি না। ইহা কুশল বা অকুশল তাহা সম্যকরূপে না জানিয়া যদি ইহা কুশল বলিয়া প্রকাশ করি বা ইহা অকুশল বলিয়া প্রকাশ করি, তাহা হইলে এমন অনেক পরশাস্ত্রবিদ্[১] নিপুণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা স্বীয় প্রজ্ঞাবলে কেশাগ্রবিদ্ধকারী[২] ধনুর্ধরের ন্যায় পরবাদ বিমর্দন করিয়া বিচরণশীল। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন,[৩] মতবাদের হেতু[৪] জিজ্ঞাসা করেন, আমার মতকে অবজ্ঞা করিয়া অনুশাসন করেন আমিত সুন্দররূপে উত্তর প্রদান করিতে পারিব না। যদি না পারি তাহা হইবে আমার মনকষ্ট (মনের অশান্তি), যাহা আমার অশান্তিকর তাহা আমার স্বর্গমার্গের অন্তরায়কর হইবে'। এই প্রকারে তিনি অনুযোগ ভয়ে অনুযোগকে ঘৃণা করিয়া ইহা কুশল বলিয়াও প্রকাশ করেন না, ইহা অকুশল বলিয়াও প্রকাশ করেন না। কুশলাকুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে,– 'এইরূপও আমি বলি না, সেইরূপও বলি না, অন্যথাও বলি না, না বলিয়াও বলি না, না নহে এমনো বলি না'। এইরূপ উত্তর দিয়া অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তৃতীয় কারণ; যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য

---

[১]। কতপরপ্পবাদা—পর শাস্ত্রবিদ্।

[২]। বাল বেধিরূপা– বালবেধীরূপে (যাহারা দূর হইতেও লক্ষ্য করিয়া কেশাগ্রবেধ করিতে সমর্থ) ধনুর্দ্ধর সদৃশ। বোভিন্দন্তামঞ্ঞেঃ– বালবেধীতুল্য পরের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিগত সমূহও স্বীয় প্রজ্ঞায় বেধ (খণ্ডন) করিতে সমর্থ।

[৩]। সমনুযুঞ্জেয্য—কুশল কী, অকুশল কী? এইরূপে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে।

[৪]। সমনুগাহেয়্যুং—কুশল বা অকুশল বলিয়া উত্তর দিলে কোন্ কারণে কুশল বা অকুশল বলিলাম তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে। সমনুভাসেয়্যুং—আমি কারণ প্রদর্শন করিলে, আমার কথিত কারণের দোষ দেখাইয়া যদি বলেন যে তুমি ইহা জান না; ইহা ত্যাগ কর, উহাই গ্রহণ কর বলিয়া আমাকে অনুশাসন করিলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" (৪-১৫)

৬৫। "চতুর্থ শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অমরাবিক্ষেপী হইয়া থাকেন এবং কুশলাকুশলাদি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন?"

"ভিক্ষুগণ, এই সংসারে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মন্দ বুদ্ধি (নির্বোধ) হইয়া থাকেন। তিনি জড়তা এবং মুর্খতা প্রযুক্ত কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন। পরলোক আছে? ইহা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরলোক আছে, ইহা যদি আমার ধারণা হইত তবে পরলোক আছে, ইহা তোমায় বলিতাম; কিন্তু এরূপ ধারণাও আমার নাই। 'নাই', এরূপও আমার ধারণা নাই। এরূপ ধারণাও নাই, সেরূপ ধারণাও নাই, অন্যথাও নাই, না কিম্বা হাঁ ইহাও নহে। পরলোক নাই? ইহা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর ... (পূর্ববৎ)। আছে ও নাই পরলোক? না আছে, না নাই পরলোক? (উপপাতিক) সত্ত্ব আছে? উপপাতিক[১] সত্ত্ব নাই? আছে এবং নাই উপপাতিক সত্ত্ব? না আছে, না নাই উপপাতিক সত্ত্ব? সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে? সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নাই? আছে এবং নাই সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল? না আছে, না নাই সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল? সত্ত্ব (তথাগত) মৃত্যুর পর উৎপন্ন হয়? (বিদ্যমান থাকে?) মৃত্যুর পর সত্ত্ব উৎপন্ন হয় না? (সত্ত্বের-অস্তিত্ব থাকে না?) মৃত্যুর পর কাহারও উৎপত্তি হয়, কাহারও উৎপত্তি হয় না? (অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না?) মৃত্যুর পর না হয়, না হয় না? যদি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা কর, 'মৃত্যুর পর সত্ত্ব না হয়, না হয় না যদি এইরূপই আমার মনের ধারণা হইত, তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম মৃত্যুর পর সত্ত্ব না হয়, না হয় না। কিন্তু এইরূপ ধারণাও নাই, (এরূপও 'না') সেরূপও 'না,' অন্যথাও 'না,' 'না নহে' এমনো নহে। ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থ কারণ; যাহা অধিগত হইয়া, যাহা লক্ষ্য করিয়া কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অমরাবিক্ষেপী হইয়া থাকেন, স্থানে স্থানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অমরাবিক্ষেপ তুল্য বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" (৪-১৬)

৬৬। "ভিক্ষুগণ, অমরাবিক্ষেপী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই চারি কারণেই স্থানে স্থানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে অমরাবিক্ষেপ তুল্য বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা অমরাবিক্ষেপী কুশলাকুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করেন, তাঁহারা সকলেই এই চারি কারণে বা

---

[১]। ওপপাতিকা—ঔপপাদুক। উৎপত্তিক্ষণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিসহ পূর্ণাবয়বে উৎপন্ন সত্ত্ব। যেমন : দেবতা, ব্রহ্মা, কোন কোন মনুষ্য প্রেত ও নারকী সত্ত্ব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাদের যে কোনটি দ্বারা করেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ নাই। ... যে সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

অধীত্য সমুৎপন্ন বাদ

৬৭। "ভিক্ষুগণ, এমনো কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অধীত্য সমুপন্নবাদী,[১]। তাঁহারা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও লোককে অধীত্য সমুৎপন্ন বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অধীত্য সমুৎপন্নবাদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিবিধ কারণ প্রয়োগে আত্মা ও লোককে অধীত্য সমুৎপন্ন বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?

৬৮। "ভিক্ষুগণ, অসংজ্ঞসত্ত্ব নামে এক জাতীয় দেবতা (ব্রহ্মা) আছেন, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইলেই তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুগণ, তাদৃশ কারণ বিদ্যমান আছে যে কোন সত্ত্ব সেই ব্রহ্মত্ব হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে উৎপন্ন হন। ইহলোকে উৎপন্ন হইলে (একদা) আগার ত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রবলতম বীর্যে; একনিষ্ঠ সাধনায়, অপতন চেষ্টাশীলতায়, অপ্রমাদ পরায়ণতায়, সম্যক সঙ্কল্পানুরূপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হন যেইরূপ সমাধিতে চিত্ত স্থিত হইলে সংজ্ঞা উৎপন্ন মাত্র অনুস্মরণ করেন। কিন্তু তৎপূর্বাবস্থা স্মরণে অক্ষম হন। তজ্জন্য তিনি বলেন,– "আত্মা এবং লোক অধীত্য (অহেতুক) সমুৎপন্ন। তাহা কেন বলি? আমিত পূর্বে ছিলাম না। আমি না থাকিয়াও এক্ষণে সত্ত্বত্বে পরিণত হইয়াছি। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম কারণ; কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যে বিশেষাধিগমে, যাহা লক্ষ্য করিয়া অধীত্য সমুৎপন্নবাদ গ্রহণ করেন এবং আত্মা ও লোক অহেতু সমুৎপন্ন বলিয়া প্রচার করেন।" (১-১৭)

৬৯। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অধীত্য সমুৎপন্নবাদ গ্রহণ করেন এবং আত্মা ও লোক অধীত্য সমুৎপন্ন বলিয়া প্রচার করেন?"

"ভিক্ষুগণ, এই সংসারে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যিনি তর্ককারী এবং মীমাংসাচারী। তজ্জন্য তিনি আপন প্রতিভাবলে তর্কের পর তর্কে আনিত সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ মীমাংসায় সুসিদ্ধান্ত করিয়া এইরূপ বলেন,– আত্মা এবং লোক অধীত্য সমুৎপন্ন (ইহার উৎপত্তির কোন হেতু নাই) ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয়

---

[১]। অধিচ্চসমুপ্পন্নিকা—অধীত্য সমুপন্নবাদী। অধচ্চসমুপ্পন্নং–অকারণ সঞ্জাত, হেতু-প্রত্যয় ব্যতীত উদ্ভব। স্বয়ং এবং অন্যান্য লোক অকারণে সমুৎপন্ন এরূপ দৃষ্টি (দর্শন মত বিশ্বাস) যাঁহাদের আছে তাঁহারা অধীত্য সমুৎপন্নিকা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ; কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাহা অধিগত হইয়া, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং অধীত্য সমুৎপন্নবাদ গ্রাহী হন এবং আত্মা ও লোক অহেতু সমুৎপন্ন বলিয়া প্রচার করেন।" (২Í১৮)

৭০। "ভিক্ষুগণ অধীত্য সমুৎপন্নবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই দুইটি[১] কারণেই আত্মা এবং লোক অহেতু সমুৎপন্ন বলিয়া প্রচার করেন। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা অধীত্য সমুৎপন্নবাদী তাঁহারা এই দুইটি কারণে বা ইহাদের যে কোনটি দ্বারাই আত্মা এবং লোক অহেতু সমুৎপন্ন বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই। ... পূ ... ।"

৭১। "ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাদশ কারণেই সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ স্কন্ধ সমূহের পূর্বান্ত কল্পনা করেন এবং পূর্বান্তানুদৃষ্টিক (পঞ্চস্কন্ধের পূর্বান্ত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া অন্যকেও তাদৃশ দৃষ্টিতে প্রলোভিত করিতে) বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য (সত্যরূপে) অভিব্যক্ত করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা পূর্বান্ত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া পূর্বান্ত কল্পনা করেন, অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে বিবিধ স্বীয় দৃষ্টিদীপক বাক্য সত্যরূপে অভিব্যক্ত করেন। তাঁহারা সকলেই এই অষ্টাদশ কারণে অথবা ইহাদের যে কোন কারণ দ্বারাই করিয়া থাকেন। ইহাদের বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই।"

৭২। "ভিক্ষুগণ, তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে এই সমুদয় মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টির কারণ এইরূপে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপে স্পর্শীত হইয়াছে ইহাঁরা এইরূপ গতি প্রাপ্ত হইবেন। ঐ সকলে আসক্ত মানব জন্ম-জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবেন, ইহাও তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ইহাপেক্ষা আরো অনেক কিছু জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না; উহার দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বয়ং নির্বৃত্তি বিদিত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, তথাগত বেদনা সমূহের উদয় ... নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া উহাদের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করায় বিমুক্ত হইয়াছেন।"

৭৩। "ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই গভীর ... পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম, যাহা তথাগত স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করেন। যদি প্রশংসা করেন এই সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

অপরান্ত কল্পিক

৭৪। "ভিক্ষুগণ, এমন কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা অপরান্ত

[১]। এই দুই শ্রেণীর অধীত্য সমুৎপন্নবাদীও পূর্বান্ত কল্পনাকারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কল্পনাকারী[১] তাঁহারা অপরন্তানুদৃষ্টি[২] সম্পন্ন হইয়া অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণ প্রয়োগে অপরান্তকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য সত্যরূপে অভিব্যক্ত করেন। সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া অপরান্ত কল্পনা করেন এবং অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিতে প্রলোভিত করিতে চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণ প্রয়োগে অপরান্তকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য সত্যরূপে অভিব্যক্ত করেন?"

সংজ্ঞীবাদ

৭৫। "ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক (মৃত্যুর পর) সংজ্ঞাবাদী তাঁহারা ষোড়শ কারণে আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া ঊর্ধ্বাঘাতনিক সংজ্ঞাবাদী[৩] এবং ষোড়শ কারণে আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?

৭৬। তাহা এই, যথা : (ক) (কেহ কৃৎস্নরূপকে আত্মা ধারণায়) মরণান্তে আত্মা রূপী[৪] বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) (কেহ অরূপ সমাপত্তি নিমিত্তকে আত্মা ধারণায়) মরণান্তে আত্মা অরূপী বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(গ) (রূপারূপ নিমিত্তকে আত্মা ধারণায় কেহ) মরণান্তে আত্মা রূপী এবং অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঘ) (তার্কিক মীমাংসকগণ স্বপ্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না রূপী, না অরূপী বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঙ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা সান্ত বটে, কিন্তু সে

---

[১]। অপরন্ত কপ্পিকা– অপরান্ত কল্পিন বা কল্পনাকারীগণ। অপরান্ত বলে পঞ্চস্কন্ধের বা আত্মার অনাগতাংশ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের বা ইহাদের যে কোনটিকে তৃষ্ণাজনিত দৃষ্টিতে আত্মা ও লোক বলিয়া মনে করতঃ তাহার অনাগতাংশ কল্পনাকারীগণ।

[২]। অপরন্তানুদিট্ঠিনো– অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন। স্কন্ধ সমূহের অনাগতাংশ পূর্বোক্তরূপে কল্পনা করায় অপরান্তানুগত মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

[৩]। আঘাতন বলে মৃত্যুকে– মৃত্যুর ঊর্দ্ধ অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার এরূপ মত বাদ যাহাদের আছে তাহারা ঊর্দ্ধাঘাতনিক। আত্মা সংজ্ঞাশীল এরূপ বিশ্বাস যাহাদের আছে তাহারা সঞ্ঞী (সংজ্ঞী) অর্থাৎ সংজ্ঞাশীল বাদী। অরোগো– নির্বিকার, নিত্য।

[৪]। রূপী– রূপান্তরশীল বলিয়া রূপী। কৃশরূপ বর্দ্ধিত, অবর্দ্ধিত, পরিত্র (অল্প) ও অপ্রমাণ হয় বলিয়া রূপী। অথবা রূপ আছে এই অর্থে রূপী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মা নিত্য সংজ্ঞাশীল (সসংজ্ঞ) বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(চ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা অনন্ত বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ছ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা সান্ত এবং অনন্ত দুই-ই বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(জ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না সান্ত, না অনন্ত বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঝ) (সমাপত্তি লাভীরা) মরণান্তে আত্মা এক বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঞ) (সমাপত্তি অলাভীরা) মরণান্তে আত্মা নানা বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ট) (কৃৎস্ন ভাবনা অবর্ধিত ব্যক্তি) মরণান্তে আত্মা পরিত্র (অল্প, সামান্য) বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঠ) (কৃৎস্ন ভাবনা বর্ধিত ব্যক্তি) মরণান্তে আত্মা অপ্রমাণ বটে, কিন্তু নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ড) (দিব্যচক্ষে ৩য়, ৪র্থ ধ্যান ভূমিতে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া) মরণান্তে আত্মা একান্ত সুখী বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঢ) (দিব্যচক্ষে নিরয়ে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া) মরণান্তে আত্মা একান্ত দুঃখী বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ণ) (দিব্যচক্ষে মনুষ্যের মধ্যে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া) মরণান্তে আত্মা সুখী-দুঃখী বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ত) (দিব্যচক্ষে বৃহৎফল ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া) মরণান্তে আত্মা সুখ-দুঃখহীন বটে, কিন্তু সে নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।" (১৬-৩৪)

৭৭। "ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বাঘাতনিক সংজ্ঞাশীলবাদ গ্রাহী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই ষোড়শ কারণে আত্মাকে মৃত্যুর পর নিত্য সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বাঘাতনিক সংজ্ঞাশীলবাদ গ্রাহী যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর আত্মা নিত্য সংজ্ঞা বিশিষ্ট বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন, তাঁহারা সকলেই এই ষোড়শ কারণে অথবা ইহাদের যে কোনটি দ্বারা, ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই। ... প্রশংসা করিতে হইলে এ সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলেই তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয় ভাণবার

অসংজ্ঞীবাদ

৭৮। "ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞবাদ গ্রাহী কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাহাঁরা আট কারণে আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। সেই ভদন্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞবাদী, যাঁহারা আট কারণে আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?

৭৯। তাহা এই, যথাঃ- (ক) (কৃৎস্নরূপকে আত্মা কল্পনা করিয়া) মরণান্তে আত্মা রূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) (অরূপ সমাপত্তিকে কেহ আত্মা কল্পনা করিয়া) মরণান্তে আত্মা অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(গ) (রূপারূপ নিমিত্তকে কেহ আত্মা কল্পনা করিয়া) মরণান্তে আত্মা রূপী এবং অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঘ) তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না রূপী, না অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঙ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা সান্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(চ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ছ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা সান্ত এবং অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(জ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না সান্ত, না অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।"

৮০। "ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞবাদ গ্রাহী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই আট কারণেই আত্মাকে মৃত্যুর পর নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া প্রচার করেন। যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞবাদী, মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন, তাঁহারা সকলে এই আট কারণে অথবা ইহাদেরই যে কোন কারণ দ্বারা; এই সমুদয় কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। ... প্রশংসা করিয়া এ সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বাদ

৮১। "ভিক্ষুগণ, এমন কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীবাদী[১]; তাঁহারা আট কারণে মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। তাঁহারা কি বিশেষাধিগমে কী লক্ষ্য করিয়া ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীবাদী, আট কারণে মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?

৮২। তাহা এই, যথাঃ- (ক) (কেহ কৃৎস্নরূপকে আত্মা ধারণায়) মরণান্তে আত্মা রূপী বটে, কিন্তু নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(খ) (অরূপ সমাপত্তি নিমিত্তকে কেহ আত্মা কল্পনা করিয়া) মরণান্তে আত্মা অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(গ) (রূপারূপ নিমিত্তকে আত্মা ধারণায় কেহ) মরণান্তে আত্মা রূপী এবং অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঘ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না রূপী, না অরূপী বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ঙ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা সান্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নিত্য নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(চ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(ছ) (কৃৎস্ন ভাবনাকারীদের মধ্যে কেহ) মরণান্তে আত্মা সান্ত এবং অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

(জ) (তার্কিক মীমাংসকেরা স্বীয় প্রতিভায়) মরণান্তে আত্মা না সান্ত, না অনন্ত বটে, কিন্তু সে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।"

৮৩। "ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই আট কারণেই মরণান্তে আত্মাকে নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীবাদী, তাঁহারা সকলেই এই আট কারণে অথবা ইহাদের মধ্যে যে কোন কারণ দ্বারা মরণান্তে আত্মাকে নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন, এই সমুদয় ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। ... প্রশংসা করিলে এই সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলেই তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

উচ্ছেদ বাদ

[১]। অর্থকথা আচার্য্য বলেন– আত্মাকে যে অসংজ্ঞ এবং নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলা হইয়াছে তাহার সুনির্দিষ্ট কারণ অন্বেষণ করা বৃথা। যেহেতু দৃষ্টিসম্পন্নের মতবাদ (গ্রহণ) উন্মাদের পাত্র সদৃশ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৪। "ভিক্ষুগণ, উচ্ছেদবাদী কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা সাতটি কারণ প্রয়োগে বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন। তাঁহারা কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া সাতটি কারণ প্রয়োগে বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

৮৫। তাহা এই, যথাঃ- (ক) "ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, (তিনি বলেন),– 'ভো! যেহেতু এই দেহাত্মা রূপী চাতুর্মহাভূতিক, মাতৃ-পিতৃ জাত; সেই হেতু দেহ ভিন্ন হইলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। মরণেই আত্মা সম্যক উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন।

৮৬। (খ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা এই অবস্থায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অন্য আত্মা আছে, যাহা দিব্যরূপী, কামবিহারী ও গ্রাস বশে আহার ভোগী। আপনি উহা জানেন না, দেখেন না, আমি উহা জানি ও দেখি। ভো! কায় ভেদান্তে সেই আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থায় এই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন।

৮৭। (গ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐ অবস্থায় এই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয় না। অন্য আত্মা আছে যাহা দিব্যরূপী, মনোময় সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, পরিপূর্ণেন্দ্রিয়, তাহা আপনি দেখিতে পান না, জানিতেও পারেন না, তাহা আমি জানি এবং দেখিতেও পাইতেছি। ভো! কায় ভেদান্তে সেই আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। ঐ অবস্থায় এই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করিয়া থাকেন।

৮৮। (ঘ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ঐটুকু মাত্রে সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয় না। অন্য আত্মা আছে, যাহা সর্বপ্রকারে রূপসংজ্ঞা সম্যক অতিক্রম করিয়া প্রতিঘ সংজ্ঞার বিলয় করে নানাত্ম সংজ্ঞার মনস্কার পরিহার পূর্বক অনন্ত আকাশ বশে ভাবনা করে আকাশনান্তায়তন ভাব প্রাপ্ত। তাহা আপনি জানেন না, দেখিতেও পান না। তাহা আমি জানি এবং দেখি। সেই আত্মা সেখান হইতে কায়ভেদ বা মৃত্যু হইলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয় মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এতদূর আসিয়াই আত্মা সম্যক সমুচ্ছিন্ন হয়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রচার করিয়া থাকেন।

৮৯। (ঙ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনি যেই আত্মার কথা বলিতেছেন সেই আত্মা আছে, তাহা নাই বলিয়া আমি বলিতেছি না। কিন্তু ঐ অবস্থায় এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। সর্বতোভাবে আকাশনান্তায়তন সমতিক্রম করিয়া, অনন্ত বিজ্ঞান বশে ভাবনা করে বিজ্ঞানানন্তায়তন স্তর প্রাপ্ত অন্য আত্মা আছে, আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। তাহা হইতে যখন অরূপকায় ভিন্ন হয়, তখনই এই আত্মা উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না।' এই অবস্থায় আত্মা সম্যকরূপে উচ্ছিন্ন হয় বলিয়া কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞপ্তি করিয়া থাকেন।

৯০। (চ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এ অবস্থায় আত্মা সম্যকরূপে উচ্ছিন্ন হয় না। অন্য আত্মা আছে, যাহা সর্বপ্রকারে বিজ্ঞানানন্তায়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই না" এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চনায়তনকে প্রাপ্ত হয়; তাহা আপনি জানেন না, দেখিতেও পান না। আমি উহাকে জানি এবং দেখিতেও পাইতেছি। সেই আত্মা যখন অরূপকায় ত্যাগ করে তখনই উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এতদূর আসিয়াই এই আত্মা সম্যক প্রকারে সমুচ্ছিন্ন হয়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রচার করিয়া থাকেন।

৯১। (ছ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐ অবস্থায় এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংশ সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে, যাহা সর্বপ্রকারে আকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম করিয়া শান্ত-প্রণীত নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন উপগত হয়। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। সেই আত্মা অরূপকায় ত্যাগ করিলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না। এতদূর আসিয়াই এই আত্মা সম্যকরূপে উচ্ছিন্ন হয় ।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন।"

৯২। "ভিক্ষুগণ, উচ্ছেবাদী সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই সাতটি কারণে বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন। যে সকল উচ্ছেদবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন, তাঁহারা এই সাতটি কারণেই অথবা এই সমুদয়ের যে কোনটি দ্বারাই করেন; ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই। ... প্রশংসাকারিগণ এই সমুদয় দ্বারা তথাগতের প্রশংসা করিলেই প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃষ্টধর্ম নির্বাণ বাদ

৯৩। "ভিক্ষুগণ, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) নির্বানবাদী[১] কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা পাঁচটি কারণ প্রয়োগে দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনে) বিদ্যমান সত্ত্বের পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন। তাঁহারা কি বিশেষাধিগমে, কী লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টধর্মে নির্বানবাদী, যাঁহারা পাঁচটি কারণ প্রয়োগে বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

৯৪। তাহা এই যথা: (ক) "ভিক্ষুগণ, ইহ লোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ মত বাদী, এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন হন যেÍ এই আত্মা পাঁচ প্রকার কাম্যবস্তুতে[২] (রূপ, রসাদিতে) সমর্পিত হইয়া, সংযুক্ত হইয়া বিচরণ করিলে (কাম্যবস্তু পরিভোগ করে পরিতৃপ্ত হইলে) এমতাবস্থায় আত্মা ইহজীবনে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ এই প্রকারে দৃষ্টধর্মে বিদ্যমান সত্ত্বের পরম নির্বান প্রাপ্তি বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন।

৯৫। (খ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনি যাহা বলিতেছেন সেই আত্মা আছে, আমি তাহা নাই বলিয়া বলি না। কিন্তু এমতাবস্থায় আত্মা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহা কেন বলি? কাম্যবস্তু সমূহ অনিত্য-দুঃখ-বিপরিণামশীল। উহাদের বিপরিণামতা, ভিন্ন ভাবতা হইতে শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, হাহুতাশ উৎপন্ন হয়। এই আত্মা যখন কাম্যবস্তু সমূহ হইতে এবং যাবতীয় অকুশল হইতে বিমুক্ত (স্বতন্ত্র) হইয়া (পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করিয়া) সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজাত প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, এই অবস্থায়ই আত্মা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয়।' এই প্রকারে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান হয় বলিয়া ঘোষণা করেন।

৯৬। (গ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপে দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ? এই অবস্থায় যখন বিতর্ক[৩]-বিচার রহিয়াছে,

---

[১]। দিট্ঠধম্ম নিব্বান বাদা– দৃষ্টধর্মে (বর্তমান দেহেই) নির্বান প্রাপ্তি, প্রত্যক্ষ দুঃখ উপশম। তাহা যাঁহারা বলেন তাঁহারাই দৃষ্টধর্ম নির্বানবাদী।

[২]। পঞ্চহিকামগুণেহি– পাঁচ প্রকার কামগুণ দ্বারা। মনোহর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই সমুদয় কামগুণ বা কাম বন্ধন। পার্থিব ও স্বর্গীয় ভেদে তাহা দ্বিবিধ।

[৩]। বিতর্ক– যাহার আকর্ষণে চিত্ত ধ্যেয় বিষয় গ্রহণ করে। এই আকর্ষণে চিত্ত-চৈতসিকের জড়তা ভঙ্গ হয়, এই জন্য বিতর্ক স্ত্যান-মিদ্ধের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানঙ্গ। ইহার অন্য নাম চিন্তা। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যেই আলম্বন গ্রহণ করে সেই আলম্বনের স্বভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন ইহার স্থূলতাই দৃষ্ট হইতেছে। যখন এই আত্মা বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ যুক্ত চিত্তের (একোধি) একাগ্রতা সহিত অবিতর্ক-অবিচার সমাধিজাত প্রীতি-সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে তখনই উহা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত প্রজ্ঞপ্তি করেন।

৯৭। (ঘ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আত্মা এই অবস্থায় দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয় না। কেননা, এ অবস্থায় প্রীতিতে চিত্তের উদ্বেলতা বিদ্যমান থাকে; এতদ্দ্বারা উহা স্থূল বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। এই আত্মা যখন প্রীতি বর্জ্জিত হইয়া উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল এবং সম্প্রজ্ঞ ভাবে কায়িক সুখানুভব করে, আর্যগণ যাঁহাকে উপেক্ষক স্মৃতিশীল সুখবিহারী বলিয়া নির্দেশ করেন; সেইরূপ তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। আত্মা এই অবস্থায় দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয়।' এই প্রকারে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন।

৯৮। (ঙ) তাঁহাকে অপরে এইরূপ বলেন,– 'ভো! আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আত্মা এই অবস্থায় দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয় না। কারণ? তথায় সুখ বলিয়া যে চিত্তের আভোগ (খাদ্য) আছে। ইহা দ্বারা আত্মার স্থূলতা দৃষ্ট হইতেছে। এই আত্মা যখন পূর্ব হইতেই কায়িক মানসিক সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া অদুঃখ, অসুখ, উপেক্ষা একাগ্রতা দ্বারা স্মৃতি পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করে, তখনই উহা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন।"

৯৯। "ভিক্ষুগণ, দৃষ্টধর্মে নির্বানবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চবিধ কারণেই বিদ্যমান সত্ত্বের দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রচার করেন। যাঁহারা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহারা এই পঞ্চবিধ কারণে অথবা ইহাদের যে কোনটি দ্বারাই। ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই। ... প্রশংসাকারিগণ এই সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

১০০। "ভিক্ষুগণ, অপরান্ত কল্পনাকারী, অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ (অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিযুক্ত করিতে) এই চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণ প্রয়োগে পঞ্চস্কন্ধের অনাগতাংশ লক্ষ্য করিয়া বিবিধ স্বীয় স্বীয় দৃষ্টিদীপক বাক্য সত্যরূপে অভিব্যক্ত করেন। অপরান্ত কল্পনাকারী অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন যে কোন শ্রমণ বা

জানিবার জন্য বিচার তাহাতে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন করে। অনুমজ্জন বিচারের লক্ষণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ পঞ্চস্কন্ধের অনাগতাংশ লক্ষ্য করিয়া বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহারা এই চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণে অথবা ইহাদের যে কোনটি দ্বারাই করিবেন। ইহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই। ... প্রশংসাকারিগণ এই সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

১০১। "ভিক্ষুগণ, পূর্বান্ত কল্পনাকারী ও অপরান্ত কল্পনাকারী এবং পূর্বান্তাপরান্ত কল্পনাকারী, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ (অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিযুক্ত করিতে) এই দ্বাষট্টিবিধ কারণ প্রয়োগে পূর্বান্তাপরান্ত লক্ষ্য করিয়া বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য সত্যরূপে অভিব্যক্ত করেন।"

১০২। "ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত কল্পিক বা অপরান্ত কল্পিক কিম্বা পূর্বান্তাপরান্ত কল্পিক পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিযুক্ত করিতে পূর্বান্তাপরান্তকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন তাঁহারা সকলেই এই দ্বাষট্টি কারণে অথবা ইহাদের যে কোন কারণ দ্বারাই। ইহাদের বাহিরে অন্য কোন কারণ নাই।"

১০৩। "ভিক্ষুগণ, তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে এই সমুদয় মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টির কারণ, (এই দৃষ্টি) এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত (পরামর্ষিত) (এইদৃষ্টি সম্পন্নের) এইরূপ গতি হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মানব জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবেন, ইহাও তথাগতের সুবিদিত। শুধু ইহাই জানেন এমন নহে, এতদুত্তরতর (শীল, সমাধি, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান) ও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ, তথাগত বেদনা সমুহের উদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া উহাদের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করায় বিমুক্ত হইয়াছেন।"

১০৪। "ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুন, পণ্ডিত বেদনীয়, যে সমুদয় তথাগত স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন, যে সমুদয় দ্বারা প্রশংসা করিলে তথাগতের প্রকৃত প্রশংসা করা হইবে।"

পরিত্রাসিত-বিস্ফন্দিত বার

১০৫। "ভিক্ষুগণ, তত্র (দৃষ্টি সম্পন্নদের মধ্যে) যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী, (যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া) চারিটি কারণ প্রয়োগে আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রচার করেন, সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান (বা অনুভূতি) ধর্ম সমূহের যথাভূত স্বভাবে অজ্ঞ, অন্ধ (অদর্শী),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখবেদী, সতৃষ্ণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের তৃষ্ণারূপ পরিত্রাসে[১] (তুষরাশীতে প্রোথিত স্থানুর ন্যায়) সচঞ্চলই (মার্গলাভী ব্যক্তির দর্শনের ন্যায় অচল নহে)।"

১০৬। "ভিক্ষুগণ, তত্র যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একদেশ শাশ্বত একদেশ অশাশ্বতবাদী, (যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া) চারিটি কারণ প্রয়োগে আত্মা ও লোককে আংশিকরূপে শাশ্বত, আংশিকরূপে অশাশ্বত বলিয়া প্রচার করেন সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান (বা অনুভূতি) ... ।"

১০৭। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (অন্তানন্তিক) অন্তানন্ত বাদী (যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চতুর্বিধ কারণে লোক সান্ত, অনন্ত, অন্তানন্ত বলিয়া ঘোষণা করেন সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১০৮। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অমরাবিক্ষেপী, সেই দৃষ্টিতে স্থানে স্থানে (কোন বিষয়ে) প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কারণে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১০৯। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অধীত্য সমুৎপন্নবাদী, (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দিত হইয়া) দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও লোক অকারণ সম্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১১০। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত কল্পনাকারী, পূর্বান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টাদশ কারণ প্রয়োগে পূর্বান্তকে লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১১১। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বাঘাতনিক সংজ্ঞাশীল বাদী (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দিত হইয়া) ষোড়শ কারণে মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার সসংজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করেন সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।

১১২। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞ বাদী (যেই দৃষ্টি আস্বাদ, ... দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টবিধ কারণে আত্মাকে মরণান্তে নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১১৩। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বাদী (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া) অষ্টবিধ কারণে

---

[১]। তণ্হাগতানং– তৃষ্ণায় আসক্তদের। তৃষ্ণা উপভোগে ইহা নিবৃত্ত হয় না। ইহা অতৃপ্ত পিপাসা। অসন্তুষ্টি ইহার বিকাশ বা আকার। তদ্ধেতু ইহাকে সহস্র বাহুরূপেও চিত্রিত করা হইয়াছে। আলম্বনের বিভিন্নতা অনুসারে ইহা কাম তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণার আকার ধারণ করিয়া চিত্তকে পরিচালিত করে। লোভ, রাগ ইহার পর্য্যায় শব্দ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণান্তে আত্মাকে নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি ... ।"

১১৪। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উচ্ছেদবাদী (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দিত হইয়া) সপ্তবিধ কারণে তাঁহারা বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞপ্তি করেন, তাঁহাদের সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১১৫। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টধর্মে নির্বানবাদী (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া) পঞ্চবিধ কারণে তাঁহারা বিদ্যমান সত্ত্বের প্রত্যক্ষ জীবনে পরম নির্বান প্রাপ্তি প্রজ্ঞপ্তি করেন, তাঁহাদের সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান ... ।"

১১৬। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অপরান্ত কল্পনাকারী, অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (যেই দৃষ্টি আস্বাদ ... দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণে তাঁহারা অপরান্তকে লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান (বা অনুভূতি) ... ।"

১১৭। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত কল্পনাকারী ও অপরান্ত কল্পনাকারী এবং পূর্বান্তাপরান্ত কল্পনাকারী, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) তাঁহারা বাষট্টি প্রকার কারণ প্রয়োগে পূর্বান্তাপরান্তকে লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, সেই দৃষ্টি বা জ্ঞান (বা অনুভূতি) পরমার্থ ধর্ম সমূহের যথাভূত স্বভাবে অজ্ঞ, অন্ধ (অদর্শী), সুখবেদী, সতৃষ্ণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের তৃষ্ণারূপ পরিত্রাসে (তুষরাশীতে প্রোথিত স্থানুর ন্যায়) চঞ্চলই বটে (মার্গলাভী ব্যক্তির দর্শনের ন্যায় অচল নহে)।"

স্পর্শ প্রত্যয় বাদ

১১৮। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শাশ্বত বাদী, (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখবেদনা বা সুখানুভূতি সুখাস্বাদ দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া) চারিটি কারণে আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখবেদনা বা সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত (স্পর্শ ব্যতিরেকে অনুভূতি হইতে পারে না)।"

১১৯। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বতবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখবেদনা দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে আত্মা ও লোককে আংশিকরূপে শাশ্বত, আংশিকরূপে অশাশ্বত বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২০। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অন্তানন্তবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে লোক সান্ত-অনন্ত বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

১২১। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অমরাবিক্ষেপী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) কুশলাকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চারিটি কারণে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্য বিক্ষেপ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

১২২। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অধীত্য সমুৎপন্নবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) দুইটি কারণে আত্মা ও লোক অকারণ সম্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

১২৩। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা পূর্বান্তকল্পনাকারী পূর্বান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টাদশ কারণে পূর্বান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

১২৪। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক সসংজ্ঞবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) ষোড়শ কারণে মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার সংজ্ঞাশীল বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহাদের সেই সুখানুভূতি স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

১২৫। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টবিধ কারণে মরণান্তে আত্মা নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই সুখানুভূতি ... ।"

১২৬। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টবিধ কারণে মরণান্তে আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই সুখানুভূতি ... ।"

১২৭। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা উচ্ছেদবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) সপ্তবিধ কারণে বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি ... ।"

১২৮। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা দৃষ্টধর্মে নির্বান বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) পঞ্চবিধ কারণে বিদ্যমান সত্ত্বের প্রত্যক্ষ জীবনে পরম নির্বান প্রাপ্তি ঘোষণা করেন তাঁহাদের সেই সুখানুভূতি ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

।"

১২৯। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অপরান্ত কল্পনাকারী, অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন তাঁহাদের সেই সুখানুভূতি ... ।"

১৩০। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা পূর্বান্ত কল্পিক ও অপরান্ত কল্পিক এবং পূর্বান্তাপরান্ত কল্পী, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (তাঁহারা যেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখানুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) দ্বাষট্টি কারণে পূর্বান্তাপরান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন তাঁহাদের সেই দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত সুখবেদনা স্পর্শ প্রত্যয় জাত।"

এই কারণ অবিদ্যমান বাদ

১৩১। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ইহার হেতু (কারণ) বিদ্যমান নাই।"

১৩২। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বত বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে আত্মা ও লোককে আংশিকরূপে শাশ্বত, আংশিকরূপে অশাশ্বত বলিয়া ঘোষণা করেন (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... ..অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে আত্মা ও লোককে আংশিকরূপে শাশ্বত, আংশিকরূপে অশাশ্বত ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ইহার হেতু (কারণ) বিদ্যমান নাই।"

১৩৩। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অন্তানন্ত বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে লোক সান্ত, অনন্ত বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... .।"

১৩৪। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অমাবিক্ষেপী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারিটি কারণে অমরাবিক্ষেপবৎ বাক্যবিক্ষেপ করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... ।"

১৩৫। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অধীত্য সমুৎপন্ন বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও লোক অকারণ সম্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... ।"

১৩৬। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা পূর্বান্ত কল্পিক, পূর্বান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (তাঁহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টাদশ কারণে পূর্বান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... ।"

১৩৭। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক সংজ্ঞাশীল বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) ষোড়শ বিধ কারণে মরণান্তে আত্মা নির্বিকার সংজ্ঞাশীল বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... ।"

১৩৮। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞ বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টবিধ কারণে মরণান্তে আত্মা নির্বিকার অসংজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে ... ।"

১৩৯। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) অষ্টবিধ কারণে মরণান্তে আত্মা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে ... ।"

১৪০। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা উচ্ছেদ বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) সপ্তবিধ কারণে বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... ।"

১৪১। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা দৃষ্টধর্মে পরম নির্বান বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) পঞ্চবিধ কারণ প্রয়োগে বিদ্যমান সত্ত্বের প্রত্যক্ষ জীবনে পরম নির্বান প্রাপ্তি ঘোষণা করেন তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন ... ।"

১৪২। "তত্র ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অপরান্ত কল্পিক (তাঁহারা যেই দৃষ্টি ... অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চতুশ্চত্বারিংশৎ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহারা সেই দৃষ্টি অনুভূতি যে ... ।"

১৪৩। "তত্র ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত কল্পিক ও অপরান্ত কল্পিক এবং পূর্বান্তাপরান্ত কল্পিক পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (তাঁহারা যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) বাষট্টি বিধ কারণ প্রয়োগে পূর্বান্তাপরান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহারা সেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি যে স্পর্শ ব্যতীত প্রাপ্ত হইবেন তেমন কারণ (হেতু) বিদ্যমান নাই।"

দৃষ্টি-গতি-অধিষ্ঠান বর্ত কথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪৪। "হে ভিক্ষুগণ, তত্র যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শাশ্বত বাদী (তাঁহারা যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) চারি কারণে আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। যাঁহারা একদেশ শাশ্বত, একদেশ অশাশ্বত বাদী ... যাঁহারা অন্তানন্ত বাদী ... যাঁহারা অমরাবিক্ষেপী ... যাঁহারা অধীত্য সমুৎপন্নবাদী ... যাঁহারা পূর্বান্তকল্পনাকারী ... যাঁহারা ঊর্ধ্বাঘাতনিক সংজ্ঞাশীল বাদী ... ঊর্ধ্বাঘাতনিক অসংজ্ঞ বাদী ... ঊর্ধ্বাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বাদী ... উচ্ছেদ বাদী ... দৃষ্টধর্মে নির্বান বাদী ... অপরান্ত কল্পিক ... পূর্বান্ত ও অপরান্ত এবং পূর্বান্তাপরান্ত কল্পী পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন (তাঁহারা যেই দৃষ্টি আস্বাদ, দৃষ্টি সুখ, দৃষ্টি অনুভূতি দ্বারা আনন্দিত হইয়া) বাষট্টি বিধ কারণে পূর্বান্তাপরান্ত লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য সম্যকরূপে অভিব্যক্ত করেন তাঁহারা সকলেই চক্ষু শ্রোত্রাদি ছয় সংস্পর্শ আয়তন[১] দ্বারা স্পর্শিত হইয়া দৃষ্টি অনুভূতি (বেদনা) অনুভব করেন (প্রাপ্ত হন) তাঁহাদের বেদনা[২] প্রত্যয়ে[৩] তৃষ্ণাজন্মে, তৃষ্ণা-প্রত্যয়ে উপাদান হয়, উপাদান-প্রত্যয়ে ভব হয় (এস্থলে ভব অর্থ উৎপত্তি), ভব-প্রত্যয়ে (এস্থলে ভব অর্থ কর্ম) জন্ম হয়, জন্ম-প্রত্যয়ে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়।"

বিবর্ত কথাদি

১৪৫। "হে ভিক্ষুগণ, যখন কোন ভিক্ষু ষড় স্পর্শায়তনের সমুদয়[৪] অস্তগমন[৫]

---

[১]। ছহি ফস্সাযতনেহি– ছয় সংস্পর্শ আয়তন দ্বারা। আয়তন শব্দ স্থান (অধিকার), আশ্রয়, কারণ, আকার, নিবাস, অধিষ্ঠান, পঞ্ঞত্তি (প্রজ্ঞপ্তি) প্রভৃতি অর্থ প্রকাশক। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, এই ছয়টি স্পর্শ আয়তন। স্পর্শ ষষ্ঠক ধর্ম উৎপন্ন হয় ইহাকে আশ্রয় করে, সেই সমুদয় তাহাদের কারণ, আকার, নিবাস, অধিষ্ঠান বলিয়া আয়তন।

[২]। বেদনা– স্পৃষ্ট আলম্বনের রস বোধই বেদনা।

[৩]। পচ্চয়া– প্রত্যয় হইতে। প্রত্যয় অর্থ কারণ, নিদান, হেতু। যাহার সাহায্যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হয়, ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন্ন হয়, তাহা ঐ কার্য্যের, ঐ ঘটনার, ঐ ফলের প্রত্যয় হয়। সুতরাং প্রত্যয় সাহায্য কারক। স্পর্শ ব্যতীত বেদনা উৎপন্ন হইতে পারে না।

[৪]। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও আহার প্রত্যয় সমুদয়ে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ও কায় স্পর্শায়াতনের সমুদয় হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও নাম-রূপের প্রত্যয় সমুদয়ে মন স্পর্শায়তনের সমুদয় হইয়া থাকে।

[৫]। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও আহার প্রত্যয় নিরোধে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়, স্পর্শায়তনের অস্তগমন হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও নাম-রূপের প্রত্যয় নিরোধে মন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আস্বাদ, আদীনব, এবং নিঃসরণ যথাভূত (যথাসত্য) প্রকৃষ্টরূপে জানেন (অবগত হয়েন) তখন তিনি এই সকল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হইতে বিমুক্তি ও বিমুক্তিমার্গ সম্বন্ধে অধিকতর জানেন বা লোকত্তর জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।"

১৪৬। "ভিক্ষুগণ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা পূর্বান্ত কল্পিক, অথবা অপরান্ত কল্পী কিম্বা পূর্বঅন্তাপরান্ত কল্পনাকারী, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া (অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে) পূর্বান্তাপরান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টিদীপক বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহারা সকলেই (আমার দেশিত) এই বাষট্টি প্রকার কারণকৃত জালের আবেষ্টনির অন্তর্গত হইয়াছেন। তাঁহারা এই দৃষ্টিজাল আশ্রয় করিয়া উম্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছেন; এই দৃষ্টিজালে প্রবিষ্ট হইয়াই তাঁহারা কখন সুকর্ম হেতু সুগতি ভবে তাঁহাদের উৎপত্তি বশে উম্মজ্জিত, আবার কখনও বা কুকর্ম (দুষ্কর্ম) হেতু অপায়ে পতন বশে নিমজ্জিত হইতেছেন; (জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসরণ বা সংসার-চক্র হইতে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না)।"

"ভিক্ষুগণ, যেমন কোন সুদক্ষ কৈবর্ত বা তাহার অন্তেবাসী ক্ষুদ্র জলাশয়কে সূক্ষ্মছিদ্র জাল দ্বারা পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া এইরূপ চিন্তা করে, 'যে সব স্থূল প্রাণী এই জলাশয়ে রহিয়াছে তাহারা সকলেই এই জালের আবেষ্টনির অন্তর্গত হইয়াছে, এই জালে আবদ্ধ হইয়া তাহারা উম্মজ্জন নিমজ্জন করিতেছে। এই জাল প্রাপ্ত হইয়া, জালে প্রবিষ্ট হইয়াই তাহারা উম্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে, (ইচ্ছানুরূপ ডুবা উঠা করিতেছে)।' ঠিক এইরূপ যে সকল পূর্বান্তকল্পনাকারী বা অপরান্তকল্পিক কিম্বা পূর্বান্তাপরান্তকল্পী পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অপরকেও তাদৃশ দৃষ্টি-সম্পন্ন করিতে পূর্বান্তাপরান্তকে লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ দৃষ্টি প্রসূত প্ররোচন বাক্য অভিব্যক্ত করেন, তাঁহারা সকলেই এই বাষট্টি প্রকার কারণকৃত জালের আবেষ্টনির অন্তর্গত হইয়াছেন[১]। তাঁহারা এই বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিজাল আশ্রয় করিয়া উম্মজ্জন নিমজ্জন করিতেছেন। এই দৃষ্টিজাল প্রাপ্ত হইয়া, এই জালে প্রবিষ্ট হইয়া উম্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছেন। ঊর্ধে নীচে সংসরণ

স্পর্শায়তনের অস্তগমন হয়। তাহা যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে বিদিত হইয়া দর্শন শ্রবণাদি হেতু যে সুখ সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই স্পর্শায়তনের আস্বাদ। চক্ষু শ্রোত্রাদির অনিত্যতা, দুঃখময়তা, বিপরিণামশীলতা, উহাই স্পর্শায়তনের আদীনব। চক্ষু শ্রোত্রাদির প্রতি ইচ্ছা, আসক্তির বিনাশ, ত্যাগ, তাহাই স্পর্শায়তনের নিঃসরণ (ত্যাগ)। এই আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণও যথার্থভাবে জ্ঞাত হইলে।

[১]। অন্তোজালিকতাব- আমার দেশিত বাষট্টি প্রকার কারণকৃত জালের অন্তর্গত হইয়াছেন। উম্মজ্জমানা উন্মুজ্জন্তি-উম্মজ্জনমান উম্মজ্জিত হইতেছেন। দেব, ব্রহ্ম, অসংজ্ঞ ভবাদিতে সুকর্ম হেতু উৎপত্তি বশে উম্মজ্জিত হইতেছেন। কুকর্ম হেতু অপায়াদিতে পতন বশে কেহ নিমজ্জিত হইতেছেন। উম্মজ্জন শব্দ যোগে নিমজ্জিত শব্দ প্রকাশ পাইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সন্ধাবন করিতেছেন।"

১৪৭। "ভিক্ষুগণ, তথাগতের (পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু সমন্বিত) শরীর উচ্ছিন্ন-ভব-নেত্[১] (পুনর্জন্মের হেতু-প্রত্যয় তৃষ্ণারজ্জু সমুচ্ছিন্ন) নিষ্কলঙ্ক হইয়া অবস্থিত। এই শরীর যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ দেবমানবগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। এই শরীর ভেদান্তে জীবনের পরিক্ষয়ে (মহাপরিনির্বান প্রাপ্তির পরে) দেবমানবগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবেন না।"

"ভিক্ষুগণ, যেমন এক বৃন্তবদ্ধ আম্ররাশীর বৃন্ত চ্যুত হইলে বৃন্ত প্রতিবদ্ধ সব আম্রই ছিন্নবৃন্ত হয়, ঠিক সেইরূপ তথাগতের (স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু সমন্বিত) শরীর ভব-নেতৃ উচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিত। যতক্ষণ তাঁহার শরীর বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ দেব-মানবগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু শরীর ভেদ হইলে জীবনের পর্যাবসানে দেব-মানবগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবেন না।"

১৪৮। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন,– "ভন্তে! বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভুত দেশনা! ভন্তে ভগবান! এই ধর্ম পর্যায়ের নাম কি?"

"আনন্দ! (যে হেতু এই ধর্ম পর্যায়ে ইহলৌকিক ও পার লৌকিকার্থ বিবৃত হইয়াছে) সেই হেতু এই শাসনে ইহাকে তুমি 'অর্থ জাল' বলিয়াও ধারণ কর। (ইহাতে বহুতন্তি [পালিতন্ত্র] ধর্ম কথিত হইয়াছে, তদ্দেতু) 'ধর্ম জাল' বলিয়াও ধারণ কর। (ইহাতে ব্রহ্ম [শ্রেষ্ঠ] সর্বজ্ঞাতা জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে, তাই) 'ব্রহ্ম জাল' বলিয়াও ধারণ কর। (ইহাতে দৃষ্টি [দর্শন বা মতবাদ] ও তদুৎপত্তির বাষট্টি বিধ কারণ নির্দেশিত হইয়াছে,) সেই হেতু 'দৃষ্টিজাল' বলিয়াও ধারণ কর। (এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করে দেবপুত্র মার, ক্লেশমার, অভিসংস্কার মার, স্কন্ধমার ও মৃত্যুমার এই পঞ্চমারকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইবে, তাই) ইহাকে 'অনুত্তর সংগ্রাম বিজয়' বলিয়াও ধারণ কর।"

১৪৯। "ভগবান! এই সূত্রটি ভাষণ করিলেন (অন্ধকারে সূর্যোদয়ের ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টি রূপ মহান্ধকার বিদূরিত করিতে 'নিদানাবসান' হইতে 'অনুত্তর সংগ্রাম বিজয়' পর্যন্ত পরমগম্ভীর সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রকাশ করিলেন)। সেই ভিক্ষুগণ বুদ্ধগত প্রীতিতে উৎফুল্ল হইয়া ভগবান কর্তৃক সুমধুর ব্রহ্মস্বরে ভাষিত বিচিত্র নয় (নির্বান প্রদায়িনী) সূত্র অনুমোদন পূর্বক গ্রহণ করিলেন।

এই বেয়্যাকরণ (ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা বিবৃতি গাথা বিহীন সূত্র) দেশনা করিবার সময় দশসহস্র চক্রবাল পরিমিত লোকধাতু প্রকম্পিত হইয়াছিল।

প্রথম ব্রহ্মজাল সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। নেত্তি– নেতৃ। যদ্দ্বারা নেওয়া হয় তাহাই নেতৃ বা (নেত্তি)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সামঞ্ঞফল সূত্র

রাজামাত্য কথা

১৫০। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

সেই সময় ভগবান রাজগৃহে অভয় কোমারভচ্চ জীবকের[১] আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সঙ্গে মহানুভব সার্ধ দ্বাদশ শত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ ছিলেন। সেই সময় মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু পঞ্চদর্শীর উপোসথ দিবসে চাতুর্মাসী কৌমুদী পরিপূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে রাজামাত্য পরিবৃত হইয়া সুশোভিত প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু সেই উপোসথে ভাবোদ্দীপক প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করিলেনÍ "ভো! বড়ই রমণীয়া চন্দ্রিকাময়ী রজনী! বড়ই অভিরুপা চন্দ্রিকাময়ী রজনী! বড়ই দর্শনীয়া ... বড়ই প্রসাদজনিকা ... বড়ই লক্ষণযুক্তা চন্দ্রিকাময়ী রজনী! আজ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সমীপে উপস্থিত হইব, যাঁহার উপাসনায় (সান্নিধ্যে) চিত্ত প্রসন্ন হইবে?

১৫১। এইরূপ উক্ত হইলে অন্যতর রাজামাত্য মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুকে এইরূপ বলিলেন, "দেব! এই পূরণকস্সপ, সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য্য জ্ঞাত (খ্যাত), যশস্বী, তীর্থঙ্কর, বহুজন দ্বারা সাধু বলিয়া স্বীকৃত, কালজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত এবং বয়োবৃদ্ধ ও জীবনের শেষ প্রান্তে স্থিত। সেই পূরণকস্সপ সমীপে গমন করুন, তাঁহার উপাসনায় মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।" এইরূপ উক্ত হইলে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু নীরব রহিলেন।

১৫২। অন্যতর রাজামাত্যও মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুকে এইরূপ বলিলেন, "দেব! মক্খলি গোসাল সংঘনায়ক, গণনায়ক ... তাঁহার উপাসনায় মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।" এইরূপ উক্ত হইলে মগধরাজ নিরব রহিলেন।

১৫৩। অন্যতর রাজামাত্যও মগধরাজকে এইরূপ বলিলেন, "দেব! অজিত কেসকম্বল সংঘনায়ক, গণনায়ক ... তাঁহার উপাসনায় মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।" এইরূপ কথিত হইলেও মগধরাজ ... নিরব রহিলেন।

১৫৪। অপর রাজামাত্যও মগধরাজকে এইরূপ বলিলেন, দেব! পকুধ কচ্চায়ন সংঘনায়ক, গণনায়ক ... তাঁহার উপাসনায় মহারাজের চিত্ত নিশ্চয় প্রসন্ন হইবে।" এইরূপ কথিত হইলেও মগধরাজ ... নিরব রহিলেন।

১৫৫। অন্য এক অমাত্যও মগধরাজকে এইরূপ বলিলেন, "দেব! সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্র সংঘনায়ক, গণনায়ক ... তাঁহার উপাসনায় নিশ্চয় মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।" এইরূপ উক্ত হইলেও মগধরাজ ... নিরব রহিলেন।

---

[১]। রাজকুমার অভয় কর্তৃক বা পোষিত। সে কারণে জীবক কোমারভচ্চ নামে পরিচিত (সু. বি.)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৬। আর এক রাজামাত্যও মগধরাজকে এইরূপ বলিলেন, "দেব! নিগণ্ঠ নাথপুত্র সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত (খ্যাত), যশস্বী, তীর্থঙ্কর, বহুজনের দ্বারা সাধু বলিয়া স্বীকৃত, কালজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, এবং বয়োবৃদ্ধ ও জীবনের শেষপ্রান্তে স্থিত। সেই নিগণ্ঠ নাথপুত্র সমীপে গমন করুন, তাঁহার উপাসনায় নিশ্চয় মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।" এইরূপ উক্ত হইলেও মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু নিরব রহিলেন।

কোমারভচ্চ জীবক কথা

১৫৭। সেই সময় কোমারভচ্চ জীবক মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর অনতিদূরে তুষ্ণীভূত ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন, "সখে জীবক! তুমি কেন নিরব রহিয়াছ?" "দেব! ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ মহানুভাব সার্ধদ্বাদশ শত সংখ্যা বিশিষ্ট ভিক্ষুসংঘের সহিত আমাদের আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব (ভগবান) গৌতমের এবম্বিধ কল্যাণ কীর্তিশব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে, তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথী, দেব-মানবগণের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। দেব! আপনি সেই ভগবানের সমীপে গমন করুন। অবশ্যই তাঁহার উপাসনায় মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।"

১৫৮। "সৌম্য জীবক! তাহা হইলে হস্তীযান সমূহ সজ্জিত কর।" "যে আজ্ঞা দেব! বলিয়া কোমারভচ্চ জীবক মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর আদেশে সম্মত হইয়া পঞ্চশত হস্তিনী এবং রাজার আরোহনীয় হস্তী সজ্জিত করাইয়া মগধরাজকে নিবেদন করিলেন, "দেব! হস্তীযান সমূহ সজ্জিত, এখন যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

১৫৯। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু প্রত্যেক হস্তিনীর উপর তাঁহার নারীদিগের এক এক জনকে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং উল্কাধারী অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মহারাজ মহান রাজকীয় প্রভাবে রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া কোমারভচ্চ জীবকের আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন।

আম্রকুঞ্জের অনতিদূরে উপস্থিত হইলে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর ভয়, ত্রাস, রোমাঞ্চ উৎপন্ন হইল। তিনি ভীত, সংবিগ্ন, রোমাঞ্চিত হইয়া জীবককে এইরূপ বলিলেন, "সৌম্য জীবক! আমাকে বঞ্চনা করিতেছ না ত? আমাকে প্রলোভিত করিতেছ না ত? আমাকে শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছ না ত? ইহা কিরূপে সম্ভব যে, এত বড় সার্ধ দ্বাদশশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হাঁচিশব্দ, কাশিশব্দাদি, কোন প্রকার নির্ঘোষও কি হইবে না?" "মহারাজ! ভয় করিবেন না। দেব! আপনাকে বঞ্চনা করিতেছি না, আপনাকে প্রলোভিত করিতেছি না, শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণও করিতেছি না। মহারাজ! অগ্রসর হউন, ঐ মণ্ডলমালে প্রদীপ সমূহ জ্বলিতেছে।"

শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসা

১৬০। অতঃপর মগধরাজ হস্তীযানে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর হস্তীপৃষ্ঠে গমন করিয়া, হস্তী হইতে অবতরণ পূর্বক পদব্রজে মণ্ডলমাল দ্বারে উপনীত হইলেন এবং কোমারভচ্চ জীবককে বলিলেন, সৌম্য জীবক! ভগবান কোথায়?" "মহারাজ! উনিই ভগবান। ঐ তিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া মধ্যস্থ স্তম্ভ আশ্রয়ে পূর্বাভিমুখী উপবিষ্ট আছেন।"

১৬১। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবান সন্নিধানে গমন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া অনাবিল হ্রদতুল্য তুষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘ অবলোকন করিয়া ভাবোদ্দীপক প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করিলেন, "মদীয় কুমার উদয়ভদ্র এইরূপ উপশমযুক্ত হউক যেইরূপ উপশম এই ভিক্ষুসংঘে বিরাজমান।"

"মহারাজ! আপনার হেধারা যথাস্থানে প্রবাহিত হইয়াছে।"

"ভন্তে! কুমার উদয়ভদ্র আমার প্রিয়। যেই উপশম ভিক্ষুসংঘে বিরাজ করিতেছে কুমার সেই উপশমে সমন্বিত হউক।"

১৬২। তদনন্তর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক ভিক্ষুসংঘের প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং আসন গ্রহণান্তে তিনি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "ভন্তে! ভগবান যদি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের অবকাশ করেন, আমি ভগবানকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

"মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।"

১৬৩। "ভন্তে! যে সমুদয় শিল্পবিদ্যা আছে, যথা– হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ, রথিক, ধনুর্গ্রাহ, চেলক (যুদ্ধে ধ্বজবাহী), চলক (সংগ্রামে সেনাব্যূহ রচনাকারী), পিণ্ডদায়ক (সংগ্রামে সৈন্যদের খাদ্য পরিবেশনকারী), উগ্ররাজপুত্র (উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী), প্রস্কন্দিন (শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়া আদিষ্ট কার্যকারী), মহানাগ (অভীত যোদ্ধা), শূর, চর্ম, যোধী, দাসপুত্র, সূপকার, ক্ষৌরকার, াপক, পাচক, মালাকার, রজক, পেশকার, নলকার, কুম্ভকার, গণক, মুদ্রিক, এই প্রকারের অন্যও বহুবিধ শিল্প। ঐ সকল শিল্পাবলম্বী সকলেই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে), সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়) শিল্পফল প্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা তাহারা নিজেকে সুখী ও শক্তিশালী করে, মাতা-পিতাকে সুখী ও শক্তিমান করে, পুত্র-দারাকে সুখী ও শক্তিমান করে, মিত্র-অমাত্যকে সুখী ও শক্তিশালী করে, শ্রমণ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণদিগকে সৌবর্গ (আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল এই চতুরবর্গ ও রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই পঞ্চবর্গ) এবং সুখবিপাক প্রদ, স্বর্গ সংবর্তনিক ঊর্ধ্বাগ্রিক (ঊর্ধ্ব ও অগ্রফল প্রদ) দক্ষিণা (পূজা) প্রদান করে। ভন্তে! এই প্রকার ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়) শ্রামণ্যের কোন ফল প্রজ্ঞপ্তি (নির্দেশ) করিতে পারেন কি?"

১৬৪। "মহারাজ! আপনার স্মরণ হয় কি যে, আপনি এই প্রশ্ন অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?"

"হাঁ ভন্তে! আমার মনে পড়ে, এই প্রশ্ন আমি অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

"মহারাজ! তাঁহারা যেরূপ উত্তর দিয়াছেন যদি ভার মনে না করেন তাহা ব্যক্ত করুন।"

"ভন্তে! কোন কষ্ট নাই, যেখানে ভাগ্যবান প্রতিক ভগবান উপবিষ্ট আছেন।"

"মহারাজ! তাহা হইলে ব্যক্ত করুন।"

পূরণ কস্‌সপ কথা

১৬৫। "ভন্তে! একদা আমি পূরণ কস্‌সপের[১] নিকট উপস্থিত হই এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ সমাপনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলি, 'ভো[২] কস্‌সপ! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন– হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ ... মুদ্রিক, এই প্রকারের অন্যও বহুবিধ শিল্প ... ঐ সকল শিল্পাবলম্বী সকলেই ইহজন্মে সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়) শিল্পফল প্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা তাহারা নিজেকে সুখী ও শক্তিশালী করে, মাতা-পিতাকে সুখী ও শক্তিশালী করে, ... শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে ঊর্ধ্ব-অগ্রফল দায়ক দক্ষিণা (পূজা) প্রদান করে,সৌবর্গ (আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল চতুরবর্গ ও রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ পঞ্চবর্গ) এবং সুখবিপাক প্রদ, স্বর্গ সংবর্তনিক। ভো কস্‌সপ! এই প্রকার ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়) শ্রামণের কোন ফল প্রজ্ঞপ্তি (নির্দেশ) করিতে পারেন কি?"

১৬৬। "ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরণকস্‌সপ আমাকে এইরূপ

---

[১]। ইনি অচেলক বা নগ্ন প্রব্রজিত (উলঙ্গ) সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বলিতেন,– "সমস্তবিদ্যায় পুর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে পূরণ বলে। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কশ্যপ বলে।" তিনি বলিতেন,– "পাপ হইতেই লজ্জার উৎপত্তি, আমি সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি নিম্মূল করিয়াছি, অতএব আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।"

[২]। সম্ভ্রান্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করা হইত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিলেন, 'মহারাজ! স্বহস্তে করিলে বা আদেশ দিয়া করাইলে, ছেদন করিলে বা করাইলে, দণ্ডদ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করিয়া বা অনাহারে রাখিয়া) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়াইলে, নিজে কম্পিত হইলে বা অপরকে কম্পিত করাইলে, প্রাণী হত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিদঁ কাটিলে বা কাটাইলে, সর্বস্ব লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরিয়া লুট, পথে লুকাইয়া পথিক হত্যা, পরস্ত্রীর সহিত ব্যাভিচার করিলে কিম্বা মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না। পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারাল ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসরাশি একত্র পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। গঙ্গার দক্ষিণ তীরের লোকদিগকে হনন, ছেদন, দণ্ডদ্বারা পীড়ন করিয়া বা করাইয়া গমন করিলেও কোন পাপ হইবে না, পাপের আগমও হইবে না। গঙ্গার উত্তর তীরস্থ লোকদিগকে দান দিয়া বা দেওয়াইয়া, মহাযজ্ঞ করিয়া বা করাইয়া গমন করিলেও পুণ্য হইবে না, পুণ্যের আগম হইবে না। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম, এবং সত্যবাক্য বলায়ও কোন পুণ্য হইতে পারে না, পুণ্যের আগমও হয় না।"

"ভন্তে! এইরূপে পূরণকস্সপ সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার নিকট অক্রিয়া বর্ণনা করিলেন। ভন্তে! আম্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা, লবুজ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আম্রের বর্ণনা যেমন হয়, পূরণকস্সপ সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্রিয়া বর্ণনা করিলেন। ভন্তে! তখন আমার মনে হইল,'আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যস্থিত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকারে করিবে?' ভন্তে! তখন আমি পূরণ কস্সপের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দনও করিলাম না, প্রতিবাদও করিলাম না। প্রশংসা অপ্রশংসা কিছুই না করিয়া স্বয়ং অনাত্মমন (ক্ষুব্ধ) হইয়াও ক্ষোভসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সেই ভাষিত বিষয় সার বা অসার বশে গ্রহণ বা অগ্রহণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।"

মক্খলি গোসাল কথা

১৬৭। "ভন্তে! একদা আমি মক্খলি গোসাল সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ সমাপনান্তে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলি, 'ভো গোসাল! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন– হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ ... ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের কোন ফল নির্দেশ করিতে পারেন কি'?

১৬৮। "ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্খলি গোসাল আমাকে এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিলেন, 'মহারাজ! সত্ত্বগণের সংকলুষের কোন হেতু বা প্রত্যয় নাই। অহেতুও অপ্রত্যয় বশতঃ প্রাণিগণ সংকলুষিত হয়। সেইরূপ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিরও কোন হেতু বা প্রত্যয় নাই। অহেতু ও অপ্রত্যয় বশতঃ প্রাণিগণ বিশুদ্ধ হয়। আত্মকৃতে (আত্মকৃত কর্মের) কোন ফল নাই, পরকৃতে, পুরুষাকারে কোন ফল নাই। বল, বীর্য, পুরুষশক্তি, পুরুষ পরাক্রম নাই। সর্বসত্ত্ব, সর্বভূত, সর্বপ্রাণী, সর্বজীব, অধীন, অবল, অবীর্য, নিয়তি, সঙ্গতি ও স্বভাবে তাহারা নানাপ্রকার গতি প্রাপ্ত হয়, (অর্থাৎ যাহা হইবার তাহা হয়, যাহা না হইবার তাহা হয় না) ষড়বিধ অভিজাতিতে থাকিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয় শত। পঞ্চশত কর্ম, (ইন্দ্রিয় পথে) পঞ্চকর্ম, (কায়াদি দ্বারবশে) ত্রিকর্ম যাহা কর্ম ও অর্ধকর্ম[১] রূপে উক্ত। বাষট্টি প্রতিপদ, বাষট্টি অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি[২] অষ্ট পুরুষভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগাবাস (নাগমণ্ডল), দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজঃধাতু, সপ্ত সংজ্ঞীগর্ভ, সপ্ত অসংজ্ঞীগর্ভ, সপ্ত নিগণ্ঠিগর্ভ, সপ্ত দেব, সপ্ত মনুষ্য, সপ্ত পিশাচ, সপ্ত সর[৩], সপ্ত মহাগ্রন্থি, সপ্তশত ক্ষুদ্রগ্রন্থি, সপ্ত মহাপ্রপাত, সপ্তশত ক্ষুদ্রপ্রপাত, সপ্ত মহাস্বপ্ন, সপ্তশত ক্ষুদ্রস্বপ্ন, চতুরাশীতি লক্ষ মহাকল্প যাহা পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই পুনঃ পুনঃ নানাযোনি, নানাভবে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে; আমি এই শীল, এইব্রত, এই তপ অথবা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অপরিপক্ব কর্মের পক্বতা সাধন করিব, পরিপক্ব কর্ম ভোগ করিয়া উহার অন্ত করিব– এইরূপ চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য হইবে না। সসীম দ্রোণ তুলিত সুখ-দুঃখময় সংসারে হ্রাস-বৃদ্ধি, উৎকর্ষ-অপকর্ষ নাই। যেমন সূতার গোলক (পিণ্ড) অবক্ষিপ্ত হইলে নির্বেষ্টন হইয়া স্থির হয়, সেইরূপ অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্বোক্ত কল্পকালান্তে দুঃখের অন্তসাধন করিবে।'

১৬৯। "ভন্তে! শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্খলি গোসাল এইরূপে আমাকে সংসারশুদ্ধি ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে! আম্র কি? এই প্রশ্নের

---

[১]। মনোকর্মকে অর্দ্ধকর্ম বলিতেছেন। কর্ম -কায়িক ও বাচনিক কর্ম।

[২]। ছয় অভিজাতি– (১) কৃষ্ণাভিজাতি (ব্যাধ, জালিয়া প্রভৃতি ক্রূরকর্মা), (২) নীলাভিজাতি (ভিক্ষু, প্রব্রজিত, কণ্টকবৃত্তি), (৩) লোহিতাভিজাতি (নিগণ্ঠ একশাটক), (৪) হরিদ্রাভিজাতি (গৃহী সাদাবস্ত্র পরিধানকারী অচেলক শ্রাবক), (৫) শুক্লাভিজাতি (অজীবিকা আজীবিনীয়), (৬) পরম শুক্লাভিজাতি (নন্দ, বৎস, কিচ্ছো, সাংকৃত্য ও মক্খলি গোসাল)।

[৩]। সপ্তসর– কণ্ণমুণ্ড, রথকার, অনোতপ্ত, সিংহ প্রপাত, ছদ্দন্ত, মন্দাকিনী, কুণাল এই সপ্ত মহাহ্রদ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তরে লবুজের বর্ণনা ... যেইরূপ হয়, সেইরূপ শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্‌খলি গোসাল সংসারশুদ্ধি ব্যাখ্যা করিলেন। তখন আমার মনে হইল, 'আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যস্থিত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকারে করিবে?' ভন্তে! তখন আমি মক্‌খলি গোসালের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দনও করিলাম না ... সার বা অসারবশে গ্রহণ বা অগ্রহণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।"

অজিত কেসকম্বল কথা

১৭০। "ভন্তে! একদা আমি অজিত কেসকম্বলের নিকট উপস্থিত হই এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ সমাপনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলি, 'ভো অজিত! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন– হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ ... . মুদ্রিক, এই প্রকারের অন্যও বহুবিধ শিল্প ... ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের কোন ফল নির্দেশ করিতে পারেন কি'?"

১৭১। "ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অজিত কেসকম্বল আমাকে এইরূপ বলিলেন, 'মহারাজ! দানের ফল নাই, যজ্ঞের ফল নাই, অতিথি সৎকারের ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে), মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুব্যবহারের কোন ফল ভোগ করিতে হয় না। ঔপপাতিক সত্ত্ব (মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যকমার্গ প্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে পারেন। চতুর্মহাভৌতিক ব্যক্তি যখন মরে তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহা পৃথিবীতে গমন করে, উহাতেই লীন হয়, অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে এবং বায়ুধাতু বায়ুতে গমন করে, উহাতেই লীন হয়, ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে গমন করে, মৃতদেহ শবাধারে বাহিত হয়, দাহস্থান পর্যন্ত লোকে তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করে, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। এই যে দান ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানের ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপ মাত্র। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হুয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।'

১৭২। ভন্তে! শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া অজিত কেসকম্বল এইরূপে আমাকে উচ্ছেদ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে! আম্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা ... যেমন হয়, সেইরূপ অজিত কেসকম্বল শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদবাদ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে! তখন আমার মনে হইল, 'আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যস্থিত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারে করিবে?' ভন্তে! তখন আমি অজিত কেসকম্বলের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দন বা প্রতিবাদ করিলাম না। প্রশংসা বা অপ্রশংসা কিছুই না করিয়া স্বয়ং অনাত্মমন হইয়াও ক্ষোভসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, সেই ভাষিত বিষয় সার বা অসারবশে গ্রহণ বা অগ্রহণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।"

পধুক কচ্চায়ন কথা

১৭৩। "ভন্তে! একদা আমি পকুধ কচ্চায়ন সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপে সমাপনান্তে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলি, 'ভো কচ্চায়ন! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন– হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ ... ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের কোন ফল নির্দেশ করিতে পারেন কি?"

১৭৪। "ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কচ্চায়ন আমাকে এইরূপ বলিলেন, 'মহারাজ! এই সপ্তকায় অকৃত, অকারিত, অনির্মিত, অনির্মাপিত, বন্ধ্য, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহারা নিশ্চল অবিপরিণামী, পরস্পরের বাধা জন্মায় না, পরস্পরের সুখ-দুঃখের বা অদুঃখ-অসুখের হেতুও নহে। এই সপ্তকায় কী কী? ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তমকায় জীব (আত্ম)। এই সপ্তকায় অকৃত, অকারিত, অনির্মিত, অনির্মাপিত, বন্ধ্য, কূটস্থ, এসিক সদৃশ স্থিত। তাহারা কম্পিত হয় না, বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় না, পরস্পরের বাধা জন্মায় না, পরস্পরের সুখ-দুঃখের হেতুও নহে। তত্র কেহ হন্তা নাই, হনন করাইবারও কেহ নাই, শ্রোতাও নাই, বক্তাও নাই, বিজ্ঞাতাও নাই, বিজ্ঞাপন কর্তাও নাই। তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা শিরশ্ছেদ করিলেও কেহ কাহারও জীবন হত্যা করিতে পারে না, অপিচ ঐ সপ্তকায়ের অন্তরে বিবরে শস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র।'

১৭৫। ভন্তে! শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কচ্চায়ন এইরূপে আমাকে অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে! আম্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা ... যেইরূপ হয়, সেইরূপ শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কাচ্চায়ন অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে! তখন আমার মনে হইল, 'আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যস্থিত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকারে করিবে?' ভন্তে! তখন আমি পকুধ কচ্চায়নের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দন বা প্রতিবাদ করিলাম না। প্রশংসা বা অপ্রশংসা কিছুই না করিয়া স্বয়ং অনাত্মমন হইয়াও ক্ষোভসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সেই ভাষিত বিষয় সার বা অসারবশে গ্রহণ বা অগ্রহণ না করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক চলিয়া আসিলাম।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিগণ্ঠ নাথপুত্র কথা

১৭৬। "ভন্তে! এক সময় আমি নিগণ্ঠ নাথপুত্র সমীপে সমুপস্থিত হই এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ সমাপনান্তে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলি, 'ভো অগ্নিবেশ্মান! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন– হস্ত্যারোহ, অশ্বারোহ ... ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের কোন ফল নির্দেশ করিতে পারা যায় কি'?"

১৭৭। "ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিগণ্ঠ নাথপুত্র আমাকে এইরূপ বলিলেন, 'মহারাজ! নিগণ্ঠ চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত। কিরূপে? মহারাজ! নিগণ্ঠ (নিগণ্ঠের শিষ্যগণ) সর্বপ্রকার জলের ব্যবহারে সংযত, সর্বপাপে সংযত, সর্বপাপ বিধৌত, সর্বপাপ দূরীকরণে লগ্ন চিত্ত। মহারাজ! নিগণ্ঠ এই চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত। মহারাজ! যেহেতু নিগণ্ঠ এই চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত, সেই হেতু তিনি গতাত্মা (লক্ষ্যোপনীত), যতাত্মা (সংযত চিত্ত) এবং স্থিতাত্মা (সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত) কথিত হন।'

১৭৮। "ভন্তে! শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া নিগণ্ঠ নাথপুত্র এইরূপে আমাকে চতুর্বিধ সংযম বর্ণনা করিলেন। ভন্তে! তখন আমার মনে হইল, 'আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যস্থিত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকারে করিবে?' ভন্তে! তখন আমি নিগণ্ঠ নাথপুত্রের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দন বা প্রতিবাদ করিলাম না। প্রশংসা বা অপ্রশংসা কিছুই না করিয়া স্বয়ং অনাত্মমন হইয়াও ক্ষোভসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সেই ভাষিত বিষয় সার বা অসারবশে গ্রহণ বা অগ্রহণ না করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক চলিয়া আসিলাম।"

সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র কথা

১৭৯। "ভন্তে! একদা আমি সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র সমীপে গমন করি এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ সমাপনান্তে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলি, 'ভো সঞ্জয়! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন–হস্ত্যারোহ ... ইহজীবনে লভ্য শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক কোন ফল নির্দেশ করিতে পারেন কি'?"

১৮০। "ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র আমাকে এইরূপ বলিলেন, 'পরলোক আছে? ইহা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরলোক আছে, 'উহা যদি আমার আন্তরিক ধারণা হইত তবে পরলোক আছে, ইহা তোমায় বলিতাম। কিন্তু এইরূপ ধারণাও আমার নাই যে পরলোক আছে, নাই এরূপও আমার ধারণা নাই। এইরূপ ধারণাও আমার নাই, সেরূপ ধারণাও নাই, অন্যথাও নাই, না কিম্বা হাঁ ইহাও নহে! পর লোক নাই? ... আছে ও নাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরলোক? ... না আছে, না নাই পরলোক? ... ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে? ... ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই? ... আছে এবং নাই ঔপপাতিক সত্ত্ব? ... না আছে, না নাই ঔপপাতিক সত্ত্ব? ... সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে? ... সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নাই? ... আছে এবং নাই সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল? ... না আছে, না নাই সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল? ... সত্ত্ব (তথাগত) মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে? ... সত্ত্ব মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে না? ... সত্ত্ব মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে ও থাকে না? ... সত্ত্ব মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে ও থাকে না? ... সত্ত্ব মৃত্যুর পর না বিদ্যমান থাকে, না নাথাকে? ইহা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, 'সত্ত্ব মৃত্যুর পর না বিদ্যমান থাকে, না বিদ্যমান থাকে না?' যদি এইরূপই আমার আন্তরিক ধারণা হইত, তাহা হইলে আমি বলিতাম 'সত্ত্ব মৃত্যুর পর না বিদ্যমান থাকে, না বিদ্যমান থাকে না।' কিন্তু এইরূপ ধারণাও আমার নাই, সেরূপ ধারণাও নাই, অন্যথাও নাই, 'নয়' এইরূপ ধারণাও নাই, 'হয় না' এইরূপ ধারণাও নাই।'

১৮১। ভন্তে! শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র এইরূপে আমাকে বিক্ষেপের অভিনয় করিলেন। ভন্তে! আম্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা ... যেমন হয়, সেইরূপ সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র শ্রামণ্যের সন্দৃষ্টিক ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে! তখন আমার মনে হইল, 'এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা নির্বোধ ও মূঢ়। সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপবাদের বিবৃতি দিবে কেন?' ভন্তে! তৎপর আমার মনে হইল, 'মাদৃশ ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যস্থিত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কিরূপে করিবে?' ভন্তে! সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্রের ভাষিত বিষয়ে আমি অভিনন্দন কিম্বা প্রতিবাদ করিলাম না। প্রশংসা বা অপ্রশংসা কিছুই না করিয়া স্বয়ং অনাত্মমন হইয়াও ক্ষোভসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, সেই ভাষিত বিষয় সার বা অসারবশে গ্রহণ বা অগ্রহণ না করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক চলিয়া আসিলাম।"

প্রথম সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল

১৮২। "ভন্তে! সেই প্রশ্ন এখন আমি ভগবানকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভন্তে! এই যে বিবিধ শিল্পায়তন বিদ্যমান, যেমন– হস্ত্যারোহ ... ইহজীবনে লভ্য সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের কোন ফল নির্দেশ করিতে পারেন কি?"

১৮৩। "পারি, মহারাজ! তাহা হইলে মহারাজ! এ বিষয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি যেমন বুঝেন তেমনই প্রকাশ করিবেন।

মহারাজ! আপনি ইহা কিরূপ মনে করেন? এখানে আপনার একজন কর্মকারক দাস আছে, যে আপনার শয্যাত্যাগের পূর্বে গাত্রোত্থান করে, আপনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শুইবার পর (সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া) শয়ন করে, 'আর কি করিব? প্রভো!' বলিয়া বলে এবং শিষ্টাচার সম্পন্ন, প্রিয়বাদী ও মুখাবলোকনকারী। তাহার এইরূপ মনে হইল, 'বড়ই আশ্চর্য এবং অদ্ভূত পুণ্য সমূহের গতি ও বিপাক, এই মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু মানুষ, আমিও মানুষ। মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু দেবতার মত পঞ্চকামগুণে (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শে) সমর্পিত সমঙ্গীভূত হইয়া বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহার কর্মকারক দাস, তাঁহার শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করি, পশ্চাতে শয়ন করি, তাঁহার আদেশ পালনের জন্য সতত তৎপর এবং শিষ্টাচারী, প্রিয়বাদী ও তাঁহার মুখাবলোকনকারী। যদি আমি পুণ্য সমূহ সম্পাদন করি, তবে আমিও এইরূপ হইব। (রাজা একদিনে যাহা দান করেন আমি সারাজীবনে তাহার শতাংশও পারিব না)। অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।' সে পরবর্তী কালে কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদনে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইল।

সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়সংযম সমন্বিত হইয়া অবস্থান করে, বাকসংযম ও চিত্তসংযম সমন্বিত হইয়া বাস করে; কেবল জীবন ধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া কায়, চিত্ত, উপধিবিবেকে[১] অভিরত হইল (নির্বানে অভিরত হইল অর্থাৎ নির্বান সাক্ষাৎ করিয়া বাস করিতে লাগিল)। আপনার লোকে যদি আপনাকে এইরূপ বলে, 'দেব! আপনি কি অবগত আছেন? আপনার কর্মকারক দাস– যে পূর্বে গাত্রোত্থানকারী, পশ্চাৎশায়ী, আদেশ পালনে তৎপর, শিষ্টাচারী, প্রিয়বাদী ও মুখাপেক্ষী ছিল সে কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক[২] প্রব্রজ্যার আশ্রয় করিয়াছে। সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়সংযম, বাক্‌সংযম ও চিত্তসংযম সমন্বিত হইয়া মাত্র জীবন ধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া নির্বাণে অভিরত হইয়াছে।' তদ্‌শ্রবণে আপনি কি এইরূপ বলিবেন যে আমার সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসুক, পুনরায় আমার পূর্বে গাত্রোত্থানকারী, পশ্চাৎশায়ী, আদেশ পালনে তৎপর, শিষ্টাচারী, প্রিয়বাদী, মুখাপেক্ষী দাসত্বে নিযুক্ত হউক?"

১৮৪। "না, ভন্তে! উপরন্তু আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিব, আসন হইতে

---

[১]। পবিবেকে- প্রবিবিক্তে। কায়, চিত্ত ও উপধিবিবেকে (নির্বানে) অভিরত।
কায়বিবেক- একাকী বাস। চিত্তবিবেক- অষ্ট সমাপত্তিতে রত।
উপধিবিবেক- ফল সমাপত্তি বা নিরোধ সমাপত্তিতে রত।

[২]। অগারস্মা অনগারিয়ং– আগার হইতে বাহির হইয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উঠিয়া তাঁহার সম্মান প্রদর্শন করিব, তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিব, চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগোপশমের ভৈষজ্যসম্ভার গ্রহণার্থে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহার ধর্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিব।"

১৮৫। "মহারাজ! তাহা হইলে আপনি কিরূপ মনে করেন? ইহাতেই শ্রামণ্যের ফল সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়) হইল কিনা?"

"ভন্তে! এইরূপ হইলে শ্রামণ্যের ফল নিশ্চয়ই সন্দৃষ্টিক বা প্রত্যক্ষ।"

"মহারাজ! ইহা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের প্রথম ফল আপনার নিকট প্রজ্ঞাপ্ত হইল।"

দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল

১৮৬। "ভন্তে! এইরূপ আরও দৃষ্টধর্মে সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল নির্দেশ করিতে পারা যায় কি?"

"পারি মহারাজ! তাহা হইলে এ বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আপনি যেমন বুঝেন তেমনই প্রকাশ করিবেন।

মহারাজ! আপনি ইহা কিরূপ মনে করেন? আপনার কোন লোক আছেন যিনি কৃষক, গৃহপতি, বলিকারক, ধনবর্ধক। তাঁহার মনে এইরূপ হইল, 'বড়ই আশ্চর্য এবং অদ্ভূত পুণ্য সমূহের গতি ও বিপাক। এই মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু মানুষ, আমিও মানুষ। তিনি দেবতার ন্যায় পঞ্চকামগুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। আমি কিন্তু কৃষক, গৃহপতি, রাজস্বকারক, ধনবর্ধক। আমিও পুণ্য সমূহ করিলে ভাল হয়। অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদনে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।' পরবর্তী কালে তিনি অল্প বা মহা ভোগৈশ্বর্য, অল্প বা বহু জ্ঞাতি পরিজন পরিত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন পূর্বক আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইলেন।

তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়, বাক্ ও চিত্তসংযমে সমন্বিত হইলেন এবং কেবল মাত্র জীবন ধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া নির্বানে অভিরত হইলেন (কায়, চিত্ত ও উপধিবিবেকে রত হইলেন)। আপনার লোকে যদি আপনাকে এইরূপ বলে, 'দেব! আপনি কি অবগত আছেন? আপনার লোক যিনি কৃষক, গৃহপতি রাজস্বকারক, ধনবর্ধক তিনি কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন পূর্বক আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তিনি ঐরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়, বাক্ ও চিত্তসংযম সমন্বিত হইয়াছেন এবং জীবন ধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া নির্বানাভিরত হইয়াছেন।' তদ্শ্রবণে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনি কি বলিবেন যে সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসুক, পূনর্বার কৃষক, গৃহপতি, রাজস্বকারক, ধনবর্ধকরূপে অবস্থান করুক?"

১৮৭। "না, ভন্তে! উপরন্তু আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিব, আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব, আসন গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব, চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও রোগোপশমের ভৈষজ্য সম্ভার গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহার ধর্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিব।"

১৮৮। "তাহা হইলে মহারাজ! আপনি কিরূপ মনে করেন? ইহাতে শ্রামণ্যের ফল সন্দৃষ্টিক হইল কিনা?"

"ভন্তে! এইরূপ হইলে শ্রামণ্যের ফল অবশ্যই সন্দৃষ্টিক হইল।"

"মহারাজ! ইহা দৃষ্টধর্মে সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যের দ্বিতীয় ফল আপনার নিকট প্রজ্ঞাপ্ত হইল।"

প্রণীততর শ্রামণ্যফল

১৮৯। "ভন্তে! উক্ত দুই ফল অপেক্ষা মনোহর এবং উত্তমতর অপর কোন দৃষ্টধর্মে সন্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি?"

"মহারাজ! পারি। তাহা হইলে শ্রবণ করুন, সম্যকরূপে মনোসংযোগ করুন, আমি ভাষণ করিব।"

"হাঁ, ভদন্ত"! বলিয়া প্রত্যুত্তরে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু সম্মতি জানাইলেন।

১৯০। ভগবান এইরূপ বলিলেন, মহারাজ! জগতে তথাগতের আবির্ভাব হয় যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথী, দেব-মানুষগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, জীবলোক, দেবাখ্য ও অপরাপর মনুষ্যগণ সহ এই (সমগ্র) জগৎ স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত[১] তিনি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন।

---

[১]। সব্যঞ্জনং– ব্যঞ্জনযুক্ত। শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গুরু, লঘু, অনুস্বার, সম্বন্ধ, ব্যবস্থিত ও বিমুক্ত এই দশবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত। দ্রাবির, কিরাত ও যবনাদি ম্লেচ্ছভাষা এক ব্যঞ্জনযুক্ত; তন্মধ্যে সমস্তই নিরোষ্ঠ ব্যঞ্জন, বিসৃষ্ট অনুস্বার ব্যঞ্জন। সব্যঞ্জন অর্থে যাহা ব্যঞ্জনযুক্ত, গভীরার্থ ও গূঢ়ার্থ প্রকাশক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯১। সেই ধর্ম কোন এক গৃহপতি কিম্বা গৃহপতিপুত্র অথবা অপর কোন কুলে জাত ব্যক্তি শ্রবণ করেন। তিনি সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। তিনি সেই শ্রদ্ধা সম্পদে সমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন, 'গৃহবাস সবাধ, রাগ রজাকীর্ণ পথ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ একান্ত পরিশুদ্ধ শুভ্র শঙ্খলিখিত[১] ব্রহ্মচর্য আচরণ সুকর নহে। অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।'

১৯২। তিনি পরবর্তীকালে অল্প অথবা মহা ভোগৈশ্বর্য, অল্প বা বহু জ্ঞাতি পরিজন পরিত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন পূর্বক আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন।

১৯৩। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি প্রাতিমোক্ষ[২] সংবর সংবৃত হইয়া আচার-গোচর সম্পন্ন হন, অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ পূর্বক শিক্ষিত হইতে থাকেন এবং কায় ও বাক্য দ্বারা কুশলকর্ম সমন্বিত হইয়া বিশুদ্ধভাবে জীবিকা নির্বাহ করে শীলসম্পন্ন হন, ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়), ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করেন।"

ক্ষুদ্র শীল

১৯৪। "মহারাজ! ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন? মহারাজ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু প্রাণীহত্যা পরিহার করিয়া তিনি প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি দণ্ডহীন, শস্ত্রহীন, লজ্জাশীল, দয়ার্দ্র চিত্ত ও অনুকম্পা পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। ইহাও তাঁহার শীল।

অদত্তগ্রহণ পরিহার করিয়া তিনি অদত্তগ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হন; প্রদত্তগ্রাহক, দত্তপ্রত্যাশী, অচৌর্য ও শুচি, শুভ্রচিত্তে অবস্থান করেন। ইহাও তাঁহার শীল।

অব্রহ্মচর্য পরিহার পূর্বক তিনি ব্রহ্মচারী হন, গ্রাম্য (হীন) মৈথুনধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিরত, অসংশ্লিষ্ট। ইহাও তাঁহার শীল।

---

[১]। সঙ্খ লিখিত– যাহা লিখিত বা ধৌত শঙ্খের ন্যায় পরিস্কৃত। কাহারও মতে লিখিত এবং শঙ্খ নামক দুইখানি প্রাচীন আচার্য্য কর্তৃক প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য।

[২]। যেই সমুদয় নীতি পালনে অপায়দ্বার রুদ্ধ হইয়া মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয় সেই সমুদয় নীতিই প্রাতিমোক্ষ নামে অভিহিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাবাক্য পরিহার পূর্বক তিনি মিথ্যাভাষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত, সত্যবাদী, সত্য-সন্ধ স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও জগতে অবিসংবাদী হন। ইহাও তাঁহার শীল।

পিশুনবাক্য পরিহার পূর্বক ভিক্ষু পিশুনবাচন হইতে সম্পূর্ণ বিরত। তিনি এখানে শুনিয়া ওখানে বলেন না ইহাদের ভেদের জন্য অথবা অন্যত্র শুনিয়া ইহাদেরকে বলেন না উহাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির জন্য, কলহকারীদের মধ্যে তিনি সন্ধি স্থাপয়িতা, মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে উৎসাহদাতা, একতাপ্রিয়, একতারত, একতাভিলাষী এবং একতাকারক কথাই বলেন। ইহাও তাঁহার শীল।

পরুষবাক্য পরিহার পূর্বক ভিক্ষু পরুষবাক্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত হন; যে বাক্য নির্দোষ, শ্রুতি মধুর, প্রেমনীয়, হৃদয়গ্রাহী, সদর্থপূর্ণ, বহুজনপ্রিয়, নাগরিক ভাষা ব্যবহার করেন। ইহাও তাঁহার শীল।

সম্প্রলাপ পরিহার পূর্বক ভিক্ষু সম্প্রলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী। যথাসময় উপমা, পরিচ্ছেদ ও অর্থসহ সারগর্ভ বাক্যই বলিয়া থাকেন। ইহাও তাঁহার শীল।

ভিক্ষু বীজ এবং উদ্ভিদ সমূহের ছেদন ভেদন বিনষ্টমূলক কার্যাদি হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ইহাও তাঁহার শীল।

ভিক্ষু একবেলা মাত্র আহার করেন, বিকাল (মধ্যাহ্নের পর) ভোজন হইতে সম্পূর্ণ বিরত; রাত্রিতে উপবাস পালন করেন।

নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিসুক[১] দর্শনাদি হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ... পুষ্পমাল্য-সুগন্ধিদ্রব্য, বিলেপনাদি ব্যবহার এবং মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। উচ্চশয্যা ও মহাশয্যায় শয়নোপবেশন হইতে ভিক্ষু সম্পূর্ণ বিরত। স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রাদি গ্রহণ হইতে ভিক্ষু সম্পূর্ণ বিরত। অপক্ব বা অপাচিত ধান্য ও যাবতীয় শস্য গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। অপক্ব মৎস্য বা মাংস গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। ভিক্ষু স্ত্রী-কুমারী গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। দাস-দাসী গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। অজ-মেষাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। কুক্কুট-শূকরাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। হস্তী-অশ্ব-গরু-সিন্ধুঘোটকাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। ক্ষেত্র এবং বাস্তু-ভিটাদি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত। সংবাদ পত্রাদি আনা নেওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দূতের কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ক্রয়-বিক্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিরত। তুলাকূট, কাংস্যকূট, মানকূট কার্যে ভিক্ষু সম্পূর্ণ বিরত। ঘুষ গ্রহণ, প্রবঞ্চনা, মায়া এবং কুটিলতা হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ছেদন, প্রহার, বন্ধন, গ্রাম লুণ্ঠনাদি দুঃসাহসিক কাজ হইতে ভিক্ষু সম্পূর্ণ বিরত হন। ইহাও তাঁহার শীল।"

ক্ষুদ্র শীল সমাপ্ত।

---

[১]। প্রব্রজিতদের বিরুদ্ধ উৎসব, যাহা দর্শনে মনবিদ্ধ ও ক্ষুণ্ন হয় তাহা বিসুক দর্শন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যম শীল।

১৯৫। "মহারাজ! কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি[১] উপভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন মূলবীজ, স্কন্ধ (কাণ্ড) বীজ, পর্ববীজ, অগ্রবীজ ও ফলবীজ ভেদে পঞ্চবীজ ও এতাদৃশ অন্যবীজ এবং তদুদ্ভূত উদ্ভিদ সমূহ ছেদন-ভেদনাদি বিনষ্টমূলক কার্যে রত হইয়া বাস করেন, কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদ সমূহ ছেদন-ভেদনাদি বিনষ্টমূলক কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ইহাও তাঁহার শীল।

১৯৬। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন অন্ন-সন্নিধি, পান-সন্নিধি, বস্ত্র-সন্নিধি, শয্যা-সন্নিধি, গন্ধদ্রব্য-সন্নিধি, আমিষ (ডাল-চাউলাদি) সন্নিধি ইত্যাদি বা এইরূপ অন্ন ও বিবিধ দ্রব্য সন্নিধি করিয়া পরিভোগরত বাস করেন; কিন্তু ভিক্ষু তেমন সন্নিধি করে পরিভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ইহাও তাঁহার শীল।

১৯৭। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া তাঁহার যেমন নৃত্য, গীত, বাদ্য, নটসমজ্যা, আখ্যান, করতাল, বেতাল, কুম্ভতাল, নর-নারীর কমনীয় চিত্র, লৌহগোলক ক্রীড়া, বংশক্রীড়া, ধোবন, হস্তী-যুদ্ধ, অশ্ব-যুদ্ধ, মহিষ-যুদ্ধ, বৃষভ-যুদ্ধ, অজ-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, কুক্কুট-যুদ্ধ, বর্তক-যুদ্ধ, দণ্ড-যুদ্ধ, মুর্ষ্যি-যুদ্ধ, মল্ল-যুদ্ধ, সংগ্রাম, সৈন্যগণনা, সৈন্যব্যুহ, অনীক দর্শনাদি এইরূপ অন্য ও বিসুক[২] দর্শনরত হইয়া বাস করেন; কিন্তু ভিক্ষু তেমন বিসুক দর্শনে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

১৯৮। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি পরিভোগ করিয়া ঈদৃশ প্রমাদকর জুত (জুয়া) ক্রীড়ারত হইয়া বাস করেন, যথা– অষ্টপদ, দশপদ (কড়ি দ্বারা পাশাখেলা, ক্রীড়া) আকাশ (আকাশে উক্তরূপ ক্রীড়া) পরিহার পথ; সন্তিকং, খলিকং, ঘটিকং, শলাকহস্ত, অক্ষং, পঙ্গচীরং, বঙ্কক, মোক্ষচীক, চিঙ্গুলিক, পত্রাঢ়ক, রথক, ধনুক, অক্ষরিক, মনেসিক, যথাবদ্য (আঁধা-কানা-কুব্জাদির ছল ধরিয়া কৌতুক প্রদর্শন ক্রীড়া) ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যবিধ ও ক্রীড়া; কিন্তু ভিক্ষু তেমন প্রমাদজনক জুত (জুয়া) ক্রীড়া হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ইহাও তাঁহার শীল।

১৯৯। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন ঈদৃশ উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করে বাস করেন, যথা– আসন্দী, পর্যঙ্ক, দীর্ঘলোমগালিচা, বিচিত্র উর্ণাময় আস্তরণ, উর্ণাময় শ্বেত আস্তরণ,

---

[১]। ভোজনাদি—ভোজন, বস্ত্র, শয্যাসন, রোগোপশমের ভৈষজ্যসম্ভারও বুঝিতে হইবে।
[২]। বিসুক—প্রব্রজিতদের বিরুদ্ধ উৎসব; যাহা দর্শনে মনবিদ্ধ ও ক্ষুণ্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঘনপুষ্পযুক্ত উর্ণাময় আসন, তূলাপূর্ণ আসন, সিংহ-ব্যাঘ্রদির রূপচিত্রিত উর্ণাময় আসন, উভয়দিকে ঝালরযুক্ত উর্ণাময় আসন, একদিকে ঝালরযুক্ত উর্ণাময় আসন, রত্নবসান রেশমী আসন, রত্নবসান রেশমী সূতার সেলাই করা আসন, অতি বড় উর্ণাময় আস্তরণ, হস্তী-অশ্বাদির পৃষ্ঠে পাতিবার আস্তরণ, রথে পাতিবার আস্তরণ, অজিন মৃগচর্ম দ্বারা মঞ্চ বা খাটের সমান করিয়া সেলাই করা আস্তরণ, কদলি জাতীয় মৃগচর্মের আস্তরণ, উপরে রক্তবর্ণ বিতানযুক্ত আস্তরণ; মস্তক ও পায়েরদিকে রক্তবর্ণ উপধান ইত্যাদি; এইরূপ অন্যবিধও বা উচ্চশয্যা মহাশয্যা; কিন্তু ভিক্ষু তেমন উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিরত। ইহাও তাঁহার শীল।

২০০। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া তাঁহারা যেমন ঈদৃশ মণ্ডন-বিভূষণকর দ্রব্যাদি ব্যবহার করে বাস করেন, যথা– উচ্ছাদন, পরিমর্দন্নান, সম্বাহন, আদর্শ, অঞ্জন, মালা, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখালেপ, হস্তাভরণ, শিখাবর্ধন, ছরিকাধারণ, স্ত্রী-পুরুষের ছবি অঙ্কিত বোতল, অসি, বিচিত্র ছত্র, বিচিত্র জুতা, খড়ম, পাগড়ী, মনি, চামড়, শ্বেত-বস্ত্র, দীর্ঘ ঝালরযুক্ত বস্ত্র, ইত্যাদি বা এই প্রকার অন্যও মণ্ডন-বিভূষণ বিষয়ক দ্রব্যসম্ভার; কিন্তু ভিক্ষু ঈদৃশ মণ্ডন-বিভূষণকর দ্রব্যানুরক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিরত। ইহাও তাঁহার শীল।

২০১। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ তিরশ্চীন (স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীনভূত) কথায় নিরত হইয়া বাস করেন, যথাত্মরাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালা-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, স্ত্রী-পুরুষ-কুমার-কুমারী-কথা, শূর-কথা, রথপত্তি (বিসিখা) কথা, জল-ঘাট বা জল-আহরণকারিণী-কথা, পূর্বপ্রেত-কথা নানাবিধ নিরর্থক-কথা, লোকাখ্যায়িকা, সমুদ্রাখ্যায়িকা, ভবাভব (বৃদ্ধি-হানী) কথা ইত্যাদি অথবা ঈদৃশ অন্য প্রকারও তিরশ্চীন-কথা; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ তিরশ্চীন আলাপে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০২। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া তাঁহারা এইরূপ বিগ্রাহিক (বিবাদ কর) কথায় লিপ্ত হইয়া বাস করেন, যথা– তুমি এই ধর্মবিনয় জাননা, আমি এই ধর্মবিনয় জানি, আমি এই ধর্মবিনয় জানি, তুমি এই ধর্মবিনয় কি জানিবে? তুমি মিথ্যা পথাবলম্বী, আমি সম্যক পথাবলম্বী, আমার বাক্য শ্লিষ্ট, তোমার বাক্য অশ্লিষ্ট, তোমার বহুদিনের সু-অভ্যস্থ বিষয় আমি এক কথায় উল্টাইয়া দিলাম (তুমি কিছু জান না) আমি তোমার প্রতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাদারোপন করিলাম, তুমি নিগৃহীত, দোষ মোচনার্থ বিচরণ কর, যদি পার দোষ খণ্ডন কর ইত্যাদি অথবা এইরূপ অন্য বিগ্রাহিক কথা; কিন্তু ভিক্ষু এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০৩। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া রাজাদের, রাজমহামাত্যদের, কুমারদের, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ গৃহপতিদের, "এখানে আস, ওখানে যাও, ইহা নিয়া যাও, অমুক স্থান হইতে অমুক দ্রব্য নিয়া আস ইত্যাদি অথবা এইরূপ অন্যও ছোট বড় দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া বাস করেন; কিন্তু ভিক্ষু এতাদৃশ ছোট বড় দৌত্য কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০৪। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া কুহকিন, লপিক, নৈমিত্তিক, নিষ্পেষিক ও লাভে লাভ অন্বেষণকারী হইয়া বাস করেন; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ কুহনা লপন হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।"

(মধ্যম শীল সমাপ্ত।)

মহাশীল।

২০৫। "মহারাজ! কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– অঙ্গ শাস্ত্র, নিমিত্ত শাস্ত্র, উৎপাত, স্বপ্নতত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব, মূষিকছিন্ন, অগ্নিহোম, দর্বিহোম, তুষহোম, কণাহোম, তণ্ডুলহোম, সর্পিহোম, তৈলহোম, মুখহোম, লোহিতহোম, অঙ্গবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, ক্ষেত্রবিদ্যা, শিববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ভূরিবিদ্যা, অহিবিদ্যা, বিষবিদ্যা বৃষিকবিদ্যা, মুষিকবিদ্যা, পশু-পক্ষীবিদ্যা, কাকবিদ্যা, পক্ষধ্যান, শরপরিত্রাণ, মৃগচক্রবিদ্যা ইত্যাদি বা এতাদৃশ অন্য তিরশ্চীন বিদ্যাও; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০৬। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– মনি-লক্ষণ, বস্ত্র-লক্ষণ, দণ্ড-লক্ষণ, শস্ত্র-লক্ষণ, অসি-লক্ষণ, শর-লক্ষণ, ধনু-লক্ষণ, স্ত্রী-পুরুষ-কুমার-কুমারী-দাস-দাসী-লক্ষণ, হস্তী-অশ্ব-বৃষ-মহিষ-গো-লক্ষণ, অজ-মেণ্ডক-কুক্কুট-বর্তক-গোধা-লক্ষণ, কর্ণিকা-কচ্ছপ-মৃগ-লক্ষণ ইত্যাদি বা এতাদৃশ অন্য লক্ষণবিদ্যাও; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০৭। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– রাজাদের নির্গমন হইবে, রাজাদের অনির্গমন (প্রত্যাগমন) হইবে; অভ্যন্তরস্থ রাজাগণ আক্রমণ করিবেন; বাহিরের রাজাগণ পলায়ন করিবেন; বাহিরের রাজাদের আক্রমণ হইবে, অভ্যন্তরস্থ রাজাদের পলায়ন হইবে, অভ্যন্তরস্থ রাজাদের জয় হইবে, বাহিরের রাজাদের পরাজয় হইবে, বাহিরের রাজাদের জয় হইবে, অভ্যন্তরস্থ রাজাদের পরাজয় ঘটিবে; এইরূপে এপক্ষের জয় হইবে, অপরপক্ষের পরাজয় ঘটিবে ইত্যাদি বা এতাদৃশ অন্যও; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০৮। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন বস্ত্রাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– (অমুক সময়ে) চন্দ্র-গ্রহণ হইবে, সূর্য-গ্রহণ হইবে, নক্ষত্র-গ্রহণ হইবে, (অমুক নক্ষত্রের সহিত অমুক নক্ষত্রের যোগ হইবে), চন্দ্র-সূর্যের যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, অপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদের অপথে গমন হইবে। (অমুক সময়ে) উল্কাপাত হইবে, দিগ্‌দাহ হইবে, ভূমিকম্প হইবে, দেবদুন্দুভি (শুষ্ক মেঘগর্জ্জন) হইবে। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রগণের উদয়-অস্তমলিনতা অথবা বিশুদ্ধি হইবে। এইরূপ ফলদায়ক চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ হইবে; এইরূপ ফলদায়ক নক্ষত্র-যোগ হইবে। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রগণের পথগমনে বা অপথগমনে এইরূপ শুভাশুভ হইবে। এই উল্কাপাতে এই ফল হইবে। এই দিগ্‌দাহে এই ফল হইবে, এই প্রকার ফলদায়ক ভূমিকম্প হইবে, এইরূপ ফলদায়ক দেবদুন্দুভি (শুষ্ক মেঘগর্জ্জন) হইবে। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রগণের উদয়ে, অস্তগমনে, মলিনতায়, বিশুদ্ধতায় এই ফল হইবে ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যও; কিন্তু এই শাসনস্থ ভিক্ষু এবম্বিধ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২০৯। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করে এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– (এই বৎসর) সু-বৃষ্টি হইবে, অনাবৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, (এবার) ভয় থাকিবে না ভয় হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, হস্তমুদ্রা, গণনা সংখ্যান, কবিতারচনা, লোকায়ত ইত্যাদি বা এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যও; কিন্তু এই শাসনস্থ ভিক্ষু এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২১০। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– আবাহন, বিবাহন, সংবদন, বিবদন, সংকিরণ, বিকিরণ, সুভগকরণ, দুর্ভগকরণ, বিরুদ্ধ গর্ভকরণ, জিহ্বানিবন্ধন, হনুসংহনন, হস্তাভিজপ্পন, হনুজপ্পন, কর্ণজপ্পন, আদর্শপ্রশ্ন, কুমারিকপ্রশ্ন, দেবপ্রশ্ন, জীবিকার্থ আদিত্য পরিচর্যা, মহাব্রহ্মা পরিচর্যা, মুখ হইতে অগ্নিপ্রজ্বালন, শ্রী আনয়ন ইত্যাদি বা এইরূপ অন্যও; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২১১। কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্নবস্ত্রাদি পরিভোগ করে এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, যথা– শান্তি-স্বস্ত্যয়নকর্ম, প্রণিধিকর্ম, ভূতকর্ম, ভূরিকর্ম, নপুংসককে পুরুষ করা, পুরুষকে নপুংসক করা, বাস্তুকর্ম, বাস্তুপরিকর্ম, আচমন, স্নান করান, অগ্নিহোম, বমন, বিরেচন, ঊর্ধ্ববিরেচন, অধোবিরেচন, শিরবিরেচন, কর্ণতৈল পাক, নেত্রতর্পন, নস্যকর্ম, ক্ষার অঞ্জন শীতল অঞ্জনকরণ, শালাক্য, শল্যচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, মূল ভৈষজ্য সমূহের প্রয়োগ, ঔষধের প্রতিমোক্ষণ ইত্যাদি অথবা এইরূপ অন্যবিধও; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষমার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হয়। ইহাও তাঁহার শীল।

২১২। মহারাজ! এইরূপ শীলসম্পন্ন সেই ভিক্ষু শীলসংবরণ হেতু আর কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। যেমন– মহারাজ! নিহতশত্রু ক্ষত্রিয় মুর্ধাভিষিক্ত হইলে কুত্রাপি শত্রু ভয়ে ভীত হন না, সেইরূপ শীলসম্পন্ন ভিক্ষু শীলসংবরণ হেতু আর কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। তিনি এইরূপ আর্যশীল সমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।"

(মহাশীল সমাপ্ত)

ইন্দ্রিয় সংবর

২১৩। "মহারাজ! ভিক্ষু কি প্রকারে ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়) হইয়া থাকেন? মহারাজ! ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভেদে শোভন) নিমিত্তগ্রাহী[১] এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; তিনি উহা সংযমের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ... জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া ... কায়দ্বারা স্পর্শানুভূতি করিয়া ... মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শোভন) নিমিত্তগ্রাহী এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদিভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না, যে কারণে মনেন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহা সংযমের জন্য অগ্রসর হন, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মনেন্দ্রিয় সংযম প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপে আর্যেন্দ্রিয় সংবর প্রাপ্ত হন। তিনি আর্যেন্দ্রিয় সংবর দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মিক[২] বিমল সুখ অনুভব করেন। মহারাজ! এইরূপেই ভিক্ষু ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়) হইয়া থাকেন।"

স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান

২১৪। "মহারাজ! ভিক্ষু কিরূপে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন? মহারাজ! ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে মল-মুত্র ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে ও তুষ্ণীভূতে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। মহারাজ! এইরূপেই ভিক্ষু স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন।"

সন্তোষ

২১৫। "মহারাজ! ভিক্ষু কিরূপে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন? মহারাজ! এই শাসনে ভিক্ষু কেবল দেহ আচ্ছাদনের উপযোগী[৩] চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির অনুকূল[৪] ভিক্ষান্ন

---

[১]। নিমিত্ত অর্থে বিগ্রহ। ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ মনে করিয়া চক্ষুতে স্ত্রী বিগ্রহ অথবা পুরুষ বিগ্রহ গ্রহণ করা।

[২]। অব্যাসেক- কলুষ বিরহিত, অপাপসিক্ত, পরিশুদ্ধ।

[৩]। কায়পরিহারিযেন- কায়পরিহার্য্য, শরীর আবৃত করিয়া যাহা লইয়া যাইতে পারে তাহা।

[৪]। কুচ্ছি পরিহারিযেন- কুক্ষিপরিহার্য্য, উদরে পুরিয়া যাহা লইয়া যাইতে পারে তাহা কুক্ষিপরিহার্য্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লইয়া সন্তুষ্ট হন। তিনি যেখানে যেখানে গমন করেন (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি ভিক্ষুর ব্যাবহার্য) অষ্টবস্তু মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যেমন পক্ষী যেখানে যেখানে উড়িয়া যায় মাত্র আপন পক্ষ-তুণ্ডাদি সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, তেমন ভিক্ষু দেহচ্ছাদনের উপযোগী চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, যখন যেখানে (স্বেচ্ছায়) গমন করেন (তাঁহার ব্যবহার্য) অষ্টবস্তু মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।"

নীবরণ প্রহাণ

২১৬। "তিনি এইরূপে আর্যশীল সমষ্টি সমন্বিত, আর্য ইন্দ্রিয়-সংবর সমন্বিত, এবং আর্য স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও আর্য সন্তুষ্টি সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রান্ত, উন্মুক্ত আকাশতল, পলালপুঞ্জ আশ্রয় করেন। পিণ্ডপাত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ভোজন শেষে পর্যাঙ্কবদ্ধ হইয়া (পদ্ধাসন করিয়া) দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া, পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন।

২১৭। তিনি লোকে (পঞ্চস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামচ্ছন্দ) পরিহার করিয়া অভিধ্যাবিহীন চিত্তে বাস করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশোধন করেন। ব্যাপাদ প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বাস করেন, ব্যাপাদ প্রদোষ হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন। স্ত্যান-মিদ্ধ (তন্দ্রালস্য অর্থাৎ চিত্তগ্লানি ও দৈহিক জড়তা), পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিগত স্ত্যান-মিদ্ধ হইয়া আলোক-সংজ্ঞী এবং স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বাস করেন। স্ত্যান-মিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুতাপ-অনুশোচনা) পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনুদ্ধত এবং আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্ত হইয়া বাস করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ এবং কুশলধর্মে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ) হইয়া বাস করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন।

২১৮। মহারাজ! যেমন কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল এবং ব্যবসায়ে তাহার সাফল্য হইল। সে তাহার পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিল এবং তাহার ভার্যার ভরণপোষণের জন্য কিছু অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহার মনে এইরূপ হইবে, 'আমি পূর্বে ঋণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা সার্থক হইয়াছে, আমি পূর্বকৃত ঋণও পরিশোধ করিয়াছি এবং ভার্যার ভরণ পোষণের জন্যও আমার কিছু অবশিষ্ট আছে।' তাহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১৯। মহারাজ! যেমন কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইল, আহারে তাহার রুচি রহিল না, দেহও বলহীন হইল। সে পরে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইল, অন্নেও তাহার রুচি হইল, দেহে বল সঞ্চার হইল। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে, 'আমি পূর্বে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইয়াছিলাম, আহারে আমার রুচি ছিল না, শরীরেও শক্তিমাত্র ছিল না, আমি এখন সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছি, আহারে আমার রুচি হইয়াছে, শরীরেও শক্তি সঞ্চার হইয়াছে।' উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

২২০। মহারাজ! যেমন কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়া পরে নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধন মুক্ত হইল, অর্থব্যয়ও কিছু হইল না। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে, 'আমি পূর্বে কারারুদ্ধ হইয়া এখন নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধনমুক্ত হইয়াছি এবং অর্থব্যয়ও আমার কিছু হয় নাই।' সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করিল ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

২২১। মহারাজ! যেমন কোন ব্যক্তি দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্বাধীন নহে, পরাধীন হওয়ায় স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারিল না। পরে সে সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইল, অপরাধীন অভূজিষ্য (দাসত্ব মুক্ত) হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিল। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে, 'আমি পূর্বে দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ছিলাম না, পরাধীন হওয়ায় স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারি নাই। এখন আমি সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছি, অপরাধীন ও অভূজিষ্য হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইয়াছি।' সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল[১]।'

২২২। যেমন, মহারাজ! কোন ব্যক্তি ধনসম্পদসহ দুস্তর দীর্ঘ কান্তার পথ পর্যটন করিতেছিল। সে পরে সেই কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিল এবং তাহার সম্পদ হানিও কিছু হইল না। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে, 'আমি পূর্বে ধনসম্পদসহ দুস্তর দীর্ঘ কান্তার পথ পর্যটন করিতেছিলাম, এখন সেই কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়াছি এবং সম্পদহানিও কিছু হয় নাই।' সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করিল ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

২২৩। সেইরূপ, হে মহারাজ! ভিক্ষু যেমন ঋণকে, যেমন রোগকে, যেমন কারাগারকে, যেমন দাসত্বকে, যেমন দুস্তর দীর্ঘ কান্তার পথকে তেমন নিজের মধ্যে অপ্রহীন পঞ্চ নীবরণকে দর্শন করেন।

২২৪। মহারাজ! ভিক্ষু যেমন আনৃণ্যকে, যেমন আরোগ্যকে, যেমন

---

[১]। এস্থলে দাসত্বের সহিত চতুর্থ নীবরণ ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য এবং স্বাধীনতার সহিত ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য প্রহাণ তুলিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারামুক্তিকে, যেমন মুক্তদাসকে, যেমন নিরাপদস্থানকে তেমন নিজের মধ্যে প্রহীন পঞ্চ নীবরণকে দর্শন করেন।

২২৫। আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ[১] প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রামোদ্য হইতে প্রীতির উৎপত্তি হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীতের চিত্ত সমাহিত হয়।"

প্রথম ধ্যান

২২৬। "তিনি কাম হইতে বিবিক্ত (অসম্পৃক্ত বা পৃথগভূত) হইয়া, অকুশল ধর্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকেই বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধি পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশেই বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

২২৭। মহারাজ! যেমন কোন দক্ষ পাচক অথবা পাচক অন্তেবাসী কাংস্যপাত্রে গন্ধচূর্ণাদি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে পরিমাণ মত জল সিঞ্চন করিয়া গন্ধচূর্ণ স্নেহার্দ্র স্নেহসিক্ত করে স্বয়ং অন্তরে বাহিরে স্নেহপৃষ্ট স্নেহানুগত, স্নেহাভিভূত, স্নেহময় হয়, উহা গলিত হয় না, তেমন ভাবেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পুর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

দ্বিতীয় ধ্যান

২২৮। "পুনশ্চ মহারাজ! ভিক্ষু বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকেই সমাধিজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

২২৯। মহারাজ! যেমন কোন এক গভীর হ্রদ আছে, যাহার তলদেশ হইতে স্বতঃই জল উৎসারিত হয়। সেই হ্রদে পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর কোনদিকে জল নির্গমনের পথ নাই এবং আকাশের মেঘও কালে কালে প্রচুর বারিধারা বর্ষণ করে না, সেই হ্রদস্থিত উৎস হইতে শীতল বারিধারা উদগত হইয়া ঐ হ্রদকে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, সর্বদেহের কোন অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। তেমন মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণফল, পূর্বোক্ত

[১]। নীবরণ- কুশল চিত্ত বা ধ্যান চিত্ত উৎপাদনে বাধা জন্মায় বলিয়া নীবরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।”

তৃতীয় ধ্যান

২৩০। “পুনশ্চ, হে মহারাজ! ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন; আর্যগণ যেই ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে ‘ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন’ বলিয়া বর্ণনা করেন; সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। সর্বদেহের কোন অংশ প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না।

২৩১। মহারাজ! যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক সরোবরে কোনো কোনো উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক উদকে জাত হইয়া উদকেই সংবর্ধিত, উদকানুগত এবং জলমগ্নবস্থায় পোষিত থাকে, উহার অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত শীতবারি দ্বারা অভিসিক্ত, পরিসিক্ত, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত হয়; উহার কিছুই শীতবারিতে অস্ফুরিত থাকে না। তেমন, হে মহারাজ! ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত করেন। সমগ্র দেহের কোন অংশ প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।”

চতুর্থ ধ্যান

২৩২। “পুনশ্চ, মহারাজ! ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না দুঃখ না সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না।

২৩৩। মহারাজ! যেমন কোন ব্যক্তি পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উপবেশন করিলে তাহার সমগ্র দেহের কোন অংশ ঐ বস্ত্রে অনাবৃত থাকে না। তেমন হে মহারাজ! ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা এই দেহ স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।”

বিদর্শন জ্ঞান (১)

২৩৪। “তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঞ্জন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(নিরঞ্জন) উপকুলষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির ও আনেঞ্জ (নিষ্কম্প, নিশ্চলতা) অবস্থায় জ্ঞান[১] দর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন; তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন,– আমার এই দেহরূপী চারি মহাভূত নির্মিত, মাতৃ-পিতৃ সম্ভূত, অন্নব্যঞ্জন পুষ্ট অনিত্য উৎসাদন পরিমর্দন-ভেদন-বিধ্বংসনধর্মী, আমার এই বিজ্ঞান এখানে (চাতুর্মহাভৌতিক দেহে) আশ্রিত ও প্রতিবদ্ধ।"

২৩৫। মহারাজ! (মনে করুন) একটা সুন্দর জাতীয় বৈদুর্যমণি (যাহা) পরিশুদ্ধাকার, আটপল, সুপরিকর্মকৃত, বিপ্রসন্ন, অনাবিল, সর্বাকার সম্পন্ন, তাহা নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিল,– 'এই সুন্দর পরিশুদ্ধাকার, আটপল বিশিষ্ট, সুপরিকর্মকৃত, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল, সর্বাকার সম্পন্ন বৈদুর্যমনি, নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।' তেমনভাবেই, মহারাজ! ভিক্ষু (তিনি) চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঞ্জন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির, আনেঞ্জ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। (তখন) তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, 'আমার এই দেহরূপী চাতুর্মহাভৌতিক মাতৃপিতৃ সম্ভূত (ওদন, ছাতু) আহারে বর্ধিত, অনত্যুৎসাদন, পরিমর্দন স্বভাব, ভেদন ও বিনাশশীল। আমার এই বিজ্ঞান এখানে আশ্রিত ও প্রতিবদ্ধ।' মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

মনোময় ঋদ্ধিজ্ঞান (২)

২৩৬। "তিনি এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঞ্জন উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির, আনেঞ্জ অবস্থায় মনোময় কায় নির্মানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন, তিনি এই কায় হইতে অপর এক রূপী, মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন।

২৩৭। যেমন, মহারাজ! কোন ব্যক্তি মুঞ্জ হইতে ঈষীকা নিষ্কাশিত করিলে তাহার এইরূপ মনে হয়, 'ইহা মুঞ্জ, ইহা ঈষীকা, মুঞ্জ অন্য, ঈষীকা অন্য; কিন্তু মুঞ্জ হইতে ঈষীকা বহির্গত হইয়াছে।' যেমন, মহারাজ! কোন ব্যক্তি কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলে তাহার এইরূপ মনে হয়, 'ইহা অসি, ইহা কোষ, অসি অন্য, কোষ অন্য; কিন্তু অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে।' যেমন, মহারাজ! কোন ব্যক্তি করণ্ড (খোলস) হইতে অহি উত্তোলন করিলে[২] তাহার এইরূপ মনে

---

[১]। বিদর্শন জ্ঞান দর্শনাভিমুখে।

[২]। অহি স্বয়ং খোলস ত্যাগ করে। কেহ হস্তে ধরিয়া কঞ্চুক হইতে অহি বাহির করে না বটে কিন্তু যোগাবচরের চিত্তে তেমনভাবেই দেখিবার জন্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, 'এইটা অহি, এইখানা কঞ্চুক (খোলস), অহি অন্য, কঞ্চুক অন্য; কিন্তু কঞ্চুক হইতে অহি নির্গত হইয়াছে।' তেমনভাবেই মহারাজ! চিত্তের সেই সমাহিত নির্মল ... অনেজ অবস্থায় মনোময় কায় নির্মানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই কায় হইতে অপর এক রূপী, মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান (৩)

২৩৮। "তিনি এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষবিগত মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির অনেজ অবস্থায় ঋদ্ধি বিধায় (ব্যাপারে, বিষয়ে) চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, একক হইয়াও বহু হইতে সমর্থ হন, বহু হইয়াও একক হইতে সক্ষম হন, তিনি নিজকে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত করেন, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্বত ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন। জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন। তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলোপরি গমন করেন; তিনি পর্যাঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করেন। মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্ধন করেন, স্বশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন।

২৩৯। যেমন, মহারাজ! দক্ষ কুম্ভকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপরিকর্মকৃত গজদন্তে ইচ্ছামত দ্রব্যাদি নির্মাণ করে, যেমন দক্ষ স্বর্ণকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপরিকর্মকৃত স্বর্ণে ইচ্ছামত অলঙ্কারাদি নির্মাণ করে, তেমন, হে মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ ... অনেজ অবস্থায় ঋদ্ধিবিধাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন, তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, একক হইয়াও বহু হইতে সমর্থ হন, বহু হইয়াও একক হইতে সমর্থ হন ... স্বশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

দিব্যশ্রোত্র জ্ঞান (৪)

২৪০। "তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির, আনেঞ্জ অবস্থায় দিব্যশ্রোত্রের উৎপত্তির জন্য চিত্তকে নমিত করেন। তিনি লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যশ্রোত্র দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ, দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

২৪১। যেমন, মহারাজ! কোন দীর্ঘ পথচারী ব্যক্তি ভেরী-শব্দ, মৃদঙ্গ-শব্দ ও শঙ্খ-পনব-ডেণ্ডিম-শব্দ শ্রবণ করিলে, তাহার এইরূপ মনে হয়, ইহা ভেরী-শব্দ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা মৃদঙ্গ-শব্দ, ইহা শঙ্খ-পনব-ডেণ্ডিম শব্দ।' তেমন ভাবেই মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ নির্মল ... অনেজ অবস্থায় দিব্যশ্রোত্রের (দিব্য শ্রোত্রোৎপত্তির) জন্য চিত্তকে নমিত করেন। তিনি লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যশ্রোত্র দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দেবও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

চিত্তপর্যায় জ্ঞান (৫)

২৪২। "তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, নিরঞ্জন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির, আনেঞ্জ অবস্থায় চিত্তবার বা চিত্তানুক্রম জ্ঞান ব্যাপারে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বীয় চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, 'সরাগ চিত্তকে সরাগচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অথবা বিতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। সদোষ চিত্তকে সদোষ চিত্ত বলিয়া, বীতদোষ চিত্তকে বীতদোষ চিত্ত বলিয়া, অথবা সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলিয়া, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত বলিয়া, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া, মহদ্গত চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত বলিয়া, অমহদ্গত চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত বলিয়া, সউত্তর চিত্তকে সউত্তর চিত্ত বলিয়া, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলিয়া, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলিয়া, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলিয়া, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলিয়া, অথবা অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন।"

২৪৩। "যেমন, মহারাজ! কোন মণ্ডনশীল দহর অথবা যুবা, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ দর্পণে অথবা পরিশুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া উহা কাল তিলকাদি দোষযুক্ত হইলে দোষযুক্ত বলিয়া, কালতিলকাদি দোষ রহিত হইলে দোষ রহিত (সুশ্রী) বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, তেমনভাবেই মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ নির্মল ... অনেজ অবস্থায় চিত্তানুক্রম জ্ঞান ব্যাপারে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বীয় চিত্তদ্বারা অপর সত্ত্ব অপর ব্যক্তিদিগের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন অথবা বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলিয়া ... অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান (৬)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪৪। "তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় পূর্বনিবাসানুস্মৃতি (জাতিস্মর) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যথাত্ম একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে, এমন কি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পেও 'ঐস্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ পরমায়ু ছিল, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে আমি উৎপন্ন হইয়াছিলাম, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এই আহার, এই প্রকার সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি।' এই ভাবে তিনি আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন।

২৪৫। যেমন, মহারাজ! একব্যক্তি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রাম হইতে আবার অন্য গ্রামে গমন করে এবং দ্বিতীয় গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। তখন সে ভাবে, 'আমি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া তথায় এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে অমুকগ্রামে গিয়া এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। এই গ্রাম হইতে পুনরায় আমি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়াছি।' সেইরূপ মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল ... অনেজ অবস্থায় নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যথা একজন্ম, দুইজন্ম ... বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পেও। 'ঐস্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই গোত্র ... ' এইভাবে তিনি আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।

দিব্যচক্ষু জ্ঞান

২৪৬। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি পরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান,– জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে; প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেনÍ হীনোৎকৃষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জাতীয় উত্তম ও অধম বর্ণের সত্ত্বগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল মহানুভাব জীব কায়-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মন-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রমোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিতে, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা এই সকল মহানুভাব জীব কায়-সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্-সুচরিত্র সমন্বিত, মন-সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সম্যকদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন; জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে; ইহা দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখেন, প্রকৃষ্টরূপে জানেনÍ হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

২৪৭। মহারাজ! মনে করুন, চতুর্পথের সন্ধি মধ্যে প্রাসাদ। ঐস্থানে চক্ষুষ্মান পুরুষ দাঁড়াইলে গৃহে প্রবেশ করিতে, গৃহ হইতে বাহির হইতে, পথে বিচরণ করিতে, চতুর্পথের সন্ধি মধ্যে উপবিষ্ট লোকদিগকে সে যেমন দেখিতে পায় এবং তখন তাহার এইরূপ মনে হয়,– 'এই সকল মানুষ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা বাহির হইতেছে, ইহারা পথে বিচরণ করিতেছে, ইহারা চতুর্পথের সন্ধি মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে।' তেমনভাবেই মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল ... অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে ... হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের সত্ত্বগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল মহানুভাব জীব ... আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর।"

আসবক্ষয় জ্ঞান

২৪৮। "এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেনÍ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদ; এ সকল আসব, ইহা আসব সমুদয়, ইহা আসব নিরোধ, ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদ। তাহার এইরূপ জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়; বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয়, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।'

২৪৯। মহারাজ! মনে করুন পর্বত সংক্ষেপে (পাহাড়ের ঘেরায়) এক স্বচ্ছবারি, প্রসন্নোদক, নির্মল হ্রদ। সেখানে যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ ইহার তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পায় কিরূপে ঝিনুক-শামুক-পাথর-কাঁকর (কর্কর) ও মাছের ঝাঁক বিচরণ করিতেছে অথবা অবস্থান করিতেছে। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে,– 'এই উদক-হ্রদ স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল; ইহাতে এই ঝিনুক-শামুক-পাথর-কাঁকর ও মাছের ঝাঁক সঞ্চরণ নিরত অথবা স্থিতিশীল।' তেমন, মহারাজ! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ ... অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেন,– 'ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদ ... তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।' মহারাজ! ইহাও সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, পূর্বোক্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল হইতে মনোহর ও উত্তমতর। মহারাজ! ইহা হইতে উত্তরতর (উচ্চতর) অথবা উত্তমতর সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্যফল নাই।"

অজাতশত্রুর উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা

২৫০। ইহা কথিত হইলে পর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দেখিতে পায়। এইরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বহু পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি; আজ হইতে ভগবান আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। ভন্তে! আমি বাল, মূঢ় ও অচতুর ব্যক্তির ন্যায় পাপসীমা লঙ্ঘন করিয়াছি। রাজ্য লোভে ধার্মিক ধর্মরাজা পিতাকে হত্যা করিয়াছি। ভগবান আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে সংযত হইতে পারি।"

২৫১। "মহারাজ! যথার্থই আপনি বাল, মূঢ় ও অচতুরের মত পাপসীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, যেহেতু আপনি ধার্মিক ধর্মরাজা পিতার হত্যা সাধন করিয়াছেন। মহারাজ! যখন আপনি অপরাধকে অপরাধরূপে দেখিয়া ধর্মতঃ তাহার প্রতিকার করিতেছেন (ক্ষমা চাইতেছেন) তখন আপনার অপরাধ আমরা ক্ষমা করিলাম। মহারাজ! ইহা আর্য বিনয়ে বৃদ্ধি,– যে অপরাধকে অপরাধরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখিয়া যথাধর্ম প্রতিকার করে (ক্ষমা চায়) এবং ভবিষ্যতে সংযত হয়।"

২৫২। এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! এক্ষণে আমরা গমন করিব, আমাদের অনেক কৃত্য, অনেক করণীয় আছে।" "মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।" অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের ভাষিত বিষয় অভিনন্দন ও অনুমোদন পূর্বক আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করিলেন।

২৫৩। তদনন্তর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর প্রস্থানের অত্যল্পকাল পরে ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন,– "হে ভিক্ষুগণ, এই রাজা নিজেই নিজকে ক্ষত করিয়াছেন, নিজেই নিজের কুশলমূল উপহত করিয়াছেন। ভিক্ষুগণ, যদি তিনি ধার্মিক ধর্মরাজা পিতার প্রাণনাশ না করিতেন তবে এই আসনেই তাঁহার বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইত।" ভগবান এই সূত্রটি ভাষণ করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই ভিক্ষুগণ আনন্দিত হইয়া সূত্রটি অনুমোদন পূর্বক গ্রহণ করিলেন।

(দ্বিতীয়) সামঞ্ঞফল সূত্র সমাপ্ত।

৩। অম্বট্ঠ সূত্র

২৫৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্গল নামক কোশলের এক ব্রাহ্মণগ্রামে উপনীত হইলেন। তিনি সেই ইচ্ছানঙ্গল অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

পোক্খরসাতি উপখ্যান

২৫৫। সেই সময় ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক প্রদত্ত বহু সত্ত্ব সমাকীর্ণ, সতৃণ কাষ্ঠোদক, সধান্য, রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয়-উক্কট্ঠায়[১] বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতি শুনিতে পাইলেন যে শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘসহ বিচরণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্গলে উপনীত হইয়া ইচ্ছানঙ্গল অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতমের এইরূপ কল্যাণ

[১]। উল্কার (দণ্ডদীপিকার, মশালের) আলোকে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নগরীর নাম করণ হয় উক্কট্ঠা বা উল্কস্থা। কাহারও মতে নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া উক্কট্ঠা। ইহা শ্রাবস্তী ও সেতব্যার সন্নিকটে অবস্থিত। B. C. Low`s geography of Early Buddhism পৃষ্ঠা ৩৩ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীর্তিশব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে,– "তিনি ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবমনুষ্যগণ সহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।"

অম্বট্ঠ মানব

২৫৬। সেই সময় ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতির অম্বট্ঠ নামে একজন যুবক শিষ্য ছিলেন। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট এবং বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর-শব্দ-তত্ত্ব ও ইতিহাসরূপ পঞ্চমবেদে পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পদক[১] বেয়াকরণিক, কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। আচার্যের ত্রিবিদ্যা বিষয়ক প্রবচনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এতই স্বীকৃত হইত যে আচার্য তাঁহাকে বলিতে পারিতেন,– "যাহা আমি জানি তাহা তুমি জান, যাহা তুমি জান তাহা আমি জানি।"

২৫৭। অনন্তর ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতি যুবক অম্বট্ঠকে সম্বোধন করিলেন,– "তাত অম্বট্ঠ! শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে বিচরণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্গল গ্রামে উপনীত হইয়া ইচ্ছানঙ্গল অরণ্যে বাস করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতম সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ সমুদ্গত হইয়াছে,– 'তিনি ভগবান অর্হৎ ... এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।' তাত অম্বট্ঠ! এস, তুমি শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন কর এবং অনুসন্ধান কর যে তাঁহার সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে উহা যথার্থ কিনা, তিনি যেরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কিনা, সেই মহানুভাব গৌতমকে আমরা (যেমন দেখিব) তেমন জানিবে।"

২৫৮। "ভো! সেই মহানুভাব গৌতমকে আমি কিরূপে জানিব যে, যদি তাদৃশ বলিয়াই তাঁহার কীর্তিশব্দ অভ্যুদ্গত হইয়া থাকে তবে তাহা কিরূপ?"

"তাত অম্বট্ঠ! আমাদিগের মন্ত্র সমূহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেই লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি হয়, অন্য গতি হইতে পারে না। যদি তিনি গৃহস্থাশ্রামী হন, তবে ধার্মিক ধর্মরাজ, চতুরন্ত

[১]। পদক—পদকর্তা, শেণ্ঢাক রচয়িতা, বেদের মন্ত্রপদ বিভাজক গ্রন্থকর্তা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা প্রাপ্ত। সপ্তরত্ন সমন্বিত রাজচক্রবর্তী হন, এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথাত্ম চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং সপ্তক পরিনায়ক (জ্যেষ্ঠপুত্র) রত্ন। তাঁহার পরসেনামর্দনকারী শূর বীর সহস্রাধিক পুত্র থাকে। তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করেন তবে তিনি পৃথিবীতে (রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, অবিদ্যা ও দুশ্চরিত) আবরণোন্মুক্ত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়া থাকেন। তাত অম্বট্ঠ! আমি মন্ত্র সমূহের দাতা, তুমি মন্ত্র সমূহের গ্রহীতা।"

২৫৯। "যে আজ্ঞা, ভো (ভদন্ত)!" বলিয়া যুবক অম্বট্ঠ ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতির আদেশে সম্মত হইয়া গাত্রোত্থান করে ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতিকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক তেজস্বী অশ্বরথে আরোহণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক যুবকের সহিত ইচ্ছানঙ্গল অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যতদূর যানভূমি ততদূর যানে গিয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করে পদব্রজে আরামে প্রবেশ করিলেন।

সেইসময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পদচারণা করিতেছিলেন। অতঃপর যুবক অম্বট্ঠ সেই ভিক্ষুদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো (ভদন্তগণ)! মহানুভাব গৌতম এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা মহানুভাব গৌতমকে দর্শন করিতে এইস্থানে আগত।"

২৬০। তৎপর সেই ভিক্ষুগণ এইরূপ চিন্তা করিলেন,– "এই যুবক অম্বট্ঠ প্রসিদ্ধ বংশজাত এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতির অন্তেবাসী। এবম্বিধ কুলপুত্রের সহিত বাক্য বিনিময় ভগবানের অরুচিকর হইবে না।" তাঁহারা যুবক অম্বট্ঠকে এইরূপ বলিলেন, "ঐ রুদ্ধদ্বার বিহার নিঃশব্দে তথায় গমন করে ধীর পাদবিক্ষেপে অলিন্দে প্রবেশ করিয়া কাশির শব্দ করিবেন তৎপর অগলে আঘাত করিবেন। ভগবান আপনার জন্য দ্বার খুলিয়া দিবেন।"

২৬১। অনন্তর যুবক অম্বট্ঠ নিঃশব্দে রুদ্ধদ্বার বিহারে গমন পূর্বক ধীর পাদবিক্ষেপে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন এবং কাশির শব্দ করিয়া অগলে আঘাত করিলেন। ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন, অম্বট্ঠ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গী যুবকগণও ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু যুবক অম্বট্ঠ চক্রমণ করিতে করিতেও উপবিষ্ট ভগবানের সহিত কিছু কিছু কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিলেন এবং স্থিত হইয়াও উপবিষ্ট ভগবানের সহিত ঐরূপ করিলেন।

২৬২। অতঃপর ভগবান যুবক অম্বট্ঠকে এইরূপ বলিলেন,– "অম্বট্ঠ! তুমি কি এইরূপেই বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আচার্য-প্রাচার্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাক, যেরূপ আমি উপবিষ্ট হইলেও তুমি চলিতে চলিতে এবং স্থিত হইয়াও আমার সহিত করিতেছ?"

প্রথম ইব্‌ভবাদ

২৬৩। "ভো গৌতম! তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণ চলিতেছেন তাঁহার সহিত চলিতে চলিতে বাক্যালাপ বিধেয়; যে ব্রাহ্মণ স্থিত, স্থিত হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়; যে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট, উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়; যে ব্রাহ্মণ শায়িত, শায়িত হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়। কিন্তু ভো গৌতম! যাহারা মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণক (কৃত্রিম শ্রমণ) ইভ্য (নীচ, গৃহপতি) কৃষ্ণজাতি ব্রহ্মার পাদপৃষ্ট হইতে উৎপন্ন তাহাদের সহিত আমার এইরূপেই বাক্যালাপ হয় যেরূপে গৌতমের সহিত হইল।"

"অম্বট্‌ঠ! তুমি অর্থীরূপে এখানে আসিয়াছ, যে অভিপ্রায়ে তুমি আসিয়াছ উহাতে উত্তমরূপে মনোসংযোগ কর।"

"ভো! এই যুবক অম্বট্‌ঠ অপূর্ণ শিক্ষ্য, তথাপি যে সে শিক্ষাভিমানী শিক্ষার অভাবই তাহার কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কি কারণ থাকিতে পারে?

২৬৪। অতঃপর যুবক অম্বট্‌ঠ ভগবান কর্তৃক অপূর্ণ শিক্ষ্য উক্ত হওয়ায় কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। (শাক্যজাতি চণ্ড পরুষ ইত্যাদি দোষারোপ করিলে তাহা শ্রমণ গৌতমের উপর পতিত হইবে মনে করিয়া) ভগবানকে খোঁচাইতে ভগবানকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে যুবক অম্বট্‌ঠ এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! শাক্যজাতি চণ্ড, পরুষভাষী, অব্যবস্থিত চিত্ত এবং দুর্দান্ত।" ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি হইয়া তাহারা ব্রাহ্মণের সৎকার করে না, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না, পূজা করে না, সম্ভ্রম করে না। ভো গৌতম! এইরূপ ব্যবহার অযোগ্য, বিসদৃশ,– "শাক্যগণ ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি জাতি হইয়া যে ব্রাহ্মণের সৎকার করে না, গুরুত্ব স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণকে সম্মান পূজা, সম্ভ্রম করে না।" এইরূপে শাক্যদিগকে ব্রাহ্মণেতর গৃহপতিবাদে অম্বট্‌ঠের প্রথম আক্রমণ হইল।

দ্বিতীয় ইব্‌ভবাদ

২৬৫। "অম্বট্‌ঠ! শাক্যগণ তোমার নিকট কিরূপে অপরাধী?

"ভো গৌতম! এক সময় আচার্য ব্রাহ্মণ পোখ্‌খরসাতির কোন কার্যোপলক্ষে আমি কপিলবস্তুতে গিয়াছিলাম এবং তত্রস্থ শাক্যদিগের মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে বহু শাক্য এবং শাক্যকুমার মন্ত্রণাগৃহে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের দেহে অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্বক হাস্য ও কৌতুকে রত ছিল। আমার বিশ্বাসI তাহারা নিঃসন্দেহে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঐরূপ করিতেছিল। তাহারা কেহই আমাকে একখানা আসন পর্যন্ত দিল না। ভো গৌতম! শাক্যগণ ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি, গৃহপতি হইয়া যে তাহারা ব্রাহ্মণের সৎকারে, গুরুত্ব স্বীকারে, সম্মানে, পূজায় এবং সম্ভ্রমকরণে বিরত; ইহা অযোগ্য, ইহা বিসদৃশ।" এইরূপে শাক্যদিগকে ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের দ্বিতীয় আক্রমণ হইল।

তৃতীয় ইব্‌ভবাদ

২৬৬। "অম্বট্ঠ! লট্টকাপক্ষিগণও স্বকীয় নীড়ে স্বচ্ছন্দে আলাপ করে। সেইরূপ কপিলবস্তুও শাক্যদিগের আপন স্থান। এই সামান্য বিষয়ের জন্য আয়ুষ্মান অম্বট্ঠের ক্রোধপরবশ হওয়া উচিত নহে।"

"ভো গৌতম! বর্ণ চতুর্বিধÍ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই ত্রিবর্ণ অবশ্যই ব্রাহ্মণের পরিচারক। ভো গৌতম! শাক্যগণ ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি, গৃহপতি হইয়া যে তাহারা ব্রাহ্মণের সৎকারে, গুরুত্ব স্বীকারে, সম্মানে, পূজায় এবং সম্ভ্রমকরণে বিরত; ইহা অযোগ্য, ইহা বিসদৃশ।" এইরূপে শাক্যদিগকে ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের তৃতীয় আক্রমণ হইল।

দাসীপুত্রবাদ

২৬৭। অতঃপর ভগবানের এইরূপ মনে হইলÍ "এই যুবক অম্বট্ঠ শাক্যদিগকে ব্রাহ্মণেতর আখ্যা দ্বারা অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে, আমি তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।" তৎপর ভগবান যুবক অম্বট্ঠকে এইরূপ বলিলেন,– "অম্বট্ঠ! তোমার গোত্র কি?"

"ভো গৌতম! আমি 'কহ্নায়ন' গোত্র।"

"অম্বট্ঠ! তোমার মাতাপিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যগণ তোমার আর্যপুত্র হন, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও। শাক্যগণ রাজা ওক্কাককে পিতামহরূপে নির্দেশ করেন। অম্বট্ঠ! পূর্বকালে রাজা ওক্কাক প্রিয়া মনোহারিনী মহেষীর পুত্রকে রাজ্যের উত্তারাধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে ওক্কামুখ, করকণ্ড, হত্থিনিক ও সিনিসুর নামক জ্যেষ্ঠ কুমারগণকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পোক্‌খরণীতীরে বিশাল শাকবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নিগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর রাজা ওক্কাক অমাত্য পরিষদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন;Í 'কুমারগণ এক্ষণে কোথায়?'

'দেব! হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পোক্‌খরণীতীরে যে বিশাল শাকবন আছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথায় কুমারগণ এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নিগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।' হে অম্বট্‌ঠ! তচ্ছ্রবণে রাজা ওক্কাকর মুখ হইতে ভাবোদ্দীপক প্রশংসার উচ্ছ্বাস নির্গত হইল,– 'কুমারগণ সত্যই শাক্য, তাহারা পরম শাক্য।' অম্বট্‌ঠ! উহা হইতেই শাক্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তিনি শাক্যদিগের পূর্বপুরুষ।

হে অম্বট্‌ঠ! রাজা ওক্কাকের দিসানাী এক দাসী ছিল। সে এক কৃষ্ণবর্ণ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। কৃষ্ণবর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিল,– 'মা, আমাকে ধৌত কর, স্নাত কর, এই অশুচি হইতে আমাকে মুক্ত কর, আমি তোমার উপকার করিতে সক্ষম হইব।' অম্বট্‌ঠ! বর্তমান সময়ে যেমন মানুষেরা পিশাচ দেখিলে পিশাচ বলিয়া জানে, সেইরূপ ঐ সময়ে মানুষেরা পিশাচকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিত। তাহারা এইরূপ বলিল,– 'ভূমিষ্ঠমাত্রেই ইহার বাক্যস্ফুরণ হইয়াছে, এইটা কৃষ্ণকায়, এইটা পিশাচ।' অম্বট্‌ঠ! তখন হইতেই কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি, সে-ই কহ্নায়নদিগের পূর্বপুরুষ। অম্বট্‌ঠ! তোমার মাতাপিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যগণ তোমার আর্যপুত্র হন, তুমি শাক্যদের দাসীপুত্র হও।"

২৬৮। এইরূপ উক্ত হইলে সেই যুবকগণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব গৌতম! আপনি দাসীপুত্ররূপ কঠিন অপবাদ দ্বারা অম্বট্‌ঠকে নিগৃহীত করিবেন না। যুবক অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ ও পণ্ডিত; তিনি এই বিষয়ে মহানুভাব গৌতমকে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম।"

অতঃপর ভগবান সেই যুবকদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "হে যুবকগণ! যদি তোমরা মনে কর, 'অম্বট্‌ঠ দুর্জাত, অ-কুলপুত্র, অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তরদানে অক্ষম' তাহা হইলে অম্বট্‌ঠ ক্ষান্ত হউক, তোমরাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমরা মনে কর, 'অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ এবং পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এ বিষয়ে প্রত্যুত্তরদানে সক্ষম' তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, অম্বট্‌ঠই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউক।"

"ভো গৌতম! যুবক অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ এবং পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এ বিষয়ে প্রত্যুত্তরদানে সক্ষম। আমরা কিছুই বলিব না, যুবক অম্বট্‌ঠই মহানুভাব গৌতমের সহিত এই বিষয়ে বিচার করুন।"

২৬৯। তৎপর ভগবান যুবক অম্বট্‌ঠকে এইরূপ বলিলেন,– "অম্বট্‌ঠ! এক্ষণে একটি সহেতুক (আলোচনা প্রসূত) প্রশ্ন আসিতেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে উহার উত্তর দিতে হইবে, যদি না দাও অথবা বিক্ষেপের আশ্রয় লও বা তুষ্ণীভাব অবলম্বন কর কিম্বা চলিয়া যাও তাহা হইলে এই স্থানেই তোমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে। অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি কিসে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইল, কে তাহাদের পূর্ব পুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছ?" এইরূপ উক্ত হইলে অম্বট্‌ঠ মৌন রহিলেন। দ্বিতীয়বার ভগবান অম্বট্‌ঠকে এইরূপ বলিলেন,– "অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল ... প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছ?" ... দ্বিতীয়বারেও অম্বট্‌ঠ মৌন রহিলেন।

২৭০। অনন্তর ভগবান যুবক অম্বট্‌ঠকে কহিলেন,– "অম্বট্‌ঠ! উত্তর দাও, এখন তোমার মৌনাবলম্বনের সময় নয়। যে কেহ তথাগত কর্তক সহেতুক (আলোচনা প্রসূত) প্রশ্ন তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।

২৭১। সেই সময় বজ্রপাণি যক্ষ আদীপ্ত সম্প্রজ্জ্বলিত ও জ্বলন্ত মহালৌহকূট (হস্তে) লইয়া যুবক অম্বট্‌ঠের শিরোপরি আকাশে সংস্থিত হইলেন,– "যদি এই যুবক অম্বট্‌ঠ ভগবান কর্তৃক তৃতীয়বারও সহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিব।" সেই বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান এবং যুবক অম্বট্‌ঠ উভয়েই দেখিতেছিলেন।

২৭২। অতঃপর যুবক অম্বট্‌ঠ ভীত, উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের নিকট ত্রাণ, লয়ন ও শরণ ভিক্ষা করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব গৌতম কি বলিলেন? পুনরায় বলুন।" "অম্বট্‌ঠ! তুমি ইহা কিরূপ মনে কর? কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্বপুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছ?"

"মহানুভাব গৌতম যেরূপ বলিলেন, আমি সেইরূপই শুনিয়াছি, সেই হইতেই কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি এবং তিনি কহ্নায়নদিগের পূর্বপুরুষ।"

অম্বট্‌ঠ বংশ কথা

২৭৩। এইরূপ উক্ত হইলে সেই যুবকগণ উন্নাদ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন,– "ভো! এই (আমাদের) অম্বট্‌ঠ দুর্জাত, অ-কুল-পুত্র, শাক্যদিগের দাসীপুত্র, শাক্যগণ অম্বট্‌ঠের আর্যপুত্র। ধর্মবাদী শ্রমণ গৌতমকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করিয়াছিলাম।"

২৭৪। তৎপর ভগবান চিন্তা করিলেন,– "এই যুবকগণ অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্ররূপে অভিহিত করিয়া অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে, আমি তাহাকে এই নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিব।" অনন্তর ভগবান সেই যুবকদিগকে এইরূপ বলিলেন "হে যুবকগণ! তোমরা যুবক অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্র বলিয়া তাহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন মহাঋষি হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ জনপদে গিয়া ব্রহ্মমন্ত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধ্যয়ন করেন এবং পরে রাজা ইক্ষ্বাকুর নিকট আগমন করে তাঁহার মদ্র (মদ্দ) রূপী কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন। রাজা ইক্ষ্বাকুÍ 'কে রে, এই দাসীপুত্র যে আমার মৃষ্টরূপী কন্যার পাণি প্রার্থনা করে?' বলিয়া ক্রুদ্ধ ও অনাত্মমন হইয়া শর-সন্ধান করিলেন। কিন্তু তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিতেও পারিলেন না, বিমুক্ত করিতেও পারিলেন না। হে যুবকগণ! তৎপর অমাত্য পরিষদবর্গ ঋষি কহ্নের নিকট গমনপূর্বক এইরূপ বলিলেনÍ 'ভদন্ত! রাজার মঙ্গল হউক, ভদন্ত! রাজার মঙ্গল হউক।' রাজার মঙ্গল হইবে, যদি তিনি অধোদিকে শর নিক্ষেপ করেন; তবে যতদূর রাজার রাজ্য ততদূর পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে।'

'ভদন্ত! রাজার মঙ্গল হউক, জনপদের মঙ্গল হউক।'

'রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদের মঙ্গল হইবে, যদি রাজা ঊর্ধ্বদিকে শর নিক্ষেপ করেন; কিন্তু যতদূর রাজার রাজ্য ততদূর সাত বৎসর যাবৎ বৃষ্টি হইবে না।'

'ভদন্ত! রাজার মঙ্গল হউক, জনপদের মঙ্গল হউক, বারিবর্ষণ হউক।'

'রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদের মঙ্গল হইবে, বারি বর্ষিত হইবে, যদি রাজা জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন; কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ রহিবেন।'

হে যুবকগণ! তৎপর অমাত্যবর্গ রাজা ইক্ষ্বাকু সমীপে নিবেদন করিলেন,– 'ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করুক, কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ থাকিবেন।'

অতঃপর রাজা ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন, কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ রহিলেন। ভীত সংবিগ্ন লোমহর্ষজাত রাজা ইক্ষ্বাকু ব্রহ্মদণ্ড ভয়ে তাঁহাকে (মস্তক ধৌত করাইয়া অভুজিষ্য করে) মৃষ্টরূপী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যুবকগণ! তোমরা যুবক অম্বট্ঠকে দাসীপুত্র বলিয়া তাহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন মহাঋষি ছিলেন।"

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভাব

২৭৫। তৎপর ভগবান যুবক অম্বট্ঠকে সম্বোধন করিলেন,– "হে অম্বট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? ইহলোকে কোন ক্ষত্রিয়কুমার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সহবাস করিলে, তাহাদের সহবাসের ফলে যদি পুত্র জন্মে, ক্ষত্রিয়কুমার দ্বারা ব্রাহ্মণকন্যার জাতপুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?"

"পাইবে, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণগণ তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে (হাঁড়িতে পাকান্নে বা পক্ব অন্ন ভোজনে) যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবেত?"

"ভোজন করাইবে, ভো গৌতম!"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে কিনা?"

"দিবেন, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা নহে?"

"নিষিদ্ধ নহে, ভো গৌতম!"

"ক্ষত্রিয়গণ তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত করিবে কি?"

"তাহা করিবে না, ভো গৌতম!"

"কেন করিবে না?"

"মাতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয় বলিয়া।"

"অম্বট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? ইহলোকে কোন ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয়া কন্যার সহিত সহবাস করিলে, তাহাদের সহবাসের ফলে যদি পুত্র জন্মে, ব্রাহ্মণকুমার দ্বারা ক্ষত্রিয়া কন্যার জাতপুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবেত?"

"পাইবে, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণগণ তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবেত?"

"ভোজন করাইবে, ভো গৌতম!"

ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে কিনা?"

"দিবেন, ভো গৌতম!"

ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে স্ত্রীগ্রহণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ নহে?"

"নিষিদ্ধ নহে, ভো গৌতম!"

ক্ষত্রিয়গণ তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত করিবে কি?"

"তাহা করিবে না, ভো গৌতম!"

"কেন করিবে না?"

"ভো গৌতম! পিতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয় বলিয়া!"

২৭৬। "হে অম্বট্ঠ! এইরূপে স্ত্রীর দিকে অন্বেষণ করিলে অথবা পুরুষের দিকে অন্বেষণ করিলে উভয়পক্ষে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হীন।

অম্বট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? ইহলোকে ব্রাহ্মণগণ কোন গুরুতর অপরাধে কোন ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করে তাহাকে রাষ্ট্র বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিলে, সে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন ও জল পাইবে কি?"

"পাইবে না, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণগণ তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে কি?"

"ভোজন করাইবে না, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণ তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে কি?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"দিবে না, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে স্ত্রীগ্রহণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ নহে?"

"উহা নিষিদ্ধ, ভো গৌতম!"

"অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? ইহলোকে ক্ষত্রিয়গণ কোন গুরুতর অপরাধে কোন ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করে তাহাকে রাষ্ট্র কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিলে সে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন ও জল পাইবে কি?"

"পাইবে, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণগণ তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে কি?"

"ভোজন করাইবেন, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে কি?"

"দিবেন, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে স্ত্রীগ্রহণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ নহে?"

"নিষিদ্ধ নহে, ভো গৌতম!"

"হে অম্বট্‌ঠ! ক্ষত্রিয়গণ যদি কোন ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহা ভস্মাবৃত করে তাহাকে রাষ্ট্র কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে উহা তাহার চরম অধঃপতন। এইরূপে অম্বট্‌ঠ! যখন ক্ষত্রিয় চরম অধঃপতন প্রাপ্ত হয়, তখনও ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হীন।"

২৭৭। "হে অম্বট্‌ঠ! ব্রহ্ম সনৎকুমার কর্তৃক গাথাযোগে ভাষিত হইয়াছে,– 'মানব সমাজে যাহারা গোত্র অনুস্মরণকারী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন তিনি দেব-মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হে অম্বট্‌ঠ! ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে; সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; অর্থসংহিত, নিরর্থক নহে; আমিও উহা অনুমোদন করি। হে অম্বট্‌ঠ! আমিও বলিতেছি,– মানব সমাজে যাহারা গোত্র অনুস্মরণকারী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন তিনি দেব-মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রথম ভাণবার

বিদ্যাচরণ কথা

২৭৮। "ভো গৌতম! (গাথায় উক্ত) সেই আচরণ কি প্রকার এবং সেই বিদ্যা কি প্রকার?"

"হে অম্বট্‌ঠ! যেখানে বিদ্যাচরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত, সেখানে জাতিবাদের স্থান নাই, গোত্রবাদের স্থান নাই 'তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য' এইরূপ মানবাদের স্থান নাই। অম্বট্‌ঠ! যেখানে আবাহ অথবা বিবাহ কিম্বা আবাহ-বিবাহ সম্বন্ধ হয়, সেখানেই জাতিবাদের উল্লেখ হয়, গোত্রবাদের উল্লেখ হয় 'তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য' এইরূপ মানবাদের উল্লেখ হয়। অম্বট্‌ঠ! যাহারা জাতিবাদ বিনিবন্ধ, গোত্রবাদ বিনিবন্ধ, মানবাদ বিনিবন্ধ অথবা আবাহ-বিবাহ বিনিবন্ধ তাহারা অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ হইতে দূরে। অম্বট্‌ঠ! জাতিবাদ বিনিবন্ধ, গোত্রবাদ বিনিবন্ধ, মানবাদ বিনিবন্ধ এবং আবাহ-বিবাহ বিনিবন্ধ পরিহার করিয়াই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সাক্ষাৎকার করিতে হয়।"

২৭৯। "ভো গৌতম! সেই আচরণ কি প্রকার এবং সেই বিদ্যা কি প্রকার?"

"হে অম্বট্‌ঠ! জগতে তথাগতের আবির্ভাব হয়, যিনি অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধ বিদ্যাচরণসম্পন্ন ... (এস্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ হইতে ২১২ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য, তদনুরূপ উক্ত হইয়াছে) ... হে অম্বট্‌ঠ! ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হন। ... ...(তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ক্রমে ২২৭ নং পর্যন্ত অনুরূপ উক্ত হইয়াছে) ... ...প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ইহাও তাঁহার আচরণ হয়। ... ..(তৎপর ক্রমে ২৩৩ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া ... ...তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ইহাও তাঁহার আচরণ হয়। হে অম্বট্‌ঠ! ইহাই সেই আচরণ। ... জ্ঞান দর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। (সামঞ্ঞফল ২৩৪ ও ২৩৫ নং দ্রষ্টব্য, তদনুরূপ উক্ত হইয়াছে) ... ইহাও তাঁহার বিদ্যা হয় ... (সেই সামঞ্ঞফল সূত্রের ২৩৬ নং হইতে ২৪৯ নং দ্রষ্টব্য, তদনুরূপ উক্ত হইয়াছে) ... তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। ইহাও তাঁহার বিদ্যা হয়। হে অম্বট্‌ঠ! ইহাই সেই বিদ্যা। অম্বট্‌ঠ! এই ভিক্ষুই বিদ্যাসম্পন্ন বলিয়াও আচরণ সম্পন্ন বলিয়াও বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বলিয়াও কথিত হন। অম্বট্‌ঠ! এই বিদ্যাসম্পদ, এই আচরণ সম্পদ অপেক্ষা উন্নততর ও উত্তমতর অন্য কোন বিদ্যাচরণ সম্পদ নাই।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারি অপায়মুখ

২৮০। "হে অম্বট্‌ঠ! এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের চারিটী বিনাশমুখ (কারণ) আছে। সেই চারিটী বিনাশমুখ কী কী?"

"অম্বট্‌ঠ! ইহলোকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া অরণি, কমণ্ডলু, দর্বী-চামড়াদি তাপসের ব্যবহার্য দ্রব্য লইয়া 'পতিত ফলাহারী হইব' এই সঙ্কল্পে গভীর বনে প্রবেশ করে। সে বস্তুতঃ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচারক সাজিল। অম্বট্‌ঠ! এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের ইহা প্রথম বিনাশমুখ হইল।

পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ! সংসারে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া, পতিত ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্বক, 'কন্দমূল ফলাহারী হইব' এই সঙ্কল্পে গভীর বনে প্রবেশ করে। সেও বস্তুতঃ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচারক সাজিল। অম্বট্‌ঠ! এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের ইহা দ্বিতীয় বিনাশমুখ হইল।

পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ! সংসারে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া পতিত ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, উদ্‌যাপন না করিয়া গ্রাম বা নিগমের সন্নিকটে অগ্নিশালা নির্মাণ করে অগ্নির পরিচর্যা করিতে থাকে। সেও বস্তুতঃ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচারক সাজিল। অম্বট্‌ঠ! অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের ইহা তৃতীয় বিনাশমুখ হইল।

পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ! এই সংসারে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পন্ন না হইয়া পতিত ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, অগ্নি পরিচর্যা ব্রতও উদ্‌যাপন না করিয়া চতুর্মহাপথের সম্মিলনের স্থলে চতুর্ধার আগার নির্মাণ করে 'চতুর্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব' এই সঙ্কল্পে অবস্থান করে। সেও বস্তুতঃ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচারক সাজিল। অম্বট্‌ঠ! অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের ইহা চতুর্থ বিনাশমুখ হইল।

হে অম্বট্‌ঠ! সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের এই চারিটা বিনাশমুখ[১]।"

---

[১]। এস্থলে সমস্ত তাপস প্রব্রজ্যা নির্দেশিত হইয়াছে। তাপস প্রব্রজ্যা আট প্রকার, যথা- ১। সপুত্রভার্য্যা (কেনিয় জটিলাদির মত কুটম্বিন) ২। উঞ্ছচর্য্যা (ধান্যাদি সংগ্রহ পূর্বক যাহারা পাক করিয়া খায়) ৩। অনগগি পক্কিকা [যাহারা চাউল সংগ্রহ (ভিক্ষা) করতঃ পাক করিয়া খায়]। ৪। অসামপাকা (পক্ক ওদনাদি ভিক্ষা করিয়া যাহারা খায়)। ৫। অয়মুট্‌ঠিকা (বৃক্ষের ত্বক-মূলাদি যাহারা ছেঁচিয়া খায়)। ৬। দন্ত বক্কলিকা (যাহারা বৃক্ষের ত্বকাদি দন্তে চর্বণ করিয়া খায়)। ৭। পতিতফল ভোজী (স্বয়ং ফল পাড়িয়া যাহারা খায়)। ৮। পণ্ডুপলাসিকা (স্বয়ং পতিত ফল, ফুল, পত্র যাহারা খাইয়া থাকে)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮১। "অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি আচার্যের সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছ (সন্দর্শন করিয়াছ)?"

"না, ভো গৌতম! কোথায় আচার্যের সহিত আমি, আর কোথায় অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সমূহ! ভো গৌতম! আমি আচার্যের সহিত অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ হইতে দূরে।"

"অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া অরণি, কমণ্ডলু, দর্বি ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য দ্রব্য লইয়া 'আচার্যের সহিত পতিত ফলাহারী হইব।' এই সঙ্কল্পে দূর বনে প্রবেশ করিয়াছ?"

"না, ভো গৌতম!"

অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া, পতিত ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্বক 'আচার্যের সহিত কন্দমূল ফলাহারী হইব' এই সঙ্কল্পে দূর বনে প্রবেশ করিয়াছ?"

"না, ভো গৌতম!"

"অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া, পতিত ফলাহার ব্রত এবং কন্দমূল ফলাহার ব্রত ও উদ্‌যাপন না করিয়া গ্রাম কিম্বা নিগমের সন্নিকটে অগ্নিশালা নির্মাণ করে আচার্যের সহিত অগ্নি পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়াছ?"

"না, ভো গৌতম!"

"অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ সম্পন্ন না হইয়া পতিত ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত এবং অগ্নি পরিচর্যা ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া চতুর্মহাপথের সম্মিলনের স্থানে চতুর্দ্বার আগার নির্মাণ করে 'চতুর্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব' এই সঙ্কল্পে আচার্যের সহিত অবস্থান কর?"

"না, ভো গৌতম!"

২৮২। "অম্বট্‌ঠ! এইরূপে আচার্য সহ তুমি অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদহীন, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের যে চারিটা বিনাশমুখ আছে আচার্য সহ সেই সমুদয় হইতেও পরিহীন।"

"তোমার আচার্য ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী এইরূপ বলিয়াছেন,– 'কোথায় মুণ্ডিত

ইঁহারা ও উৎকৃষ্ট, মধ্যম, মৃদু বশে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর তাপস গৃহে বাস করেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর তাপসগণ অগ্নি পরিচর্য্যা করেন। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তাপসগণ কন্দ, মূল, ফল ভোজী। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর তাপসগণ স্বয়ং পতিত ফল, পত্র ভোজী। এই সমুদয় অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদের বিনাশমুখ (কারণ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মস্তক ব্রাহ্মণেতর গৃহপতি, কৃষ্ণকায় ব্রহ্মার পাদপৃষ্ঠ হইতে জাত শ্রমণাধম আর কোথায় ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বাক্যালাপ!' অথচ তিনি স্বয়ং বিদ্যাচরণ সম্পদ বিনাশের কারণও পরিপূর্ণ করেন নাই। অম্বট্‌ঠ! দেখ, তোমার আচার্য ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতীর কতদূর অপরাধ!"

পূর্ব ঋষিদের ভাবনানুযোগ

২৮৩। "অম্বট্‌ঠ! ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী রাজা প্রসেনজিৎ প্রদত্ত দান উপভোগ করেন, কোশলরাজ প্রসেনজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি তাঁহার নাই। যখন রাজা তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন তখনও তাঁহাকে যবনিকার অন্তরালে থাকিতে হয়। অম্বট্‌ঠ! ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী যাঁহার ধর্মানুমোদিত বিশুদ্ধ দান (শ্রদ্ধাদান) গ্রহণ করেন, সেই কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কি হেতু তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন না? দেখ, অম্বট্‌ঠ! তোমার আচার্য ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতীর কতদূর অপরাধ।"

২৮৪। "অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? কোশলরাজ হস্তী কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অথবা রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ কর্মচারী কিম্বা রাজন্যদের (অনভিষিক্ত কুমারগণের) সহিত কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিলেন, পরে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর কোন শূদ্র অথবা শূদ্রের দাস ঐ স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া 'রাজা প্রসেনজিৎ এইরূপও বলিয়াছেন, রাজা প্রসেনজিৎ এইরূপও বলিয়াছেন' বলিয়া সেই মন্ত্রণাই মন্ত্রণা করে (আবৃত্তিকরে) যদিও সে রাজভাষিত বিষয় বর্ণনা করে অথবা রাজ-মন্ত্রণাই পুনরাবৃত্তি করে তবে সে কি রাজা যা রাজ অমাত্য হইবে?"

"না, ভো গৌতম! তাহা হইবে না।"

২৮৫। "হে অম্বট্‌ঠ! অট্‌ঠক, বামক, বামদেব, বেস্‌সমিত্ত যমদগ্নি, অগ্নিরস, ভরদ্বাজ, বাসেট্‌ঠ, কস্‌সপ, ভগু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি মন্ত্রকর্তা মন্ত্রপ্রবক্তা ছিলেন; যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, অনুবাচিত বা পরম্পরা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, 'আচার্যের সহিত আমিও তাঁহাদের মন্ত্র অধ্যয়ন করি মাত্র' ইহা বলিয়া যে তুমি ঋষি হইবে বা ঋষিমার্গে আরূঢ় হইবে এমন কোন হেতু নাই।"

২৮৬। "অম্বট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে কি বলিতে শুনিয়াছ? মন্ত্রকর্তা অট্‌ঠক, বামক, বামদেব, বেস্‌সমিত্ত, যমদগ্নি, অগ্নিরস, ভরদ্বাজ, কস্‌সপ, বাসেট্‌ঠ, ভগু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি তাঁহারা কি স্নাত সুবিলিপ্ত সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, মনিকুণ্ডলাভরণযুক্ত, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত পঞ্চকামগুণে সমর্পিত সমঙ্গীভূতভাবে বিচরণ করিতেন, যেরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য করিতেছ?"

"না, ভো গৌতম! তাহা নয়।"

"তাঁহারা কি কৃষ্ণকণিকাশূন্য শালী অন্ন (শুচি পলান্ন) অনেক প্রকার মাংস-সূপ ব্যঞ্জনের সহিত উপভোগ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য এক্ষণে করিয়া থাক?"

"না, ভো গৌতম! তাহা নয়।"

"তাঁহারা কি বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা সুখস্পর্শা নারিগণ দ্বারা সেবিত হইতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য হইয়া থাক?"

"না, ভো গৌতম! তাহা নয়!"

"তাঁহারা কি বিন্যস্ত তরুণ অশ্বরথে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ প্রতোদযষ্টি দ্বারা বাহনকে প্রহান করিতে করিতে বিচরণ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য এক্ষণে করিয়া থাক?"

"না, ভো গৌতম!"

"তাঁহারা কি পরিখাবেষ্ঠিত, পরিঘ-বদ্ধ নগরদুর্গে অবস্থান করিয়া দীর্ঘ অসি ও ধনুবদ্ধ পুরুষগণ কর্তৃক রক্ষিত হইতেন, যেরূপ তুমি ও তোমার আচার্য এক্ষণে হইয়া থাক?"

"না, ভো গৌতম!"

"এইরূপে অম্বট্‌ঠ! তুমি ঋষিও নও, আচার্যের সহিত ঋষিত্বের মার্গেও আরূঢ় নও। অম্বট্‌ঠ! আমার সম্বন্ধে যাহার কোন প্রকার সংশয় বা দ্বিধা আছে সে প্রশ্ন করুক, আমি উত্তর দিয়া উহা দূর করিব।"

দ্বিলক্ষণ দর্শন

২৮৭। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চংক্রমণ স্থানে উপনীত হইলেন। যুবক অম্বট্‌ঠও ভগবানের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া চংক্রমণ করিতে করিতে ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহ অনুসন্ধান করিলেন। যুবক অম্বট্‌ঠ ভগবানের শরীরে ত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদিত কোষহিত ও পূর্ণ জিহ্বতাত্ম এই লক্ষণদ্বয় না দেখিতে পাইয়া উহাতে তাহার সংশয় ও দ্বিধা হইল, তজ্জন্য তিনি নিশ্চিত হইতে ও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না।

২৮৮। অতঃপর ভগবানের মনে এইরূপ হইল,– "যুবক অম্বট্‌ঠ আমার শরীরে ত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদিত কোষহিত ও পূর্ণ জিহ্বতাত্ম এই লক্ষণদ্বয় না দেখিতে পাইয়া উহাতে তাহার সংশয় ও দ্বিধা হইয়াছে, তজ্জন্য নিশ্চিত হইতে ও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিতেছে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৎপর ভগবান এরূপভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতার পরিচালনা করিলেন যে অম্বট্‌ঠ ভগবানের কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দর্শন করিলেন। তদনন্তর ভগবান জিহ্বা নিঃসৃত করিয়া উভয় কর্ণ ও উভয় নাসিকা বিবর স্পর্শ করিলেন এবং সমুদয় ললাটদেশ জিহ্বাচ্ছাদিত করিলেন। তৎপর যুবক অম্বট্‌ঠের এইরূপ মনে হইল,– "শ্রমণ গৌতম দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণে পরিপূর্ণরূপে সমন্নাগত, অপরিপূর্ণ নহে।" তখন তিনি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! আমরা এক্ষণে আসি, আমাদের বহু কৃত্য বহু করণীয় রহিয়াছে।"

"অম্বট্‌ঠ! তোমার যেরূপ অভিরুচি।"

অতঃপর যুবক অম্বট্‌ঠ তেজস্বী অশ্বরথে আরোহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

২৮৯। সেই সময় ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী উক্কট্‌ঠা হইতে বহির্গত হইয়া বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত স্বীয় আরামে বসিয়া যুবক অম্বট্‌ঠের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর যুবক অম্বট্‌ঠ স্বকীয় আরামাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গিয়া তৎপর যান হইতে অবরোহণ পূর্বক তিনি ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

২৯০। অম্বট্‌ঠ আসন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– "তাত অম্বট্‌ঠ! তুমি মহানুভাব গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

"ভো! সেই মহানুভাব গৌতমের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

"তাত অম্বট্‌ঠ! সেই মহানুভাব গৌতম সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূলক, অসত্যমূলক নহে ত? তিনি কি তাদৃশ, ভিন্ন প্রকার নাহেন ত?"

"ভো! মহানুভাব গৌতম সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূলক, অসত্যমূলক নহে। তিনি তাদৃশ, অন্য প্রকার নহেন। তাঁহার দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে।"

"তাত অম্বট্‌ঠ! শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার কোন বাক্যালাপ হইয়াছে?"

"ভো! শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার কিছু কিছু বাক্যালাপ হইয়াছে।"

"তাত অম্বট্‌ঠ! শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার কিরূপ বাক্যালাপ হইয়াছে?"

তৎপর যুবক অম্বট্‌ঠ ভগবানের সহিত তাঁহার যাহা যাহা বাক্যালাপ হইয়াছে তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী সমীপে নিবেদন করিলেন।

২৯১। এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী যুবক অম্বট্‌ঠকে বলিলেন,– "অরে আমাদের পণ্ডিত! অরে আমাদের বহুশ্রুত!! অরে আমাদের ত্রিবিদ্য!!! এইরূপ স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে অপায় দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। অম্বট্‌ঠ! তুমি যেরূপ মহানুভাব গৌতমকে আঘাত করিয়া আঘাত করিয়া কথা কহিয়াছ, মহানুভাব গৌতমও আমাদিগকে সেইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিযুক্ত করিয়া করিয়া বলিয়াছেন। অরে আমাদের পণ্ডিত! অরে আমাদের বহুশ্রুত!! অরে আমাদের ত্রিবিদ্য!!! এইরূপ স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে অপায় দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়" বলিয়া কুপিত ও অনাত্মমন হইয়া তিনি অম্বট্‌ঠকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিলেন।

পোক্‌খরসাতীর বুদ্ধসদনে গমন

২৯২। পোক্‌খরসাতী তখনই ভগবানের দর্শন কামনায় গমনেচ্ছুক হইলেন।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতীকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো! শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমনের আজ সময় নাই, আগামী কল্য মহানুভাব পোক্‌খরসাতী শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থে গমন করিবেন।"

অতঃপর ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী স্বীয় আবাসে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া উহা যানে স্থাপন করাইলেন এবং উল্কালোক সাহায্যে উক্কট্‌ঠা হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছানঙ্গল বনখণ্ডাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করে তৎপর যান হইতে অবরোহণ পূর্বক পদব্রজে ভগবান সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করিলেন।

২৯৩। উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! আমাদের অন্তেবাসী যুবক অম্বট্‌ঠ এখানে আসিয়াছিল কি?"

"ব্রাহ্মণ! তোমার অন্তেবাসী যুবক অম্বট্‌ঠ আসিয়াছিল।"

"ভো গৌতম! যুবক অম্বট্‌ঠের সহিত আপনার কোন বাক্যালাপ হইয়াছিল কি?"

"ব্রাহ্মণ! যুবক অম্বট্‌ঠের সহিত আমার কোনো কোনো বিষয়ে বাক্যালাপ হইয়াছিল।"

"ভো গৌতম! অম্বট্‌ঠের সহিত আপনার কিরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল?"

অতঃপর ভগবান যুবক অম্বট্‌ঠের সহিত যাহা বাক্যালাপ হইয়াছিল তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতীর নিকট প্রকাশ করিলেন।

এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! যুবক অম্বট্‌ঠ নির্বোধ। মহানুভাব গৌতম! আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।"

"ব্রাহ্মণ! যুবক অম্বট্‌ঠ সুখী হউক।"

২৯৪। অতঃপর ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতী ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ অন্বেষণ করিলেন। তিনি মাত্র দুইটি লক্ষণ ব্যতীত অপর সকল গুলিই দেখিতেছে; কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় ও পুর্ণ জিহ্বতাত্ম এই দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহার সংশয় ও দ্বিধা হইল। তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না।

২৯৫। তখন ভগবানের এইরূপ মনোভাব হইল,– "এই ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী আমার শরীরে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণের দুইটি ব্যতীত অপর সকল গুলিই দেখিয়াছে; কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় ও পুর্ণ জিহ্বতাত্ম সম্বন্ধে তাহার সংশয় ও দ্বিধা উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মণ নিশ্চিত ও সুখী হইতেছে না।"

অনন্তর ভগবান এরূপভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতার পরিচালনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী ভগবানের কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দর্শন করিলেন। তৎপর ভগবান জিহ্বা নিঃসৃত করিয়া উভয় কর্ণ ও নাসিকা বিবর স্পর্শ করিলেন, সকল ললাটদেশ জিহ্বাচ্ছাদিত করিলেন।

২৯৬। তখন ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতীর এইরূপ মনে হইল,– "শ্রমণ গৌতম দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণে পরিপূর্ণরূপে সমন্নাগত, অপরিপূর্ণরূপে নহে।" তখন তিনি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব গৌতম! ভিক্ষুসংঘের সহিত অনুগ্রহ পূর্বক অদ্য আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।"

"ভগবান মৌন থাকিয়া সম্মতি দান করিলেন।"

২৯৭। তৎপর ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া ভগবানকে সময় নিবেদন করিলেন,– "ভো গৌতম! সময় আগত, অন্ন প্রস্তুত।"

অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্নে বর্হিগমনবাস পরিধান করে পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করিয়া সন্তৃপ্ত করিলেন। যুবকগণও ঐরূপে ভিক্ষুসংঘের তৃপ্তি সাধন করিলেন? অনন্তর ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া উপবেশন করিলে পর ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী একখানা নীচ আসন লইয়া (সসম্ভ্রমে) একান্তে উপবেশন করিলেন।

২৯৮। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতীকে ভগবান আনুপূর্বিক কথা বলিতে লাগিলেন, যথাত্ম দান কথা, শীল কথা, স্বর্গ কথা, কাম সমূহের দোষের কথা, নীচতার কথা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। ভগবান যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী কল্যাণ চিত্ত, মৃদু চিত্ত, বিনীবরণ চিত্ত, উদগ্র চিত্ত, ও প্রসন্ন চিত্ত হইয়াছেন তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের অনুত্তর ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন,– "দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, উহার নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়।" যেমন শুদ্ধ নির্মল বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেইরূপ ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতীর সেই আসনেই বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু[১] উৎপন্ন হইল;Í "যাহা কিছু উৎপত্তি স্বভাববিশিষ্ট তৎসমুদয়ই নিরোধ স্বভাবসম্পন্ন।"

পোক্খরসাতীর উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা

২৯৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী দৃষ্ট ধম্ম,[২] প্রাপ্ত ধর্ম, বিদিত ধর্ম অন্তঃপ্রবিষ্ট (সুদৃঢ়) ধর্ম হইয়া বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইলেন এবং ভগবৎ শাসনে বৈশারদ্য প্রাপ্ত ও অপর প্রত্যয় হইয়া[৩] ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! বড় সুন্দর! বড় মনোহর!! ভো গৌতম! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু) সমূহ দেখিতে পায়; এইরূপে মহানুভাব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয়) বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ভো গৌতম! আমি সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য মহানুভাব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে মহানুভাব গৌতম! উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।

মহানুভাব গৌতম! যেরূপ উক্কট্ঠায় অন্যান্য উপাসককুলে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ পোক্খরসাতীর গৃহেও আগমন করিবেন। তথাকার স্ত্রী ও পুরুষ সকলে মহানুভাব গৌতমকে অভিবাদন করিবে, আসনত্যাগ পূর্বক তাহারা সম্মান প্রদর্শন করিবে, উদক ও আসন দান করিবে, চিত্ত প্রসন্ন করিবে। ঐ সকল কর্ম দীর্ঘকাল তাহাদের সুখবিধান ও হিতসাধন করিবে।"

"ব্রাহ্মণ! কল্যাণ বলিয়াছে।"

(তৃতীয়) অম্বট্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। ধর্মচক্ষু এস্থলে স্রোতাপত্তি মার্গ। তদুৎপত্তির আকার দেখান হইয়াছে,—যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মং সব্বং তং নিরোধ ধম্মন্তি (যাহা কিছু উৎপত্তি স্বভাববিশিষ্ট তৎসমুদয়ই নিরোধ স্বভাবসম্পন্ন)।

[২]। আর্য্যসত্যধর্ম এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট ধর্ম। তথা প্রাপ্ত ধর্ম, বিদিত ধর্ম, চতুর্সত্য ধর্ম সমন্ততঃ অবগাহিত, অন্তঃপ্রবিষ্ট, পরিসেবিত বা সুদৃঢ় হইয়াছে—এই অর্থে 'পরিযোগাল্হ ধম্মো।' দীপ যেমন একক্ষণে সলিতা দগ্ধ, তৈলগ্রহণ, অন্ধকার বিদূরিত ও আলোক বিস্তার করে সেইরূপ মার্গজ্ঞানেও দুঃখ সত্য পরিজ্ঞাত, দুঃখ সমুদয় সত্য পরিত্যক্ত, দুঃখ নিরোধ সত্য প্রত্যক্ষকৃত ও দুঃখ নিরোধের উপায় সত্য একক্ষণে ভাবিত হইয়া থাকে।

[৩]। স্বয়ং প্রত্যক্ষ ও অধিগত করিয়াছে, পর প্রত্যয়ের আবশ্যক করে না বলিয়া অপর প্রত্যয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। সোণদণ্ড সূত্র

চম্পেয়্য ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ

৩০০। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান পঞ্চশত সংখ্যক মহানুভাব ভিক্ষুসংঘের সহিত অঙ্গরাজ্যে[১] জনহিতার্থে বিচরণ করিতে করিতে চম্পানগরে[২] উপনীত হইলেন। তথায় ভগবান চম্পানগর সমীপে গগ্‌গরা[৩] পোক্‌খরণী তীরে (চম্পকবনে) বাস করিতে লাগিলেন।

সেই সময় ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড মগধরাজ শ্রেণিক[৪] বিম্বিসার কর্তৃক প্রদত্ত বহু সত্ত্ব সমাকীর্ণ, সতৃণ কাষ্ঠোদক, সধান্য রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় চম্পায় বাস করিতেছিলেন।

৩০১। চম্পানিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে,– শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত সংখ্যক মহানুভাব ভিক্ষুসংঘের সহিত জনহিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইয়া চম্পানগর সমীপে গগ্‌গরা পোক্‌খরণী তীরে (চম্পকবনে) অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতম সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে,– "তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মণ্ডল ও দেব-মনুষ্যগণ সহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন,– 'যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত করে।' এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করাও উত্তম।" অনন্তর চম্পার বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ গৃহপতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক গগ্‌গরা পোক্‌খরণীতে গমন করিতে লাগিলেন।

---

[১]। অঙ্গরাজকুমারগণের বাসস্থান বলিয়া অঙ্গরাজ্য অঙ্গ নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধের সময় অঙ্গরাজ্য মগধরাজ্যভুক্ত হয়।

[২]। চম্পা—অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত সহর বিশেষ।

[৩]। গগ্‌গরা—রাজার গর্গরা নাম্নী অগ্রমহেষী কর্তৃক খনিত পুষ্করিণী। উহার সমন্ততঃ নীলাদি পঞ্চবর্ণ কুসুম প্রতিমণ্ডিত মহা চম্পকবন ছিল।

[৪]। মহতী সেনা সমন্নাগত বলিয়া (সিনিয়ো) বিম্বি-সুবর্ণ, স্বর্ণ। বিশুদ্ধ সুবর্ণ সদৃশ দেহের বর্ণ বলিয়া বিম্বিসার। মগধের রাজা শাসন কর্তা বলিয়া মাগধ। চুল্লক্-খণ্ড সূত্রের অর্থকথায় শ্রেণীক নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহার দেহচ্ছবি সুন্দর বলিয়া বিম্বিসার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০২। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড প্রাসাদোপরি দিবাশয়নে উপগত ছিলেন। ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড দেখিলেন চম্পার বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ গৃহপতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক গগ্‌গরা পোক্‌খরণী অভিমুখে গমন করিতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি মহামাত্যকে সম্বোধন করিলেন,– "ভো অমাত্যবর! চম্পাধিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দলে দলে চম্পা হইতে বাহির হইয়া গগ্‌গরা পোক্‌খরণী অভিমুখে কেন যাইতেছে?"

ভো (ভদন্ত)! শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত সংখ্যক মহানুভাব ভিক্ষুসংঘের সহিত ... ...গগ্‌গরা পোক্‌খরণী তীরে অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতম সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ সমুদ্গত হইয়াছে,– "তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ... । সেই মহানুভাব গৌতমকে দর্শন করিবার জন্য ইহাঁরা যাইতেছেন।"

"অমাত্যবর! তাহা হইলে আপনি চম্পার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের নিকট গিয়া বলুন 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন'।"

"যে আজ্ঞা ভো (ভদন্ত)!" বলিয়া সেই অমাত্য ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের আদেশে সম্মত হইয়া যেখানে চম্পানিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ছিলেন সেখানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "ভদন্তগণ! ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন।"

সোণদণ্ড গুণ কথা

৩০৩। সেই সময় নানা রাজ্য হইতে পঞ্চশত সংখ্যক ব্রাহ্মণ কার্যোপলক্ষে[১] চম্পায় আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ শুনিতে পাইলেন ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– "মাননীয় সোণদণ্ড! শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন, ইহা সত্য কি?"

"ভো! এইরূপ আমার ইচ্ছা, আমিও শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।"

"মাননীয় সোণদণ্ড! শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন না। মহানুভাব সোণদণ্ড! শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাওয়া যুক্তি নহে। মহানুভাব সোণদণ্ড! যদি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যান, তাহা হইলে সোণদণ্ডের যশের হ্রাস হইবে, শ্রমণ গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। মহানুভাব সোণদণ্ডের যে যশের হ্রাস পাইবে, শ্রমণ গৌতমের যে যশ বর্ধিত হইবে। এই কারণেও মহানুভাব সোণদণ্ড

[১]। বেদমন্ত্র সংশোধনের জন্যই সেই পঞ্চশত ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের নিকট আসিয়াছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাওয়া উচিত নহে। শ্রমণ গৌতমেরই সোণদণ্ড সমীপে আগমন করা উচিত।

মহানুভাব সোণদণ্ড মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ; মহানুভাব সোণদণ্ড যে মাতৃ-পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। এই কারণেও মহানুভাব সোণদণ্ডের শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাওয়া উচিত নহে, শ্রমণ গৌতমেরই মহানুভাব সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত।

মহানুভাব সোণদণ্ড আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী। ... মহানুভাব সোণদণ্ড অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা (শ্লোক রচয়িতা) ও বৈয়াকরণিক, কূটতর্কবিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন। ...

মহানুভাব সোণদণ্ড অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক (দর্শনে আনন্দদায়ক), পরম বর্ণসৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবাণী, ব্রহ্মদেহী, ও মহদ্দর্শন। ...

মহানুভাব সোণদণ্ড শীলবান (পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত), বর্ধিতশীল, বর্ধিতশীল সম্পন্ন। ...

মহানুভাব সোণদণ্ড কল্যাণ-বাক্ (বাদী, কল্যাণ উদাহারী, গুণ পরিপূর্ণ বাক্যে সমন্নাগত, শ্লিষ্ট, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। ...

মহানুভাব সোণদণ্ড বহু আচার্যের প্রাচার্য, তিন শত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেছেন, নানাদিক; নানা জনপদ হইতে বহু বিদ্যার্থী, মন্ত্রার্থীও মন্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে। ... .

মহানুভাব সোণদণ্ড জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, জীবনের শেষ প্রান্তে স্থিত। শ্রমণ গৌতম তরুণ এবং তরুণ প্রব্রজিত। ...

মহানুভাব সোণদণ্ড মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত মানিত, পূজিত প্রশংসিত। ... .

মহানুভাব সোণদণ্ড মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক প্রদত্ত বহু সত্ত্ব সমাকীর্ণ, সতৃণ কাষ্ঠোদক, সধান্য, রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় চম্পায় বাস করিতেছেন। মহানুভাব সোণদণ্ড যে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক প্রদত্ত বহু সত্ত্ব সমাকীর্ণ সতৃণ কাষ্ঠোদক সধান্য, রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় চম্পায় বাস করিতেছেন। এই কারণেও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ তাঁহার যাওয়া উচিত নহে, মহানুভাব সোণদণ্ডের দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমেরই আসা উচিত।"

বুদ্ধগুণ কথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০৪। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড সেই ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "তাহা হইলে, ভো ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার বাক্যও শ্রবণ করুন, যে কারণে আমাদেরই গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত, আমাদের দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমের আসা সমীচীন নহে।

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ।

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম যে মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত ঊর্ধ্বতন সপ্ত-পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। এই কারণেও সেই মহানুভাব গৌতম আমাদের দর্শনের জন্য আসা অসমীচীন, আমাদেরই সেই মহানুভাব গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত।

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম মহা জ্ঞাতিসংঘ পরিত্যাগ পূর্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম ভূমিগত ও বেহাসস্থ (আকাশস্থ) প্রভূত হিরণ্য-সুবর্ণ[১] পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম প্রথম বয়সেই গৃহ হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন,– যখন তিনি তরুণ, যুবক, সুষ্ঠু কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রযৌবন সম্পন্ন। ... .

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম মাতা-পিতা অসম্মত, অশ্রুমুখ ও রোদন পরায়ণ হইলেও কেশ-শ্মশ্রু অবচ্ছেদন করিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ... .

ভো! মহানুভাব শ্রমণ গৌতম অভিরূপ, দর্শনীয় ও প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন[২]। ...

ভো! মহানুভাব শ্রমণ গৌতম (চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে) শীলবান, আর্যশীলী, কুশলশীলী, কুশলশীল সম্পন্ন। ...

ভো! শ্রমণ গৌতম কল্যাণ-বাক্ (বাদী), কল্যাণ উদাহারী, গুণ পরিপূর্ণ বাক্যে সমন্নাগত, শ্লিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। ...

---

[১]। তথাগতের জাত দিবসে শঙ্খ, এল, উৎপল ও পুণ্ডরীক নামে চারিটা অফুরন্ত নিধিকুম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতে যত ব্যয় হউক না, সর্বদা পূর্ণ থাকিত।

[২]। জনৈক ব্রাহ্মণ বহু চেষ্টা করিয়াও তথাগতের শরীরের প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কারণ তথাগত দানাদি পারমী অপ্রমাণভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন। অসূরেন্দ্র বুদ্ধকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে আসিয়া ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেখিতে হইয়াছিল। কারণ তথাগত দানাদি পারমী ঊর্দ্ধাগ্রমুখে (উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে) পূর্ণ করিয়াছিলেন, অধঃমুখ হইয়া পূর্ণ করেন নাই, এই হেতু তিনি অপ্রমেয় মহদ্দর্শন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ গৌতম অনেকেরই আচার্য এবং আচার্যদিগের গুরু। ...

শ্রমণ গৌতম ক্ষীণ কামরাগ বিগত চাপল্য। ...

শ্রমণ গৌতম কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, অপাপ ব্রহ্মজ্ঞ প্রজা[১] তাঁহাকে পুরোবর্তী করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ...

শ্রমণ গৌতম উচ্চ, আদি ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। ...

শ্রমণ গৌতম আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। ... দূররাষ্ট্র এবং দূর জনপদ হইতে জনগণ শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ আগমন করে। ...

সহস্র সহস্র দেবতা শ্রমণ গৌতমের শরাণগত। ...

তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে,– তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। ...

শ্রমণ গৌতম দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত। ...

দেব মানব প্রব্রজিত গৃহস্থ যাঁহারা শ্রমণ গৌতম সমীপে আগমন করেন তিনি সকলের সহিত 'এহি' স্বাগতবাদী, প্রিয়ভাষী, প্রীত্যালাপকারী, ভ্রূকুটীবিহীন, উত্তানমুখ, পূর্বভাষী। ...

শ্রমণ গৌতম (ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই) চারি পরিষদ কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। ...

বহু দেব ও মনুষ্য শ্রমণ গৌতমের প্রতি অভিপ্রসন্ন। ...

শ্রমণ গৌতম যেই গ্রাম বা নিগমে অবস্থান করেন, তথায় অমনুষ্যগণ মানবগণের অনিষ্ট করে না। ...

শ্রমণ গৌতম সংঘ প্রতিষ্ঠাপক, শিষ্যবর্গ সমন্বিত, গণাচার্য এবং তীর্থঙ্করদিগের প্রধানরূপে আখ্যাত।...

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে কোন উপায়ে যশ অর্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতমের সেরূপ যশ লাভ হয় না, তিনি অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ দ্বারা যশ অর্জ্জন করেন।...

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সপুত্র, সভার্যা, সপারিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের শরণাগত।...

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সপুত্র, সভায্যা, সপারিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের শরণাগত।...

---

[১]। শারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন কশ্যপাদি ব্রহ্মজ্ঞ প্রজা তাঁহাকে পুরোবর্তী করিয়া বিচরণ করিতেছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী সপুত্র সভার্যা, সপারিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের আমরণ শরণাগত।...

শ্রমণ গৌতম মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত।...

শ্রমণ গৌতম ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত।...

শ্রমণ গৌতম চম্পায় উপনীত হইয়া চম্পা নগরীর সমীপস্থ গগ্‌গরা পোক্খরণী তীরে অবস্থান করিতেছেন। যে সকল শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামক্ষেত্রে আগমন করেন তাঁহারা সকলেই আমাদিগের অতিথি। অতিথি আমাদের সম্মানের যোগ্য। অতিথিকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান করা, পূজা করা, প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য। শ্রমণ গৌতম যখন চম্পায় আসিয়া চম্পা নগরীর সমীপস্থ গগ্‌রা পোক্খরণী তীরে অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি আমাদের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে আমাদের সম্মান করা কর্তব্য, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা, মান্য করা, পূজাকরা, প্রশংসা করা কর্তব্য। এই সকল কারণে মহানুভাব শ্রমণ গৌতম আমাদের দর্শনের জন্য আসা অসমীচীন, আমাদেরই মহানুভাব গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত।

সেই মহানুভাব গৌতমের গুণ প্রশংসা আমি এই পর্যন্ত জানিতেছি কিন্তু তাঁহার গুণ প্রশংসা শুধু এই পরিমাণ নহে, সেই মহানুভাব গৌতমের গুণ প্রশংসা সর্বজ্ঞের দ্বারাও অপ্রমেয়[১]।"

৩০৫। এইরূপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব সোণদণ্ড যেরূপ শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে সেই মহানুভাব গৌতম শতযোজন দূরে অবস্থান করিলেও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র স্কন্ধে পাথেয়পুট বহন করিয়াও তাঁহার দর্শনার্থ যাওয়া উচিত। তাহা হইলে, ভো (ভদন্ত)! আমরা সকলেই শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইব।"

সোণদণ্ড পরিবিতর্ক

৩০৬। অতঃপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বৃহৎ ব্রাহ্মণসংঘের সহিত গগ্‌গরা পোক্খরণীর দিকে চলিলেন।

---

[১]। সেইহেতু উক্ত হইয়াছে যে,

বুদ্ধোপি বুদ্ধস্‌স ভণেয্য বণ্ণং কপ্পম্পি চে অঞ্ঞমভাসমানো,
খীযেথ কপ্পো চিরদীঘমন্তরে বন্নো ন খীযেথ তথাগতস্‌সাতি।

কোন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ অন্য কিছু দেশনা না করিয়া কেবল বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করিতে থাকিলেও সুদীর্ঘ কালান্তরে কল্পক্ষয় হইবে তবুও বুদ্ধের গুণ বর্ণনা অসমাপ্ত থাকিবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৎপর বন প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের মনে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল,– "আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তত্র যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে এইরূপ বলেন,– 'ব্রাহ্মণ! এই প্রশ্ন এরূপে জিজ্ঞাসা করিতে নাই, ইহা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।' তাহা হইলে এই পরিষদ আমাকে (এইরূপ বলিয়া) অবজ্ঞা করিবে,– 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, তিনি শ্রমণ গৌতমকে যথার্থরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ।' এই পরিষদ যাহাকে পরিভব করিবে তাঁহার যশের হ্রাস হইবে, যাঁহার যশের হ্রাস হইবে তাঁহার ভোগেরও হ্রাস হইবে। যশের উপরই আমাদের ভোগ নির্ভর করে।

শ্রমণ গৌতম যদি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আমার উত্তর তাঁহার অনুমোদিত নাও হইতে পারে। তত্র যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে এইরূপ বলেন,– 'ব্রাহ্মণ! এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিতে নাই, উহার উত্তর এইরূপে দিতে হয়।' তাহা হইলে এই পরিষদ (এইরূপ বলিয়া) আমাকে অবজ্ঞা করিবে,– 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, গৌতমের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তিনি তাঁহার অনুমোদন লাভের অক্ষম।' এই পরিষদ যাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে তাঁহার যশের হ্রাস পাইবে, যাঁহার যশের হ্রাস পাইবে তাঁহার ভোগেরও হ্রাস হইবে। যশের উপর আমাদিগের ভোগ নির্ভর করে।

অপর পক্ষে এত সন্নিকটে আসিয়াও আমি গৌতমকে দর্শন না করিয়া ফিরিয়া গেলে ইহারা আমাকে পরিভব পূর্বক বলিবে,– 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, অহঙ্কারী ও ভীত, শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার সাহস তাঁহার নাই; কি হেতু এত সন্নিকটে আসিয়া গৌতমকে দর্শন না করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন? ইহারা যাহাকে পরিভব করিবে তাঁহার যশের হ্রাস পাইবে, যাঁহার যশের হ্রাস হয় তাঁহার ভোগেরও হ্রাস হয়। যশেরই উপর আমাদের ভোগ নির্ভর করে।"

৩০৭। অতঃপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। চম্পার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন; কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন; কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণতঃ হইয়া বসিয়া পড়িলেন; কেহ কেহ নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ মৌনী হইয়া একান্তে বসিয়া পড়িলেন।

৩০৮। সেখানেও ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড এই বিষয় বহুলভাবে মনে মনে পরিবিতর্ক করিয়া উপবিষ্ট হইলেন,– "আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তত্র যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে এইরূপ বলেন,– 'ব্রাহ্মণ! এই প্রশ্ন এরূপে জিজ্ঞাসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে নাই... যশেরই উপর আমাদের ভোগ নির্ভর করে।

শ্রমণ গৌতম যদি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আমার উত্তর তাঁহার অনুমোদিত নাও হইতে পারে। তত্র যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে এইরূপ বলেন,– 'ব্রাহ্মণ! এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিতে নাই, উহার উত্তর এইরূপে দিতে হয়।' তাহা হইলে এই পরিষদ (এইরূপ বলিয়া) আমাকে অবজ্ঞা করিবে, 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ ... যশের উপর আমাদিগের ভোগ নির্ভর করে।

অহো! শ্রমণ গৌতম যদি আমার স্বকীয় আচার্যের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিব।"

ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞপ্তি

৩০৯। তদনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের চিত্তের পরিবিতর্ক অবগত হইয়া তাঁহার এইরূপ মনে হইল,– "এই ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড স্বকীয় চিন্তা দ্বারা মানসিক কষ্টভোগ করিতেছে, আমি ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে তাহার স্বকীয় আচার্যের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ভাল হয়।"

তৎপর ভগবান ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে এইরূপ বলিলেন,– "ব্রাহ্মণ! কতগুলি অঙ্গ (গুণ) যুক্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন? 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে সত্য বলা হইবে, মিথ্যা বলা হইবে না?"

৩১০। অতঃপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের এইরূপ মনে হইল,– "আমার যাহা ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, অভিপ্রার্থনা ছিল, 'অহো! শ্রমণ গৌতম যদি আমার স্বকীয় আচার্যের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিব,' তদনুরূপই শ্রমণ গৌতম আমাকে আমার স্বকীয় আচার্যের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব।"

৩১১। অতঃপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড দেহকে ঋজুভাবে উন্নত করিয়া পরিষদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! পঞ্চাঙ্গে সমন্নাগত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন,' (পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত ব্যক্তি) 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।"

"পঞ্চাঙ্গ কী কী?"

"ভো গৌতম! ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ (১) মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা, বৈয়াকরণিক, কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন।

(৩) অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন।

(৪) শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন।

(৫) পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

"ভো গৌতম! এই পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগতকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। তাদৃশ ব্যক্তিই আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হয়, মিথ্যা হয় না।"

"ব্রাহ্মণ! এই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে হইতে একটা অঙ্গ বাদ দিয়া চারিটা অঙ্গযুক্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা যায় কি? যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?"

"ভো গৌতম! তাহা সম্ভব। এই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে বর্ণকে বাদ দেওয়া যায়। বর্ণ কি করিবে?"

ভো গৌতম! যেহেতু ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ; অক্ষর শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা, বৈয়াকরণিক, কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন। শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন। পণ্ডিত মেধাবী যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

ভো গৌতম! এই চতুরাঙ্গ সমন্নাগতকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য যথার্থ হইবে, মিথ্যা হইবে না।"

৩১২। "ব্রাহ্মণ! এই চতুরাঙ্গ হইতে একটা অঙ্গ বাদ দিয়া তিনটা অঙ্গযুক্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা যায় কি? যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?"

"ভো গৌতম! তাহা সম্ভব! এই চতুরাঙ্গের মধ্যে মন্ত্রকে বাদ দেওয়া যায়। মন্ত্র কি করিবে?

"ভো গৌতম! যেহেতু ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত, ... নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন। পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

ভো গৌতম! এই তিন অঙ্গ সমন্নাগতকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য যথার্থ হইবে, মিথ্যা হইবে না।

"ব্রাহ্মণ! এই তিনটা অঙ্গ হইতে একটা অঙ্গ বাদ দিয়া দুই অঙ্গযুক্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা যায় কি? যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?"

"ভো গৌতম! তাহা সম্ভব। এই তিন অঙ্গের মধ্যে জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, জাতি কি করিবে?

ভো গৌতম! যেহেতু ব্রাহ্মণ শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন। পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

ভো গৌতম! এই দুইটা অঙ্গ সমন্নাগতকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য যথার্থ হইবে, মিথ্যা হইবে না।"

৩১৩। এইরূপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব সোণদণ্ড! এরূপ বলিবেন না। মহানুভাব সোণদণ্ড! এরূপ বলিবেন না। "মহানুভাব সোণদণ্ড বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন। মহানুভাব সোণদণ্ড একান্তই শ্রমণ গৌতমেরই মতবাদ গ্রহণ করিতেছেন।

৩১৪। অতঃপর ভগবান সেই ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "ব্রাহ্মণগণ! যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয়,– 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রাজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এ বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম' তাহা হইলে সোণদণ্ড ক্ষান্ত হউক তোমরাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হও; কিন্তু যদি তোমরা মনে কর 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমকে এ বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ,' তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, সোণদণ্ডই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউক।"

৩১৫। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব গৌতম! আপনি ক্ষান্ত হউন নীরব থাকুন, আমিই তাঁহাদের সহিত ধর্মানুরূপ (কারণানুরূপ) বিচার করিব।"

তৎপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড সেই ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "আপনারা এরূপ বলিবেন না। আপনারা এরূপ বলিবেন না যে সোণদণ্ড বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমের মত গ্রহণ করিতেছেন। আমি বর্ণ কিম্বা মন্ত্র অথবা জাতির প্রত্যাখ্যান করিতেছে না।"

৩১৬। সেই সময় ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের ভাগিনেয় অঙ্গক নামক যুবক সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড সেই ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো (ভদ্রগণ)! আপনারা আমাদের ভাগিনেয় এই যুবক অঙ্গককে দেখিতেছেন?"

"হাঁ, ভো (ভদন্ত)!"

"ভো (ভদ্রগণ)! যুবক অঙ্গক অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। এই পরিষদে বর্ণ বিষয়ে শ্রমণ গৌতম ব্যতীত তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। সে অধ্যায়ক মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা বৈয়াকরণিক, কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন। আমিই তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। অঙ্গক মাতৃ-পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। আমি তাহার মাতা-পিতাকে জানি।

যদি অঙ্গক প্রাণীহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যা কথা বলে ও মাদকদ্রব্য সেবন করেÍ ভো (ভদ্রগণ)! এ স্থলে বর্ণ তার কি করিবে? মন্ত্র এবং জাতি তার কি করিবে? ভদ্রগণ! যখন ব্রাহ্মণ শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন হন এবং পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় হন তখন এই দুই অঙ্গ সমন্নাগত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন। (এই দুই অঙ্গ সমন্নাগত ব্যক্তি) 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।"

শীল-প্রজ্ঞা কথা

৩১৭। "ব্রাহ্মণ! এই দুই অঙ্গ হইতে একাঙ্গ বাদ দিয়া একাঙ্গ সমন্নাগত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কি অভিহিত করা যায়? যাহাতে সে 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?"

"না, ভো গৌতম! তাহা হইতে পারে না।

ভো গৌতম! প্রজ্ঞা শীলদ্বারা প্রক্ষালিত এবং শীল প্রজ্ঞাদ্বারা প্রক্ষালিত। যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল। শীলবান প্রজ্ঞা সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন। শীল ও প্রজ্ঞা জগতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।

ভো গৌতম! যেমন হস্তদ্বারা হস্ত ধৌত হয়, পাদদ্বারা পাদ ধৌত হয়; সেইরূপেই শীল-প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-প্রক্ষালিত শীল। যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল। শীলবান প্রজ্ঞা সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন; শীল ও প্রজ্ঞা জগতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।"

"হে ব্রাহ্মণ! ইহাই বটে, ব্রাহ্মণ! ইহাই বটে, ব্রাহ্মণ! প্রজ্ঞা (চতুর্পারিশুদ্ধি)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শীলদ্বারা প্রক্ষালিত এবং শীল প্রজ্ঞাদ্বারা প্রক্ষালিত। যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল; শীলবান প্রজ্ঞা সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন; শীল এবং প্রজ্ঞা সংসারে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।

হে ব্রাহ্মণ! যেমন হস্তদ্বারা হস্ত ধৌত হয়, পাদদ্বারা পাদ ধৌত হয়, সেইরূপই শীল-প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-প্রক্ষালিত শীল। যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল; শীলবান প্রজ্ঞা সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন; শীল ও প্রজ্ঞা সংসারে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।

৩১৮। ব্রাহ্মণ! সেই শীল কত প্রকার? সেই প্রজ্ঞা কত প্রকার?"

"ভো গৌতম! এই বিষয়ে আমরা মাত্র এই পর্যন্ত জানি। মহানুভাব গৌতমই অনুগ্রহপূর্বক এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করুন?"

"তাহা হইলে ব্রাহ্মণ! শ্রবণ কর, সুষ্ঠু মনোযোগ দাও, আমি বর্ণন করিব।"

"হাঁ, ভো (ভদন্ত)!" বলিয়া ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন।

ভগবান এইরূপ বলিলেনÍ "হে ব্রাহ্মণ! ইহলোকে তথাগতের আবির্ভাব হয়, যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ ... (এ স্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য, তদনুরূপ উক্ত হইয়াছে) ... ব্রাহ্মণ! ভিক্ষু এইরূপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ! ইহাই সেই শীল। ... (তৎপর সেই সামঞ্ঞফল সূত্রের ২১৩ নং হইতে ক্রমে ২৪৯ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য, তদনুরূপই উক্ত হইয়াছে)। ... প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ... দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ... তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ... জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন ... ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা। ... তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।' ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।"

ব্রাহ্মণ! ইহাই সেই প্রজ্ঞা।"

সোণদণ্ডের উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা

৩১৯। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "অতি সুন্দর, ভো গৌতম! অতি মনোহর, ভো গৌতম! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দেখিতে পায়; এইরূপেই মহানুভাব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয়) বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই আমি মহানুভাব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৎপ্রবর্তিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। মহানুভাব গৌতম! আজ হইতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। মহানুভাব গৌতম! ভিক্ষুসংঘের সহিত অনুগ্রহ পূর্বক আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।"

ভগবান মৌন থাকিয়া সম্মতি দান করিলেন।

৩২০। অতঃপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রির অবসানে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় নিবেদন করাইলেন, "ভো গৌতম! সময় আগত, অন্ন প্রস্তুত।"

অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের আলয়ে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করিয়া সন্তৃপ্ত করিলেন।

৩২১। অনন্তর ভগবান ভোজন পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া উপবেশন করিলে পর ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড একখানা নীচ আসন লইয়া (সসম্ভমে) একান্তে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড ভগবানকে এইরূপ বলিলেন (নিবেদন করিলেন),

"ভো গৌতম! আমি পরিষদ মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় মহানুভাব গৌতমকে দেখিয়া যদি আসন হইতে উঠিয়া অভিবাদন করি, তবে সেই পরিষদ কর্তৃক আমি অবজ্ঞাত হইব। পরিষদ যাহাকে অবজ্ঞা করিবে তাহার যশের হ্রাস হইবে, যাহার যশের হ্রাস হইবে তাহার ভোগেরও হ্রাস হইবে। যশ হইতেই আমাদের ভোগ প্রাপ্তি হয়।

ভো গৌতম! পরিষদ মধ্যে আসনোপবিষ্ট হইয়া যদি আমি অঞ্জলি বদ্ধ হই, তাহা হইলে উহা আসন হইতে আমার প্রত্যুত্থানরূপে ধারণ করিবেন।

ভো গৌতম! পরিষদে উপবিষ্ট অবস্থায় যদি আমি শিরোবেষ্টন উন্মোচন করি, মহানুভাব গৌতম! উহা আমার শিরদ্বারা অভিবাদনরূপে ধারণ করিবেন।

ভো গৌতম! আমি যানারূঢ় অবস্থায় মহানুভাব গৌতমকে দেখিয়া যদি যান হইতে অবতরণ পূর্বক আপনাকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্তৃক আমি অবজ্ঞাত হইব। পরিষদ যাহাকে অবজ্ঞা করিবে তাহার যশের হ্রাস হইবে, যাহার যশের হ্রাস হয় তাহার ভোগেরও হ্রাস হয়। যশ হইতেই আমাদের ভোগ প্রাপ্তি ঘটে।

ভো গৌতম! যানারূঢ় অবস্থায় আমি প্রতোদ যষ্টি উন্নয়ন করিলে মহানুভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৌতম! উহা আমার যান হইতে অবতরণ বলিয়া ধারণ করিবেন।

ভো গৌতম! যানারূঢ়াবস্থায় আমি ছত্র (হস্ত?) অবনমিত করিলে মহানুভাব গৌতম! উহা আমার শিরদ্বারা অভিবাদন বলিয়া ধারণ করিবেন।"

৩২২। অনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে ধর্ম কথাদ্বারা[১] কর্ম ও কর্মফলাদি বিবৃত করিয়া দেখাইলেন, ধম্মের মর্মার্থ গ্রহণ করাইলেন, ধর্মাচরণে সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

(চতুর্থ) সোণদণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

[১]। ধম্মিয কথায– ইহলৌকিক ও পারলৌকিকার্থ ধর্ম কথায়। ইহ (প্রত্যক্ষ) জীবনে হিতজনক ও পারলৌকিক জীবনের হিতজনক ধর্মকথা দ্বারা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। কূটদন্ত সূত্র

খানুমতক ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ

৩২৩। আমি এইরূপ শুনিয়াছি :

এক সময় ভগবান মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত মগধরাজ্যে জন হিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে খানুমত নামক মগধের এক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি খাণুমতের সমীপস্থ অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ কূটদন্ত বহুজন-নানাসত্ত্ব সমাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন খাণুমতের আধিপত্য লাভ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক, বিম্বিসার তাঁহাকে সেই স্থানের রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মোত্তর) রূপে (সম্পত্তি) সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ কূটদন্তের মহাযজ্ঞ সজ্জিত হইয়াছিল, আর সপ্তশত বৃষ, সপ্তশত বৎসতর, সপ্তশত বৎসতরী, সপ্তশত ছাগ এবং সপ্তশত মেষ (ও ময়ুর, পক্ষী প্রভৃতিও সপ্তশত) যজ্ঞার্থে যুপকাষ্ঠে নীত হইয়াছিল।

৩২৪। খাণুমত নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিলেন,– "শাক্য কুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে মগধরাজ্যে জন হিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে খাণুমতে আসিয়া অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে,– 'তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মণ্ডল, দেবাখ্যামনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জণযুক্ত, এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে। এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।"

৩২৫। অতঃপর খাণুমত নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খাণুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

৩২৬। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত প্রাসাদোপরি দিবাশয়নে উপগত ছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন খাণুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খাণুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানাভিমুখে যাইতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি মহামাত্যকে আমন্ত্রণ করিলেন,– "অম্যত্যবর! খাণুমতাধিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খাণুমত হইতে বাহির হইয়া অম্বলট্‌ঠিকাভিমুখে দলে দলে কেন যাইতেছে?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২৭। "ভো ভদন্ত! শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে জন হিতার্থে মগধরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে খাণুমতে আসিয়া অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতমের এইরূপ যশোগীত বিস্তৃত হইয়াছে,– 'তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, ...বুদ্ধ, ভগবান।' সেই মহানুভাব গৌতমকে দর্শন করিতে উহারা যাইতেছে।"

৩২৮। অতঃপর ব্রাহ্মণ কূটদন্তের এইরূপ মনে হইল,– "আমি ইহা শুনিয়াছি যে শ্রমণ গৌতম যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পদ, ষোড়শ পরিক্‌খার (উপকরণ) অবগত আছেন। আমি কিন্তু যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পদ, ষোড়শ পরিক্‌খার (উপকরণ) জানি না। অথচ আমি মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক। যদি আমি শ্রমণ গৌতম সমীপে সমুস্থিত হইয়া যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পদ, ষোড়শ পরিক্‌খার (উপকরণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি তবে ভাল হয়।"

৩২৯। তৎপর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ক্ষত্তাকে (ক্ষত্রিয় অমাত্যকে) সম্বোধন করিলেন,– "অমাত্য! তাহা হইলে আপনি খাণুমত নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের নিকট গিয়া বলুন,– 'ব্রাহ্মণ কূটদন্ত আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন'।"

"যে আজ্ঞা ভো।" বলিয়া সেই অমাত্য ব্রাহ্মণ কূটদন্তের আদেশে সম্মত হইয়া যেখানে খাণুমত নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ছিলেন সেইখানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো ভদন্তগণ! অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণ কূটদন্তও শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন।"

কূটদন্ত গুণ কথা

৩৩০। সেই সময় বহুশত ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ কূটদন্তের মহাযজ্ঞ অনুভব করিব' এই উদ্দেশ্যে খাণুমতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ শুনিতে পাইলেন যে কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন।

৩৩১। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ কূটদন্ত সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা সত্য কি?"

"ভদ্রগণ! এইরূপ আমার ইচ্ছা, আমিও শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।"

"মহানুভাব কূটদন্ত! শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন না, যাওয়া উচিত নহে। মহানুভাব কূটদন্ত! যদি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যান তাহা হইলে কূটদন্তের যশের হ্রাস হইবে, শ্রমণ গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। মহানুভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কূটদন্তের যে যশের হ্রাস পাইবে আর শ্রমণ গৌতমের যে যশ বর্ধিত হইবে। এই কারণেও মহানুভাব কূটদন্ত! শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাওয়া উচিত নয়। শ্রমণ গৌতমেরই কূটদন্তের নিকট আগমন করা উচিত।

মহানুভাব কূটদন্ত মাতৃ এবং পিতৃ উভয়পক্ষ ইহতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। এই কারণে মহানুভাব কূটদন্তের শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাওয়া উচিত নহে। শ্রমণ গৌতমেরই মহানুভাব কূটদন্ত সমীপে আগমন করা উচিত।

মহানুভাব কূটদন্ত আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী। ... .

মহানুভাব কূটদন্ত অধ্যায়ক, মন্ত্রধারণ, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা ও বৈয়াকরণিক, কূটতর্কবিদ্যা নিপুন এবং মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন। ... .

মহানুভাব কূটদন্ত অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী ও মহদ্দর্শন। ...

মহানুভাব কূটদন্ত শীলবান, বর্ধিতশীল, বর্ধিতশীল সম্পন্ন।...

মহানুভাব কূটদন্ত কল্যাণ-বাক্ (বাদী), কল্যাণ উদাহারী, গুণপরিপূর্ণ বাক্যে সমন্নাগত; শিষ্ট, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। ...

মহানুভাব কূটদন্ত বহুজনের আচার্য এবং প্রাচার্য, তিনশত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র শিক্ষা দেন! নানাদিকের নানা জনপদ হইতে বহুবিদ্যার্থী মন্ত্রার্থী ও মন্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু হইয়া আপনার নিকট আগমন করে।...

মহানুভাব কূটদন্ত জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, জীবনের শেষ প্রান্তে স্থিত। শ্রমণ গৌতম তরুণ এবং তরুণ প্রব্রজিত। ...

মহানুভাব কূটদন্ত মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। ...

মহানুভাব কূটদন্ত পোক্খরসাতী কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। ... .

মহানুভাব কূটদন্ত বহুজন-নানাসত্ত্ব সমাকীর্ণ এবং তৃণ-কাষ্ঠোদক-ধান্য সম্পন্ন খাণুমত দেশের আধিপত্য লাভ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আপনাকে এই স্থানের রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মোত্তর) রূপে (সম্পত্তি) সমর্পণ করিয়াছেন। মহানুভাব কূটদন্ত যে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার হইতে বহুজন ও নানাসত্ত্ব সমাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠোদক-ধান্য সম্পন্ন খাণুমতের রাজভোগ, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মোত্তর) রূপে (সম্পত্তি) লাভ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। এ কারণেও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ আপনার যাওয়া উচিত নহে। মহানুভাব কূটদন্তের দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমেরই আগমন করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত।"

বুদ্ধগুণ কথা

৩৩২। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত সেই ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ বলিলেন,– "তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার বাক্যও শ্রবণ করুন যে কারণে আমাদের মহানুভাব গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত আর আমাদের দর্শনার্থ গৌতমের আসা সমীচীন নহে।

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। এই কারণেও সেই মহানুভাব গৌতম আমাদের দর্শনের জন্য আসা অসমীচীন, আমাদেরই সেই মহানুভাব শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত।

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম মহাজ্ঞাতিসংঘ পরিত্যাগ পূর্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম ভূমিগত ও বিহায়সস্থ (আকাশস্থ) প্রভূত হিরণ্য-সুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম প্রথম বয়সেই গৃহ হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন যখন তিনি তরুণ, যুবক, সুষ্ঠু কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রযৌবন সম্পন্ন। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম মাতা-পিতা অসম্মত, অশ্রুমুখ ও রোদন পরায়ণ হইলেও কেশশ্মশ্রু অপসারিত করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ...

ভো! মহানুভাব শ্রমণ গৌতম অভিরূপ, দর্শনীয় ও প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী ও মহদ্দর্শন। ...

ভো! মহানুভাব শ্রমণ গৌতম শীলবান, আর্যশীলী, কুশলশীলী, কুশলশীল সম্পন্ন।...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম কল্যাণবাক্ (বাদী), কল্যাণ উদাহারী গুণপরিপূর্ণ বাক্যে সমন্নাগত, শিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম আচার্য এবং আচার্যগণের গুরু। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম ক্ষীণ কামরাগ, বিগত চাপল্য। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, অপাপব্রহ্মজ্ঞ প্রজা তাঁহাকে পুরোবর্তী করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ...

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম উচ্চ, আদি, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত। ... আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। ... দূররাষ্ট্র এবং দূর জনপদ হইতে জনগণ শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আগমন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহস্র সহস্র দেবতা শ্রমণ গৌতমের শরণাগত। ...

তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ যশোগাথা সমুদ্গত হইয়াছে,– তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। ...

শ্রমণ গৌতম দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ যুক্ত। ...

দেব-মানব, প্রব্রজিত, গৃহস্থ যাঁহার সমীপে আগমন করেন তিনি সকলের সহিত 'এহি' স্বাগতবাদী, প্রীত্যালাপকারী, ভ্রুকুটী বিহীন, উত্তানমুখ, পূর্বভাষী। ...

শ্রমণ গৌতম (ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই) চারি পরিষদ কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত ও প্রশংসিত। ... .

বহু দেব ও মনুষ্য শ্রমণ গৌতমের প্রতি অভিপ্রসন্ন। ...

শ্রমণ গৌতম যেই গ্রাম বা নিগমে অবস্থান করেন তথায় অমনুষ্যগণ মানবগণের অনিষ্ট করে না। ...

শ্রমণ গৌতম সংঘ প্রতিষ্ঠাপক, শিষ্যবর্গ সমন্বিত, গণাচার্য এবং তীর্থঙ্করদিগের প্রধানরূপে আখ্যাত। ...

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে কোন উপায়ে যশ অর্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতমের সেরূপে যশ লাভ হয় না। তিনি অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদ দ্বারা যশ অর্জ্জন করেন। ...

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের প্রাণের সহিত আমরণ শরণাগত। ...

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের প্রাণের সহিত আমরণ শরণাগত। ...

ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের প্রাণের সহিত আমরণ শরণাগত। ...

শ্রমণ গৌতম মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক, ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতী কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। ...

শ্রমণ গৌতম খাণুমতে উপনীত হইয়া খাণুমতের সমীপস্থ অম্বলট্ঠীকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামক্ষেত্রে আগমন করেন তাঁহারা সকলেই আমাদের অথিতি। অথিতি আমাদের সম্মানের যোগ্য। অথিতিকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান করা, পূজা করা, প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য। শ্রমণ গৌতম যখন খাণুমতে আসিয়া খাণুমতের সমীপস্থ অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন তখন তিনি আমাদের অথিতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছেন। অথিতিকে আমাদের সম্মান করা কর্তব্য, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা, মান্য করা, পূজা করা, প্রশংসা করা কর্তব্য। এই সকল কারণে মহানুভাব শ্রমণ গৌতম আমাদের দর্শনের জন্য আসা অসমীচীন, আমাদেরই মহানুভাব গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত।

সেই মহানুভাব গৌতমের গুণ প্রশংসা আমি এই পর্যন্ত জানিতেছি, কিন্তু তাঁহার গুণ প্রশংসা শুধু এই পরিমাণ নহে। সেই মহানুভাব গৌতমের প্রশংসা সর্বজ্ঞের দ্বারাও অপ্রমেয়।"

৩৩৩। এইরূপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব কূটদন্ত! যেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন তাহাতে সেই মহানুভাব গৌতম শতযোজন দূরে অবস্থান করিলেও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র স্কন্ধে পাথেয়পুট (পথের সম্বল) বহন করিয়াও তাঁহার দর্শনার্থ যাওয়া উচিত। অতএব, আমরা সকলেই শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইব।"

মহাবিজিত রাজযজ্ঞ কথা

৩৩৪। অতঃপর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত বৃহৎ ব্রাহ্মণসংঘের সহিত অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে ভগবানের সন্নিধানে গমনপূর্বক ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। খাণুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, কেহ বা ভগবানের প্রতি অঞ্জলি প্রণতঃ হইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, কেহ বা মৌনী হইয়া একধারে বসিয়া পড়িলেন।

৩৩৫। একান্তে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছি যে 'শ্রমণ গৌতম ষোড়শ উপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ অবগত আছেন। আমি কিন্তু ষোড়শ উপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ অবগত নহি। আমি মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক। মহানুভাব গৌতম! অনুগ্রহ পূর্বক ষোড়শ উপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ আমাকে উপদেশ করুন।"

৩৩৬। "ব্রাহ্মণ! তাহা হইলে শ্রবণ কর, সুষ্ঠুভাবে চিত্তে স্থান দাও, আমি ভাষণ করিব।"

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত "হাঁ ভো (ভদন্ত)!" বলিয়া ভগবানের বাক্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তখন ভগবান এইরূপ বলিলেন,– "ব্রাহ্মণ! পূর্বকালে মহাবিজিত নামে এক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজা ছিলেন। তিনি আঢ্য মহাধনী ও মহাভোগী ছিলেন। তাঁহার রাজভাণ্ডার প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। অতঃপর রাজা মহাবিজিত নির্জ্জনে একাকী উপবেশন করিলে তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল। 'বিপুল মনুষ্যভোগ আমার অধিকারে, আমি সুবিশাল পৃথিবীমণ্ডল জয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। অতএব আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখদায়ক যদি আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে ভাল হয়।'

৩৩৭। ব্রাহ্মণ! তৎপর রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিলেন,– 'ব্রাহ্মণ! আমি নির্জ্জনে একাকী উপবেশন করিলে, আমার অন্তরে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল যে বিপুল মনুষ্যভোগ আমার অধিকারে, আমি সুবিশাল পৃথিবীমণ্ডল জয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। অতএব আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখদায়ক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভাল হয়। হে ব্রাহ্মণ! আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যাহা দীর্ঘকাল আমার হিত-সুখপ্রদ হয় তাহা আমাকে উপদেশ করুন।'

৩৩৮। হে ব্রাহ্মণ! এইরূপ উক্ত হইলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে এইরূপ বলিলেন,– 'মহানুভাব নৃপতির জনপদ সকণ্টক, স-উৎপীড়ক এবং রাজ্যে গ্রাম-নিগম ও নগর লুণ্ঠনকারী দস্যুর প্রাদুর্ভাব, পথ সমূহ ভয়সঙ্কুল হইয়াছে। মহানুভাব রাজা যদি এই সকণ্টক, স-উৎপীড়ক জনপদ হইতে কর গ্রহণ করেন তবে উহা ধর্মবহির্ভূত হইবে। মহানুভাব রাজা হয়তঃ মনে করিতে পারেন যে এই দস্যুকণ্টক আমি বধ, বন্ধন, হানি, নিন্দা অথবা নির্বাসন দ্বারা উৎপাটিত করিব। কিন্তু এইরূপে ঐ দস্যুকণ্টক সম্যক প্রকারে দূরীভূত হইবে না। হতাবশিষ্টগণ রাজার জনপদে উপদ্রব করিবে। তবে এক উপায় আছে যদ্দ্বারা এই উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। তাহা হইলে মহানুভাব রাজার রাজ্যে কৃষি-গোরক্ষক কর্মে যাহাদের উৎসাহ আছে রাজা তাহাদিগকে বীজ ও অন্ন (কৃষি উপকরণ ও খোরপোষ) দান করুন, একবার দেওয়ায় (অভাব পূরণ) না হইলে পুনরায় দান করুন। বাণিজ্যে যাহাদের উৎসাহ আছে তাহাদিগকে মূলধন দান করুন, একবার দেওয়ায় (অভাব পূরণ) না হইলে পুনরায় দান করুন। রাজকার্যে যাহারা উৎসাহশীল তাহাদিগকে খোরাকী ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয় মত বেতন প্রদান করুন এবং কর্মানুযায়ী পুরস্কার দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন। ঐ সকল মানব স্ব স্ব কর্মে নিরত হইলে আর রাজ্যে উপদ্রব করিবে না। ইহাতে রাজার আয় বৃদ্ধি হইবে, রাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত হইবে; প্রজাবর্গ পরস্পর আনন্দিত চিত্তে বক্ষে পুত্রকন্যা নাচাইয়া উন্মুক্তদ্বার গৃহে নির্ভয়ে বাসের ন্যায় সুখে বিহার করিবে।'

রাজা মহাবিজিত 'হাঁ ভো (ভদন্ত)!' বলিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণের নির্দেশে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিশ্রুত হইয়া রাজ্যের কৃষক-গোরক্ষকদিগকে যথোপযুক্ত পরিমাণে বীজ ও অন্ন (কৃষি উপকরণ ও খোরপোষ) দান করিলেন, বণিকগণকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন দান করিলেন, যাহারা রাজার জনপদে রাজকার্যে উৎসাহশীল তাহাদিগকে খোরাকী ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয় মত বেতন এবং কার্যানুযায়ী যথোপযুক্তভাবে পুরস্কার প্রদান করিলেন। ঐ সকল মানুষ স্ব স্ব কর্মে নিরত হওয়ায় আর রাজ্যে উপদ্রব করিল না। ইহাতে রাজার আয় বৃদ্ধি হইল, ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত হইল; রাজ্যে প্রজাবর্গ পরস্পর আনন্দিত চিত্তে বক্ষে পুত্রকন্যা নাচাইয়া উন্মুক্তদ্বার গৃহে নির্ভয়ে বাসের ন্যায় সুখে বিহার করিতে লাগিল।

হে ব্রাহ্মণ! অতঃপর রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ বলিলেন,– 'ভো (ভদন্ত)! আপনার সংবিধানে আমার রাজ্যের দস্যুকণ্টক উৎপাটিত হইয়াছে, ধন-ধান্যে কোষাগার পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে রাজ্য ক্ষেরযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত, হইয়াছে; প্রজাবর্গ পরস্পর আনন্দিত চিত্তে বক্ষে পুত্রকন্যা নাচাইয়া উন্মুক্তদ্বার গৃহে নির্ভয়ে বাসের ন্যায় সুখে বাস করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ! আমি মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক। যাহা দীর্ঘকাল আমার হিত-সুখপ্রদ হয় আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।'

চারি উপকরণ

৩৩৯। 'মহানুভাব রাজেন্দ্র! তাহা হইলে রাজ্যের নিগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজগণকে আমন্ত্রণ পূর্বক বলুন যে আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান অভিলাষী। যাহা দীর্ঘকাল আমার হিত-সুখপ্রদ হয় তাহা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজের নিগম এবং জনপদের অমাত্য পরিষদবর্গকে ... ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে ... ধনী গৃহস্থগণকে আমন্ত্রণ পূর্বক বলুন যে আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী। যাহা দীর্ঘকাল আমার হিত-সুখপ্রদ হয় তাহা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।'

হে ব্রাহ্মণ! রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণের নির্দেশে সম্মত হইয়া রাজ্যের নিগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজাগণকে, অমাত্য পরিষদবর্গকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে গৃহপতিগণকে আমন্ত্রণ পূর্বক বলিলেন,– 'ভো (ভদ্রগণ)! আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়াছি। যাহা দীর্ঘকাল আমার হিত-সুখপ্রদ হয়, তাহা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।'

'মহানুভাব রাজা! যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, মহারাজের যজ্ঞকাল সমাগত।' এইরূপে এই চারি অনুমতি পক্ষ সেই যজ্ঞের উপকরণ হইল।

অষ্ট উপকরণ

৩৪০। রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গ সমন্নাগত ছিলেন। ১। তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ।

২। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী ও মহদ্দর্শন।

৩। তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত উপকরণ ও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন।

৪। তিনি পরাক্রান্ত, রাজভক্ত আদেশানুবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনাসমন্বিত, স্বীয় যশ-গৌরব দ্বারা যেন শত্রু দহনকারী।

৫। তিনি শ্রদ্ধবান, দায়ক, দানপতি অবারিতদ্বার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দরিদ্র যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস, তিনি পুণ্যকর্মকারী।

৬। তিনি সর্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত।

৭। তিনি ভাষিতের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ বলিয়া জানিতেন।

৮। তিনি পণ্ডিত, নিপুণ মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমনের চিন্তা করণে সক্ষম।

রাজা মহাবিজিত এই অষ্টাঙ্গ যুক্ত ছিলেন। এই অষ্টাঙ্গও সেই যজ্ঞের উপকরণ হইল।

চারি উপকরণ

৩৪১। পুরোহিত ব্রাহ্মণও চতুরাঙ্গ সমন্নাগত ছিলেন। ১। তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ।

২। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা ও বৈয়াকরণিক, কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন।

৩। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন।

৪। তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ এই চতুরাঙ্গ সমন্নাগত ছিলেন। এই চতুরাঙ্গও সেই যজ্ঞের উপকরণ হইল।

ত্রিবিধ বিধা

৩৪২। হে ব্রাহ্মণ! পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্বেই ত্রিবিধ বিধা (বিধি) বিবৃতি করিলেন,–

১। মহাযজ্ঞ করণেচ্ছু মহারাজের হয়তঃ 'আমার বিপুল ধনরাশি ব্যায়িত হইবে' বলিয়া কোন প্রকার বিপ্রতিসার উৎপন্ন হইতে পারে। মহানুভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজেন্দ্রের তেমন বিপ্রতিসার আনয়ন করা অকর্তব্য।

২। মহানুভাব রাজেন্দ্রের মহাযজ্ঞ সম্পাদনের সময় হয়তঃ 'আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইতেছে' বলিয়াও কোন প্রকার বিপ্রতিসার উৎপন্ন হইতে পারে। মহানুভাব রাজার তেমন বিপ্রতিসার পোষণ করা অকর্তব্য হইবে।

৩। মহাযজ্ঞ সম্পাদনান্তেও রাজেন্দ্রের হয়তঃ 'আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইয়াছে' বলিয়া কোন প্রকার বিপ্রতিসার হইতে পারে। তখনও মহানুভাব রাজার ধন ব্যয় হেতু বিপ্রতিসার আনয়ন করা অকর্তব্য হইবে।

হে ব্রাহ্মণ! পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পুর্বেই রাজা মহাবিজিতকে এই ত্রিবিধ বিধা বিবৃতি করিলেন।

দশ আকার

৩৪৩। ব্রাহ্মণ! তৎপর পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্বেই রাজা মহাবিজিতের দান গ্রহণ (প্রতিগ্রাহক) কারীদের দ্বারা যে দশ কারণে চিত্তে বিপ্রতিসার উৎপন্ন হইতে পারে তাহাও বিনোদন করিলেন,–

১। মহোদয়ের যজ্ঞে প্রাণীহত্যাকারী ব্যক্তিগণও আসিবে, প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রাণীহত্যাকারী সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় দান করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় অন্তরে চিত্তই প্রসন্ন করিবেন।

২। মহোদয়ের যজ্ঞে অদত্তগ্রহণকারী ব্যক্তিগণও আসিবে, অদত্তগ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা অদত্তগ্রাহী সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা অদত্তগ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় অন্তরে প্রসন্নতা আনিবেন।

৩। মহোদয়ের যজ্ঞে কামসমূহে মিথ্যাচারী ব্যক্তিগণও আসিবে, কামসমূহের মিথ্যাচার হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা কামসমূহের মিথ্যাচারী সেই পাপ দ্বারা তাহাদের দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা কামসমূহে মিথ্যাচার হইতে সম্পূর্ণ বিরত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, হৃদয়াভ্যান্তরে প্রসন্নতা আনায়ন করিবেন।

৪। মহোদয়ের যজ্ঞে মিথ্যাবাদী ব্যক্তিগণও আসিবে, মিথ্যাভাষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে উহাদের মধ্যে যাহারা মিথ্যাবাদী সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা মিথ্যাভাষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, হৃদয়াভ্যান্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

৫। মহোদয়ের যজ্ঞে পিশুনবাদী ব্যক্তিগণও আসিবে, পিশুনবাচন হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে উহাদের মধ্যে যাহারা পিশুনবাদী সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা পিশুনবাচন হইতে সম্পূর্ণ বিরত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় হৃদয়াভ্যান্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

৬। মহোদয়ের যজ্ঞে পরুষভাষী ব্যক্তিগণও আসিবে, পরুষবাচন হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে উহাদের মধ্যে যাহারা মিথ্যাবাদী সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা পরুষবাচন হইতে সম্পূর্ণ বিরত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় হৃদয়াভ্যান্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

৭। মহোদয়ের যজ্ঞে সম্প্রলাপী ব্যক্তিগণও আসিবে, সম্প্রলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত ব্যক্তিগণও আসিবে উহাদের মধ্যে যাহারা সম্প্রলাপী সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা সম্প্রলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয় যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় হৃদয়াভ্যান্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

৮। মহোদয়ের যজ্ঞে লোভী ব্যক্তিগণও আসিবে, নির্লোভী ব্যক্তিগণও আসিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা লোভী সেই পাপ দ্বারা তাহাদের দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা নির্লোভী মহোদয়! তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

৯। মহোদয়ের যজ্ঞে ব্যাপন্ন চিত্ত ব্যক্তিগণও আসিবে, অব্যাপন্ন চিত্ত ব্যক্তিগণও আসিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা ব্যাপন্ন চিত্ত সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা অব্যাপন্ন চিত্ত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহোদয়! যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

১০। মহোদয়ের যজ্ঞে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও আসিবে, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও আগমন করিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন সেই পাপ দ্বারা তাহাদেরই দুঃখ বিপাক হইবে, যাহারা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন মহোদয়! তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই যজন করিবেন, বিসর্জ্জন করিবেন, মোদিত হইবেন, স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবেন।

হে ব্রাহ্মণ! এইরূপে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্বেই রাজা মহাবিজিতের দান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহীতাদিগের দ্বারা যে দশ কারণে চিত্তে বিপ্রতিসার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা বিনোদন করিলেন।

ষোড়শাকার

৩৪৪। ব্রাহ্মণ! অতঃপর পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতের মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের সময় তাঁহার চিত্ত ষোড়শ প্রকারে সমুপদৃষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিয়া বলিলেন,–

১। মহানুভাব রাজার যজ্ঞানুষ্ঠান কালে কেহ হয়তঃ বলিত যে রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজাগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই অথচ মহামান্য রাজা এইরূপ মহাযজ্ঞ করিতেছেন। মহানুভাব রাজার এইরূপ ধর্মতঃ বক্তা নাই, যেহেতু তিনি নিগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মহানুভাব রাজা! ইহাও অবগত হইয়া যজন করুন, বিসর্জ্জন করুন, মোদিত হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।

২। মহানুভাব রাজার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কালে কেহ হয়তঃ বলিত যে রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিগম এবং জনপদ হইতে অমাত্য পরিষদবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। ...

৩। ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। ...

৪। ধনী গৃহপতিগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, অথচ মহামান্য রাজা এইরূপ মহাযজ্ঞ করিতেছেন। মহানুভাব রাজার এইরূপ ধর্মতঃ বক্তা নাই, যেহেতু তিনি গৃহতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মহানুভাব রাজা! ইহাও অবগত হইয়া যজন করুন, বিসর্জ্জন করুন, মোদিত হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।

৫। মহানুভাব রাজার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কালে হয়তঃ কেহ বলিত,– রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত নহেন, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত নহেন, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ নহেন, অথচ তিনি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। মহানুভাব রাজাকে ধর্মতঃ কেহ এইরূপ বলিতে পারে না, যেহেতু মহানুভাব রাজা মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। মহানুভাব রাজা! ইহাও অবগত হইয়া যজন করুন, বিসর্জ্জন করুন, আমোদিত হউন, হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করুন।

৬। মহানুভাব রাজার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কালে কেহ হয়তঃ বলিত,– রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন নহেন। ...

৭। তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত উপকরণ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন নহেন। ...

৮। তিনি পরাক্রান্ত রাজভক্ত, আদেশানুবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনাসমন্বিত, স্বীয় যশ-গৌরব দ্বারা শত্রু দহনকারী নহেন। ...

৯। তিনি শ্রদ্ধাবান দায়ক, দানপতি, অবারিতদ্বার শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, নিস্ব-দরিদ্র-যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস এবং পুণ্য কর্মকারী নহেন। ...

১০। তিনি সর্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত নহেন। ...

১১। তিনি 'এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ' এইরূপ ভাষিতের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন নহেন। ...

১২। তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম নহেন, অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। মহানুভাব রাজাকে ধর্মতঃ কেহ এইরূপ বলিতে পারে না, যেহেতু মহানুভাব রাজা পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম। মহানুভাব রাজা! ইহাও অবগত হইয়া যজন করুন, বিসর্জ্জন করুন, আমোদিত হউন, হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করুন।

১৩। মহানুভাব রাজার যজ্ঞানুষ্ঠান কালে কেহ হয়তঃ বলিত,– রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ নহেন, অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। মহানুভাব রাজাকে কেহ ধর্মতঃ এইরূপ বলিতে পারে না, যেহেতু মহানুভাব রাজার পুরোহিত মাতৃ ও পিতৃ উভয়পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। মহানুভাব রাজা! ইহাও অবগত হইয়া যজন করুন, বিসর্জ্জন করুন, আমোদিত হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।

১৪। মহানুভাব রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান কালে কেহ হয়তঃ বলিত যে রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ অধ্যায়ক ও মন্ত্রধারক নহেন, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী নহেন, পদ-কর্তা ও বৈয়াকরণিক নহেন, কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন নহেন। ...

১৫। তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীল সম্পন্ন নহেন। ...

১৬। তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় নহেন, অথচ তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। মহানুভাব রাজাকে কেহ ধর্মতঃ এইরূপ বলিতে পারে না। যেহেতু মহানুভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। মহানুভাব রাজা! ইহাও অবগত হইয়া যজন করুন, বিসর্জ্জন করুন, আমোদিত হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।

ব্রাহ্মণ! এইরূপে পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতের মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের সময় তাঁহার চিত্ত ষোড়শ প্রকারে সমুপদৃষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিলেন।

৩৪৫। হে ব্রাহ্মণ! সেই যজ্ঞে গো হনন হইল না, অজ ও মেষ হনন হইল না, কুক্কুট ও শূকরের প্রাণ বিনাশ হইল না, নানাবিধ প্রাণীর জীবন নষ্ট হইল না, যুপকাষ্ঠের জন্য বৃক্ষছিন্ন হইল না, যজ্ঞ-তৃণার্থে দর্ভ-কর্তিত হইল না। তাঁহার যাহারা দাস[১] বা প্রেষ্য[২] বা কর্মকারক ছিল তাহারাও দণ্ড তর্জ্জিত ও ভয় তর্জ্জিত হইয়া অশ্রুমুখে রোদন পরায়ণ হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইল না। যাহারা ইচ্ছুক তাহারাই কর্ম করিল, যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা করিল না। যাহাদের যে কর্মে প্রবৃত্তি তাহারা তাহাই করিল, যাহাতে অপ্রবৃত্তি তাহা করিল না। ঘৃত, তৈল, নবনীত-দধি-মধু-গুড় দ্বারা সেই যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল।

৩৪৬। হে ব্রাহ্মণ! তৎপর নিগম ও জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজাগণ অমাত্য পরিষদবর্গ, ব্রাহ্মণ মহাশালগণ এবং সম্ভ্রান্ত গৃহপতিগণ প্রভূত ধনসম্পত্তি লইয়া রাজা মহাবিজিত-সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন,– 'দেব! প্রভূত এই ধনসম্পত্তি দেবোদ্দেশে আনিত হইয়াছে। দেব! এই সমুদয় গ্রহণ করুন।'

'ভো (মহোদয়গণ)! নিষ্প্রয়োজন। আমার ধর্মোপাজ্জিত বহু অর্থ আছে। আপনাদের ধন আপনাদেরই হউক, এই স্থান হইতে আপনারা আরো গ্রহণ করুন।'

রাজা ধন গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারা একপার্শ্বে গিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন,– 'এই ধনরাশি আমাদের পুনরায় গৃহে লইয়া যাওয়া উপযুক্ত হইবে না। রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অনুরাগী হইব।'

৩৪৭। হে ব্রাহ্মণ! তৎপর যজ্ঞবাটের পূর্বদিকে নিগম এবং জনপদ ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজাগণ ... ...আপনাদের দানযজ্ঞ স্থাপিত করিলেন। দক্ষিণে অমাত্য পরিষদবর্গ, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ মহাশালগণ এবং উত্তরদিকে সম্ভ্রান্ত গৃহপতিগণ আপন আপন দানযজ্ঞ স্থাপিত করিলেন।

ব্রাহ্মণ! সেই সকল যজ্ঞেও গো হনন হইল না, অজ ও মেষ হনন হইল না, কুক্কুট ও শূকরের প্রাণ বিনাশ হইল না, নানাবিধ প্রাণীর জীবন নষ্ট হইল না,

---

[১]। দাসীর গর্ভজাত গৃহস্থিত দাসগণ।

[২]। প্রেষ্য—যাহারা অগ্রিম ধন গ্রহণপূর্বক কাজ করিতেছে তাহারা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যূপকাষ্ঠের জন্য বৃক্ষছিন্ন হইল না, যজ্ঞতৃণার্থে দর্ভ-কর্তিক হইল না। তাঁহাদের যাহারা দাস বা প্রেস্য অথবা কর্মকারক ছিল তাহারাও দণ্ডতর্জ্জিত ও ভয়তর্জ্জিত হইয়া অশ্রুমুখে রোদন পরায়ণ হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইল না। যাহারা ইচ্ছুক তাহারাই কর্ম করিল, যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা করিল না। যাহাদের যে কর্মে প্রবৃত্তি তাহারা তাহাই করিল, যাহাতে অপ্রবৃত্তি তাহা করিল না। ঘৃত, তৈল, নবনীত-দধি-মধু-গুড় দ্বারা তাহাদের সেই যজ্ঞপরিসমাপ্ত হইল।

এইরূপে চারি অনুমতি পক্ষ, রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গযুক্ত, পুরোহিত ব্রাহ্মণ চারি অঙ্গযুক্ত এবং ত্রিবিধ বিধা। হে ব্রাহ্মণ! ইহাকেই বলে ষড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ।"

৩৪৮। এইরূপ কথিত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ উন্নাদ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে লাগিলেন,– "অহো যজ্ঞ! অহো যজ্ঞসম্পদ !!" কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মৌনভাবেই উপবিষ্ট রহিলেন।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব কূটদন্ত! আপনি শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বিষয় সুভাষিত বলিয়া কেন অনুমোদন করিতেছেন না?"

"ভো (ভদ্রগণ)! আমি যে শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বাক্য অনুমোদন করিতেছি না তাহা নহে। যে শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বিষয় সুভাষিত বলিয়া অনুমোদন না করিবে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। ভো (ভদ্রগণ)! আমার এইরূপ মনে হইতেছে,– "শ্রমণ গৌতম বলিতেছেন না যে আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি অথবা এইরূপ হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন যে তখন এইরূপ ছিল, ঐ সময় উহাই ছিল।" ইহাতে আমার মনে হইতেছে,– "শ্রমণ গৌতম নিশ্চয় ঐসময় যজ্ঞস্বামী রাজা মহাবিজিত ছিলেন অথবা সেই যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইরূপ যজ্ঞের কারক কিম্বা কারয়িতা মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন ইহা কি মহানুভাব গৌতমের স্বকীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান?"

"হে ব্রাহ্মণ! এইরূপ যজ্ঞের কারক এবং কারয়িতা মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় ইহা আমার অভিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞান। ব্রাহ্মণ! আমি সেই সময় সেই যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলাম।"

নিত্য দানানুকুল যজ্ঞ

৩৪৯। "ভো গৌতম! অন্য কোন এমন যজ্ঞ আছে কি যা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর অন্য যজ্ঞ আছে।"

"ভো গৌতম! সেই যজ্ঞ কি প্রকার যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! যে সমুদয় নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ[১] শীলবান প্রব্রজিত উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। উহা ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর।"

"ভো গৌতম! সুশীল প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে নিত্য প্রদত্ত অনুকূল দানযজ্ঞ যে এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর তাহার হেতু কি, প্রত্যয় কি?"

"ব্রাহ্মণ! যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হৎ মার্গারূঢ় তাঁহারা এবম্বিধ যজ্ঞে উপস্থিত হন না। তাহার কারণ কি? ব্রাহ্মণ! ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয়, গলগ্রহও দৃষ্ট হয়। সেই হেতু যাঁহারা অর্হৎ বা অর্হৎ মার্গারূঢ় তাঁহারা এবম্বিধ যজ্ঞে উপস্থিত হন না। সুশীল প্রব্রজিতগণের উদ্দেশ্যে নিত্য যে সমুদয় দান দেওয়া হয় সেই সমুদয় অনুকূল দানযজ্ঞে অর্হৎ অথবা অর্হৎ মার্গারূঢ় ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয় না, গলগ্রহও দৃষ্ট হয় না সেই হেতু অর্হৎ অথবা অর্হৎ মার্গারূঢ় ব্যক্তিগণ ঐরূপ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ! এই নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর হইবার ইহাই তাহার হেতু, ইহাই প্রত্যয়।"

৩৫০। "ভো গৌতম! আর অন্য কোন এমন যজ্ঞ আছে কি যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্পদ এবং এই নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! অন্য যজ্ঞও আছে যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ এবং এই নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর।"

"ভো গৌতম! সেই যজ্ঞ কি প্রকার যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ... এবং নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ... মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! চতুর্দিকস্থ সংঘের উদ্দেশ্যে যে বিহার নির্মাণ করা হয় এই

---

[১]। অনুকূল যঞ্ঞানি—অনুকূল যজ্ঞসমূহ। পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং পরে বংশপরম্পরায় প্রচলিত দান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিহারদানযজ্ঞ ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ এবং নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর।"

৩৫১। "ভো গৌতম! আর অন্য কোন এমন যজ্ঞ আছে কি যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ... অনুকূল যজ্ঞ ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! অন্য যজ্ঞও আছে যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ... অনুকূল যজ্ঞ ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় ... মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"ভো গৌতম! সেই যজ্ঞ কি প্রকার যাহা এই ষোড়শোপকরণ ... অনুকূল যজ্ঞ ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় ... মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! প্রসন্নচিত্তে যে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে, ধর্মের শরণ গ্রহণ করে, সংঘের শরণ গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ! এই ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ এই ষোড়শোপকরণ ... অনুকূল যজ্ঞ ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় ... মহাপ্রভাবতর।"

৩৫২। "ভো গৌতম! অন্য কোন এমন যজ্ঞ আর আছে কি যাহা এই ষোড়শোপকরণ ... অনুকূল যজ্ঞ ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ ... ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় ... মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! অন্য যজ্ঞও আছে যাহা এই ষোড়শোপকরণ ... অনুকূলযজ্ঞ ... ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ... মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর।"

"ভো গৌতম! সেই যজ্ঞ কি প্রকার যাহা এই ষোড়শোপকরণ ... অনুকূল যজ্ঞ ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ ... ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয়...মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! প্রসন্নচিত্তে যে শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি, কামসমূহে মিথ্যাচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ (মিথ্যাকথা) হইতে বিরতি, সুরা-মৈরেয়-মদ্য প্রভৃতি প্রমাদের হেতু হইতে বিরতি ভাব গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ! এই শিক্ষাপদ সমূহ পালনরূপ যজ্ঞ, ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ, নিত্য দানরূপ অনুকূল যজ্ঞ, বিহারদানরূপ যজ্ঞ, ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর।"

৩৫৩। "ভো গৌতম! এমন আর কোন যজ্ঞ আছে কি যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ, ... অনুকূল যজ্ঞ, ... বিহারদানরূপ যজ্ঞ, ... ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ ও এই পঞ্চ শিক্ষাপদ পালনরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?

"হে ব্রাহ্মণ! অন্য যজ্ঞও আছে যাহা এই ষোড়শোপকরণ ... অনুকূল যজ্ঞ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিহারদানরূপ যজ্ঞ, ত্রিশরণ গমনরূপ যজ্ঞ এবং পঞ্চ শিক্ষাপদ পালনরূপ যজ্ঞ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ... মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর।"

"ভো গৌতম! সেই যজ্ঞ কি প্রকার যাহা এই ষোড়শোপকরণ সম্পন্ন ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর?"

"হে ব্রাহ্মণ! তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন ... (এস্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... ব্রাহ্মণ! ভিক্ষু এইরূপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ... (তৎপর সেই সামঞ্ঞফল সূত্রের ২১৩ নং হইতে ২২৭ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য)...প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। হে ব্রাহ্মণ! এই প্রথম ধ্যানরূপ যজ্ঞ পূর্বোক্ত যজ্ঞ সমূহ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর। ... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। ... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ! এই চতুর্থ ধ্যানযজ্ঞ পূর্বোক্ত যজ্ঞ সমূহ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর। (এইরূপে সামঞ্ঞফল সূত্রের ২২৮ নং হইতে ২৩৩ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য)। তৎপর জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। ... (তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ২৩৪ নং হইতে ২৪৯ নং পর্যন্ত উক্ত বিষয়ের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।' হে ব্রাহ্মণ! এই আসবক্ষয় যজ্ঞ পূর্বোক্ত যজ্ঞ সমূহ হইতে অল্পব্যয় সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরতর এবং মহৎফল ও মহাপ্রভাবতর। ব্রাহ্মণ! এই যজ্ঞসম্পদ হইতে উন্নততর ও উত্তমতর যজ্ঞসম্পদ আর নাই।"

কূটদন্তের উপাসকত্ব প্রতিজ্ঞাপনা

৩৫৪। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "অতি সুন্দর, ভো গৌতম! অতি মনোহর, ভো গৌতম! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুমান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখিতে পায়; এইরূপেই মহানুভাব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয়) বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই আমি মহানুভাব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। মহানুভাব গৌতম! আজ হইতে আমাকে আমরণ শরণাগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।

ভো গৌতম! আমি এই সপ্তশত বৃষভ, সপ্তশত বৎসতর, সপ্তশত বৎসতরী, সপ্তশত অজ, সপ্তশত মেষ (ও ময়ূরপক্ষী প্রভৃতিও সপ্তশত সপ্তশত) মুক্ত করিতেছি, তাহাদের জীবন দান দিতেছি। তাহারা হরিৎ তৃণ ভক্ষণ করুক, শীতল বারি পান করুক, স্নিগ্ধবায়ু তাদের জন্য প্রবাহিত হউক।"

স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়া

৩৫৫। অতঃপর ভগবান ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন, যথা– দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কামসমূহের দোষের কথা, নীচতার কথা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের মাহাত্ম প্রকাশ করিলেন। ভগবান যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত কল্যাণ চিত্ত, মৃদু চিত্ত, বিনীবরণ চিত্ত, উদগ্র চিত্ত, প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের অনুত্তর ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন,– "দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, উহার নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়।"

যেমন শুদ্ধ নির্মল বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে সেইরূপ ব্রাহ্মণ কূটদন্তের সেই আসনেই বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল। "যাহা কিছু উৎপত্তি স্বভাববিশিষ্ট তৎসমুদয়ই নিরোধ স্বভাব সম্পন্ন।"

৩৫৬। অতঃপর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত-ধর্ম, অন্তঃপ্রবিষ্ট (সুদৃঢ়) ধর্ম হইয়া বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইলেন এবং ভগবৎ শাসনে বৈশারদ্য প্রাপ্ত ও অপর প্রত্যয় হইয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "মহানুভাব গৌতম! ভিক্ষুসংঘের সহিত অনুগ্রহপূর্বক আগামী কল্য আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।"

ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩৫৭। অতঃপর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি অবসানে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত স্বীয় যজ্ঞবাটে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জানাইলেন,– "ভো গৌতম! সময় হইয়াছে, ভোজন প্রস্তুত।"

৩৫৮। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত ব্রাহ্মণ কূটদন্তের যজ্ঞবাটে গমন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করিয়া তৃপ্ত করিলেন।

অনন্তর ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত নিু আসন গ্রহণপূর্বক (সসম্ভ্রমে) একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে ভগবান ধর্মকথা দ্বারা সমুপদৃষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

(পঞ্চম) কূটদন্ত সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। মহালি সূত্র

ব্রাহ্মণদূত উপাখ্যান

৩৫৯। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান বৈশালী[১] সমীপে মহাবনের কূটাগার শালায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে কোশল এবং মগধ হইতে আগত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণদূত আবশ্যকীয় কার্যোপলক্ষে বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণদূতগণ শ্রবণ করিলেন,– "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম বৈশালী সমীপে মহাবনের কূটাগার শালায় অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে যে তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব-মানবগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মণ্ডল, দেবখ্যা-মনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে।" এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করাও উত্তম।

৩৬০। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণদূতগণ মহাবনের কূটাগার শালায় গমন করিলেন।

সেই সময় আয়ুষ্মান নাগিত ভগবানের উপস্থাপক (সেবক) ছিলেন। ব্রাহ্মণদূতগণ আয়ুষ্মান নাগিত-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো নাগিত! মহানুভাব গৌতম এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা সেই মহানুভাব গৌতমের দর্শনকামী।"

"বন্ধুগণ (আবুসো)! ভগবান দর্শনের এখন উপযুক্ত সময় নয়। তিনি এক্ষণে ধ্যানে নিবিষ্ট আছেন।"

সেই ব্রাহ্মণদূতগণ "মহানুভাব গৌতমকে দর্শন করিয়া তবে যাইব" এইরূপ স্থির করিয়া সেই স্থানেই একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

ওট্ঠদ্ধ লিচ্ছবী উপাখ্যান

৩৬১। লিচ্ছবী ওট্ঠদ্ধ[২] বৃহৎ লিচ্ছবী পরিষদের সহিত মহাবনের কূটাগার

---

[১]। বিশালীভূত (বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ) বলিয়া বৈশালী নামে খ্যাত হয়। বুদ্ধের সময়ে বৈশালী বৃজি বা লিচ্ছবীগণের আবাসভূমি ও প্রধান নগরী ছিল। বেসার এবং মজঃফরপুরের কিয়দংশ লইয়াই প্রাচীন বৈশালীর ভৌগলিক অবস্থান।

[২]। ইহার পিতৃমাতৃ প্রদত্ত নাম মহালি। ওষ্ঠে দন্ত আচ্ছাদিত হইত না বলিয়া তাঁহাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শালায় আয়ুষ্মান নাগিত-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে নাগিত! ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনকামী।"

"মহালি! ভগবান-দর্শনের এখন উপযুক্ত সময় নহে। তিনি ধ্যানস্থ আছেন।"

লিচ্ছবী ওট্‌ঠদ্ধও "ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তবে যাইব" এইরূপ মনে করিয়া সেই স্থানেই একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩৬২। অনন্তর শ্রমণোদ্দেশ সিংহ[১] আয়ুষ্মান নাগিত-সমীপে গমন করে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এইরূপ নিবেদন করিলেন,– "ভন্তে কশ্যপ[২]! কোশল এবং মগধের এই সকল ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। ওট্‌ঠদ্ধ লিচ্ছবীও বৃহৎ লিচ্ছবী পরিষদের সহিত সেই উদ্দেশ্যে আগত। ভন্তে কশ্যপ! ভগবানের দর্শন লাভ এই জনতার আনন্দের বিষয় হইবে।"

"তাহা হইলে, সিংহ! তুমিই ভগবান-সমীপে এই বিষয় জ্ঞাপন কর।"

"হাঁ ভন্তে!" বলিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতের আদেশে সম্মত হইয়া ভগবান-সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভগবান-সমীপে এইরূপ নিবেদন করিলেন,– "ভন্তে! কোশল এবং মগধের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। লিচ্ছবী ওট্‌ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবী পরিষদের সহিত সেই উদ্দেশ্যে এই স্থানে আগত। ভন্তে! এই জনতা ভগবানের দর্শন লাভ করিলে ভাল হয়।"

"তাহা হইলে, সিংহ! বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত কর।"

"হাঁ ভন্তে!" বলিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ ভগবানের আদেশে সম্মত হইয়া বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত করিলেন।

৩৬৩। অতঃপর ভগবান বিহার হইতে বাহির হইয়া বিহারের ছায়ায় প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর কোশল ও মগধের ব্রাহ্মণদূতগণ ভগবান-সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

লিচ্ছবী ওট্‌ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবী স্বীয় পরিষদের সহিত ভগবান-সমীপে

ওট্‌ঠদ্ধ বলা হইয়াছে।

[১]। আয়ুষ্মান নাগিতের ভাগিনা সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজিত হইয়া শাসনে নিযুক্ত হওয়ায় নির্ভীক হইয়াছিলেন। উপাধ্যায়ের সহিত ভগবানের সেবা করিতেন।

[২]। ইহা আয়ুষ্মান নাগিতের গোত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

৩৬৪। এইরূপে উপবেশন করে লিচ্ছবী ওট্‌ঠদ্ধ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! কতিপয় দিবস পূর্বে লিচ্ছবীবংশীয় সুনক্ষত্র[১] আমার নিকট আসিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,– 'মহালি! ইতিপূর্বে যখন আমি তিন বৎসর কাল ভগবানের আশ্রয়ে ছিলাম (তখন) আমি দিব্যরূপ দেখিতে পাইতাম যাহা প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর; কিন্তু প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ শুনিতে পাইতাম না।' ভন্তে! প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি সুনক্ষত্র উহা শুনিতে পান নাই অথবা উহার কি অস্থিত্ব নাই?"

একাংশ ভাবিত সমাধি

৩৬৫। "মহালি! প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও লিচ্ছবীপুত্র সুনক্ষত্র উহা শুনিতে পায় নাই। উহার অস্তিত্বের অভাবে যে শুনিতে পায় নাই, তাহা নহে।"

"ভন্তে! প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে সুনক্ষত্র লিচ্ছবীপুত্র উহা শুনিতে পান নাই তাহার হেতু কি? প্রত্যয় কি?"

৩৬৬। "মহালি! এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষুর সমাধি একাংশ (একাঙ্গ) ভাবিত হয় পূর্বদিকের প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ; কিন্তু প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ সমাধি ভাবিত হয় না। সে পূর্বদিকের কেবল প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ একাঙ্গ ভাবনা করে, ঐরূপ দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ নহে। অতএব সমাধি একাংশ ভাবনায় নিবিষ্ট

---

[১]। লিচ্ছবী পুত্র (বংশীয়) সুনক্ষত্র ভগবৎ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া ভগবানের পাত্র-চীবর গ্রহণ করতঃ তিন বৎসর তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। দিব্যচক্ষু লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান তাঁহাকে দিব্যচক্ষু লাভের উপায় বলিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনোহর দিব্যরূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া পড়েন। দেবতাদের কথাবার্তাও শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানের নিকট দিব্যশ্রোত্র লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ইহজন্মে তাঁহার দিব্যশ্রোত্র লাভ ঘটিবে না বলিয়া ভগবান তাঁহাকে দিব্যশ্রোত্র লাভের উপায় বলেন নাই। তিনি পূর্বজন্মে জনৈক সুশীল ভিক্ষুর কর্ণে আঘাত দিয়া তাঁহাকে বধির করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু ইহজন্মে তাঁহার দিব্যশ্রোত্র লাভ হইবে না। ভগবান দিব্যশ্রোত্র লাভের উপায় না বলায় সুনক্ষত্র মনে করিলেন আমিও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, সব বিষয় আয়ত্ব করিয়া বুদ্ধ হইব বলিয়াই তিনি উপায় শিক্ষা দিলেন না। তখন সুনক্ষত্র ক্রোধভরে বুদ্ধশাসন ত্যাগ করিয়া গৃহী হন এবং ক্ষত্রিয় কোরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রোধ উৎপত্তির ক্ষণেই তাঁহার ধ্যানচ্যুতি ঘটে। দিব্যচক্ষু জ্ঞানও হারাইয়া ফেলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হওয়ায় সে (সঙ্কল্পানুযায়ী) পূর্বদিকের কেবল প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শন করে; দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণ করে না। উহার কারণ? মহালি! যেহেতু সেই ভিক্ষুর কেবল পূর্বদিকের প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থই সমাধি একাংশ ভাবিত হইয়াছে, দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ সমাধি ভাবিত হয় নাই।

৩৬৭। পুনশ্চ, মহালি! কোন ভিক্ষুর সমাধি একাংশ ভাবিত হয় দক্ষিণদিকের ... পশ্চিমদিকের ... উত্তরদিকের ... ঊর্ধ্ব ... অধঃ ... বিদিকের ... প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ; কিন্তু প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ সমাধি ভাবিত হয় না। সে বিদিকের কেবল প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ সমাধি একাংশ ভাবনায় আত্মনিয়োগ করায় (সঙ্কল্পানুযায়ী) বিদিকের প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যরূপ সমূহ দর্শন করে; দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণ করে না। উহার কারণ? মহলি! যেহেতু সেই ভিক্ষুর বিদিকের প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থই সমাধি একাংশ ভাবিত হইয়াছে: দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ সমাধি ভাবিত হয় নাই।

৩৬৮। মহালি! এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষুর সমাধি একাংশ ভাবিত হয় পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ; কিন্তু দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ সমাধি ভাবিত হয় না। সে পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ সমাধি একাংশ ভাবনায় নিবিষ্ট হওয়ায় (সঙ্কল্পানুযায়ী) পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণ করে; দিব্যরূপ সমূহ দর্শন করে না। উহার কারণ? মহালি! যেহেতু সেই ভিক্ষুর পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ সমাধি একাংশ ভাবিত হইয়াছে; দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ সমাধি ভাবিত হয় নাই।

৩৬৯। পুনশ্চ, মহালি! কোন ভিক্ষুর সমাধি একাংশ ভাবিত হয় দক্ষিণদিকস্থ ... পশ্চিমদিকস্থ ... উত্তরদিকস্থ ... ঊর্ধ্ব ... অধঃ ... বিদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ, কিন্তু দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ সমাধি ভাবিত হয় না। সে বিদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ সমাধি একাংশ ভাবনায় আত্মনিয়োগ করায় (সঙ্কল্পানুযায়ী) বিদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণ করে; দিব্যরূপ সমূহ দর্শন করে না। উহার কারণ? মহালি! যেহেতু সেই ভিক্ষুর বিদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর কেবল দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ সমাধি একাংশ ভাবিত হইয়াছে; দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ সমাধি ভাবিত হয় নাই।

৩৭০। মহালি! এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষুর সমাধি উভয়াংশ ভাবিত হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ এবং দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ। সে পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ এবং দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ সমাধি উভয়াংশ ভাবনায় আত্মনিয়োগ করায় (সঙ্কল্পানুযায়ী) পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহও দর্শন করেন এবং দিব্যশব্দ সমূহও শ্রবণ করেন। উহার কারণ? মহালি! যেহেতু সেই ভিক্ষুর পূর্বদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ এবং দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ সমাধি উভয়াংশ ভাবিত হইয়াছে।

৩৭১। পুনশ্চ, মহালি! কোন ভিক্ষুর সমাধি উভয়াংশ ভাবিত হয় দক্ষিণদিকস্থ ... পশ্চিমদিকস্থ ... উত্তরদিকস্থ ... ঊর্ধ্ব ... অধঃ ... বিদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ সমূহ দর্শনার্থ ও দিব্যশব্দ সমূহ শ্রবণার্থ। সে বিদিকস্থ প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপসমূহও দর্শন করে; দিব্যশব্দসমূহও শ্রবণ করে। ... সমাধি উভয়াংশ ভাবিত হইয়াছে।

হে মহালি! লিচ্ছবীপুত্র সুনক্ষত্র প্রিয়, বাসনা তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও না শুনিবার ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয়।"

৩৭২। "ভন্তে! এই সকল সমাধি ভাবনার সাক্ষাৎকারের জন্য ভিক্ষুগণ আমার সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করে না। হে মহালি! উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর অন্য ধর্ম সমূহ আছে যাহাদের সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন (আচরণ) করে।"

চারি আর্য ফল

৩৭৩। "ভন্তে! সেই উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর ধর্ম সমূহ কি প্রকার যাহাদের সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ ভগবান-সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করেন?"

"মহালি! ভিক্ষু ইহলোকে ত্রিবিধ সংযোজন[১] ক্ষয় করে সর্বাপায়ে অপতনশীল স্রোতাপন্ন হয়, সম্বোধি লাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী। মহালি! ইহাও উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর সেই ধর্ম যাহার সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।

পুনশ্চ, মহালি! ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের পরিক্ষয়ে কামরাগ, ব্যাপাদ ও

---

[১]। সত্ত্বদিগকে সংসারাবর্তদুঃখ ভয়ে সংযোজন (বন্ধন) করিয়া রাখে এই অর্থে সংযোজন বা বন্ধন। তাহা দশবিধ। তন্মধ্যে সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা ও শীলব্রতাভিনিবেশ এই তিনটি সংযোজন ছিন্ন হইলে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ হয়। তিনি নির্বাণাভিমুখী স্রোতে পতিত, তাঁহার অপায়গতি নিরুদ্ধ, তিনি সম্বোধি পরায়ণ। ৩য় অথবা ৭ম জন্মে তাঁহার নির্বাণ লাভ নিশ্চিত। কামরাগ, ব্যাপাদ ও মোহেরও ক্ষীণতা সাধিত হইলে সকৃদাগামী মার্গ লাভ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মোহের ক্ষীণতা সাধন করে সকৃদাগামী হয়, তখন সে একবার মাত্র এই মনুষ্যলোকে আসিয়া (জন্মগ্রহণ করিয়া) দুঃখের অন্ত করে। মহালি! ইহাও উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর সেই ধর্ম যাহার সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।

পুনশ্চ, মহালি! ভিক্ষু পঞ্চ অধোভাগীয়[১] সংযোজনের ক্ষয় সাধন করে ঔপপাতিক[২] (ঔপপাদুক) হয়, তথায় সে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তথা হইতে তাহার আর কামলোকে পুনরাবর্তন হয় না। মহালি! ইহাও উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর সেই ধর্ম যাহার সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।

পুনশ্চ, মহালি! ভিক্ষু আসব[৩] সমূহের ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি[৪] ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি[৫] দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। মহালি! ইহাও উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর সেই ধর্ম যাহার সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।

মহালি! এই সকলই উৎকৃষ্টতর ও উত্তমতর সেই ধর্ম যাহাদের সাক্ষাৎকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।"

৩৭৪। "ভন্তে! এই সকল ধর্মের সাক্ষাৎকারের জন্য কোন মার্গ কোন প্রতিপদ আছে কি?"

"মহালি! এই ধর্ম সমূহ সাক্ষাৎকারের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদও আছে।"

---

[১]। ওরম্ভাগীয়—অধোভাগীয়। সৎকায়দৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চ সংযোজন সত্ত্বগণকে নীচ জন্মে দুর্গতিতে সংযোজন (বন্ধন) করে, এই হেতু এই সমুদয় অধোভাগীয়। রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পঞ্চ সংযোজন ঊর্দ্ধভাগীয়, ইহারা লোকীয় সুগতিতে বন্ধন করিয়া রাখে।

[২]। গর্ভাবাস ছাড়া পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয় হইয়া আবির্ভূত হওয়া। সেইভাবে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

[৩]। আসব চতুর্বিধ, যথা—কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব। আ উপসর্গের অর্থ অবধি, পর্য্যন্ত। যাহা ভবাগ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় তাহা আসব। আসবের আর এক অর্থ সুরাদি মাদক দ্রব্য, যাহা মত্ততা সার্থক তাহা আসব। কামাসবের আলম্বন রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পৃষ্টব্য। ভবাসবের আলম্বন নিজের সত্ত্বারূপ অস্তিত্ব। দৃষ্টাবের আলম্বন অবিনশ্বর আত্মা। অবিদ্যাসব এই সমুদয়ের সহিত জড়িত। ভবাসব অর্হত্বমার্গ পর্য্যন্ত, দৃষ্টাসব অরূপভব পর্য্যন্ত, কামাসব অনাগামী মার্গ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই সমুদয়ের ক্ষয় হইলে অনাসব হয়।

[৪]। চিত্তবিমুক্তি—চিত্তবিশুদ্ধি। সর্বকলুষ-বন্ধনবিমুক্তি অর্হত্বফল চিত্তের নামান্তর।

[৫]। প্রজ্ঞাবিমুক্তি—সর্বকলুষ-বন্ধনবিমুক্তি অর্হত্বফল প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞাবিমুক্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭৫। "ভন্তে! এই সকল ধর্ম সাক্ষাৎকারের মার্গ কি প্রকার, প্রতিপদ কি প্রকার?"

"এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই, যথাত্ম সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। মহালি! সেই ধর্ম সমূহ সাক্ষাৎকারের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদ।"

দুই প্রব্রজিত উপাখ্যান

৩৭৬। "মহালি! এক সময় আমি কৌশাম্বী-সমীপে ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময় দুইজন প্রব্রজিত পরিব্রাজক মুণ্ডিয় (মণ্ডিয্য) এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় আমার নিকট আসিয়াছিল, আসিয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে আমার সহিত কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একান্তে দণ্ডায়মান হইল। তখন তাহারা আমাকে বলিল,– 'আবুসো (বন্ধো) গৌতম! জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন?'

৩৭৭। 'তাহা হইলে আবুসো (বন্ধুগণ)! শ্রবণ কর, সুষ্ঠুভাবে চিত্তে স্থান, দাও, আমি ভাষণ করিব।'

সেই প্রব্রজিতদ্বয় 'হাঁ আবুসো (বন্ধো)!' বলিয়া আমার বাক্যে প্রতিশ্রুতি দিল।

তখন আমি বলিলাম,– 'হে বন্ধুগণ! তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ... (এ স্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... বন্ধো! ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকে। ... (তৎপর সেই সূত্রের ক্রমান্বয়ে ২২৭ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করে। বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে কি জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধোগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে তাহার পক্ষে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যৌক্তিক।

কিন্তু বন্ধুগণ! আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, অথচ আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন। ... (তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ক্রমে ২৩৩ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া ... তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করে। যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে তাঁহার পক্ষে কি জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধোগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে তাহার পক্ষে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যৌক্তিক।

কিন্তু, বন্ধুগণ! আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শনকরি, অথচ আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন। ... (তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ক্রমে ২৩৫ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করে। ... বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে তাহার পক্ষে কি জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধো! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যৌক্তিক।

বন্ধুগণ! আমিও এই বিষয় এইরূপ জানি, এইরূপ দেখি, অথচ আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন। ... (তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ক্রমে ২৪৯ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... সে প্রকৃতরূপে জানিতে পারে যে তাহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে কি জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধোগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ বাক্য যৌক্তিক।

বন্ধুগণ! আমিও এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, অথচ আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন।"

ভগবান এই সূত্রটি ভাষণ করিলেন। তচ্ছ্রবনে ওট্‌ঠদ্ধ লিচ্ছবী আনন্দিত হইয়া সূত্রটি অনুমোদন পূর্বক গ্রহণ করিলেন।

(ষষ্ঠ) মহালি সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। জালিয় সূত্র
দুই প্রব্রজিত উপাখ্যান

৩৭৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান কৌশাম্বী-সমীপে ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় দুইজন প্রব্রজিত মুণ্ডিয় এবং দারুপাত্রিকের অন্তেবাসী পরিব্রাজক জালিয় ভগবান-সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই প্রব্রজিতদ্বয় ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,–

"ভো আবুসো (বন্ধো) গৌতম! জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন?"

৩৭৯। "তাহা হইলে আবুসো (বন্ধুগণ)! শ্রবণ কর, সুষ্ঠুভাবে চিত্তে স্থান দাও, আমি ভাষণ করিব।"

"হাঁ আবুসো (বন্ধো)!" বলিয়া সেই প্রব্রজিতদ্বয় প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন।

ভগবান তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– বন্ধুগণ! তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ... (এ স্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... বন্ধুগণ! ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকে। ... (তৎপর সেই সূত্রের ক্রমান্বয়ে ২২৭ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করে। বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাঁহার পক্ষে কি 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাঁহার পক্ষে 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য যৌক্তিক?

কিন্তু, বন্ধুগণ! আমি সেই বিষয় এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, অথচ আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন।

... তৎপর সেই সূত্রের ২৩৩নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া ... তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করে। যেই ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাঁহার পক্ষে কি 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাঁহার পক্ষে 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য যৌক্তিক?

কিন্তু বন্ধুগণ! সেই বিষয় আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, অথচ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন।

... (তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ২৩৪ হইতে ২৩৫ নং পর্যন্ত অনুরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করে। ...

৩৮০। বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে কি 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত? বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য অযৌক্তিক।

বন্ধুগণ! সেই বিষয় আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, আমি বলি না যে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন। ...

... (তৎপর সেই সূত্রের ৩৪৯ নং পর্যন্ত অনুরূপ এস্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... সে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে কি 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য সঙ্গত? বন্ধুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ জানে, এইরূপ দর্শন করে, তাহার পক্ষে জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন' এইরূপ বাক্য অযৌক্তিক।

বন্ধুগণ! তাহা আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, কিন্তু আমি বলি না যে 'জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন।"

ভগবান এই সূত্রটি ভাষণ করিলেন। তচ্ছ্রবনে সেই প্রব্রজিতদ্বয় আনন্দিত হইয়া ভগবানের ভাষিত বিষয় অনুমোদন পূর্বক গ্রহণ করিলেন

(সপ্তম) জালিয় সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। মহাসীহনাদ সূত্র

অচেলকের উপাখ্যান

৩৮১। আমি এইরূপ শুনিয়াছ,–

এক সময় ভগবান উরুঞ্ঞা নগর-সমীপে কণ্ণকত্থল নামক মৃগদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় নগ্নসন্ন্যাসী কশ্যপ ভগবান সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! শুনিতে পাই যে শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করিয়া থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র। ভো গৌতম! যাহারা ঐরূপ বলিয়া থাকে তাহারা কি মহানুভাব গৌতমের বাক্যই পুনরাবৃত্তি করে? অথবা কি মহানুভাব গৌতমের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে না? তাহারা কি ধর্মনিহিত সত্যই প্রকাশ করে? অথবা কি তাহাদের ঐরূপ কথনে ধর্মানুমত কোন বাক্য আপত্তিজনক হয় না? আমরা মহানুভাব গৌতমের নিন্দা কামনা করি না।"

৩৮২। "হে কশ্যপ! যাহারা এইরূপ বলে 'শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণে নিন্দা করেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র' তাহারা আমার বাক্যের আবৃত্তিকারী নহে, তাহারা মিথ্যা প্রচার করিয়া আমার নিন্দা ঘোষণা করে।

কশ্যপ! এখানে আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতেছি যে কোনো কোনো কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে। কশ্যপ! এখানে আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতেছি যে কোনো কোনো কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।

২৮৩। কশ্যপ! এখানে আমি ... অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতেছি যে অপেক্ষাকৃত ন্যূনতর কঠোরতাবলম্বী কোনো কোনো তপস্বী দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কশ্যপ! আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতেছি যে অপেক্ষাকৃত ন্যূনতর কঠোর ব্রতাচারী কোনো কোনো তপস্বী দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।

কশ্যপ! এই সকল তপস্বীদিগের এইরূপ অগতি, গতি, চ্যুতি ও উৎপত্তি যথাযথরূপে অবগত হইয়া আমি কি প্রকারে সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করিব? কি প্রকারে কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই আমার তিরস্কার ও নিন্দাভাজন হইবে?

৩৮৪। কশ্যপ! কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরশাস্ত্রবিদ্, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। তাঁহারা কেশাগ্র বিদ্ধকারী ধনুর্ধরের ন্যায় পরমতকে স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিত (বিমর্দন) করিতে সক্ষম। তাঁহারাও কোনো কোনো স্থলে আমার সহিত একমত হন, কোনো কোনো স্থলে একমত হন না। কোন বিষয়ে যাহা তাঁহারা 'সাধু' বলেন, সেই বিষয়ে আমরাও তাহা 'সাধু' বলিয়া থাকি। কোন স্থলে তাঁহাদের অননুমোদিত হইলে আমরাও উহার অননুমোদন করি। তাঁহাদের অননুমোদিত কোনো কোনো বিষয় আমরা অননুমোদন করি। তাঁহাদের অননুমোদিত কোনো কোনো বিষয় আমরা অনুমোদন করি। কোন বিষয়ে যাহা আমরা 'সাধু' বলি, সেই বিষয়ে অপরেও 'সাধু' বলেন। আমাদের অননুমোদিত কোনো কোনো বিষয় অপরেরও অননুমোদিত হয়। কোনো কোনো বিষয় আমরা অননুমোদন করিলে অপরেও উহা অনুমোদন করেন।

সমনুযুক্তকরণ কথা

৩৮৫। আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলি,– 'বন্ধুগণ! যে সমুদয় বিষয়ে আমরা অসম মত সে সমুদয় বিষয় বাদ দিন্। যে সমুদয় বিষয়ে আমরা একমত তৎসমুদয় বিষেয়ে বিজ্ঞশাস্তা শাস্তাকে, সংঘ সংঘকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসা করুন যেÍ যে সমুদয় ধর্ম অকুশল বা অকুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, সাবদ্য বা সাবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, অসেবনীয় বা অসেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনার্যকর বা অনার্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাতÍ এই সকল ধর্মকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেনÍ শ্রমণ গৌতম অথবা অপর মহানুভাব গণাচার্যগণ?'

৩৮৬। কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসু হইলে এইরূপ বলিবেন,– 'আপনাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম অকুশল বা অকুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, সাবদ্য বা সাবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, অসেবনীয় বা অসেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনার্যকর বা অনার্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাতÍ এই সকল ধর্ম শ্রমণ গৌতম নেঃশেষে বর্জন করিয়াছেন; কিন্তু অপর মহানুভাব গণাচার্যগণ আংশিকরূপে (বর্জন করিয়াছেন)।' কশ্যপ! এইরূপ বিজ্ঞগণ সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসাকালে সেই সকল বিষয়ে আমাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

৩৮৭। পুনশ্চ, কশ্যপ! আমাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞশাস্তা শাস্তাকে, সংঘ সংঘকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসা করুন যেÍ যে সমুদয় ধর্ম কুশল বা কুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনবদ্য বা অনবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, সেবনীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা সেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, আর্যকর বা আর্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, শুক্ল বা শুক্ল বলিয়া পরিজ্ঞাতর্ই এই সকল ধর্মকে পূর্ণরূপে পালন করেনর্ই শ্রমণ গৌতম অথবা অপর গণাচার্যগণ?

৩৮৮। কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসু হইলে এইরূপ বলিবে,– 'আপনাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম কুশল বা কুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনবদ্য বা অনবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, সেবনীয় বা সেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, আর্যকর বা আর্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, শুক্ল বা শুক্ল বলিয়া পরিজ্ঞাতর্ই এই সকল ধর্ম শ্রমণ গৌতম পরিপূর্ণরূপে পালন করেন; অপর গণাচার্যগণ আংশিকরূপে (পালন করেন)।' এইরূপে কশ্যপ! বিজ্ঞগণ পরস্পরকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসাকালে সেই সকল বিষয়ে আমাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

৩৮৯। পুনশ্চ, কশ্যপ! আমাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞশাস্তা শাস্তাকে, সংঘ সংঘকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসা করুন যের্ই যে সমুদয় ধর্ম অকুশল বা অকুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, সাবদ্য বা সাবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, অসেবনীয় বা অসেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনার্যকর বা অনার্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাতর্ই এই সকল ধর্মকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেনর্ই গৌতমের শ্রাবকসংঘ অথবা অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ?

৩৯০। কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসু হইলে এইরূপ বলিবেন,– 'আপনাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম অকুশল বা অকুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, সাবদ্য বা সাবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, অসেবনীয় বা অসেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনার্যকর বা অনার্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাতর্ই এই সকল ধর্ম গৌতমের শ্রাবকসংঘ নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন; অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ আংশিকরূপে (বর্জন করিয়াছেন)।' কশ্যপ! এইরূপে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসাকালে সেই সকল বিষয়ে আমাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

৩৯১। পুনশ্চ, কশ্যপ! আমাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞশাস্তা শাস্তাকে, সংঘ সংঘকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসা করুন যের্ই যে সকল কুশল বা কুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনবদ্য বা অনবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, সেবনীয় বা সেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, আর্যকর বা আর্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, শুক্ল বা শুক্ল বলিয়া পরিজ্ঞাতর্ই এই সকল ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে পালন করেনর্ই গৌতমের শ্রাবকসংঘ অথবা অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯২। কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসু হইলে এইরূপ বলিবেন,– 'আপনাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম কুশল বা কুশল বলিয়া পরিজ্ঞাত, অনবদ্য বা অনবদ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, সেবনীয় বা সেবনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত, আর্যকর বা আর্যকর বলিয়া পরিজ্ঞাত, শুক্ল বা শুক্ল বলিয়া পরিজ্ঞাত। এই সকল ধর্ম গৌতমের শ্রাবকসংঘ পরিপূর্ণরূপে পালন করেন; অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ আংশিকরূপে (পালন করেন)।' কশ্যপ! এইরূপে বিজ্ঞগণ পরস্পর সমত ও সকারণ এবং মত ও কারণ সহিত জিজ্ঞাসাকালে সেই সকল বিষয়ে আমাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

৩৯৩। কশ্যপ! এমন মার্গ এমন প্রতিপদ আছে যাহা প্রতিপন্ন হইলে স্বয়ংই জানিবে আর স্বয়ংই দেখিবে যে শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী। কশ্যপ! সেই মার্গ কি প্রকার আর সেই প্রতিপদ (অধিগমুপায়) কি প্রকার যাহা প্রতিপন্ন হইলে স্বয়ংই জানিবে আর স্বয়ংই দেখিবে যে শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী?

তাহা এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথাত্ম সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্মান্ত, সম্যকজীবিকা, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। কশ্যপ! ইহাই সেই মার্গ আর সেই প্রতিপদ যাহা প্রতিপন্ন হইলে স্বয়ংই জানিবে, স্বয়ংই দেখিবে যে শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী।"

তপোপক্রম কথা

৩৯৪। এইরূপ উক্ত হইলে নগ্নসন্ন্যাসী কশ্যপ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "আবুসো (বন্ধু) গৌতম! এই তপশ্চর্যা সমূহও এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য বলিয়া পরিগণিত, যথাত্ম বিবস্ত্র অবস্থিতি, মুক্তাচাত্ব (ভোজন ও শৌচক্রিয়াদি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহী (আহারান্তে জিহ্বায় হস্ত অবলেহন এবং বাহ্য করিয়া হস্ত দিয়া পুঁছা), 'ভদন্ত! আসুন কিম্বা ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ না করা, পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষান্ন প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ না করা, তাঁহার জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ না করা, কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা, কুম্ভিমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে অথবা রন্ধন-পাত্রাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষা গ্রহণ না করা (গাছে হাতা বা চামচের আঘাতে ব্যাথা পায়), উনান মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষান্ন দিলে তাহা গ্রহণ না করা (পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়), দরজায় চৌকাঠ অথবা দণ্ড ও মুষল অন্তরালে থাকিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ না করা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেখানে দুইজনে ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করে উঠিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ না করা (পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়), গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ না করা (পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়), শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ না করা (পাছে শিশুর কষ্ট হয়), স্বামী সহবাসেরত স্ত্রীলোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণ না করা (পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে), ঘোষিত দানশালা হইতে ভিক্ষা গ্রহণ না করা, যেখানে আহারের আশায় কুকুর দাঁড়াইয়া থাকে অথবা যেখানে মক্ষিকা আহারের উদ্দেশ্যে একত্র সঞ্চারণ করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ না করা, মৎস্য বা মাংস আহার না করা, সুরা বা মৈরেয় ও মদ্য পান না করা; মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে একগ্রাস অন্ন ভোজন করা, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস অন্ন ভোজন করা, ... সাত গৃহ হইতে এক এক গ্রাস করিয়া সপ্ত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ করা; মাত্র এক দত্তিতে[১] দিন যাপন করা, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করা, ... মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করা; একদিন অন্তর অথবা দুইদিন অন্তর ... .অথবা সপ্তাহ অন্তর আহার করা। এইরূপ অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থান করা।

৩৯৫। বন্ধু গৌতম! এই সমুদয় তপশ্চর্যাও এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য বলিয়া পরিগণিত, যথাত্ম শাকভোজী হওয়া অথবা শ্যামাকভোজী কিম্বা নীবারভোজী হওয়া অথবা দদ্দুল[২] ভোজী হওয়া অথবা শৈবাল অথবা কন্ কিম্বা আচামভোজী হওয়া, অথবা পিন্যাক[৩] কিম্বা তৃণ-গোময়ভোজী হওয়া অথবা বনের ফল-মূলাহারী অথবা স্বয়ং পতিত ফলভোজী হওয়া।

৩৯৬। বন্ধু গৌতম! এই সমুদয় তপশ্চর্যাও এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, যথাত্ম শানবস্ত্র ধারণ করা অথবা মশানবস্ত্র ধারণ করা অথবা শববস্ত্রও ধারণ করা অথবা পাংশুকুল ধারণ করা অথবা তিরীট (বৃক্ষ বিশেষ) বল্কল ধারণ করা অথবা মৃগচর্ম ধারণ করা অথবা মৃগচর্ম নির্মিত পরিচ্ছদ কিম্বা কুশচীর কিম্বা বল্কলচীর ধারণ করা অথবা ফলকচীর[৪] কিম্বা কেশকম্বল কিম্বা বালকম্বল ধারণ করা অথবা উলুকপক্ষ নির্মিত পরিচ্ছদ ধারণ করা; কেশ-শ্মশ্রু উৎপাটন, কেশ-শ্মশ্রুর উৎপাটনে নিযুক্ততা, আসন ত্যাগ করে

---

[১]। একবার প্রদত্ত পরিমিত দানে।

[২]। পরিত্যক্ত চর্ম।

[৩]। তিল কল্ক।

[৪]। দারুচীবর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদ্রষ্টিক[১] হওয়া, উৎকুটিক হইয়া উৎকুটিক সাধনে নিরত হওয়া, কণ্টক পস্‌সয়িক[২] (কণ্টক ব্যবহারী) হইয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন করা, ফলকশয্যায় শয়ন করা, উচ্চ ভূমিশয্যায় শয়ন করা, সর্বদা একপার্শ্বে হইয়া শায়িত হওয়া; ধূলি ধূসরিত দেহ, উন্মুক্তস্থানে অবস্থান, সকল প্রকার আসনেই নির্বিচারে উপবেশন, বিকট[৩] ভক্ষণশীল, বিকটভোজনে নিযুক্ততা, শীতল বারি পান বর্জ্জন, শীতল বারি ব্যবহার বর্জ্জনে নিযুক্ততা, (পাপ ধৌত করিতে) দিবসে তিন বেলা উদক-অবরোহন (জলে অবতরণ অর্থাৎ স্নান) কার্য নিরত হইয়া অবস্থান করা।"

তপোপক্রম নিরর্থকতা

৩৯৭। "কশ্যপ! কেহ যদি অচেলক (বিবস্ত্র) হয়, মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী ... (তোমাকর্তৃক ভাবিত সমস্ত আচারই সে পালন করে) ... অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থান করে,– তাহার যদি এই শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ অভাবিত হয়, প্রত্যক্ষীকৃত না হয়, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরেই, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরেই।

কশ্যপ! যখন কোন ভিক্ষু অবৈর (শত্রুতাহীন) অব্যাপাদ (দ্বেষহীন) মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

কশ্যপ! কেহ যদি শাকভোজীও হয় অথবা শ্যামাকভোজী অথবা নীবারভোজী ... বনের ফল-মূলাহারী অথবা স্বয়ং পতিত ফলভোজীও হয়,– তাহার যদি এই শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ ও প্রজ্ঞাসম্পদ অভাবিত হয়, প্রত্যক্ষকৃত না হয় তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরেই অথবা ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরেই।

কশ্যপ! কোন ভিক্ষু যখন অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

কশ্যপ! কেহ যদি শানবস্ত্রও ধারণ করে, মশানবস্ত্রও ধারণ করে ... (পাপ বিধৌত করিতে) দিবসে তিন বেলা উদক অবরোহণ (স্নান) কার্যে নিরত হইয়া

---

[১]। উর্দ্ধস্থিত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দিবারাত্র থাকা।

[২]। লৌহকণ্টক বা প্রকৃত (বৃক্ষের) কণ্টকের উপর চর্ম বিছাইয়া তদুপরি উপবেশন এবং দাঁড়ান ও চঙ্ক্রমন করা।

[৩]। বিকট—বিষ্ঠা (স্বীয় বিষ্ঠা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করে তাহার যদি এই শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ, অভাবিত হয়, প্রত্যক্ষকৃত না হয়, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরেই অথবা ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরেই।

কশ্যপ! কোন ভিক্ষু যখন অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।"

৩৯৮। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক (দিগম্বর) কশ্যপ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর?"

"কশ্যপ! পৃথিবীতে 'শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর'Í ইহা সাধারণ্যে কথিত হয়! কশ্যপ! যদি কেহ অচেলকও হয়, মুক্তাচারীও হয়, হস্তাবলেহী ... অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়াও অবস্থান করে,– মাত্র এই প্রমাণে এই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রামণ্য অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর-সুদুষ্কর হয় তবে 'শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর'Í এইরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকাদাসী পর্যন্ত ইহা করিতে (বলিতে) পারে,– 'আমি নিশ্চয় অচেলক হই, মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী ... অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়াও অবস্থান করি।' কিন্তু কশ্যপ! যেহেতু এই প্রমাণ এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রামণ্য অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।'

কশ্যপ! যখন কোন ভিক্ষু অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

কশ্যপ! কেহ যদি শাকভোজী হয় অথবা শ্যামাকভোজী ... বনের ফল-মূলাহারী এবং স্বয়ং পতিত ফলভোজীও হয়,– মাত্র এই প্রমাণে এই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রামণ্য অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর-সুদুষ্কর হয় তবে 'শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর'Í এইরূপ উক্তি অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকাদাসী পর্যন্ত ইহা করিতে (বলিতে) পারেÍ 'আমি নিশ্চয় শাকভোজী হই অথবা শ্যামাকভোজী ... বনের ফল-মূলাহারী অথবা স্বয়ং পতিত ফলভোজী হই।' কিন্তু কশ্যপ! যেহেতু এই প্রমাণ এই তপশ্চর্য ব্যতীত অন্য কারণে শ্রামণ্য অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর-সুদুষ্কর হইবে, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।'

কশ্যপ! কোন ভিক্ষু যদি অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই সেই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

কশ্যপ! কেহ যদি শানবস্ত্রও ধারণ করে, মশানবস্ত্রও ... (পাপ বিধৌত করিতে) দিবসে তিন বেলাও উদক অবরোহন করে,– মাত্র এই প্রমাণে এই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর হয় তবে 'শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর'Í এইরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকাদাসী পর্যন্তও ইহা করিতে পারে,– 'আমি শানবস্ত্র ধারণ করি ... দিবসে তিন বেলা উদক অবরোহণ (স্নান) করি।' কিন্তু কশ্যপ! যেহেতু এই প্রমাণ এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রামণ্য অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর-সুদুষ্কর, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রামণ্য দুষ্কর অথবা ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।'

কশ্যপ! ভিক্ষু যখন অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।"

৩৯৯। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক (দিগম্বর) কশ্যপ ভগবানকে এইরূপ বলিলেনÍ "ভো গৌতম" শ্রমণ কে? তাহা দুর্জ্ঞেয় অথবা ব্রাহ্মণ কে? তাহা দুজ্ঞেয়।"

"কশ্যপ! সংসারে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিনÍ ইহা সাধারণ্যে কথিত হয়। কশ্যপ! যদি কেহ অচেলকও হয়, মুক্তাচারীও হয়, হস্তাবলেহী ... অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থানও করে,– মাত্র এই প্রমাণে এই তপশ্চর্যার দ্বারা শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যদি দুর্জ্ঞেয়-সুদুর্জ্ঞেয় হয় তবে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিনÍ এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকাদাসী পর্যন্তও জানিতে পারে,– 'এই ব্যক্তি অচেলক, মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী ... অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থানকারী।' কিন্তু কশ্যপ! যেহেতু এই প্রমাণ এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ দুর্জ্ঞেয়-সুদুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।

কশ্যপ! কোন ভিক্ষু যখন অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কশ্যপ! কেহ যদি শাকভোজীও হয় অথবা শ্যামাকভোজী ... বনের ফল-মূলাহারীও হয়, অথবা স্বয়ং পতিত ফলাহারীও হয়,– কশ্যপ! এই প্রমাণে এই তপশ্চর্যার জন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ যদি দুর্জ্ঞেয়-সুদুর্জ্ঞেয় হয় তবে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিনÍ এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকাদাসী পর্যন্তও জানিতে পারে,– 'এই ব্যক্তি শাকভোজী হন অথবা শ্যামাকভোজী ... বনের ফল-মূলাহারী অথবা স্বয়ং পতিত ফলাহারী হয়।' কশ্যপ! যেহেতু এই প্রমাণ এই তপশ্চর্যা ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ দুজ্ঞেয়-সুদুর্জ্ঞেয় হয় সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।

কশ্যপ! যখন কোন ভিক্ষু অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দৃষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কশ্যপ! তখনই এই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

কশ্যপ! যদি কেহ শানবস্ত্রও ধারণ করে অথবা মশানবস্ত্রও ... (পাপ বিধৌত করিতে) দিবসে তিন বেলা উদক অবরোহণও করে,– কশ্যপ! এই প্রমাণ ও এই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ দুর্জ্ঞেয়-সুদুর্জ্ঞেয় হয় তবে 'শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন'Í এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকাদাসী পর্যন্তও জানিতে পারে যে,– 'এই ব্যক্তি শানবস্ত্রধারী হন অথবা মশানবস্ত্র ... (পাপ বিধৌত করিতে) দিবসে তিন বেলাও উদক অবরোহণ করেন। কিন্তু কশ্যপ! যেহেতু এই প্রমাণ ও এই তপশ্চর্যা ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন-সুকঠিন হয় সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন অথবা ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।

কশ্যপ! যখন কোন ভিক্ষু অবৈর অব্যাপাদ মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করেন, আসব সমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং দুষ্টধর্মে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন; হে কশ্যপ! তখনই তিনি শ্রমণ বলিয়া অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।"

শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সম্পদা

৪০০। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক কশ্যপ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! সেই শীলসম্পদ কি প্রকার? সেই চিত্তসম্পদ কি প্রকার? সেই প্রজ্ঞাসম্পদ কি প্রকার?

"কশ্যপ! ইহজগতে তথাগত আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(এস্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ১৯২নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত হইয়া আচার-গোচর সম্পন হন, অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ পূর্বক শিক্ষিত হইতে থাকেন এবং কায় ও বাক্যদ্বারা কুশলকর্ম সমন্বিত হইয়া বিশুদ্ধভাবে জীবিকানির্বাহ করে শীলসম্পন্ন হন, ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়) হন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করেন।

৪০১। কশ্যপ! ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন?

কশ্যপ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু প্রাণীহত্যা পরিহার করিয়া তিনি প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হন, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি দণ্ডহীন হন, শস্ত্রহীন হন, লজ্জাশীল হন এবং দয়ার্দ্রচিত্ত ও অনুকম্পা পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। ইহাও তাঁহার শীলসম্পদ ... (সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯৪ নং হইতে ২১২ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... ইহাও তাঁহার শীলসম্পদ। কশ্যপ! এইরূপ শীলসম্পন্ন সেই ভিক্ষু শীলসংবরণ হেতু আর কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। যেমন, কশ্যপ! নিহত শত্রু ক্ষত্রিয় মুর্দাভিষিক্ত হইলে কুত্রপি শত্রুভয়ে ভীতহন না সেইরূপ শীল সম্পন্ন ভিক্ষু শীল সংবরণ হেতু আর কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। তিনি এইরূপ আর্যশীল সমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। কশ্যপ! ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। হে কশ্যপ! ইহাই সেই শীলসম্পদ। ... (তৎপর সামঞ্ঞফল সূত্রের ২১৩ নং হইতে ২২৭ নং পর্যন্ত অনুরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন ... তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। ইহাও তাঁহার চিত্তসম্পদ হয়। ... ... (তৎপর ক্রমে সেই সূত্রের ২৩৩ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... দ্বিতীয় ধ্যান ... .তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ... তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশ পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ইহাও তাঁহার চিত্তসম্পদ হয়। কশ্যপ! ইহাই চিত্তসম্পদ। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষ বিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন ... ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞাসম্পদ হয়। ... (তৎপর ক্রমে ২৪৯ নং পর্যন্ত অনুরূপ উক্ত হইয়াে তাহা দ্রষ্টব্য) ... তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেনÍ 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।' ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞাসম্পদ হয়। কশ্যপ! ইহাই প্রজ্ঞাসম্পদ। কশ্যপ! এই শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ এবং প্রজ্ঞাসম্পদ হইতে উত্তরতর বা উত্তমতর অন্য কোন শীলসম্পদ, চিত্তসম্পদ এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞাসম্পদ নেই।

সিংহনাদ কথা

৪০২। কশ্যপ! কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা শীলবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে শীলের প্রশংসা ভাষণ করেন। হে কশ্যপ! যে পর্যন্ত পরম আর্য (বিশুদ্ধ) শীল বর্ণিত হইয়াছে সেই শীলে আমার নিজের সম সম কাহাকেও দেখি না। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোথায়? অতএব অধি (উত্তম) শীলে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। (ইহা প্রথম সিংহনাদ)।

কশ্যপ! কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তপজুগুপ্সাবাদী (তপস্যানিন্দুক) তাঁহারা অনেক প্রকারে তপজুগুপ্সার প্রশংসা ভাষণ করেন। হে কশ্যপ! যে পর্যন্ত পরম আর্য তপজুগুপ্সা বর্ণিত হইয়াছে সেই তপজুগুপ্সায় আমার নিজের সম সম কাহাকেও দেখি না। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোথায়? অতএব অধিজুগুপ্সাত্বে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কশ্যপ! কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা প্রজ্ঞাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে প্রজ্ঞার প্রশংসা ভাষণ করেন। হে কশ্যপ! যে পর্যন্ত পরম আর্য প্রজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রজ্ঞায় আমার নিজের সম সম কাহাকেও দেখি না। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোথায়? অতএব প্রজ্ঞায় আমিই শ্রেষ্ঠ।

কশ্যপ! কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বিমুক্তিবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে বিমুক্তির প্রশংসা ভাষণ করেন। হে কশ্যপ! যে পর্যন্ত পরম আর্য বিমুক্তি বর্ণিত হইয়াছে সেই বিমুক্তিতে আমার নিজের সম সম কাহাকেও দেখি না। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোথায়? অতএব অধিবিমুক্তিতে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪০৩। কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে অপর তৈর্থিক পরিব্রাজকগণ এইরূপ বলিতে পারেন,– 'শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন, কিন্তু শূন্যাগারেÍ পরিষদ মধ্যে নহে।' তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবেÍ 'ইহা সত্য নহে। শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেনÍ পরিষদ মধ্যেই করেন, শূন্যাগারে নহে।' হে কশ্যপ! এইরূপই বলিতে হইবে।

কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে অপর তৈর্থিক পরিব্রাজকগণ এইরূপ বলিতে পারেন,– 'শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেনÍ পরিষদেই করেন, কিন্তু নির্ভীকচিত্তে করেন না।' তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবেÍ 'ইহা সত্য নহে। শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেনÍ পরিষদ মধ্যেই করেন আর নির্ভীকচিত্তেই করেন।' হে কশ্যপ! এইরূপই বলিতে হইবে।

কশ্যপ! এমনও কারণ বিদ্যমান আছে যে অপর তৈর্থিক পরিব্রাজকগণ এইরূপ বলিতে পারেন,– 'শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেনÍ পরিষদ মধ্যেই করেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর নির্ভীকচিত্তে করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। ... তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ... কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম। ... তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম। ... কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তর হৃদয়গ্রাহী হয় না। ... তাঁহার প্রদত্ত উত্তর হৃদয়গ্রাহী। ... কিন্তু তাঁহার উত্তর শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয় না। ... তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়। ... কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ প্রসন্ন হয় না। ... তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলেই প্রসন্ন হয়। ... কিন্তু প্রসন্নতার বহিঃ প্রকাশ নাই। ... প্রসন্ন হইয়া উহার বহিঃ প্রকাশ আছে। ... যেই ধর্ম দেশিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপন্ন হয় না। ... তদনুযায়ী প্রতিপন্ন হয়। ... তদনুযায়ী প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু ফল লাভে সন্তোষ জন্মে না।' তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবেI 'ইহা সত্য নহে। শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেনI পরিষদ মধ্যেই করেন আর নির্ভীক হইয়া করেন। তাঁহাকে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম, তাঁহার উত্তর হৃদয়গ্রাহী হয়। তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়, উহার শ্রবণে শ্রদ্ধা জন্মে, সেই শ্রদ্ধার বাহ্যিক-বিকাশ পায়। যেই উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশিত হয় তদনুযায়ী প্রতিপন্ন হইয়া ফল লাভে কৃতার্থ হয় আর ভগবানের আরাধনায় ও কৃতার্থ হয়।' হে কশ্যপ এইরূপই বলিতে হইবে।"

তীর্থিয় পরিবাস কথা

৪০৪। "কশ্যপ! এক সময় আমি রাজগৃহ-সমীপে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। সেই স্থানে নিগ্রোধ নামে অন্যতম তপব্রহ্মচারী (পরিব্রাজক) আমাকে অধিজুগুপ্সা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। আমার ব্যাকৃতে (ব্যাখ্যাতে) তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

ভন্তে! ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া কে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট না হইবে? ভন্তে! আমিও ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভন্তে! অতীব সুন্দর! ভন্তে! অতীব মনোহর!! ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখিতে পায় এইরূপে ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে! ইহাতে আমি ভগবানের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। ভন্তে! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।"

৪০৫। "হে কশ্যপ! অন্য তির্থিয়পূর্ব কোন ব্যক্তি এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা লাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে আর উপসম্পদা লাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহাকে চারিমাসকাল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবাস করিতে হয়। চারিমাসান্তে যদি ভিক্ষুগণ তাহার দ্বারা আরাধিত হন (সন্তুষ্ট হন) তাহা হইলে তাহাকে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুভাবের জন্য প্রব্রজিত করেন ও উপসম্পদা প্রদান করেন। কিন্তু এ বিষয়ে (ভিক্ষুত্ব লাভের উপযুক্ততা বিষয়ে) লোকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তাহা আমি বিদিত আছি।"

"ভন্তে! যদি অন্য তির্থিয়পূর্বগণ এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে আর উপসম্পদা লাভের জন্য আকাঙ্খা করিলে চারিমাস কাল পরিবাস করিতে হয়, চারিমাসান্তে ভিক্ষুগণ তাদিগ কতৃক আরাধিত হইলে প্রব্রজিত করেন আর ভিক্ষুত্ব লাভের জন্য উপসম্পদা প্রদান করেন তবে আমি চারিবৎসরকাল পরিবাস করিব। চারিবৎসরান্তে যদি ভিক্ষুগণ আমাকর্ত্তৃক আরাধিত হন তবে প্রব্রজিত করিবেন আর ভিক্ষুত্ব লাভের জন্য উপসম্পদা প্রদান করিবেন।"

অচেলক কশ্যপ তখন ভগবানের সন্নিকটে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন, উপসম্পদা লাভ করিয়া আয়ুষ্মান কশ্যপ একাকী নির্জ্জনে অপ্রমত্তভাবে উৎসাহ সহকারে নির্বানগত চিত্তে অবস্থান করায় অচিরেই যে অভিপ্রায়ে কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিকত্বে সম্যকরূপে প্রব্রজিত হন সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসানভূত অর্হত্ব ইহজন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ (অর্হত্ব ফল লাভ) করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্য আচরণ সুসিদ্ধ হইল, কর্তব্য শেষ হইল, এখন পুনঃ কলুষ ক্ষয়ের জন্য মার্গ ভাবনা করিতে হইবে না (বা এখন পুনঃ এই পঞ্চস্কন্ধ হইতে অন্য পঞ্চস্কন্ধ-সন্তান নাই) বলিয়া অভিজ্ঞাত হইলেন। আয়ুষ্মান কশ্যপ ভগবানের অর্হৎ শ্রাবকগণের মধ্যে একজন (অন্যতম) অর্হৎ হইলেন।

(অষ্টম) মহাসীহনাদ সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। পোট্‌ঠপাদ সূত্র

পোট্‌ঠপাদ পরিব্রাজক উপাখ্যান

৪০৬। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ ত্রিংশৎ শত পরিব্রাজক সমন্বিত মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত শাস্ত্রালোচনা-ক্ষেত্র তিন্দুকতরু পরিশোভিত একশালা নামধেয় মল্লিকাদেবীর আরামে বাস করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন।

৪০৭। তখন ভগবানের এইরূপ মনে হইল,– "শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করার পক্ষে এখনও ঢের সময়। শাস্ত্রালোচনা-ক্ষেত্র তিন্দুকতরু পরিশোভিত একশালা নামধেয় মল্লিকাদেবীর আরামেÍ যেখানে পোট্‌ঠপাদ পরিব্রাজক অবস্থান করিতেছে যদি সেখানে উপস্থিত হই তবেই ভাল হয়।" অতঃপর ভগবান যেখানে শাস্ত্রালোচনাক্ষেত্র তিন্দুকতরুরাজীতে পরিশোভিত একশালা নামধেয় মল্লিকাদেবীর আরাম তথায় উপস্থিত হইলেন।

৪০৮। সেই সময় পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলে উন্নাদ, উচ্চশব্দ, মহারবের সহিত অনেক প্রকার তিরশ্চীন (স্বর্গমোক্ষ মার্গের বিঘ্নকারক) কথা বলিতেছিলেন, যথাত্ম রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পান-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালা-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বিসিখা (রথপত্তি)-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্বপ্রেত-কথা, নানাত্ম-কথা (নানাবিধ নিরর্থক-কথা), লোকাখ্যায়িকা-কথা, সমুদ্রাখ্যায়িকা-কথা, বৃদ্ধি-হানী সম্বন্ধীয়-কথা ইত্যাদি অন্যও।

৪০৯। পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ ভগবানকে দূরে আসিতে দেখিয়া স্বীয় পরিষদকে সাবধান করিয়াছিলেন,– "তোমরা নিরব হও, শব্দ করিও না; ঐ শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। সেই আয়ুষ্মান নিরবতা প্রিয়, নিরবতার প্রশংসাবাদী। সুতরাং পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনযোগ্য মনে করেন।" এইরূপ উক্ত হইলে সেই পরিব্রাজকগণ নিরব হইলেন।

৪১০। অতঃপর ভগবান যেখানে পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে ভগবান! আসুন, স্বাগত ভন্তে! ভগবান! ভন্তে ভগবান! বহুদিন পরে এই স্থানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগমন করিয়াছেন। ভন্তে ভগবান! বসুন, এই আসন প্রস্তুত।"

ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ অপেক্ষাকৃত নিু আসন গ্রহণপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ একপার্শ্বে উপবেশন করিলে ভগবান তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– "পোট্ঠপাদ! তোমরা এই স্থানে কি কথা উত্থাপন করিয়া বসিয়া আছ? আমার আগমনে তোমাদের কোন কথা বাধা প্রাপ্ত হইল?"

অভিসংজ্ঞা নিরোধ কথা

৪১১। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! আমরা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া এক্ষণে যে কথায় নিযুক্ত ছিলাম সে কথা থাক্। ভন্তে! পরে সে কথা ভগবানের শ্রবণ দুল্লভ হইবে না। ভন্তে! বহুদিবস হইল নানা তৈর্থিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কৌতুহল শালায় সম্মিলিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অভিসংজ্ঞা নিরোধ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল, যেমনÍ 'ভো (ভদন্ত)! অভিসংজ্ঞা নিরোধ কিরূপে হয়?'

তদুত্তরে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছিলেন,– 'পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তির ও নিরোধের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই। উহার উৎপত্তিকালে পুরুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, নিরোধকালে সংজ্ঞাহীন হয়।' কেহ কেহ এইরূপে অভিসংজ্ঞার নিরোধ প্রজ্ঞপ্তি করিয়াছিলেন।

তাহা অপরে এইরূপ বলিলেন,– 'ভো (ওহে)! তাহা কিন্তু এইরূপ হইবে না। সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা, উহা (আত্মা) আসেও যায়ও। যখন আসে তখন পুরুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, যখন যায় তখন পুরুষ সংজ্ঞাহীন হয়।' কেহ এইরূপে অভিসংজ্ঞা নিরোধ প্রজ্ঞপ্তি করিয়াছিলেন।

তাহা অপরে এইরূপ বলিলেন,– 'ভো! তাহা কিন্তু এরূপ হইবে না। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মহাঋদ্ধি সম্পন্ন ও মহানুভাব সম্পন্ন। তাঁহার মানব দেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন এবং অপসারণও করেন। যখন সঞ্চার করেন তখন মনুষ্য সংজ্ঞাবান হয় আর যখন অপসারণ করেন তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।' কেহ কেহ এইরূপে অভিসংজ্ঞা নিরোধ প্রজ্ঞপ্তি করিয়াছিলেন।

তাহা অপরে এইরূপ বলিলেন,– 'ভো ! তাহা কিন্তু এইরূপ হইবে না। মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন দেবগণ আছেন। তাঁহারা মানব দেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন আর দেহ হইতে অপসারণও করেন। যখন সঞ্চার করেন তখন মনুষ্য সংজ্ঞাবান হয় আর যখন অপসারণ করেন তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।' কেহ এইরূপ অভিসংজ্ঞা নিরোধ প্রজ্ঞপ্তি করিয়াছিলেন।

ভন্তে! (তাঁহাদের নানামত শ্রবণ করিয়া) তখন আমার ভগবানের কথাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মরণ হইল, অহো ভগবান! অহো সুগত!! যিনি এই ধর্মসমূহের সুকুশল, ভন্তে! অভিসংজ্ঞা নিরোধের ভগবান কুশল ভগবান প্রকৃতিজ্ঞ। ভন্তে! অভিসংজ্ঞা নিরোধ কিরূপে হয়?

সহেতুক সংজ্ঞা উৎপাদ নিরোধ কথা

৪১২। "পোট্ঠপাদ! তত্র যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের হেতুও নাই প্রত্যয়ও নাই' তাঁহারা প্রারম্ভেই অপরাদ্ধ (দোষী)। কিহেতু? পোট্ঠপাদ! পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের হেতু এবং প্রত্যয় আছে। শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।"

৪১৩। (ভগবান স্বয়ং বলিলেন) "সেই শিক্ষা কি? পোট্ঠপাদ! ইহজগতে তথাগত আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ... (এ স্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর অনুরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... পোট্ঠপাদ! এইরূপেই ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ... (এ স্থলে সেই সূত্রের ২১৩ নং হইতে ২২৪ নং এর অনুরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য)। অতঃপর আপনাতে পঞ্চনীবরণ প্রহীণ দেখিয়া তিনি (সেই ভিক্ষু) প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রমোদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্তদেহে সুখানুভব করেন, সুখীতের চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া আর অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাহাতে বিহার করেন। তাঁহার পূর্বের যাহা কামসংজ্ঞা তাহা নিরুদ্ধ হয়। তখন বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা লাভ হয়। সেই সময় তিনি বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী (সংজ্ঞাশালী) হইয়া থাকেন। এইরূপেও শিক্ষার (প্রথম ধ্যান) দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার (প্রথম ধ্যান) দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই 'প্রথম ধ্যানশিক্ষা' বলিয়া ভগবান বলিলেন।

"পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ! ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত ও বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। সেই সময়ে তাঁহার পূর্বে যাহা বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা ছিল তাহা নিরুদ্ধ হয়, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তখন তিনি সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী (সংজ্ঞাশালী) হইয়া থাকেন। এইরূপেও (দ্বিতীয় ধ্যান) শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, (দ্বিতীয় ধ্যান) শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।" ইহাই 'দ্বিতীয় ধ্যানশিক্ষা'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলিয়া ভগবান বলিলেন।

"পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ! ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তাঁহার পূর্বের সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই সময় উপেক্ষা-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। তখন তিনি উপেক্ষা-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী (সংজ্ঞাসম্পন্ন) হইয়া থাকেন। এইরূপেও (তৃতীয় ধ্যান) শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, তৃতীয় ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।" ইহাই 'তৃতীয় ধ্যানশিক্ষা' ধ্যানশিক্ষা' বলিয়া ভগবান বলিলেন।

"পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ! ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করিয়া আর পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া 'না-দুঃখ-না-সুখ' উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সেই সময় তাঁহার পূর্বের উপেক্ষা-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, 'না-দুঃখ-না-সুখরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। তখন তিনি 'না-দুঃখ-না-সুখরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী (সংজ্ঞাসম্পন্ন) হইয়া থাকেন। এইরূপেও (চতুর্থ ধ্যান) শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, চতুর্থ ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।" ইহাই 'চতুর্থ ধ্যানশিক্ষা' বলিয়া ভগবান বলিলেন।

"পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ! ভিক্ষু সর্ব রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া নানাত্ম সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করিয়া 'অনন্ত-আকাশ' এইরূপ ভাবনা করিয়া 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যান স্তর লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সেই সময় তাঁহার পূর্বের রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, 'আকাশ-অনন্ত-আয়তনরূপ' (সুখময়)' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। তখন তিনি 'আকাশ-অনন্ত-আয়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী (সংজ্ঞাসম্পন্ন) হইয়াই থাকেন। এইরূপেও 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।" ইহাই 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানশিক্ষা' বলিয়া ভগবান বলিলেন।

পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ! ভিক্ষু সর্বতোভাবে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তর সমতিক্রম করিয়া 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এইরূপ ভাবনা করিয়া 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যান স্তর লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সেই সময় তাঁহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বের 'আকাশ-অনন্ত-আয়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। তখন তিনি 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী হইয়াই থাকেন। এইরূপেও 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।" ইহাই 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানশিক্ষা' বলিয়া ভগবান বলিলেন।

পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ! ভিক্ষু সর্বতোভাবে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সমতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এইরূপ ভাবনা করিয়া 'আকিঞ্চন্যায়তন' (তৃতীয় অরূপ) ধ্যান স্তর লাভ করে তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার পূর্বের 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, 'আকিঞ্চন্যায়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। তখন তিনি 'আকিঞ্চন্যায়তনরূপ' সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞী (সংজ্ঞাসম্পন্ন) হইয়াই থাকেন। এইরূপেও 'আকিঞ্চন্যায়তন' ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, 'আকিঞ্চন্যায়তন' ধ্যান শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।" ইহাই 'আকিঞ্চন্যায়তন ধ্যানশিক্ষা' বলিয়া ভগবান বলিলেন।

৪১৪। "পোট্ঠপাদ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু স্বকসংজ্ঞী (স্বয়ং প্রথম ধ্যান সংজ্ঞার সংজ্ঞাসম্পন্ন অর্থৎ প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত) হইলে, সেই সময় হইতে তিনি উত্তরোত্তর ক্রমান্বয়ে ধ্যান হইতে ধ্যানান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সংজ্ঞাগ্র (অগ্র বা শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা 'আকিঞ্চন্যানায়তন' ধ্যানস্তর) প্রাপ্ত হন। সংজ্ঞাগ্রে স্থিত হইলে তাঁহার এইরূপ মনে হয়,– 'আমার উত্তরোত্তর চেতনা উৎপাদন পাপ (অন্যায়) হইবে, অচেতন হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হইবে; যদি আমি উত্তরোত্তর চেতনা উৎপাদন করি আর অভিসংস্কার (ঊর্ধ্বতন ধ্যান প্রাপ্তির চেষ্টা) করি তবে আমার এই সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হইবে, অন্য স্থূল (ভবাঙ্গ) সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব আমি চেতনা উৎপাদন করিব না এবং ঊর্ধ্বতন ধ্যান প্রাপ্তির চেষ্টা করিব না।' তিনি উত্তরোত্তর চেতনা উৎপাদন ও অভিসংস্কার করেন না। চেতনা উৎপাদন ও অভিসংস্কার পরিহারে তাঁহার সেই সংজ্ঞা (ধ্যানসংজ্ঞা) নিরুদ্ধ হয় এবং অন্য স্থূল সংজ্ঞাও (ভবাঙ্গ সংজ্ঞাও) উৎপন্ন হয় না। তিনি এইরূপে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ প্রাপ্ত হন। পোট্ঠপাদ! সম্প্রজানকারীর (পণ্ডিত ভিক্ষুর) এইরূপ আনুপূর্বিক (অভি) সংজ্ঞা নিরোধ সমাপত্তি হইয়া থাকে।

পোট্ঠপাদ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি ইতিপূর্বে এইরূপ আনুপূর্বিক সম্প্রজান অভিসংজ্ঞা নিরোধ সমাপত্তি শুনিয়াছ?

"না, ভন্তে! ভগবান যাহা বলিলেন তাহা আমি এইরূপ বুঝিলাম যে পোট্ঠপাদ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু যখন (প্রথম) ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হন তখন হইতে তিনি উত্তরোত্তর ক্রমান্বয়ে ধ্যান হইতে ধ্যানান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সংজ্ঞাগ্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(আকিঞ্চন্যায়তন ধ্যানস্তর) প্রাপ্ত হন। সংজ্ঞাগ্রে (আকিঞ্চন্যায়তন ধ্যানস্তরে) স্থিত হইলে তাঁহার এইরূপ মনে হয়,– 'আমার উত্তরোত্তর চেতনা উৎপাদন পাপ (অন্যায়) হইবে, অচেতন হওয়া আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হইবে; যদি আমি উত্তরোত্তর চেতনা উৎপাদন করি আর অভিসংস্কার (ঊর্ধ্বতন ধ্যান প্রাপ্তির চেষ্টা) করি তবে আমার এই ধ্যানসংজ্ঞারও নিরোধ হইতে পারে, অন্য স্থূল (ভবাঙ্গ) সংজ্ঞারও উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব আমি চেতনাও উৎপাদন করিব না, ঊর্ধ্বতন ধ্যান প্রাপ্তিরও চেষ্টা করিব না।' তখন তিনি চেতনাও উৎপাদন করেন না অভিসংস্কারও করেন না। অচেতয়মান এবং অনভিসংস্কার বশতঃ তাঁহার সেই ধ্যানসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং অন্য স্থূল (ভবাঙ্গ) সংজ্ঞারও উৎপন্ন হয় না। তিনি এইরূপে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ প্রাপ্ত হন। পোট্ঠপাদ! সম্প্রজানকারীর (পণ্ডিত ভিক্ষুর) এইরূপ আনুপূর্বিক (অভি) সংজ্ঞা নিরোধ সমাপত্তি হইয়া থাকে।"

"হাঁ, পোট্ঠপাদ! তুমি যথার্থ বলিয়াছ।"

৪১৫। "ভন্তে! ভগবান কি সংজ্ঞাগ্র এক বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন অথবা কি বহু সংজ্ঞাগ্র বলিয়া প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

"পোট্ঠপাদ! আমি সংজ্ঞাগ্র এক বলিয়াও প্রজ্ঞপ্তি করি, উহা বহু বলিয়াও প্রজ্ঞপ্তি করি।"

"ভন্তে! সংজ্ঞাগ্র যে এক এবং বহু ভগবান কিরূপে উহা প্রজ্ঞপ্তি করেন?"

"পোট্ঠপাদ! যে যে রূপে পূর্ববর্তী সংজ্ঞা নিরোধ প্রাপ্ত হয় সে সে রূপে আমি সংজ্ঞাগ্র প্রজ্ঞপ্তি করিয়া থাকি। পোট্ঠপাদ! এই কারণেই আমি সংজ্ঞাগ্র এক বলিয়াও প্রজ্ঞপ্তি করি, উহা বহু বলিয়াও প্রজ্ঞপ্তি করিয়া থাকি।"

৪১৬। "ভন্তে! (নিরোধ সমাপত্তি সমাপন্ন ভিক্ষু উহা হইতে উত্থিত হইবার সময়) সংজ্ঞা কি প্রথমে উৎপন্ন হইয়া তৎপশ্চাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়? অথবা কি প্রথমে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া তৎপশ্চাতে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়? অথবা কি সংজ্ঞা এবং জ্ঞান কোনটিই পূর্বে কিম্বা পরে উৎপন্ন না হইয়া উভয়ে একই সময়ে এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়?"

"পোট্ঠপাদ! (নিরোধ সমাপত্তি সমাপন্ন ভিক্ষু উহা হইতে উত্থিত হইবার সময়) সংজ্ঞা (অর্হত্ব ফলসংজ্ঞা) প্রথম উৎপন্ন হয়, তৎপর জ্ঞান (ইহা অর্হত্ব ফল বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞার (অর্হত্ব ফলসংজ্ঞার) উৎপত্তিতেই জ্ঞানের (অর্হত্ব ফল প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের) উৎপত্তি হয়। সেই ভিক্ষু ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে হেতু প্রত্যয়তা (কারণ বশতঃ) অর্থাৎ ফলসমাধি সংজ্ঞা প্রত্যয়তা বর্তমান থাকায় আমার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান হইয়াছে। পোট্ঠপাদ! এই পর্যায় হইতে ইহা জ্ঞাতব্য যে সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয় পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞা-আত্মকথা

৪১৭। "ভন্তে! সংজ্ঞাই কি পুরুষের আত্মা? অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা কি পরস্পর ভিন্ন?"

"পোট্ঠপাদ! তুমি কাকে আত্মারূপে গ্রহণ করিতেছ?"

"ভন্তে! আমি ধরিয়া লইতেছি যে স্থূল এক আত্মার অস্থিত্ব আছে যাহা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক এবং গ্রাসবশে আহারভোজী।"

"পোট্ঠপাদ! রূপী, চাতুর্মহাভূতিক এবং গ্রাসবশে আহারভোজী স্থূল তোমার আত্মার যদি অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে পোট্ঠপাদ! তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ হইয়া পড়ে। পোট্ঠপাদ! ইহা এই (নিম্নোক্ত) পর্যায়েও বেদিতব্য যে 'সংজ্ঞা ও আত্মা ভিন্ন ভিন্ন'।"

"পোট্ঠপাদ! রূপী, চাতুর্মহাভূতিক এবং গ্রাসবশে আহারভোজী স্থূল আত্মা স্বীকার করিয়া লইলেও 'অথ এই পুরুষের অন্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, অন্য সংজ্ঞারই নিরোধ হয়।' পোট্ঠপাদ! এই পর্যায়ে উহা বেদিতব্য যে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।"

৪১৮। "ভন্তে! আমি আত্মাকে সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময়রূপে গ্রহণ করিতেছি।"

"পোট্ঠপাদ! যদি তোমার আত্মা মনোময়, সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অহীনিন্দ্রিয় হয় তাহা হইলেও পোট্ঠপাদ! তোমার সংজ্ঞা অন্য এবং আত্মা অন্য হইয়া পড়ে। তাহা এই পর্যায়েও পোট্ঠপাদ! বেদিতব্য, যেমনÍ অন্যও বা সংজ্ঞা হইবে আর অন্যও বা হইবে আত্মা।

পোট্ঠপাদ! এই মনোময়, সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন এবং অহীনেন্দ্রিয় আত্মা ধরিয়া হইলে এই পুরুষের অন্যই বা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় আর অন্যই বা সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ! এই পর্যায়েও ইহা বেদিতব্য যে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।"

৪১৯। "ভন্তে! তাহা হইলে আমি আত্মাকে অরূপী সংজ্ঞাময়রূপে গ্রহণ করিতেছি।"

"পোট্ঠপাদ! যদি তোমার আত্মা অরূপী সংজ্ঞাময় হয় তাহা হইলেও পোট্ঠপাদ! তোমার সংজ্ঞা অন্য আর আত্মা অন্য হইয়া পড়ে। তাহা এই পর্যায়েও পোট্ঠপাদ! বেদিতব্য, যেমনÍ অন্যও বা সংজ্ঞা হইবে আর অন্যও বা আত্মা হইবে। পোট্ঠপাদ! এই অরূপী সংজ্ঞাময় আত্মা ধরিয়া লইলে এই পুরুষের অন্যই বা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় আর অন্যই বা সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ! এই পর্যায়েও ইহা বেদিতব্য যে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২০। "ভন্তে! সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা পরস্পর বিভিন্ন ইহা কি আমি জানিতে পারি?"

"পোট্ঠপাদ! তুমি অন্য দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্য মতাবলম্বী এবং অন্য রুচিসম্পন্ন। কাজেই আযোগা (অনুশীলন) ব্যতীত আর আচার্য ব্যতীত 'সংজ্ঞা কি পুরুষের আত্মা? অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা কি পরস্পর বিভিন্ন?' ইহা তোমার পক্ষে দুর্জ্ঞেয়।"

"ভন্তে! আমি অন্য দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্য মতাবলম্বী আর অন্য রুচিসম্পন্ন হওয়ায় অনুশীলন (আযোগা) ও আচার্য ব্যতীত 'সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা বিভিন্ন কি না' ইহা আমার পক্ষে যদি দুর্জ্ঞেয় হয়; (তাহা হইলে) ভন্তে! লোকত শাশ্বত? ইহাই একমাত্র সত্য অন্য প্রকার দৃষ্টি কি নিরর্থক?"

"পোট্ঠপাদ! 'লোক শাশ্বতI ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক' এই বিষয়ও আমাকর্তৃক অব্যাকৃত অর্থাৎ এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।"

"ভন্তে! তবে কি লোক অশাশ্বত? ইহাই একমাত্র সত্য আর অন্য প্রকার দৃষ্টি কি নিরর্থক?"

"পোট্ঠপাদ! 'লোক অশাশ্বতI ইহাই একমাত্র সত্য আর অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক' এই বিষয়ও আমাকর্তৃক অব্যাকৃত।"

"ভন্তে! তবে কি লোক সসীম? ইহাই একমাত্র সত্য আর অন্য প্রকার দৃষ্টি কি নিরর্থক?"

"পোট্ঠপাদ! ... .এ বিষয়ও আমাকর্তৃক অব্যাকৃত।"

"ভন্তে! তবে কি লোক অসীম? ... জীবাত্মা এবং শরীর কি অভিন্ন? ... জীবাত্মা এবং শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন? ... মরণের পর তথাগতের (সত্ত্বের) কি পুনর্জন্ম হয়? ... মরণের পর তথাগতের (সত্ত্বের) কি পুনর্জন্ম হয় না? ... মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম কাহারও হয় আর কাহারও কি হয় না? ... মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম না হয় অথবা না হয় না? ইহাই একমাত্র সত্য আর অন্য প্রকার দৃষ্টি কি নিরর্থক?"

"পোট্ঠপাদ! 'মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না অথবা না হয় না, ইহাই একমাত্র সত্য আর অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক' এ বিষয়ও আমাকর্তৃক অব্যাকৃত।"

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক ঐ বিষয় কেন অব্যাকৃত?"

"পোট্ঠপাদ! এই বিষয় (প্রশ্ন) অর্থ সংহিত নহে, ধর্ম সংহিত নহে, সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের আদিমাত্রও নহে (শিক্ষাত্রয় সঙ্খ্যাত শাসন ব্রহ্মচর্যের আদি অধিশীল মাত্রও নহে) এবং সংসারাবর্তের প্রতি নির্বেদে ও বিরাগে, সংসারাবর্তের নিরোধে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও উপশমে, সংসারাবর্তাভিজ্ঞানে (প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায়) ও সম্বোধে আর নির্বাণ প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে না। এই কারণে আমাকর্তৃক ঐ বিষয় অব্যাকৃত।"

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক কি ব্যাকৃত (কোন বিষয় ব্যাখ্যাত)?"

"পোট্ঠপাদ! ইহা (তৃষ্ণা ব্যতীত ত্রৈভূমিক পঞ্চস্কন্ধ) দুঃখ বলিয়া মৎকর্তৃক ব্যাকৃত। পোট্ঠপাদ! এই (অবিদ্যাদি প্রত্যয়ন্তর সহিত তৃষ্ণা) দুঃখ সমুদয় (দুঃখ উৎপত্তির কারণ) বলিয়া আমাকর্তৃক ব্যাকৃত। পোট্ঠপাদ! এই (অবিদ্যা ও তৃষ্ণার অপ্রবর্তন) দুঃখ নিরোধ বলিয়া আমাকর্তৃক ব্যাকৃত। পোট্ঠপাদ! এই (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদ (মার্গ) বলিয়া আমাকর্তৃক অব্যাকৃত।"

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এ বিষয় কেন ব্যাকৃত?"

"পোট্ঠপাদ! যেহেতু এই বিষয় অর্থসংহিত, নবলোকোত্তর ধর্মসংহিত, শিক্ষাত্রয় সঙ্খ্যাত শাসন ব্রহ্মচর্যের আদি, সংসারাবর্তের প্রতি নির্বেদে ও বিরাগে, সংসারাবর্তের নিরোধে ও উপশমে, সংসারাবর্তাভিজ্ঞানে (প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায়) ও সম্বোধে এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে। এই কারণে আমাকর্তৃক উহা ব্যাকৃত।"

"হে ভগবান! এইরূপই বটে! হে সুগত! এইরূপই বটে!! ভন্তে! এক্ষণে ভগবান যাহা কর্তব্য মনে করেন করিতে পারেন।"

অতঃপর ভগবান আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

৪২১। অনন্তর ভগবান প্রস্থান করিবার মাত্র উপস্থিত পরিব্রাজকগণ চতুর্দিক হইতে বাক্য-প্রতোদে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদকে নিরন্তর জর্জরিত করিলেন,– "এই প্রকারে এই মহানুভাব পোট্ঠপাদ শ্রমণ গৌতম যাহা যাহা বলিতেছেন তাহা তাহাই অনুমোদন করিতেছেন এবং বলিতেছেন। হে ভগবান! এইরূপই বটে! হে সুগত! এইরূপই বটে!! আমরা কিন্তু শ্রমণ গৌতমের কোন নিশ্চিত সুস্পষ্ট ধর্মদেশনা অবগত হইলাম না যে আত্মা শাশ্বত অথবা আত্মা অশাশ্বত, আত্মা সমীম অথবা আত্মা অসীম, জীব্রাও শরীর অভিন্ন অথবা ভিন্ন ভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগতের (জীবের) পুনর্জন্ম হয় অথবা পুনর্জন্ম হয় না, কাহারও পুনর্জন্ম হয় অথবা কাহারও হয় না, তথাগতের পুনর্জন্ম না হয় অথবা না হয় না।"

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ঐ সকল পরিব্রাজককে এইরূপ বলিলেন,– 'ভো! আমিও ঐ সকল বিষয়ে শ্রমণ গৌতম কর্তৃক ভাষিত কোন নিশ্চিত সুস্পষ্ট ধর্মদেশনা অবগত নহি। কিন্তু শ্রমণ গৌতম যে মার্গ ভূত (স্বভাবতঃ বিদ্যমান), সত্য, তথ্য, নবলোকোত্তর ধর্মে স্থিত, লোকোত্তর ধম্মনিয়ামক সেই মার্গের প্রজ্ঞপ্তি করিতেছেন। শ্রমণ গৌতম-ঘোষিত মার্গ ভূত, সত্য, তথ্য, ধর্মে স্থিত, ধর্মনিয়ামক জানিয়াও মাদৃশ বিজ্ঞ সেই সুভাষিত বাক্যের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিরূপে অনুমোদন না করিবে?"

হত্থিসারিপুত্র চিত্ত ও পোট্ঠপাদ উপাখ্যান

৪২২। দুই তিনদিন অতিবাহিত হইলে হত্থিসারিপুত্র চিত্ত (শ্রাবস্তীর প্রসিদ্ধ গজাচার্যের পুত্র) এবং পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ভগবানের-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হত্থিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! সেইদিন ভগবান চলিয়া আসিলে সেই পরিব্রাজকগণ চতুর্দিক হইতে আমার উপর বাক্য-প্রতোদ নিরন্তর পাতিত করিল,– 'এই প্রকারে মহানুভাব পোট্ঠপাদ শ্রমণ গৌতম যাহা যাহা বলিতেছেন তাহা তাহাই অনুমোদন করিতেছেন,– হে ভগবান! এইরূপ বটে! হে সুগত! এইরূপ বটে!! আমরা কিন্তু শ্রমণ গৌতমের নিশ্চিত কোন সুস্পষ্ট ধর্মদেশনা অবগত হইলাম না যে আত্মা শাশ্বত অথবা আত্মা অশাশ্বত, ... মৃত্যুর পর তথাগতের পুনর্জন্ম না হয় অথবা না হয় না।'

এইরূপ উক্ত হইলে সেই পরিব্রাজকদিগকে আমি এইরূপ বলিয়াছিলামÍ 'ভো! আমিও ঐ সকল বিষয়ে শ্রমণ গৌতম কর্তৃক ভাষিত কোন নিশ্চিত সুস্পষ্ট ধর্মদেশনা অবগত নহি। কিন্তু শ্রমণ গৌতম যে মার্গ ভূত, সত্য, তথ্য, ধর্মে স্থিত, ধর্মনিয়ামক সেই মার্গই প্রজ্ঞপ্তি করেন। শ্রমণ গৌতম ঘোষিত মার্গ ভূত, সত্য, তথ্য, ধর্মে স্থিত, ধর্মনিয়ামক জানিয়াও মাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সুভাষিত বাক্য কিরূপে অনুমোদন না করিবে'?"

৪২৩। "পোট্ঠপাদ! ঐ সকল পরিব্রাজক অন্ধ চক্ষুহীন, উহাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই চক্ষুষ্মান। পোট্ঠপাদ! কোনো কোনো ধর্ম (বিষয়) নিশ্চিত আমাকর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, কোনো কোনো বিষয় অনিশ্চিত আমাকর্তৃক এইরূপ ঘোষিত হইয়াছে। পোট্ঠপাদ! আমাকর্তৃক যাহা অনিশ্চিত ঘোষিত হইয়াছে তাহা কি প্রকার?"

পোট্ঠপাদ! লোক (আত্মা) শাশ্বতÍ এই বিষয় আমাকর্তৃক অনিশ্চিত ঘোষিত হইয়াছে। পোট্ঠপাদ! লোক অশাশ্বতÍ এই বিষয় আমাকর্তৃক অনিশ্চিত ঘোষিত হইয়াছে। পোট্ঠপাদ! লোক সান্ত ... লোক অনন্ত ... জীবাত্মা ও শরীর অভিন্ন ... জীবাত্মা ও শরীর ভিন্ন ভিন্ন ... মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম হয় ... মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম হয় না ... মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম কাহারও হয় অথবা কাহারও হয় না ... মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম না হয় অথবা না হয় না,– পোট্ঠপাদ! এইসব বিষয় আমাকর্তৃক অনিশ্চিত ঘোষিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পোট্ঠপাদ! মৎকর্তৃক কেন ঐ সকল অনিশ্চিত ঘোষিত হইয়াছে?

পোট্ঠপাদ! যেহেতু উহা অর্থসংহিত নহে, ধর্মসংহিত নহে, শিক্ষাত্রয় সঙ্খ্যাত ব্রহ্মচর্যের আদিমাত্রও নহে, আর উহা সংসারাবর্তের প্রতি নির্বেদে ও বিরাগে, সংসারাবর্তের নিরোধে ও উপশমে, সংসারাবর্তাভিজ্ঞানে (প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায়) ও স্বয়ম্বোধের জন্য এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে না। এই কারণে মৎকর্তৃক উহা অনিশ্চিত ঘোষিত হইয়াছে।"

একাংশিক ধর্ম

৪২৪। "পোট্ঠপাদ! যে সকল বিষয় নিশ্চিত বলিয়া মৎকর্তৃক দেশিত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ঐ সকল বিষয় কি প্রকার?

পোট্ঠপাদ! ইহা (তৃষ্ণা ব্যতীত ত্রৈভূমিক পঞ্চস্কন্ধ) নিশ্চিত দুঃখ (ধর্ম স্বভাব) বলিয়া মৎকর্তৃক দেশিত ও বিজ্ঞাপিত। পোট্ঠপাদ! এই (অবিদ্যাদি প্রত্যয়ন্তর সহিত তৃষ্ণা) নিশ্চিত দুঃখ সমুদয় (দুঃখ উৎপত্তির কারণ) বলিয়া মৎকর্তৃক দেশিত ও বিজ্ঞাপিত। পোট্ঠপাদ! এই (অবিদ্যা ও তৃষ্ণার অপ্রবর্তন) নিশ্চিত দুঃখ নিরোধ বলিয়া মৎকর্তৃক দেশিত ও বিজ্ঞাপিত। পোট্ঠপাদ! এই (আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ) নিশ্চিত দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদ (মার্গ) বলিয়া মৎকর্তৃক দেশিত ও বিজ্ঞাপিত।

পোট্পাদ! কি কারণে মৎকর্তৃক ঐ সকল নিশ্চিত ধর্ম দেশিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে?

পোট্ঠপাদ! যেহেতু উহা অর্থসংহিত, ধর্মসংহিত, শিক্ষাত্রয় সঙ্খ্যাত শাসনব্রহ্মচর্যের আদি, আর উহা সংসারাবর্তের প্রতি নির্বেদে ও বিরাগে, সংসারাবর্তের নিরোধে ও উপশমে, সংসারাবর্তাভিজ্ঞানে (প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায়) ও স্বয়ম্বোধের জন্য এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে। এই কারণে মৎকর্তৃক ঐ সকল নিশ্চিত ধর্ম দেশিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

৪২৫। পোট্ঠপাদ! কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপবাদী (বলেন) আর এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন,– 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী ও নিত্য (অবিনশ্বর) হইয়া থাকে।' আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি সত্যই এইরূপবাদী (বলেন) আর এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন? মরণের পর আত্মা নিত্য একান্ত সুখী হইয়া থাকে?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে যদি তাঁহারা 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন, আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি একান্ত সুখসম্পন্ন লোক জানিয়া ও দেখিয়া অবস্থান করেন?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি এক রাত্রি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা এক দিবস কিংবা অর্ধরাত্রি কিংবা অর্ধ দিবসের জন্য নিজেকে একান্ত সুখী বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিয়াছেন?' এরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা 'না' কহিয়া থাকেন। আমি তাহাদিগকে আমি এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি এমন কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ জানেন যাহার দ্বারা একান্ত সুখময় লোকের সাক্ষাৎকার ঘটে?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! যে সকল দেবতা একান্ত সুখময় লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের ভাষিত শব্দ আপনারা শুনিয়াছেনÍ মারিষগণ! একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আপনারা সুপ্রতিপন্ন হউন। মারিষগণ! আপনারা উজুপথ প্রতিপন্ন হউন। মারিষগণ! আমরাও ঐরূপেই একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনারা হইয়াছেন কি?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' কহিয়া থাকেন। পোট্ঠপাদ! ইহা তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ভাষিত উক্তি হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"ভন্তে! এইরূপ হইলে সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ভাষিত উক্তি নিশ্চয়ই হাস্যকর (উত্তরাত্তর) প্রমাণিত হয়।"

৪২৬। "পোট্ঠপাদ! যেমন কোন ব্যক্তি এইরূপ বলেÍ 'এই জনপদে (গ্রামে) যে জনপদকল্যাণী (রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা স্ত্রীলোক) আছে আমি তাহাকে অভিলাষ করি, কামনা করি।' জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'হে পুরুষ! যে জনপদকল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদকল্যাণী কি ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী অথবা বৈশ্যা কিম্বা শূদ্রানী তাহা জান?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পুরুষটী বলিল 'না'।

তখন জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'হে পুরুষ! যে জনপদকল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর সেই জনপদকল্যাণীর এই নাম বা এই গোত্র, সে দীর্ঘ (লম্বা) বা হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা বা শ্যামবর্ণা অথবা মদগুরবর্ণা, অমুক গ্রাম বা নিগম অথবা নগরবাসিনী তাহা কি তুমি জান?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে 'না' বলিয়া সে উত্তর দেয়।

জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'হে পুরুষ! যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি কামনা কর, অভিলাষ কর?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দেয়। পোট্ঠপাদ! তাহা তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে সেই পুরুষের ভাষিত উক্তি হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"ভন্তে! এইরূপ হইলে সেই পুরুষের ভাষিত উক্তি নিশ্চয়ই হাস্যকর প্রমাণিত হয়।"

"পোট্ঠপাদ! এইরূপে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপবাদী (বলেন) ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন,– 'মরণের পর আত্মা নিত্য একান্ত সুখী হইয়া থাকে?' আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাদের সমীপে গিয়া এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি সত্যই এরূপ বলেন ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন,– মরণের পর আত্মা নিত্য একান্ত সুখী হইয়া থাকে?' যদি তাঁহারা আমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন তাঁহাদিগকে আমি এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া অবস্থান করেন?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' বলিয়া উত্তর দেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি একরাত্রি বা একদিবস অথবা অর্ধরাত্রি বা অর্ধদিবসের জন্যও নিজকে একান্ত সুখী বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিয়াছেন?' ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা 'না' কহিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি এমন কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ জানেন যাহার দ্বারা একান্ত সুখময় লোকের সাক্ষাৎকার ঘটে?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! যে সকল দেবতা একান্ত সুখময় লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের ভাষিত উক্তি আপনারা শুনিয়াছেন,– মারিষগণ! একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আপনার সুপ্রতিপন্ন হউন, মারিষগণ! আপনারা উজুপথ প্রতিপন্ন হউন। মারিষগণ! আমরাও ঐরূপে একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়াছি,– আপনারাও হইয়াছেন কি?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' কহিয়া থাকেন। পোট্ঠপাদ! ইহা তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ভাষিত উক্তি হাস্যকর প্রমাণিত হয় না?"

"ভন্তে! এইরূপ হইলে সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ভাষিত উক্তি নিশ্চয়ই হাস্যকর প্রমাণিত হয়।"

৪২৭। "পোট্ঠপাদ! যেমন কোন ব্যক্তি প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্মহাপথে সোপান শ্রেণী নির্মাণ করে। (তখন) জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'হে পুরুষ! যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ উহা পশ্চিমদিকে কিম্বা পূর্বদিকে, অথবা উত্তরদিকে কিম্বা দক্ষিণদিকে, উহা উচ্চ কিম্বা নীচ অথবা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট তাহা তুমি জান কি?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে 'না' বলে। জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'হে পুরুষ! যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দেয়। পোট্ঠপাদ! তুমি তাহা কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই পুরুষের ভাষিত উক্তি কি হাস্যকর প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভন্তে! এরূপ হইলে সেই পুরুষের ভাষিত উক্তি হাস্যকর প্রমাণিত হয়।"

"এইরূপেই পোট্ঠপাদ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়া থাকেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'মরণান্তে আত্মা নিত্য এবং একান্ত সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়' আমি তাঁহাদের-সমীপে গিয়া এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি সত্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন?' মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি তাঁহারা 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন তাঁহাদিগকে আমি এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া অবস্থান করেন?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' বলিয়া উত্তর দেন। তখন আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি একরাত্র বা একদিবস অথবা অর্ধরাত্র বা অদ্ধদিবসের জন্যও নিজকে একান্ত সুখী বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিয়াছেন?' ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা 'না' কহিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলি,– 'আয়ুষ্মানগণ! আপনারা কি এমন কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ জানেন যদ্দ্বারা একান্ত সুখময় লোকের সাক্ষাৎকার ঘটে?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিয়া থাকি,– 'আয়ুষ্মানগণ! যে সকল দেবতা একান্ত সুখময় লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের ভাষিত উক্তি আপনারা শুনিয়াছেন। মারিষগণ! একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আপনারা সুপ্রতিপন্ন হউন, মারিষগণ! আপনারা উজুপথ প্রতিপন্ন হউন। মারিষগণ! আমরাও ঐরূপে একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনারাও হইয়াছেন কি?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'না' কহিয়া থাকেন। পোট্ঠপাদ! ইহা তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ভাষিত উক্তি হাস্যকর প্রতিপন্ন হয় না?"

"ভন্তে! এইরূপ হইলে সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের উক্তি নিশ্চয়ই হাস্যকর প্রমাণিত হয়।"

ত্রিবিধ আত্ম প্রতিলাভ

৪২৮। পোট্ঠপাদ! দেহপ্রাপ্তি (জন্মান্তর) ত্রিবিধঃ স্থূল শরীর গ্রহণ, মনোময় শরীর গ্রহণ এবং অরূপ শরীর গ্রহণ। পোট্ঠপাদ! স্থূল শরীর গ্রহণ কি প্রকার? যাহা রূপী চাতুর্মহাভূতিক গ্রাসবশে আহারভোজী, ইহা স্থূল শরীর গ্রহণ। মনোময় শরীর গ্রহণ কি প্রকার? যাহা রূপী মনোময় সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন, ইহা মনোময় শরীর গ্রহণ। অরূপী শরীর গ্রহণ কি প্রকার? যাহা অরূপী ও সংজ্ঞাময়, ইহা অরূপী শরীর গ্রহণ।

৪২৯। পোট্ঠপাদ! স্থূল আত্মভাব (শরীর) লাভ নিবারণার্থ আমি ধর্মদেশনা করিতেছি যাহা প্রতিপন্ন হইলে তোমাদিগের সংক্লেশকর বা সংকলুষক ধর্ম প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, এই জন্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিতে পারিবে। পোট্ঠপাদ! হয়তঃ তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে। 'সংক্লেশ বা সংকলুষকর ধর্মসমূহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু ঐপ্রকার অবস্থান দুঃখ।' পোট্ঠপাদ! এইরূপ মনে করিও না (এইরূপ দ্রষ্টব্য নহে)।

পোট্ঠপাদ! সংক্লেশকর বা সংকলুষক ধর্মসমূহ ত্যাগ হইলে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইলে প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিলে প্রামোদ্য, প্রীতি, প্রশান্তি, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহার লাভ হইবে।

৪৩০। পোট্ঠপাদ! মনোময় আত্মভাব লাভ নিবারণার্থও আমি ধর্মদেশনা করিতেছি যাহা প্রতিপন্ন হইলে তোমাদিগের সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিতে পারিবে। পোট্ঠপাদ! হয়তঃ তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে যে 'সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার অবস্থান দুঃখ।' পোট্ঠপাদ! এইরূপ মনে করিও না (এইরূপ দ্রষ্টব্য নহে)।

পোট্ঠপাদ! সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইলে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইলে প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিলে প্রামোদ্য, প্রীতি, প্রশান্তি, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহার লাভ হইবে।

৪৩১। পোট্ঠপাদ! অরূপ আত্মভাব প্রাপ্তি নিবারণার্থও আমি ধর্মদেশনা করিতেছি যাহা প্রতিপন্ন হইলে তোমাদিগের সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিতে পারিবে। পোট্পাদ! হয়তঃ তোমার মনে হইতে পারে যে 'সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে ... ঐ প্রকার অবস্থান দুঃখ।' পোট্ঠপাদ! এইরূপ মনে করিও না।

পোট্ঠপাদ! সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইলে, ... প্রামোদ্য, প্রীতি, প্রশান্তি, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহার লাভ হইবে।

৪৩২। পোট্ঠপাদ! অপরে যদি আমাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'আবুসো (বন্ধুগণ)! যে স্থূল আত্মভাব প্রাপ্তি নিবারণার্থ আপনারা ধর্মদেশনা করেন যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীন হয়, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হয়, সেই স্থূল আত্মভাব প্রাপ্তি কি প্রকার?' এইরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জিজ্ঞাসিত হইলে আমরা তাহাদিগকে এইরূপ বলিব,– 'আবুসো (বন্ধুগণ)! এই শরীরই (যাহা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক গ্রাসবশে আহারভোজী) সেই স্থূল আত্মভাব যাহার পরিগ্রহ নিবারণার্থ আমরা ধর্ম ভাষণ করি, যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হইবে।'

৪৩৩। পোট্ঠপদ! অপরে যদি আমাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'আবুসো (বন্ধুগণ)! যে মনোময় আত্মভাব প্রাপ্তি নিবারণার্থ আপনারা ধর্ম ভাষণ করেন যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীন হয়, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হয় সেই মনোময় আত্মভাব কি প্রকার? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমরা তাহাদিগকে এইরূপ বলিব,– 'বন্ধুগণ! ইহাই (যাহা রূপী সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন) সেই মনোময় আত্মভাব যাহার পরিগ্রহ নিবারণার্থ আমরা ধর্ম ভাষণ করি, যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ, ... প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হইবে।'

৪৩৪। পোট্ঠপাদ! অপরে যদি আমাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'বন্ধুগণ! যে অরূপ আত্মভাব নিবারণার্থ আপনারা ধর্ম ভাষণ করেন যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হয়, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হয় সেই অরূপ আত্মভাব কি প্রকার?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমরা তাহাদিগকে এইরূপ বলিব,– 'বন্ধুগণ! ইহাই (যাহা অরূপী সংজ্ঞাময় আত্মভাব) সেই অরূপ আত্মভাব যাহার পরিগ্রহ নিবারণার্থ আমরা ধর্ম ভাষণ করি, যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে, ... প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হইবে।' পোট্ঠপাদ! তুমি ইহা কিরূপ মনে কর? এইরূপ ইহলে ভাষিত উক্তি স-উত্তর প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভন্তে! এইরূপ হইলে ভাষিত উক্তি স-উত্তর প্রমাণিত হয়।"

৪৩৫। "পোট্ঠপাদ! যেমন কোন পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ উহার নিদেশে সোপান নির্মাণ করে। জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'হে পুরুষ! যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ সেই প্রাসাদ পূর্বে অথবা দক্ষিণে, কিম্বা পশ্চিমে অথবা উত্তরে, উহা উচ্চ কিম্বা নীচ অথবা মধমাকৃতি বিশিষ্ট তাহা তুমি জান কি?' সে যদি এইরূপ বলে,– 'বন্ধুগণ! ইহাই সেই প্রাসাদ যাহাতে আরোহণার্থ উহারই নিম্তে আমি সোপান নির্মাণ করিতেছি।' পোট্ঠপাদ! ইহা তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই পুরুষের ভাষিত উক্তি কি স-উত্তর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভন্তে! এইরূপ হইলে সেই পুরুষের ভাষিত উক্তি স-উত্তর প্রমাণিত হয়।"

৪৩৬। পোট্ঠপাদ! এইরূপেই অপরে যদি আমাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'বন্ধুগণ! যে স্থূল আত্মভাব ... যে মনোময় আত্মভাব ... যে অরূপ আত্মভাব প্রাপ্তি নিবারণার্থ আপনারা ধর্ম ভাষণ করেন যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হয়, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, দৃষ্টধর্মে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান সম্ভব হয়। সেই অরূপ আত্মভাব কি প্রকার?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমরা তাহাদিগকে এইরূপ বলিব,– 'বন্ধুগণ! ইহাই সেই অরূপ আত্মভাব যাহার পরিগ্রহ নিবারণার্থ আমরা ধর্ম ভাষণ করি, যাহা প্রতিপন্ন হইলে সংকলুষক ধর্মসমূহ প্রহীণ হইবে, শোধক ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হইবে, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান সম্ভব হইবে।' পোট্ঠপাদ! ইহা তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে ভাষিত উক্তি কি স-উত্তর প্রামাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভন্তে! এইরূপ হইলে ভাষিত উক্তি স-উত্তর প্রমাণিত হয়।"

৪৩৭। এইরূপ উক্ত হইলে হত্থিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! যেই সময় স্থূল আত্মা প্রতিলাভ হয় সেই সময় উহার মনোময় আত্মা প্রতিলাভ এবং অরূপ আত্মা প্রতিলাভ থাকে না (অবিদ্যমান হয়)। স্থূল আত্মভাব লাভই উহার তখন সত্য হয়।

ভন্তে! যেই সময় মনোময় আত্মভাব প্রতিলাভ হয় সেই সময় উহার স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ এবং অরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ থাকে না, মনোময় আত্মভাব লাভই উহার তখন সত্য হয়।"

ভন্তে! যেই সময় অরূপ আত্মভাব লাভ হয় সেই সময় উহার স্থূল আত্মভাব লাভ এবং মনোময় আত্মভাব লাভ থাকে না, অরূপ আত্মভাব লাভই উহার তখন সত্য হয়।"

"চিত্ত! যে সময় স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ হয় সেই সময় উহা মনোময় আত্মভাব প্রতিলাভ বলিয়া সঙ্খ্যেয় (গণনীয়) হয় না, অরূপ আত্মভাব লাভ বলিয়া সঙ্খ্যেয় হয় না, সেই সময় উহা স্থূল আত্মভাব বলিয়াই সঙ্খ্যেয় হয়।

চিত্ত! যে সময় মনোময় আত্মভাব প্রতিলাভ হয় সেই সময় উহা স্থূল আত্মভাব বলিয়া গণ্য হয় না, অরূপ আত্মভাব বলিয়া গণ্য হয় না, তখন উহা মনোময় আত্মভাব বলিয়াই গণ্য হয়।

চিত্ত! যে সময় অরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ হয়, সেই সময় উহা স্থূল আত্মভাব বলিয়া গণ্য হয় না, মনোময় আত্মভাব বলিয়া গণ্য হয় না, তখন উহা অরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মভাব বলিয়াই গণনীয় হয়।

৪৩৮। চিত্ত! যদি তোমাকে অপরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'তুমি অতীতে ছিলে, না তুমি ছিলে না? ভবিষ্যতে তুমি হইবে, না তুমি হইবে না? তুমি এখন আছ, না তুমি নাই?' চিত্ত! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে?"

ভন্তে! যদি আমাকে অপরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'তুমি অতীতে ছিলে কিনা? ভবিষ্যতে তুমি হইবে কিনা? তুমি এখন আছ কিনা?' ভন্তে! এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি এইরূপ উত্তর করিব,– 'আমি অতীতে ছিলাম, আমি যে ছিলাম না তাহা নহে। আমি ভবিষ্যতে হইব, আমি যে হইব না তাহা নহে। এক্ষণে আমি আছি, আমি যে নাই তাহা নহে।' ভন্তে! ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপ উত্তরই প্রদান করিব।"

"কিন্তু, চিত্ত! যদি তোমাকে অপরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'অতীতে তোমার যে আত্মভাব লাভ ছিল তোমার সেই আত্মভাব লাভই সত্য, ভবিষ্যত শূন্য, বর্তমান শূন্য (ভবিষ্যত ও বর্তমানে তাহা নাই)। ভবিষ্যতে তোমার যে আত্মভাব লাভ হইবে সেই আত্মভাব লাভই সত্য, অতীত শূন্য, বর্তমান শূন্য। তোমার বর্তমানে যে আত্মভাব প্রতিলাভ এই আত্মভাব লাভই সত্য, অতীত শূন্য, অনাগত শূন্য অর্থাৎ তাহা তখন নাই?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত! তুমি কি উত্তর দিবে?"

"ভন্তে! অপরে যদি আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে,– 'অতীতে তোমার যে আত্মভাব লাভ সেই আত্মভাব লাভই সত্য, ভবিষ্যত এবং বর্তমান শূন্য? তোমার এইক্ষণকার (বর্তমান) যে আত্মভাব প্রাপ্তি ইহাই সত্য, অতীত এবং ভবিষ্যত শূন্য?' ভন্তে! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি এইরূপ উত্তর প্রদান করিব,– 'অতীতে আমার যে আত্মভাব লাভ ছিল আমার সেই আত্মভাব লাভ তখন সত্য ছিল, ভবিষ্যত এবং বর্তমান শূন্য। ভবিষ্যতে আমার যে আত্মভাব প্রাপ্তি ঘটিবে আমার সেই আত্মভাব প্রাপ্তি তখনই সত্য হইবে, অতীত এবং বর্তমান শূন্য। এইক্ষণকার (বর্তমানে) আমার যে আত্মভাব প্রাপ্তি উহা এক্ষণে সত্য, অতীত এবং ভবিষ্যত শূন্য।' ভন্তে! আমি এইরূপেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব।"

৪৩৯। এইরূপেই চিত্ত! যেই সময়ে স্থূল আত্মভাব লাভ হয় সেই সময় উহা মনোময় আত্মভাব লাভ বলিয়া সঙ্খ্যেয় (গণ্য) হয় না, অরূপ আত্মভাব লাভ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন উহা স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ বলিয়াই গণ্য হয়। চিত্ত! যেই সময়ে মনোময় আত্মভাব প্রতিলাভ হয় ... যেই সময়ে অরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ হয় সেই সময় উহা স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ বলিয়া গণ্য হয় না, মনোময় আত্মভাব প্রতিলাভ বলিয়া গণনীয় হয় না, তখন উহা অরূপ আত্মভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিলাভ বলিয়াই গণ্য হয়।

৪৪০। হে চিত্ত! যেমন গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত এবং ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড হয়। যে সময় দুগ্ধ থাকে সেই সময় উহা দধি বলিয়া সঙ্খ্যেয় (গণ্য) হয় না, নবনীত বা ঘৃত অথবা ঘৃতমণ্ড বলিয়াও সঙ্খ্যেয় হয় না; তখন উহা দুগ্ধ বলিয়াই সঙ্খ্যেয় হয়। যেই সময়ে ... নবনীত হয় ... ঘৃত হয় ... ঘৃতমণ্ড হয় সেই সময় উহা দুগ্ধ পদবাচ্য নহে, দধি পদবাচ্য নহে, নবনীত বলিয়া গণ্য নহে আর ঘৃত পদবাচ্য নহে, তখন ঘৃতমণ্ড বলিয়াই উহা (সঙ্খ্যেয়) গণ্য হয়।

এইরূপেই চিত্ত! যেই সময়ে স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ হয় ... যেই সময়ে মনোময় আত্মলাভ প্রতিলাভ হয় ... যেই সময়ে অরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ হয় সেই সময় উহা স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ বলিয়া গণ্য হয় না, মনোময় আত্মভাব বলিয়া গণ্য হয় না, অরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ বলিয়াই তখন উহা গণ্য হইয়া থাকে।

হে চিত্ত! (স্থূল আত্মভাব প্রতিলাভ, মনোময় আত্মভাব প্রতিলাভ, অরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ) এই সকল লৌকিক সংজ্ঞা মাত্র এবং লৌকিক নিরুক্তি, লৌকিক ব্যবহার ও লৌকিক নাম প্রজ্ঞপ্তি মাত্র (পরমার্থতঃ সত্ত্ব নাই বা সত্ত্ব পাওয়া যায় না)। তৃষ্ণা, মান ও দৃষ্টিতে নির্লিপ্ত থাকিয়া তথাগত লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক নিরুক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

৪৪১। এইরূপ উক্ত হইলে পোট্ঠপাদ পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে!! অতীব সুন্দর! ভন্তে! অতীব মনোহর!! ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথনির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দেখিতে পায় এইরূপেই ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে! ইহাতে আমি ভগবানের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। মহানুভাব গৌতম! আজ হইতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

হত্থিসারিপুত্র চিত্তের উপসম্পদা

৪৪২। কিন্তু হত্থিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! অতীব সুন্দর! ভন্তে! অতীব মনোহর!! ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী ... চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখিতে পান এইরূপে ভগবান কর্তৃক ... ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে! ইহাতে আমি ভগবানের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। ভন্তে! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪৩। হত্থিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। হত্থিসারিপুত্র আয়ুষ্মান চিত্ত উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জনে একাকী অপ্রমত্তভাবে উৎসাহ সহকারে নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করায় অচিরেই যে অভিপ্রায়ে কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিকত্বে সম্যকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসানভূত অর্হত্ব ইহজন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে (অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া) বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুনর্জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্য আচরণ সুসিদ্ধ হইল কর্তব্য শেষ হইল; এখন পুনঃ কলুষক্ষয়ের জন্য মার্গ ভাবনা করিতে হইবে না বা এখন পুনঃ এই স্কন্ধপঞ্চ হইতে অন্য পঞ্চস্কন্ধ সন্তান নাই বলিয়া অভিজ্ঞাত হইলেন।

হত্থিসারিপুত্র আয়ুষ্মান চিত্ত ভগবানের অর্হৎ শ্রাবকগণের মধ্যে একজন (অন্যতম) অর্হৎ হইলেন।

(নবম) পোট্ঠপাদ সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। সুভ সূত্র

সুভ মানব উপাখ্যান

৪৪৪। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

ভগবানের পরিনির্বান প্রাপ্তির অত্যল্পকাল পরে এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভ আবশ্যকীয় কার্যোপলক্ষ্যে শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন।

৪৪৫। অতঃপর তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভ অন্যতর মাণবককে আহ্বান করিলেন,– "হে মাণবক! শুন, তুমি শ্রমণ আনন্দ সকাশে গমন কর, তাঁহার নিরোগতা, রোগাতঙ্কহীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহারের বিষয় জিজ্ঞাসা কর, আর আমার হইয়া বলিবে যে ব্রাহ্মণ তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভমহানুভাব আনন্দ নীরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদে বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমার হইয়া ইহাও নিবেদন করিবে যে মহানুভব আনন্দ অনুগ্রহপূর্বক তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভের আবাসে উপস্থিত হউন।"

৪৪৬। "ভো! এবমস্তু" বলিয়া সেই মাণবক তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভের আদেশে সম্মত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সমীপে সমুপস্থিত হইল, তাঁহার দর্শনে আনন্দ প্রকাশ, সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ শেষ করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া সেই মাণবক আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলিল,– "তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভ মহানুভাব আনন্দের নীরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদে বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি ইহাও নিবেদন করিতেছেন যে মহানুভাব আনন্দ কৃপাপূর্বক তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভের আবাসে উপস্থিত হউন।"

৪৪৭। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ সেই মাণবককে এইরূপ বলিলেন,– "হে মাণবক! এখন সময় নয়, অদ্য আমি ঔষধ সেবন করিয়াছি। অবস্থা এবং অবসর বুঝিয়া আগামী কল্য আমার যাওয়া সম্ভব হইতে পারে।"

"ভো! এবমস্তু" বলিয়া সেই মাণবক আয়ুষ্মান আনন্দের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিল,– "মহাশয়ের আদশানুযায়ী সেই মহানুভাব আনন্দকে বলিলাম যে তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভ মহানুভাব আনন্দ নীরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদে বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি ইহাও প্রার্থনা করিতেছেন যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানুভাব আনন্দ অনুগ্রহপূর্বক তোদেয়্যপুত্র যুবক সুভের আবাসে উপস্থিত হউন।

ভো! এইরূপ উক্ত হইলে শ্রমণ আনন্দ আমাকে এইরূপ বলিলেন,– 'মাণবক! এখন সময় নয়, অদ্য আমি ঔষধ সেবন করিয়াছি। অবস্থা এবং অবসর বুঝিয়া আগামী কল্য হইলেও আমার যাওয়া সম্ভব হইতে পারে।' ভো! ইহাতে বুঝা যায় যে মহানুভাব আনন্দ আগামী কল্য উপস্থিত হইবার অবকাশ করিয়াছেন।"

৪৪৮। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক চেতীয় (দেশীয়) জনৈক ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া তোদেয়্যপুত্র সুভের আবাসে উপস্থিত হইলেন এবং নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অতঃপর তোদেয়্যপুত্র সুভ আয়ুষ্মান আনন্দ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। একপার্শ্বে বসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলে,– "মহানুভাব আনন্দ দীর্ঘকাল সেই মহানুভাব গৌতমের সেবক থাকিয়া অনুক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়াছেন, সর্বদা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। মহানুভাব গৌতম যে ধর্মসমূহের প্রশংসা করিতেন, যাহা আশ্রয় করিতে তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন মহানুভাব আনন্দ অবশ্যই তাহা অবগত আছেন। ভো আনন্দ! সেই মহানুভাব গৌতম কোন ধর্মসমূহের বর্ণবাদী ছিলেন? জনগণকে তিনি কিসে নিয়োজিত করিতেন, প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন?"

৪৪৯। "হে যুবক! সেই ভগবান তিনটি ধর্মস্কন্ধের বর্ণবাদী ছিলেন (প্রশংসা করিতেন) যাহা আশ্রয় করিতে তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কোন তিনটি সেই ধর্মস্কন্ধ?

আর্য-শীলস্কন্ধ, আর্য-সমাধিস্কন্ধ ও আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ। হে যুবক! ভগবান এই তিনটি ধর্মস্কন্ধের প্রশংসাবাদী ছিলেন যাহা আশ্রয় করিতে তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন এবং প্রতিষ্ঠিত করিতেন।"

শীলস্কন্ধ

৪৫০। "ভো আনন্দ! সেই আর্য-শীলস্কন্ধ কি প্রকার? মহানুভাব গৌতম যাহার প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহাতে জনগণকে নিয়োজিত করিতেন, প্রবিষ্ট করাইতেন এবং প্রতিষ্ঠিত করিতেন?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে যুবক! ইহজগতে তথাগত আবির্ভূত হন যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত; লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মণ্ডল, জীবলোক, দেবাখ্যাপ্রাপ্ত ও অপরাপর মনুষ্যগণ সহ এই (সমগ্র) জগৎ স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ; যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত, তিনি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করেন। কোন গৃহপতি কিম্বা গৃহপতিপুত্র অথবা অপর কোন কুলে জাত ব্যক্তি সেই ধর্ম শ্রবণ করেন, সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন এবং সেই শ্রদ্ধা সমপদে সমন্বিত হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন,– 'গৃহবাস সবাধ, রাগ রজাকীর্ণপথ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশ তুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ ও একান্ত পরিশুদ্ধ শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ সুকর নহে। অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।' সেই ব্যক্তি পরবর্তী কালে অল্প অথবা মহা ভোগৈশ্বর্য, অল্প অথবা মহাজ্ঞাতি পরিজন পরিত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন পূর্বক আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন।

এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া সেই ব্যক্তি প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত হইয়া আচার-গোচর সম্পন্ন হন। অনুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক শিক্ষিত হইতে থাকেন, কায় ও বাক্যদ্বারা কুশলকর্ম সমন্বিত হইয়া বিশুদ্ধভাবে জীবিকানির্বাহ করে শীলসম্পন্ন হন আর ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়), ভোজনে মাত্রজ্ঞ, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করেন।

৪৫১। হে যুবক! ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন?

যুবক! এই শাসনস্থ ভিক্ষু প্রাণীহত্যা পরিহার করিয়া প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হন, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি দণ্ডহীন হন, শস্ত্রহীন হন, লজ্জাশীল হন, দয়ার্দ্রচিত্ত ও অনুকম্পা পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। যুবক! ভিক্ষু যে প্রাণীহত্যা পরিহার করিয়া প্রাণীহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি দণ্ডহীন, শস্ত্রহীন, লজ্জাশীল দয়ার্দ্রচিত্ত ও অনুকম্পা পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, ইহাও তাঁহার শীল। অদত্তগ্রহণ পরিহার করিয়া ... [সামঞ্ঞফল সূত্রের (চূল) ক্ষুদ্রশীল, মজ্ঝিম (মধ্যম) শীল ও মহাশীল দ্রষ্টব্য] ... । কোনো কোনো ভদন্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পরদত্ত শ্রদ্ধাদান অন্ন-বস্ত্রাদি পরিভোগ করিয়া এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যাজীব দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাত্ম শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর্ম, প্রণিধিকর্ম, ভূতকর্ম, ভূরিকর্ম, নপুংসককে পুরুষ করণ, পুরুষকে নপুংসক করণ, বাস্তুকর্ম, বাস্তু পরিকর্ম, আচমন,ান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, ঊর্ধ্ববিরেচন, অধোবিরেচন, শীর্ষবিরেচন, কর্ণতৈল, নেত্রতর্পণ তৈল, নস্যকর্ম, ক্ষার অঞ্জন, শীতল অঞ্জন করণ, শালাক্য, শল্যচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, মূল ভৈষজ্য সমূহের প্রয়োগ (শরীর চিকিৎসা), ঔষধের প্রতিমোক্ষন (ঔষধ বাহির করিয়া লওয়া) ইত্যাদি অথবা এইরূপ অন্যবিধও। কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত। হে যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপ স্বর্গমোক্ষ মার্গের তিরশ্চীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জিবনোপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইতে সম্পূর্ণ বিরত, ইহাও তাঁহার শীল।

৪৫২। হে যুবক! এইরূপ শীলসম্পন্ন সেই ভিক্ষু শীলসংবরণ হেতু আর কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। যেমন হে যুবক! নিহতশত্রু ক্ষত্রিয় মুর্ধাভিষিক্ত হইলে কুত্রাপি শত্রুভয়ে ভীত হন না সেইরূপ শীলসম্পন্ন ভিক্ষু শীলসংবরণ হেতু আর কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। তিনি এইরূপ আর্য-শীলসমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। যুবক! ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৪৫৩। হে যুবক! ইহাই সেই আর্য-শীলস্কন্ধ ভগবান যাহার প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন এবং প্রতিষ্ঠিত করিতেন। (ভগবানের এই শাসনে শুধু শীল প্রতিপালন সার নহে, ইহা কেবল প্রতিষ্ঠামাত্র) ইহার উপরে আরও করণীয় আছে।"

"ভো আনন্দ! আশ্চর্য! ভো আনন্দ! অদ্ভুত!! ভো আনন্দ! এই আর্য-শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে। এই বুদ্ধ শাসনের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমি এই পরিপূর্ণ আর্য-শীলস্কন্ধ দেখিতেছি না। ভো আনন্দ! এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য-শীলস্কন্ধ যদি এই সম্বুদ্ধ শাসনের বাহিরে অপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন যে 'ইহাই পর্যাপ্ত, যাহা সম্পাদন করিয়াছি তাহাতেই শ্রামণ্যের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছি আর আমাদের অপর কিছু করণীয় নাই।' অথচ মহানুভাব আনন্দ বলিতেছেন সম্বুদ্ধ শাসনে ইহার উপরে আরও করণীয় আছে।"

সমাধিস্কন্ধ

৪৫৪। "ভো আনন্দ! মহানুভাব গৌতম যাহার প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন ও প্রতিষ্ঠিত করিতেন সেই আর্য-সমাধিস্কন্ধ কি প্রকার?"

"হে যুবক! ভিক্ষু কি প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার (রক্ষিতেন্দ্রিয়) হইয়া থাকেন?

যুবক! এই শাসনস্থ ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দর্শন করিয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি শুভ) নিমিত্তগ্রাহী এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয় তিনি উহা সংযমের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ... জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া ... কায় দ্বারা স্পর্শানুভূতি গ্রহণ করিয়া ... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহা সংযমের জন্য অগ্রসর হন, মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মন-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপে আর্য-ইন্দ্রিয় সংবর (ইন্দ্রিয় সংযম) প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপে আর্য-ইন্দ্রিয় সংবর (ইন্দ্রিয় সংযম) দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম অক্লেশপ্রাপ্ত (অপাপসিক্ত ক্লেশবিরহিত) সুখ অনুভব করেন। যুবক! এইরূপেই ভিক্ষু ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বার হন।

৪৫৫। যুবক! ভিক্ষু কিরূপে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন?

যুবক! ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মল-মূত্র-ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভূতে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। যুবক! এইরূপেই ভিক্ষু স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন।

৪৫৬। যুবক! ভিক্ষু কিরূপে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন?

যুবক! এই শাসনস্থ ভিক্ষু কেবল দেহ-আচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন। তিনি (স্বেচ্ছায়) যেখানে যেখানে গমন করেন (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি ভিক্ষুর ব্যবহার্য) অষ্টবস্তুমাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যেমন পক্ষী শকুন (স্বেচ্ছায়) যেখানে যেখানে উড়িয়া যায় মাত্র আপন পক্ষ-তুণ্ডাদি সম্বল করিয়া উড়িয়া যায় তেমন ভাবে ভিক্ষু মাত্র দেহাচ্ছাদনের পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যখন যেখানে (স্বেচ্ছায়) গমন করেন (তাঁহার ব্যাবহার্য) অষ্ট বস্তু মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যুবক! এইরূপেই ভিক্ষু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

৪৫৭। তিনি এইরূপ আর্য-শীলসমষ্টি দ্বারা, এইরূপ আর্য-ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা, এইরূপ আর্য-স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান দ্বারা এবং এইরূপ আর্য-সন্তুষ্টি দ্বারা সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল (তরুতল), পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ (বানপ্রস্থ), উন্মুক্ত আকাশতল, পলালপুঞ্জ ভজনা (আশ্রয়) করেন।

তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজন শেষে প্রত্যাবর্তন করে পর্যাঙ্কবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া) দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন।

৪৫৮। তিনি লোকে অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যাবিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন। ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষ প্রকোপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ এবং দ্বেষ প্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন। স্ত্যান-মিদ্ধ (তন্দ্রালস্য, দেহ ও মনের জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যান-মিদ্ধ বিগত, আলোক সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন, স্ত্যান-মিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনুদ্ধত এবং অধ্যাত্ম উপশান্ত চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ এবং কুশলধর্ম বিষয়ে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ) হইয়া বিচরণ করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশোধন করেন।

৪৫৯। যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে খাটাইল আর তাহার সেই কাজ সার্থক হইল। সে তাহার পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিল এবং তাহার দারা-পুত্রের ভরণপোষণের জন্য কিছু অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহার মনে এইরূপ হইবে,– 'আমি পূর্বে ঋণ করিয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে। এখন আমি পূর্বকৃত কর্জ্জও পরিশোধ করিয়াছি আর আমার পরিবারবর্গ পোষণের জন্যও আমার কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে।' তাহাতে সে প্রমোদ্য লাভ করে এবং সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

৪৬০। যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইল, আহারে তাহার রুচি রহিল না, দেহও বলহীন হইল। পরে সে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইল, অন্নেও তাহার রুচি হইল, দেহেও বল সঞ্চার হইল। তখন তাহার মনে এইরূপ হইবে,– 'আমি পূর্বে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইয়াছিলাম, আহারে আমার রুচি ছিল না, শরীরেও শক্তিমাত্র ছিল না। আমি এখন সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছি, আহারে আমার রুচি হইয়াছে আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শরীরেও শক্তি সঞ্চার হইয়াছে।’ উহাতে সে প্রমোদ্য লাভ করে আর সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

৪৬১। যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়া পরে নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধনমুক্ত হইল এবং অর্থব্যয়ও কিছুমাত্র হইল না। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে,– ‘আমি পূর্বে কারারুদ্ধ ছিলাম, এখন নিরাপদে ও নির্ভয়ে কারামুক্ত হইয়াছি এবং আমার ধনব্যয়ও কিছুমাত্র হয় নাই।’ সে তাহাতে প্রমোদ্য লাভ করে আর সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

৪৬২। যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি দাসত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্বাধীন নহে, পরাধীন হওয়ায় স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিল না। পরে সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইল, অপরাধীন অভূজিষ্য হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিল। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে,– ‘আমি পূর্বে দাসত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ছিলাম না, পরাধীন হওয়ায় স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারি নাই। এখন আমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছি, অপরাধীন অভূজিষ্য হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইয়াছি।’ সে ইহাতে প্রমোদ্য লাভ করে আর সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

৪৬৩। যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি ধনসম্পদ সহ দুস্তর দীর্ঘকান্তার পথ দিয়া যাইতেছিল। সে পরে সেই কান্তার নিরাপদে নির্বেঘ্নে অতিক্রম করিল এবং তাহার সম্পদহানীও কিছুমাত্র হইল না। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে,– ‘আমি পূর্বে ধনসম্পদ সহ দুস্তর দীর্ঘকান্তার পথে ছিলাম। এখন সেই কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়াছি এবং আমার সম্পদহানীও কিছুমাত্র হয় নাই।’ সে ইহাতে প্রমোদ্য লাভ করে ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

৪৬৪। সেইরূপ, হে যুবক! ভিক্ষু যেমন কর্জ্জকে, যেমন ব্যাধিকে, যেমন কারাগারকে, যেমন দাসত্বকে, যেমন দুস্তর দীর্ঘকান্তার পথকে দর্শন করেন তেমন নিজের মধ্যে অপ্রহীণ পঞ্চনীবরণকে দর্শন করেন।

৪৬৫। যুবক! ভিক্ষু যেমন ঋণমুক্ত, আরোগ্য, কারামুক্তি, দাসত্ব ও ক্ষেমভূমি দর্শন করেন তেমন পঞ্চনীবরণ প্রহীণ বলিয়া নিজের মধ্যে দর্শন করেন।

৪৬৬। আপনাতে এই পঞ্চনীবরণ প্রহীণ দেখিয়া তিনি প্রমোদ্য লাভ করেন। প্রমোদ্য হইতে প্রীতির উৎপত্তি হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহে সুখানুভব করেন, সুখীতের চিত্ত সমাহিত হয়।

৪৬৭। তিনি কাম হইতে বিবিক্ত (অসম্পৃক্ত বা পৃথকভূত) হইয়া, অকুশল ধর্মসমূহ ইহতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকেই বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যুবক! যেমন কোন দক্ষ স্নাপক বা স্নাপক-অন্তেবাসী কাংস্যপাত্রে গন্ধ চূর্ণাদি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে পরিমিত জল সিঞ্চন করিয়া গন্ধচূর্ণ স্নেহার্দ্র ও স্নেহসিক্ত করে এবং স্বয়ং অন্তরে বাহিরে স্নেহপৃষ্ট, স্নেহানুগত, স্নেহাভিভূত, স্নেহময় হয়, উহা গলিত হয় না তেমন ভাবেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

হে যুবক! ভিক্ষু যে কাম এবং অকুশলধর্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, বিবেকজ প্রীতিসুখে এই দেহকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশ বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। ইহাও তাঁহার সমাধি।

৪৬৮। পুনশ্চ, যুবক! বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকেই সমাধিজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশই সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

যুবক! যেমন কোন এক গভীর হ্রদ আছে, যাহার তলদেশ হইতে স্বতঃই জল উৎসারিত হয়। সেই হ্রদে পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর কোন দিকে জল নির্গমনের পথ নাই এবং আকাশের মেঘও কালে কালে প্রচুর বারিধারা বর্ষণ করে না। সেই হ্রদস্থিত উৎস হইতে শীতল বারিধারা উদ্গত হইয়া ঐ হ্রদকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে, তখন উহার কোন অংশই উৎসবারিতে অস্ফুরিত থাকে না; তেমন হে যুবক! ভিক্ষু সমাধিজ প্রীতিসুখে এই দেহকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

যুবক! ভিক্ষু যে বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত ও সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাহাতে অবস্থান করেন, এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। ইহাও তাঁহার সমাধি।

পুনশ্চ, হে যুবক! ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যেই ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া ভিক্ষু তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশই প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না।

যুবক! যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকা সরোবরে কোনো কোনো উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক উদকে জাত হইয়া উদকেই সংবর্ধিত, উদকানুগত এবং জলমগ্নাবস্থায় পোষিত থাকে আর উহার অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত শীতবারি দ্বারা অভিসিক্ত, পরিসিক্ত, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত হয়, তখন উহার কিছুই শীতবারিতে অস্ফুরিত থাকে না; তেমন হে যুবক! ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপুরিত ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সমগ্র দেহের কোন অংশই প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না।

৪৬৯। যুবক! ভিক্ষু যে প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞান হইয়া স্বচিত্তে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখানুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ ... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধি, পরিস্নিগ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তখন তাঁহার সমগ্র দেহের কোন অংশই প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না। ইহাও তাঁহার সমাধি।

৪৭০। পুনশ্চ, হে যুবক! ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া না-দুঃখ এবং না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিস্থ হন। তখন তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না।

যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি শুভ্রবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উপবেশন করিলে তাঁহার সমগ্র দেহের কোন অংশ ঐ বস্ত্রে অনাবৃত থাকে না, তেমন হে যুবক! ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা এই দেহ স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশ পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না।

যুবক! ভিক্ষু যে সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তখন তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ইহাও তাঁহার সমাধি।

৪৭১। হে যুবক! ইহাই সেই সমাধিস্কন্ধ যাহা ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন ও প্রতিষ্ঠিত করিতেন। (শুধু চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইলে ব্রহ্মচর্য আচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না) সম্বুদ্ধশাসনে ইহার উপর আরও করণীয় আছে।"

"ভো আনন্দ! আশ্চর্য! অদ্ভূত!! ভো আনন্দ! এই আর্য-সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে। এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য-সমাধিস্কন্ধ আমি এই বুদ্ধশাসনের বাহিরে অপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখিতেছি না। ভো আনন্দ! এইরূপ আর্য-সমাধিস্কন্ধ যদি এই সম্বুদ্ধশাসনের বাহিরে অপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন,– 'ইহাই পর্যাপ্ত, যাহা সম্পাদন করিয়াছি তাহাতেই শ্রামণ্যের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছি। আমাদের অপর কিছু করণীয় নাই।' অথচ মহানুভাব আনন্দ বলিতেছেন,– 'সম্বুদ্ধশাসনে ইহার উপরে আরও করণীয় আছে।"

প্রজ্ঞাস্কন্ধ

৪৭২। "ভো আনন্দ! আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি প্রকার, যাহা ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত হইত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি জনগণকে প্রবিষ্ট করাইতেন ও প্রতিষ্ঠিত করিতেন?"

"যুবক! তিনি (চতুর্থ ধ্যানলাভী সেই ভিক্ষু) এইরূপ সমাহিত চিত্তে সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মণীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন,– 'আমার দেহ রূপী, চারি মহাভূত নির্মিত, মাতৃ-পিতৃ সম্ভূত, অন্ন-ব্যঞ্জন পুষ্ট, অনিত্যুৎসাদন পরিমর্দন স্বভাব, ভেদন ও বিধ্বংসনধর্মী। আমার এই বিজ্ঞান এখানে (চাতুর্মহাভূতিক দেহে) আশ্রিত ও পরিবদ্ধ।'

যুবক! মনে করুন একটা সুন্দরজাতীয় বৈদুর্যমণি (যাহা) পরিশুদ্ধাকার, আটফল, সুপরিকর্মকৃত, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল, সর্বাকার সম্পন্ন তাহা নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিল,– 'এই সুন্দর পরিশুদ্ধাকার আটফল বিশিষ্ট, সুপরিকর্মকৃত, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল, সর্বাকার সম্পন্ন বৈদুর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।' তেমনভাবেই যুবক! ভিক্ষু (তিনি) চিত্তের সেই সমাহিত পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষ-বিগত মৃদুভূত, কর্মণীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তখন তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন,– 'আমার এই দেহ রূপী, চাতুর্মহাভূতিক, মাতৃ-পিতৃ সম্ভূত, (ওদন, ছাতু) আহারে বর্ধিত, অনিত্যুৎসাদন পরিমর্দন স্বভাব, ভেদন ও বিনাশশীল। আমার এই বিজ্ঞান এখানে আশ্রিত ও প্রতিবন্ধ।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপ সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মণীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন,– 'আমার এই দেহ রূপী, চাতুর্মহাভূতিক মাতৃ-পিতৃ সম্ভূত, ওদন ছাতু আহারে বর্ধিত, অনিত্যুৎসাদন পরিমর্দন স্বভাব, ভেদন ও বিনাশশীল। আমার এই বিজ্ঞান এখানে আশ্রিত ও প্রতিবদ্ধ। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৩। তিনি এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন ... অনেজ অবস্থায় মনোময় কায় নির্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই কায় হইতে অপর এক রূপী, মনোময় সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন।

যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জ হইতে ইষীকা নিষ্কাশিত করিলে তাহার এইরূপ মনে হয়,– 'ইহা মুঞ্জ, ইহা ইষীকা। মুঞ্জ অন্য, ইষীকা অন্য; কিন্তু মুঞ্জ হইতে ইষীকা বহির্গত হইয়াছে।' যেমন যুবক! কোন ব্যক্তি কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলে তাহার এইরূপ মনে হয়,– 'ইহা অসি, ইহা কোষ। অসি অন্য, কোষ অন্য; কিন্তু অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে।' যুবক! যেমন কোন ব্যক্তি করণ্ড হইতে (খোলস হইতে) অহি উত্তোলন করিলে তাহার এইরূপ মনে হয়,– 'এইটা অহি, এইখানা কঞ্চুক। অহি অন্য, কঞ্চুক অন্য; কিন্তু কঞ্চুক হইতে অহি নির্গত হইয়াছে।' তেমনভাবেই যুবক! ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত ... অনেজ অবস্থায় মনোময় কায় নির্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই কায় হইতে অপর এক রূপী, মনোময়, সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন।

যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, ... অনেজ অবস্থায় মনোময় কায় নির্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই কায় হইতে অপর এক রূপী, মনোময়, সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৪। যুবক! চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মণীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় তিনি ঋদ্ধিবিধায় (ঋদ্ধি বা অলৌকিক ব্যাপারে, বিষয়ে) চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হন, যথাত্ম একক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও একক হইতে সক্ষম হন। তিনি নিজকে আভির্ভূত ও অন্তর্হিত করেন। আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্বত ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন। জলে উন্মজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন। তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলোপরি গমন করেন। তিনি পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আকাশে গমন করেন। মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দন করেন। স্বশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন। যুবক! যেমন দক্ষ কুম্ভকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপরিকর্মকৃত মৃত্তিকায় ইচ্ছামত পাত্রাদি নির্মাণ করে, যেমন সুদক্ষ গজদন্তশিল্পী অথবা তাহার শিষ্য সুপরিকর্মকৃত গজদন্তে ইচ্ছামত দ্রব্যাদি নির্মাণ করে, যেমন দক্ষ স্বর্ণকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপরিকর্মকৃত স্বর্ণে ইচ্ছামত অলঙ্কারাদি নির্মাণ করে; তেমন হে যুবক! ভিক্ষুও এইরূপ সমাহিত পরিশুদ্ধ, ... অনেজ অবস্থায় ঋদ্ধিবিধাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, যথাত্ম একক হইয়াও বহু হইতে সমর্থ হন, বহু হইয়াও একক হইতে সক্ষম হন। ... স্বশরীরে ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত গমন করেন।

যুবক! ভিক্ষু যে চিত্তের সেই সমাহিত পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় ঋদ্ধিবিধাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি যে বহুবিধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হন, যথাত্ম একক হইয়াও বহু হন। ... স্বশরীরে ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত গমন করেন। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৫। যুবক! তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় দিব্যশ্রোত্রের দিকে (কর্ণের দিকে) চিত্তকে নমিত করেন। তিনি লোকাতীত বিশুদ্ধ বিদ্যশ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

যুবক! যেমন কোন দীর্ঘপথচারী ব্যক্তি ভেরী-শব্দ, মৃদঙ্গ-শব্দ, এবং শঙ্খ-পণব-ডেণ্ডিম-শব্দ শ্রবণ করিলে তাহার এইরূপ মনে হয়,– 'ইহা ভেরী-শব্দ, ইহা মৃদঙ্গ-শব্দ, ইহা শঙ্খ-পণব-ডেণ্ডিম-শব্দ।' তেমনভাবেই যুবক! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় দিব্যশ্রোত্রের (দিব্যশ্রোত্রোৎপত্তির) জন্য চিত্তকে নমিত করেন। তিনি লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যশ্রোত্র দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

হে যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় দিব্যশ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যশ্রোত্র দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৬। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় চিত্তবার বা চিত্তানুক্রম জ্ঞান ব্যাপারে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বীয় চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের ও অপর ব্যক্তিগণের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, সরাগচিত্তকে সরাগচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন অথবা বীতরাগচিত্তকে বীতরাগচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। সদোষচিত্তকে সদোষচিত্ত বলিয়া,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বীতদোষচিত্তকে বীতদোষচিত্ত বলিয়া অথবা সমোহচিত্তকে সমোহচিত্ত বলিয়া, বীতমোহচিত্তকে বীতমোহচিত্ত বলিয়া, সংক্ষিপ্তচিত্তকে সংক্ষিপ্তচিত্ত বলিয়া, বিক্ষিপ্তচিত্তকে বিক্ষিপ্তচিত্ত বলিয়া, মহদ্গতচিত্তকে মহদ্গতচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। অমহদ্গতচিত্তকে অমহদ্গতচিত্ত বলিয়া, স-উত্তরচিত্তকে স-উত্তরচিত্ত বলিয়া, অনুত্তরচিত্তকে অনুত্তরচিত্ত বলিয়া, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলিয়া অথবা অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলিয়া, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলিয়া, অথবা অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

যুবক! যেমন কোন মণ্ডনশীল দহর অথবা যুবা, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ দর্পণে অথবা পরিশুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বীয় মুখ-প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া উহা কালতিলকাদি দোষযুক্ত হইলে দোষযুক্ত বলিয়া, কালতিলকাদি দোষ রহিত হইলে দোষ রহিত (সুশ্রী) বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে; তেমনভাবেই যুবক! এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল ... অনেজ অবস্থায় চিত্তানুক্রম জ্ঞান ব্যাপারে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বীয় চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, সরাগচিত্তকে সরাগচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন অথবা বীতরাগচিত্ত ... অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

হে যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় চিত্তানুক্রম জ্ঞান ব্যাপারে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বীয় চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, সরাগচিত্তকে সরাগচিত্ত বলিয়া ... অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৭। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যথাত্ম এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে, এমন কি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পেও,– 'ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এই আমার সুখদুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ঐ যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এইজাতিবর্ণ, এই আহার, এই প্রকার সুখদুঃখানুভূতি, এই পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি।' এইভাবে তিনি আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যুবক! যেমন এক ব্যক্তি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রাম হইতে আবার অন্য গ্রামে গমন করে এবং দ্বিতীয় গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। তখন সে ভাবে,– 'আমি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া তথায় এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে অমুকগ্রামে গিয়া এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম, সেই গ্রাম হইতে পুনরায় আমি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। সেইরূপ, হে যুবক! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল ... অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যথাত্ম এক জন্ম, দুই জন্ম, ... এইভাবে তিনি আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন।

যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যথাত্ম এক জন্ম, দুই জন্ম ... স্বরূপ ও গতিসহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৮। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি পরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান,– জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে; প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেনা হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয় উত্তম-অধমবর্ণের সত্ত্বগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে; এই সকল মহানুভাব জীব কায় দুশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্ দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা এই সকল মহানুভাব জীব কায় সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্ সুচরিত্র সমন্বিত, মন সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সম্যকদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি; জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে ইহা দিব্যচক্ষে বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখেন, প্রকৃষ্টরূপে জানেনা হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

যুবক! মনে করুন চতুর্পথের সন্ধিমধ্যে প্রাসাদ। ঐ স্থানে চক্ষুষ্মান পুরুষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দাঁড়াইলে গৃহে প্রবেশ করিতে, গৃহ হইতে বাহির হইতে, পথে বিচরণ করিতে চতুর্পথের সন্ধিমধ্যে উপবিষ্ট লোকদিগকে সে দেখিতে পায়, তখন তাহার এইরূপ মনে হয়,– 'এই সকল মানুষ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা বাহির হইতেছে, ইহারা পথে বিচরণ করিতেছে, ইহারা চতুর্পথের সন্ধিমধ্যে বসিয়া রহিয়াছে।' তেমনভাবেই ভিক্ষু এইরূপ সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে ... দেখিতে পান। 'জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে ... জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।'

যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, ... অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে ... দেখেন, প্রকৃষ্টরূপে জানেন। 'হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৭৯। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল অনঙ্গন উপকলুষ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মণীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেন,– 'ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-সমুদয়, ইহা দুঃখ-নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ; এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ।' তাঁহার এইরূপ জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয়, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন। 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।'

যুবক! মনে করুন পর্বতসংক্ষেপে (পাহাড়ের ঘেরায়) এক স্বচ্ছবারি প্রসন্নোদক নির্মল হ্রদ। সেখানে যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ ইহার তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পায় কিরূপে ঝিনুক, শামুক, পাথর-কাঁকর (কর্কর) ও মাছের ঝাঁক বিচরণ করিতেছে অথবা অবস্থান করিতেছে; তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে,– 'এই উদকহ্রদ স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল; ইহাতে এই ঝিনুক, শামুক, পাথর-কাঁকর (কর্কর) ও মাছের ঝাঁক সঞ্চরণ নিরত অথবা স্থিতিশীল। তেমন, হে যুবক! ভিক্ষু এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মণীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। ... প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে ... অত্র আসিতে হইবে না।'

যুবক! ভিক্ষু যে এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ ... অনেজ অবস্থায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসব-ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেন,– 'ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-সমুদয়, ইহা দুঃখ-নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ; এই সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তাঁহার এইরূপ জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেনÍ 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না।' ইহাও তাঁহার প্রজ্ঞা।

৪৮০। যুবক! ইহাই সেই আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ, যাহা ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ভগবানের শাসনে ইহার পর আর করণীয় কিছুই নাই।"

"ভো আনন্দ! আশ্চর্য!! ভো আনন্দ! অদ্ভুত!! ভো আনন্দ! এই আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ অপরিপূর্ণ নহে। ভো আনন্দ! এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ আমি সম্বুদ্ধশাসনের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখিতেছি না। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই। ভো আনন্দ! বড়ই সুন্দর! বড়ই মনোহর!! ভো আনন্দ! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করে, যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দেখিতে পায়; এইরূপে মহানুভাব আনন্দ কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) দেশিত হইয়াছে। ভো আনন্দ! আমি সেই ভগবান গৌতমের ও তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘের শরণাগত হইতেছি। মহানুভাব আনন্দ! আজ হইতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

(দর্শন) সুভ সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। কেবট্ট সূত্র

কেবট্ট গৃহপতিপুত্র উপাখ্যান

৪৮১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান নালন্দা-সমীপে পাবারিক আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় গৃহপতিপুত্র কেবট্ট ভগবানের-সমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। গৃহপতিপুত্র কেবট্ট একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! এই নালন্দা ঐশ্বর্য সম্পন্ন, বহু জনাকীর্ণ আর ভগবানের প্রতি অভিপ্রসন্ন। ভন্তে ভগবন! আপনি নালন্দায় অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শনের জন্য কোন ভিক্ষুকে নির্দেশ প্রদান করিলে ভাল হয়, ইহাতে নালন্দাবাসীরা ভগবানের প্রতি অত্যধিক অভিপ্রসন্ন হইবে।"

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান গৃহপতিপুত্র কেবট্টকে এইরূপ বলিলেন,– "কেবট্ট! আমি ভিক্ষুদিগকে এরূপ ধর্মোপদেশ দিই না যে 'ভিক্ষুগণ, তোমরা শুভ্রবসন পরিহিত গৃহীদিগের নিকট অলৌকিক শক্তি (আশ্চর্যজনক ঋদ্ধি) প্রদর্শন কর'।"

৪৮২। দ্বিতীয়বার গৃহপতিপুত্র কেবট্ট ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভন্তে! আমি ভগবানকে গুণ (শীল) ধ্বংস করিতে বলিতেছি না, অপিচ এইরূপ বলিতেছি যে ভন্তে! এই নালন্দা ঐশ্বর্য সম্পন্ন বহু জনাকীর্ণ আর ভগবানের প্রতি অভিপ্রসন্ন। ভন্তে ভগবন! আপনি নালন্দায় অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শনের জন্য একজন ভিক্ষুকে নির্দেশ প্রদান করিলে ভাল হয়, ইহাতে নালন্দাবাসীরা ভগবানের প্রতি অত্যধিক অভিপ্রসন্ন হইবে।"

দ্বিতীয়বারও ভগবান গৃহপতিপুত্র কেবট্টকে এইরূপ বলিলেন,– "কেবট্ট! আমি ভিক্ষুদিগকে এরূপ ধর্মোপদেশ দিই না যে 'ভিক্ষুগণ, তোমরা শুভ্রবসন পরিহিত গৃহীদিগের নিকট অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন কর'।"

তৃতীয়বার গৃহপতিপুত্র কেবট্ট ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– " ... ইহাতে নালন্দাবাসীরা ভগবানের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইবে।"

ঋদ্ধি প্রাতিহার্য

৪৮৩। তখন ভগবান বলিলেন,– "কেবট্ট! এই ত্রিবিধ পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য) আমি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। তিন প্রকার কী কী? ঋদ্ধি পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য), আদেশনা পাটিহারিয় ও অনুশাসন পাটিহারিয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮৪। কেবট্ট! ঋদ্ধি পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য) কি প্রকার?

কেবট্ট! এই শাসনস্থ ভিক্ষু অনেক বিধ ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, যেমনÍ "একক হইয়াও বহুতে পরিণত হন, বহু হইয়াও একে পরিণত হন। তিনি নিজকে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত করেন। আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি প্রকার ও পর্বতের অপর পারে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন। তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলোপরি গমন করেন। পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া তিনি পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন। তিনি মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দন করেন, স্বশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন। কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি সেই ভিক্ষুকে 'একক হইয়াও বহু হইতে, বহু হইয়াও একক হইতে, নিজকে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত করিতে, আকাশে গমনের ন্যায় ভিত্তি প্রাকার ও পর্বতের অপর পারে অবাধে গমন করিতে, জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে, ভূমিতে গমনের ন্যায় জলোপরি গমন করিতে, পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিতে, মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে, পরিমর্দন করিতে, স্বশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিতে'Í এইরূপে বহুবিধ ঋদ্ধিবিষয় অনুভব করিতে দেখিলেন।

সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি সেই বিষয় (ঘটনাটী) কোন এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন যে ভো! বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভূত!! শ্রমণের (এই) মহাঋদ্ধিকতা, মহানুভাবতা। আমি অমুক (সেই) ভিক্ষুকে 'একক হইয়া বহু হইতে, ... ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিতে'Í এইরূপে বহুবিধ ঋদ্ধিবিষয় অনুভব করিতে দেখিলাম। তখন যদি শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি সেই শ্রদ্ধাশীল প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বলেন যে ভো! গান্ধারী নামে এক বিদ্যা আছে উহারই সাহায্যে সেই ভিক্ষু 'একক হইয়াও বহু হইতেছেন, ... ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত গমন করিতেছেন'Í এইরূপে বহুবিধ ঋদ্ধিবিষয় অনুভব করিতেছেন।

কেবট্ট! তুমি তাহা কিরূপ মনে কর? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি ঐরূপ বলিতে পারেন না?"

"ভন্তে! বলা সম্ভব।"

কেবট্ট! ঋদ্ধি প্রাতিহার্যের (পাটিহারিয়ের) এই আদীনব সন্দর্শন করে আমি উহাতে দুঃখিত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু (বিষয়)।"

আদেশনা প্রাতিহার্য

৪৮৫। "কেবট্ট! আদেশনা পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য) কি প্রকার?

কেবট্ট! এই শাসনস্থ ভিক্ষু অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্তও নির্দেশ করেন, চৈতসিক (সৌমনস্য দৌর্মনস্য) ও নির্দেশ করেন, বিতর্কিত-বিচারিতও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্দেশ করেন, যেমনÍ 'এইরূপই তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকারই।' কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি সেই ভিক্ষুকে অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্তও নির্দেশ করিতে, চৈতসিকও নির্দেশ করিতে, বিতর্কিত-বিচারিতও নির্দেশ করিতে দেখিলেন, যেমনÍ 'এইরূপই তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকারই।'

সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি সেই বিষয় (ঘটনাটী) কোন এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন যে ভো! বড়ই আশ্চর্য! বড়ই অদ্ভূত!! শ্রমণের (এই) মহাঋদ্ধিকতা, মহানুভাবতা। আমি অমুক ভিক্ষুকে অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্তও নির্দেশ করিতে, চৈতসিকও নির্দেশ করিতে ... তোমার চিত্ত এই প্রকারই।' তখন যদি শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি সেই শ্রদ্ধাশীল প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বলেন যে ভো! মণিকা (চিন্তামণি) নামে এক বিদ্যা আছে, উহারই সাহায্যে সেই ভিক্ষু অপরাপর সত্ত্বগণের ... বিতর্কিত-বিচারিত নির্দেশ করিতেছেন, ... তোমার চিত্ত এই প্রকারই।'

কেবট্ট! তাহা তুমি কিরূপ মনে কর? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ বলিতে পারেন না?"

"ভন্তে! বলা অসম্ভব নয়।"

কেবট্ট! আদেশনা পাটিহারিয়ের (প্রাতিহার্যের) এই আদীনব সন্দর্শন করে আমি উহাতে দুঃখিত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু (বিষয়)।"

অনুশাসনী প্রাতিহার্য

৪৮৬। "কেবট্ট! অনুশাসনী পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য) কি প্রকার?

কেবট্ট! এই শাসনস্থ ভিক্ষু এইরূপ অনুশাসন করেন,– 'এইরূপ (নৈষ্ক্রম্য বিতর্কাদি) বিতর্ককর, এইরূপ (কামাদি) বিতর্ক করিও না; এইরূপ (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম সংজ্ঞার অন্যতর সংজ্ঞা) মনস্কার কর, এইরূপ (নিত্য-সুখ-আত্ম সংজ্ঞা) মনস্কার করিও না; ইহা (পঞ্চ কামগুণ সংযুক্ত রাগ) ত্যাগ কর, ইহা (চতুর্মার্গ-ফল ভেদে লোকোত্তর ধর্ম) প্রাপ্ত হইয়া বিহার কর।' কেবট্ট! ইহাই অনুশাসনী পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য)।

পুনশ্চ, কেবট্ট! ইহজগতে তথাগত আবির্ভূত হন যিনি অর্হত, সম্যকসম্বুদ্ধ ... (সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... তাঁহার সর্ব দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

কেবট্ট! ইহাকেও অনুশাসনী পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য) বলা হয়। ... দ্বিতীয় ধ্যান ... তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন ... ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেবট্ট! ইহাকেও অনুশাসনী পাটিহারিয় বলা হয়। ... এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল ... (সামঞ্ঞফল সূত্রের ২২৮ নং হইতে ২৩৫ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন ... আমার এই বিজ্ঞান এখানে আশ্রিত ও প্রতিবদ্ধ। কেবট্ট! ইহাকেও অনুশাসনী পাটিহারিয় বলা হয়। ... তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। (সামঞ্ঞফল সূত্রের ২৩৬ নং হইতে ২৪৯ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য)। কেবট্ট! ইহাকেও অনুশাসনী পাটিহারিয় (প্রাতিহার্য) বলা হয়।

কেবট্ট! এই ত্রিবিধ পাটিহারিয় আমি স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি।

ভূত নিরোধে স্বকীয় ভিক্ষু উপাখ্যান

৪৮৭। "কেবট্ট! পূর্বে এই ভিক্ষুসংঘেই জনৈক ভিক্ষুর চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইয়াছিল– 'এই চারি মহাভূত– পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু– কোথায় নিঃশেষ নিরুদ্ধ হয়?'

৪৮৮। অনন্তর, কেবট্ট! সেই ভিক্ষু এইরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের যেইরূপ সমাহিত অবস্থায় দেবলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল।

৪৮৯। অতঃপর, কেবট্ট! সেই ভিক্ষু চাতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– 'আবুসো (বন্ধুগণ)! এই চারি মহাভূত– পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু– কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! এইরূপ কথিত হইলে চাতুর্মহারাজিক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত– পৃথিবী-আপ-তেজ-বায়ুধাতু– কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর চারি মহারাজা আছেন, তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।'

অনন্তর, কেবট্ট! সেই ভিক্ষু চারি মহারাজার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– 'আবুসো (বন্ধুগণ)! এই চারি মহাভূত– পৃথিবী-আপ-তেজ-বায়ুধাতু– কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে সেই চারি মহারাজা ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। ভিক্ষু! ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।'

৪৯০। কেবট্ট! অনন্তর সেই ভিক্ষু ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের-সমীপে সমুস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– 'আবুসো (বন্ধুগণ)! এই চারি মহাভূতI পৃথিবী-আপ-তেজ-বায়ুধাতুI কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়।'

কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। ভিক্ষু! দেবেন্দ্র শক্র আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।'

৪৯১। অনন্তর, কেবট্ট! সেই ভিক্ষু দেবেন্দ্র শক্র-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– আবুসো (বন্ধো)! এই চারি মহাভূতI পৃথিবী-আপ-তেজ-বায়ুধাতুIকোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে দেবেন্দ্র শক্র সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমিও জানি না। ভিক্ষু! যাম দেবগণ আছেন, তাঁহারা আমা আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধ স্থান অবগত হইবেন।'

কেবট্ট! অতঃপর সেই ভিক্ষু যাম দেবগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– 'বন্ধুগণ! এই চারি মহাভূত ... কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে যাম দেবগণ সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। ভিক্ষু! সুযাম দেবপুত্র ... তুষিত দেবগণ ... সন্তুষিত দেবপুত্র ... নির্মাণরতি দেবগণ ... সুনির্মিত দেবপুত্র ... পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ ... বশবর্তী দেবপুত্র আছেন, তিনি আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।'

৪৯২। কেবট্ট! অতঃপর সেই ভিক্ষু বশবর্তী দেবপুত্র-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– 'বন্ধো! এই চারি মহাভূত ... কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে বশবর্তী দেবপুত্র সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমিও জানি না। ভিক্ষু! ব্রহ্মকায়িক দেবগণ আছেন, তাঁহারা আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধ স্থান অবগত হইবেন।'

৪৯৩। অতঃপর, কেবট্ট! সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি সমাপন্ন হইলেন যে চিত্তের ঐ সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মলোকে গমনমার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেবট্ট! অতঃপর সেই ভিক্ষু ব্রহ্মকায়িক দেবগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,– 'বন্ধুগণ! এই চারি মহাভূত ... কোথায় নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রহ্মকায়িক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– ভিক্ষু! সেই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। হে ভিক্ষু! ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, যিনি বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্ঠা, ভূত ও ভব্য (জন্ম পর্যান্বেষী) প্রাণিগণের শক্তিমান পিতা আছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষে নিরোধ স্থান অবগত হইবেন।'

'বন্ধুগণ! সেই মহাব্রহ্মা এক্ষণে কোথায়?'

'হে ভিক্ষু! ব্রহ্মা যেখানে যদ্দ্বারা ব্রহ্মা, যাহাতে ব্রহ্মা তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু ভিক্ষু! যেরূপ নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আলোকের উদ্ভব হইয়াছে। আভার বিকাশ পাইয়াছেÍ নিশ্চয়ই ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে। এইরূপ আলোকের উদ্ভব এবং আভার বিকাশ ব্রহ্মা আবির্ভাবের পূর্ব লক্ষণ।'

কেবট্ট! অতঃপর অচিরেই মহাব্রহ্মার আবির্ভাব হইল।

৪৯৪। কেবট্ট! তৎপর সেই ভিক্ষু মহাব্রহ্মার-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,– 'বন্ধো! এই চারি মহাভূতÍ পৃথিবী-আপ-তেজ-বায়ুধাতুÍ কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

এইরূপ উক্ত হইলে, কেবট্ট! সেই মহাব্রহ্মা ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! আমিই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা।'

কেবট্ট! সেই ভিক্ষু দ্বিতীয়বার মহাব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলেন,– 'বন্ধো! আপনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা কিনা তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই চারি মহাভূত ... কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

কেবট্ট! সেই মহাব্রহ্মা দ্বিতীয়বার ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! আমিই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, ... ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা।'

কেবট্ট! সেই ভিক্ষু তৃতীয়বার মহাব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলেন,– 'বন্ধো! আপনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা ... ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমি আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই চারি মহাভূত ... কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

৪৯৫। কেবট্ট! অতঃপর মহাব্রহ্মা সেই ভিক্ষুর বাহু গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে এক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পার্শ্বে লইয়া গিয়া এইরূপ বলিলেন,– 'হে ভিক্ষু! এই ব্রহ্মকায়িক দেবগণ আমাকে এইরূপ জানেন যেÍ এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্মার অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত ও অসাক্ষাৎ কৃতÍসেই হেতু তাঁহাদের সম্মুখে আমি কিছুই বলি নাই। হে ভিক্ষু! এই চারি মহাভূতেরÍ পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, তাহা আমিও জানি না। অতএব, হে ভিক্ষু! আপনারই দোষ, আপনারই অপরাধ যে আপনি ভগবানকে ত্যাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বাহিরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আগমন করিয়াছেন। ভিক্ষু! আপনি যান, সেই ভগবানের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন সেইরূপই ধারণ করিবেন।'

৪৯৬। কেবট্ট! তৎপর সেই ভিক্ষু বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনান্তে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কেবট্ট! সেই ভিক্ষু একপার্শ্বে বসিয়া আমাকে এইরূপ বলিলেন,– 'ভন্তে! এই চারি মহাভূতÍ পৃথিবী-আপ-তেজ-বায়ুধাতু কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়'?"

তীরদর্শী শকুণোপমা

৪৯৭। "কেবট্ট! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি সেই ভিক্ষুকে এইরূপ বলিলাম,– হে ভিক্ষু! পূর্বকালে সামুদ্রিক বণিকগণ তীরদর্শী পক্ষী সঙ্গে লইয়া পোতারোহণে সমুদ্র যাত্রা করিত। পোত হইতে তীর ভূমি অদৃশ্য হইলে তাহারা তীরদর্শী পক্ষী ছাড়িয়া দিত। পক্ষী পূর্বদিকে যাইত, পশ্চিমদিকে যাইত, দক্ষিণদিকে যাইত, উত্তরদিকে যাইতে, ঊর্ধ্ব ও অনুদিকেও যাইত। যদি সে তীর দর্শন করিত সেইদিকে সে উড়িয়া যাইত। যদি তীর দর্শন না করিত তবে পোতে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপই ভিক্ষু ! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তুমি এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান করে অকৃতকার্য হইয়া অতঃপর আমার-সমীপে আগমন করিয়াছ।

৪৯৮। হে ভিক্ষু! এই প্রশ্নটি এভাবে করিতে নাই যে ভন্তে! এই চারি মহাভূতÍ পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?

ভিক্ষু! এই প্রশ্ন এভাবে করা কর্তব্য যে পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় না? কোথায় দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল, শুভ ও অশুভ (সুন্দরাসুন্দর) চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ এবং নাম (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়? তত্র ব্যাখ্যা হয় (উহার উত্তর এই) :

৪৯৯। বিজ্ঞান (বিজ্ঞাতব্য নিব্বান), অনিদর্শন, অনন্ত, সর্বতঃ তীর্থ;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইখানেই পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইখানেই দীর্ঘ-হ্রস্ব, অণু-স্থূল, সুন্দরাসুন্দর এবং নাম-রূপ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞানের (অর্হতের চরমবিজ্ঞানের) নিরোধ হইলে এইখানেই এ সমুদয় নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।"

৫০০। ভগবান এই সূত্রটি ভাষণ করিলেন। তচ্ছ্রবণে গৃহপতিপুত্র কেবট্ট আনন্দিত হইয়া সূত্রটি অনুমোদন পূর্বক গ্রহণ করিলেন।

(একাদশ) কেবট্ট সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। লোহিচ্চ সূত্র

লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ উপাখ্যান

৫০১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে শালবতিকা (শালতরু পরিবেষ্টিত) গ্রামে উপনীত হইলেন। সেই সময় (লোহিত বংশধর) লোহিচ্চ নামক ব্রাহ্মণ কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক প্রদত্ত বহুসত্ত্ব সমাকীর্ণ, সতৃণ কাষ্ঠোদক, সধান্য, রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় শালবতিকায় বাস করিতেছিলেন।

৫০২। সেই সময় লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ (পরের প্রতি অনুকম্পাহীন) পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়,– "ইহলোকে যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম (বিমোক্ষ, অনবদ্য নিষ্কলুষ ধর্ম) প্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইয়া পরকে উহা বলিবে না। একজন অন্য জনের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হয়। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্মই বলিতেছি। একে অন্যের কি করিতে পারিবে?"

৫০৩। লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ শুনিতে পাইলেন যে শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে বিচরণ করিতে করিতে শালবতিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেই মহানুভাব গৌতমের এইরূপ কল্যাণকীর্তিশব্দ (যশোগাথা) উৎপন্ন হইয়াছে যে, তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মনুষ্য-গণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবাখ্যা-মনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানে সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। এহেন অরহতের দর্শন লাভ করাও উত্তম।

৫০৪। অতঃপর লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকার রোসিককে আহ্বান করিলেন,– 'সখে রোসিকে! শুন, তুমি শ্রমণ গৌতম সকাশে গমন কর; আমার হইয়া তদীয় নীরোগতা, রোগাতঙ্কহীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহারের বিষয় জিজ্ঞাসা কর আর বলিবে,– 'ভো গৌতম! লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ মহানুভাব গৌতম নীরোগ, রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন;' আর এইরূপ নিবেদন করিবে,– 'আগামীকল্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানুভাব গৌতম ভিক্ষুসংঘের সহিত লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করুন'।"

৫০৫। "যে আজ্ঞা ভন্তে!" বলিয়া ক্ষৌরকার রোসিক লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের আদেশে সম্মত হইয়া ভগবান-সমীপে সমুপস্থিত হইল এবং ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করিল। আসন গ্রহণ করে ক্ষৌরকার রোসিক ভগবানকে এইরূপ বলিল,– "ভন্তে! লোহিচ্ছ ব্রাহ্মণ ভগবান নীরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ইহাও নিবেদন করিতেছেন যে ভন্তে! ভগবান ভিক্ষুসংঘের সহিত আগামীকল্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌন থাকিয়া লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

৫০৬। তৎপর ক্ষৌরকার রোসিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিল এবং লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের নিকট প্রত্যাগমন করে তাঁহাকে এইরূপ বলিল,– "ভন্তে! আমরা সেই ভগবানকে আপনার বার্তা জ্ঞাপন করিয়াছি যে 'ভন্তে! লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানের নীরোগতা রোগাতঙ্কহীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন' এবং এইরূপ নিবেদন করিতেছেন যে 'ভন্তে! ভগবান ভিক্ষুসংঘের সহিত আগামীকল্য লোহিচ্ছ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করুন।' ভগবান কর্তৃক নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে।"

৫০৭। অতঃপর লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে স্বকীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ক্ষৌরকার রোসিককে আহ্বান করিলেন,– "সখে রোসিকে! শুন, তুমি শ্রমণ গৌতম-সমীপে গমন কর, তাঁহাকে ভোজনের সময় জ্ঞাপন কর যে 'ভো গৌতম! অন্ন প্রস্তুত, ভোজনের সময় হইয়াছে'।"

"যে আজ্ঞা ভন্তে!" বলিয়া ক্ষৌরকার রোসিক লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের আদেশে সম্মত হইয়া ভগবান-সমীপে সমুপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করিল,– 'ভন্তে! ভোজনের সময় হইয়াছে, অন্ন প্রস্তুত।'

৫০৮। তদনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত শালবতিকায় গমন করিলেন। গমনের সময় ক্ষৌরকার রোসিক ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল। সে ভগবানকে এইরূপ কহিল,– "ভন্তে! লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে 'ইহলোকে যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইয়া পরকে উহা বলিবে না। একজন অন্য জনের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হয়। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্মই বলিতেছি। একে অন্যের কি করিতে পারে?' ভন্তে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান! লোহিচ্চ ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহপূর্বক এই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত করুন।"

"রোসিকে! নিশ্চয় হইবে! রোসিকে! নিশ্চয়ই হইবে!!"

অতঃপর ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের আবাসে উপস্থিত হইয়া নির্ধিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্যভোজ্য স্বহস্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন।

লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের অনুযোগ

৫০৯। অনন্তর ভগবান ভোজন পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একখানা নীচ আসন লইয়া (সসম্ভ্রমে) একান্তে উপবেশন করিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট লোহিচ্চ ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিলেন,– "লোহিচ্চ! সত্যই কি তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যেÍ ইহলোকে যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইয়া পরকে উহা বলিবে না। একজন অন্য জনের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হয়। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্মই বলিতেছি। একে অন্যের কি করিতে পারে?"

"ভো গৌতম! এইরূপই বটে।"

"লোহিচ্চ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি শালবতিকার আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছ না?"

"ভো গৌতম! আমি তাহাই বটে।"

"লোহিচ্চ! যদি কেহ এইরূপ বলে যে 'লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ শালবতিকার আধিপত্য লাভ করিয়া তথায় বাস করেন, শালবতিকায় উৎপন্ন দ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না' তাহা হইলে যে ঐরূপ বলিবে সে যাহারা তোমার পোষ্য তাহাদের অন্তরায়কারী হইবে কি না?"

"ভো গৌতম! সে অন্তরায়কারী হইবে।"

"অন্তরায়কারী হইলে সে তাহাদের হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী?"

"ভো গৌতম! অহিতানুকম্পী হইবে।"

"অহিতানুকম্পীর চিত্ত তাহাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে অথবা শত্রুভাবাপন্ন?"

"ভো গৌতম! শত্রুভাবাপন্ন হইবে।"

"বৈরচিত্ত বিদ্যমান থাকিলে উহা মিথ্যাদৃষ্টি হয় কিম্বা সম্যকদৃষ্টি?"

"ভো গৌতম! মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।"

"লোহিচ্চ! আমি বলিতেছি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিরয় এবং তির্যগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদী) যোনি এই দ্বিবিধগতির মধ্যে একটা তাহার নিয়তি।"

৫১০। "লোহিচ্চ! তুমি ইহা কিরূপ মনে কর? কাশী ও কোশল কি কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধিকৃত নহে?"

"হাঁ, ভো গৌতম!"

"লোহিচ্চ! যদি কেহ এইরূপ বলে,– 'কাশী ও কোশল কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধিকৃত। সেই দুই দেশে উৎপন্ন সমুদয় ধন-ধান্যাদি প্রসেনজিৎ একাকী ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না।' তাহা হইলে যে ঐরূপ বলিবে সে যাহারা কোশলরাজের পোষ্যÍ তোমরা এবং অপরেÍ তাহাদের অন্তরায়কারী হইবে বা না হইবে?"

"ভো গৌতম! অন্তরায়কারী হইবে।"

"অন্তরায়কারী হইলে সে তাহাদের হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী হইবে?"

"ভো গৌতম! অহিতানুম্পী হইবে।"

"অহিতানুকম্পীর চিত্ত তাহাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে অথবা শত্রুভাবাপন্ন হইবে?"

"ভো গৌতম! শত্রুভাবাপন্ন।"

"বৈরচিত্ত বিদ্যমান থাকিলে উহা মিথ্যাদৃষ্টি হয় কিম্বা সম্যকদৃষ্টি হয়?"

"ভো গৌতম! মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।"

"লোহিচ্চ! আমি বলিতেছি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিরয় এবং তির্যগযোনিÍ এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে একটা তাহার নিয়তি (নিশ্চয়)।"

৫১১। "এইরূপে লোহিচ্চ! যদি কেহ এইরূপ বলেÍ 'লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ শালবতিকার অধিশ্বর। শালবতিকায় উৎপন্ন সমুদয় ধন-ধান্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না।' তাহা হইলে যে ঐরূপ বলিবে সে, যাহারা তোমার পোষ্য তাহাদের অন্তরায়কারী হইবে, অন্তরায়কারী হইলে তাহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, বৈরচিত্ত বিদ্যমান থাকিলে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

এইরূপেই লোহিচ্চ! যে কেহ এরূপ বলে,– "ইহলোকে যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম প্রাপ্ত হয়, কুশল ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া পরকে উহা বলিবে না। একজন অন্যজনের কি করিতে পারে? পরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হয়। সেই রূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভ ধর্মই বলিতেছি। একে অন্যের কি করিতে পারে?, তাহা হইলে যে ঐরূপ করিবে সে, যে সকল কুলপুত্র তথাগত কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মবিনয় লব্ধ হইয়া মহৎ বিশেষত্ব লাভ করেনÍ স্রোতাপত্তি-ফল প্রত্যক্ষ করেন, সকৃদাগামী-ফল প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, অনাগামী-ফল প্রত্যক্ষ করেন, অর্হত্বফল প্রত্যক্ষ করেন এবং যাঁহারা দিব্য পুনর্জ্জন্ম লাভের জন্য দানাদি অনুকূল কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অন্তরায়কারী হইবে, অন্তরায়কারী হইলে তাঁহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, বৈরচিত্ত বিদ্যমানে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়। লোহিচ্চ! আমি বলিতেছি,– 'মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিরয় এবং তির্যগযোনিÍ এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে একটাই তাঁহার নিয়তি।'

৫১২। এইরূপেই লোহিচ্চ! যে কেহ এইরূপ বলে,– 'কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ কাশী এবং কোশলের অধিপতি। কাশী এবং কোশলের উৎপন্ন সমুদয় ধন-ধান্য তিনি একাকীই ভোগ করিবেন, অপর কাহাকেও দিবেন না।' তাহা হইলে সে, যাহারা কোশলরাজার পোষ্যÍ তোমরা এবং অপরেÍ তাহাদের অন্তরায়কারী হইবে, অন্তরায়কারী হইলে তাহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, বৈরচিত্ত বিদ্যমানে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

এইরূপেই লোহিচ্চ! যে কেহ এইরূপ বলে,– 'ইহলোকে যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইয়া পরকে উহা বলিবে না। একজন অন্য জনের কি করিতে পারে? ... একে অন্যের কি করিতে পারে?' তাহা হইলে যে এইরূপ কহিবে সে, যে সকল কুলপুত্র তথাগত কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মবিনয় লব্ধ হইয়া মহৎ বিশেষত্ব লাভ করেনÍ স্রোতাপত্তি-ফল প্রত্যক্ষ করেন, সকৃদাগামী-ফল প্রত্যক্ষ করেন, অনাগামী-ফল প্রত্যক্ষ করেন, অর্হত্ব-ফল প্রত্যক্ষ করেন এবং যাঁহারা দিব্য পুনর্জ্জন্ম লাভের জন্য দানাদি অনুকূল কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অন্তরায়কারী হইবে অন্তরায়কারী হইলে তাঁহাদের অহিতানুকম্পী হইবে অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, বৈরচিত্ত বিদ্যমানে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি নিরয় এবং তির্যগযোনিÍ এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে একটা তাহার নিয়তি (নিশ্চয়)।

ত্রিবিধ অনুযোগার্হ

৫১৩। লোহিচ্চ! এই ত্রিবিধ শাস্তা সংসারে অনুযোগার্হ। যাহারা এইরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে সেই অনুযোগ ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য। সেই ত্রিবিধ শাস্তা কি প্রকার?

লোহিচ্চ! ইহলোকে কোন শাস্তা যেই উদ্দেশ্যে আগার ত্যাগ করিয়া অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হইয়াছেন সেই শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। সেই শ্রামণ্যার্থ লাভ না করিয়া তিনি শিষ্যদিগের-সমীপে ধর্মদেশনা করেন,– 'ইহা তোমাদের হিতায়, ইহা তোমাদের সুখায়।' তাঁহার শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছুক হয় না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্ণপাত করে না, অর্হত্ব মার্গফল লাভের জন্য চিত্ত উৎপাদন করে না, শাস্তার শিক্ষা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করে। সেই শাস্তা এইরূপে অনুযোগার্হ,– 'আয়ুষ্মান! আপনি যেই উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন সেই শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শিষ্যদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেছেনা। ইহা তোমাদের হিতায়, ইহা তোমাদের সুখায়। আপনার শ্রাবকগণ শ্রবণে অনিচ্ছুক, তাহারা কর্ণপাত করে না, অর্হত্ব মার্গফল লাভের জন্য চিত্ত উৎপাদন করে না, শাস্তার শিক্ষা ত্যাগ করে তাহারা অন্য পথে অবস্থান করে।' যেমন লোক অনিচ্ছুকাকে ইচ্ছা করে, পশ্চাৎমুখিনীকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ ইহাকেও আমি পাপ-লোভধর্ম বলিতেছি। কারণ একে অন্যের কি করিবে? লোহিচ্চ! ইনিই সংসারে অনুযোগার্হ প্রথম শ্রেণীর শাস্তা এবং যে এরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে তাহা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

৫১৪। পুনশ্চ, লোহিচ্চ! ইহলোকে কোন শাস্তা যেই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন তিনি সেই শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। সেই শ্রামণ্যার্থ লাভ না করিয়া তিনি শিষ্যদিগের-সমীপে ধর্মদেশনা করেন,– 'ইহা তোমাদের হিতায়, ইহা তোমাদের সুখায়।' তাঁহার শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছুক হয়, কর্ণপাত করে, অর্হত্ব মার্গফল লাভের জন্য চিত্ত উৎপাদন করে, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করে না। সেই শাস্তা এইরূপে অনুযোগার্হ,– 'আয়ুষ্মান! যেই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন সেই শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শিষ্যদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেছেনা। ইহা তোমাদের হিতায়, ইহা তোমাদের সুখায়। আপনার শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছুক হইতেছে, কর্ণপাত করিতেছে, অর্হত্ব মার্গফল লাভার্থ চিত্ত উৎপাদন করিতেছে, শাস্তার শিক্ষা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করিতেছেন না।' যেমন লোকে স্বীয় ক্ষেত্র অবহেলা করিয়া অন্যের ক্ষেত্রের তৃণোৎপাটন করে সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম বলিতেছি। কারণ একে অন্যের কি করিবে? লোহিচ্চ! ইনিই সংসারে অনুযোগার্হ দ্বিতীয় শ্রেণীর শাস্তা এবং যে এরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে তাহা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

৫১৫। পুনশ্চ, লোহিচ্চ! ইহলোকে কোন শাস্তা যেই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন সেই শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন। উহা লাভ করিয়া তিনি শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন,– 'ইহা তোমাদের হিতায়, ইহা তোমাদের সুখায়।' তাঁহার শ্রাবক শ্রবণেচ্ছুক হয় না, কর্ণপাত করে না অর্হত্ব মার্গফল লাভার্থ চিত্ত উৎপাদন করে না, শাস্তার শিক্ষা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করে। সেই শাস্তা এইরূপে অনুযোগার্হ,– আয়ুষ্মান! যেই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন সেই শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছেন। উহা লাভ করিয়া আপনি শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ দিতেছেন। ইহা তোমাদের হিতায়, ইহা তোমাদের সুখায়। কিন্তু শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছুক হয় না, কর্ণপাত করে না, অর্হত্ব মার্গফল লাভার্থ চিত্ত উৎপাদন করে না, শাস্তার শাসন ত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করে।' যেমন লোকে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করে সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম বলিতেছি। কারণ একে অন্যের কি করিবে? লোহিচ্চ! ইনিই সংসারে অনুযোগার্হ তৃতীয় শ্রেণীর শাস্তা এবং যে এইরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে তাহা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

লোহিচ্চ! ইহারাই সংসারে অনুযোগার্হ ত্রিবিধ শাস্তা, যে এইরূপ শাস্তাদিগকে অনুযোগ করে তাহার অনুযোগ ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।"

অননুযোগার্হ শাস্তা

৫১৬। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! এমন কোন শাস্তা আছেন কি যিনি সংসারে অনুযোগার্হ নন্?"

"লোহিচ্চ! এমন শাস্তা আছেন যিনি সংসারে অনুযোগার্হ নহেন।"

"ভো গৌতম! সেই শাস্তা কি প্রকার যিনি সংসারে অনুযোগার্হ নহেন?"

"লোহিচ্চ! তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ... (এস্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... লোহিচ্চ! ভিক্ষু এইরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ... (তৎপর সেই সূত্রের ক্রমান্বয়ে ২২৭ নং পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন ... সর্ব দেহের কোন অংশ বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। লোহিচ্চ! যে শাস্তার ধর্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয় সেই শাস্তা সংসারে অনুযোগার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে, সেই অনুযোগ অভূত, অতথ্য, অধর্মসঙ্গত সাবদ্য।

পুনশ্চ, লোহিচ্চ! বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান ... তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন ... পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ... (সামঞ্ঞফল সূত্রের ২২৮ নং হইতে ২৩৩ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। লোহিচ্চ! যে শাস্তার ধর্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয় সেই শাস্তা সংসারে অনুযোগার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে সেই অনুযোগ অভূত, অতথ্য, অধর্মসঙ্গত এবং সাবদ্য।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন, উপকলুষবিগত মৃদুভূত কর্মণীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। আমার এই দেহ চারিমহাভূত নির্মিত ... লোহিচ্চ! যে শাস্তার ধর্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয় সেই শাস্তা সংসারে অনুযোগার্হ হন না ... তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঙ্গন ... অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেন,– ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয় ... প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন,– জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। (সামঞ্ঞফল সূত্রের ২৪৯ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। লোহিচ্চ! যে শাস্তার ধর্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয় সেই শাস্তা সংসারে অনুযোগার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তাকে অনুযোগ করে সেই অনুযোগ অভূত, অতথ্য, অধর্মসঙ্গত এবং সাবদ্য।"

৫১৭। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! যেমন কোন (দয়ালু) ব্যক্তি নরকপ্রপাতে পতনশীল ব্যক্তিকে কেশে ধরিয়া উদ্ধার করে স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করে সেইরূপ নরকপ্রপাতে পতনশীল আমাকে মহানুভাব গৌতম উদ্ধার করিয়া (স্বর্গমোক্ষ মার্গরূপ) স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অতি সুন্দর, ভো গৌতম! অতি মনোহর, ভো গৌতম!! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখিতে পায় এইরূপে মহানুভাব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমি মহানুভাব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। মহানুভাব গৌতম! আজ হইতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।

(দ্বাদশ) লোহিচ্চ সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। তেবিজ্জ সূত্র

৫১৮। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,–

এক সময় ভগবান মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকট নামক কোশলের ব্রাহ্মণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান মনসাকটের উত্তরদিকে (অনতিদূরে) অচিরাবতী নদীর তীরস্থ আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন।

৫১৯। সেই সময় বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাশাল মনসাকটে অবস্থান করিতেছিলেন, যেমন চঙ্কীব্রাহ্মণ, তারুক্খ, পোক্খরসাতি, জানুস্সোনি, তোদেয়্যব্রাহ্মণ এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ মহাশালগণ বাস করিতেন।

৫২০। অতঃপর চঙ্ক্রমণ নিরত হইয়া পাদচারণাকালীন যুবক বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হয়। অনন্তর যুবক বাসেট্ঠ (বাশিষ্ঠ) এইরূপ বলিলেন,– "ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,– যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।"

যুবক ভারদ্বাজও এইরূপ বলিলেন,– "ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ তারুক্খ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,– যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।"

যুবক বাসেট্ঠ যুবক ভারদ্বাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন না এবং যুবক ভারদ্বাজও যুবক বাসেট্ঠকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন না।

৫২১। অনন্তর যুবক বাসেট্ঠ যুবক ভারদ্বজকে আহ্বান করিলেন,– "ভারদ্বাজ! এই শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতমÍ যিনি শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেনÍ এক্ষণে তিনি মনসাকটের উত্তরদিকে (অনতিদূরে) অচিরাবতী নদীর তীরে আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। সেই মহানুভাব গৌতম সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণকীর্তিশব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে,– তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ অনুত্তর দম্যপুরুষ, সারথি, দেব-মানবগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। এস, ভারদ্বাজ! শ্রমণ গৌতম- সমীপে গমন করি। তথায় আমরা শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তিনি যেইরূপ ব্যাখ্যা করিবেন আমরা সেইরূপই গ্রহণ করিব।"

"ভো! এবমস্তু" বলিয়া যুবক ভারদ্বাজ যুবক বাসেট্ঠের বাক্যে সম্মত হইলেন।

মার্গামার্গ কথা

৫২২। তৎপর যুবক বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ ভগবান-সমীপে সমুপস্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। যুবক বাসেট্‌ঠ আসন গ্রহণ করে ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! চঙ্ক্রমণ নিরত হইয়া পাদচারণাকালীন আমাদের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হয়। আমি বলিতেছি,– 'ইহাই ঋজুমার্গ ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,– যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।' ভারদ্বাজ বলিতেছেন,– 'ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ তারুক্‌খ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,– যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।' ভো গৌতম! এই বিষয়ে বিগ্রহ বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।"

৫২৩। "তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ! তুমি এইরূপ বলিতেছ,– 'ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,– যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।' যুবক ভারদ্বাজ বলিতেছে,– 'ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ তারুক্‌খ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,– যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।' অতঃপর বাসেট্‌ঠ! কোন স্থানে তোমাদের বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে?"

৫২৪। "ভো গৌতম! মার্গামার্গ সম্বন্ধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন মার্গ প্রজ্ঞপ্তি করিয়াছেন,– অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোকা ব্রাহ্মণ, বব্‌হারিজ্বা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য ব্রাহ্মণÍ তথাপি তৎসমুদয় নৈয়ানিক। যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়। ভো গৌতম! গ্রাম বা নিগমের অনতিদূরে যদিও বা বহুপথ (মার্গ) থাকে তৎসমুদয় পথ দ্বারা যেমন গ্রাম বা নিগমে প্রবেশ করা যায়। ভো গৌতম! ঠিক এইরূপই ব্রাহ্মণগণ নানা মার্গ প্রজ্ঞাপ্ত করেনÍ অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোকা ব্রাহ্মণ, বব্‌হারিজ্‌ঝা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য ব্রাহ্মণÍ তথাপি তৎসমুদয় নৈয়ানিক। যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।"

বাসেট্‌ঠ মানবানুযোগ

৫২৫। "বাসেট্‌ঠ! তুমি কি বল যে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায় (ব্রহ্মত্বে উপনীত করে)?"

"ভো গৌতম! তাহাই বলিতেছি।"

"বাসেট্‌ঠ! তুমি কি বল যে ব্রহ্মত্বে উপনীত করে?"

"ভো গৌতম! তাহাই বলিতেছি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বাসেট্‌ঠ! তুমি কি বলিতেছ যে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়?"

"ভো গৌতম! ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায় বলিতেছি।"

"বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"

"না, ভো গৌতম।"

"তবে কি তাঁহাদের আচার্যগণের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"

"না, ভো গৌতম!"

"তবে কি তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"

"না, ভো গৌতম?"

"তবে কি ঐসকল ব্রাহ্মণদিগের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"

"না, ভো গৌতম!"

৫২৬। "তবে কি বাসেট্‌ঠ! অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্‌ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্র-কর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, অনুবাচিত বা পরম্পরা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা কি এরূপ কহিয়াছেন,– 'ব্রহ্মা যেখানে, যদ্দ্বারা ব্রহ্মা বা যাহাতে ব্রহ্মা তাহা আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি'?

"না, ভো গৌতম!"

৫২৭। "এইরূপে বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্যদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্‌ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্র-কর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, অনুবাচিত বা পরম্পরা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাঁহারাও এরূপ বলেন নাইÍ 'ব্রহ্মা যেখানে, যদ্দ্বারা ব্রহ্মা বা যাহাতে ব্রহ্মা তাহা আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' সুতরাং ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিয়াছেন,– 'যাহা আমরা জানি না এবং দেখি নাই তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ উপদেশ দিতেছিÍ ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নৈয়ানিক। এই মার্গানুসারী ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত হয়।'

৫২৮। বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অনুত্তর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভো গৌতম! এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অনুত্তর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয়।"

"বাসেট্‌ঠ! সাধু! বাসেট্‌ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না এবং দেখেন নাই তাহারা সাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ নির্দেশ করিবেন,– 'ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ নৈয়ানিক। এই মার্গানুসারী ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত হয়।' ইহা কখনও হইতে পারে না। (এইরূপ কারণ বিদ্যমান নাই)।

৫২৯। বাসেট্‌ঠ! পরস্পর সংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ অন্ধগণের মধ্যে যেমন প্রথমে যে স্থিত সেও দেখিতে পায় না, যে মধ্যে স্থিত সেও দেখিতে পায় না এবং যে পশ্চাতে স্থিত সেও দেখিতে পায় নাত্ম এইরূপই, বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রেণীবদ্ধ অন্ধদিগের ন্যায় অনুমিত হইতেছে। তাঁহাদের পূর্ববর্তীও ব্রহ্মাকে দেখেন নাই, মধ্যেবর্তীও দেখেন নাই এবং পশ্চাদ্বর্ত্তীও দেখেন নাই। তাই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বাক্য হাস্যকর, নামমাত্র (অর্থহীন) রিক্ত ও তুচ্ছ হইয়া পড়ে।

৫৩০। বাসেট্‌ঠ! তুমি ইহা কিরূপ মনে কর? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর বহুজনও চন্দ্র-সূর্যকে দর্শন করেন কি? তাহাদের উদয়, অস্তগমন, তাহাদের প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করে প্রদক্ষিণ সময় এবং প্রার্থনা, স্তুতি ও পূজার সময় দর্শন করেন কি?"

"হাঁ, ভো গৌতম! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এবং অপরাপর বহুলোক চন্দ্র-সূর্যকে দেখেন, যেখান হইতে তাহাদের উদয় এবং যেখানে তাহাদের অস্তগমন হয় তাহাও দেখেন (তাহাদের) উদয় প্রার্থনা করেন, (সৌম্য পরিমণ্ডলাদি বশে) স্তুতি করেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করে বিচরণ করেন।"

৫৩১। বাসেট্‌ঠ! তুমি ইহা কিরূপ মনে কর? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এবং অপরাপর বহুলোক যে চন্দ্র-সূর্যকে দেখেন, যেখান হইতে তাহাদের উদয় এবং যেখানে তাহাদের অস্তগমন হয় তাহাও দেখেন, (তাহাদের) উদয় প্রার্থনা করেন, (সৌম্য পরিমণ্ডলাদি বশে) স্তুতি করেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করে বিচরণ করেন। কিন্তু ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ সেই চন্দ্র-সূর্যে সাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ উপদেশ করিতে পারেন কি যে ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ নৈয়ানিক? এই মার্গানুসারী চন্দ্র-সূর্যের সহব্যতা প্রাপ্ত হয়'?

"না, ভো গৌতম! ইহা পারেন না।"

"তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এবং অপরাপর বহুজন যেই চন্দ্র-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূর্যকে দেখিতেছেন, যেখান হইতে তাহাদের উদয় এবং যেখানে তাহাদের অস্তগমন হয় তাহাও দেখেন (তাহাদের) উদয় প্রার্থনা করেন, (সৌম্য পরিমণ্ডলাদি বশে) স্তুতি করেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করে বিচরণ করেন; সেই চন্দ্র-সূর্যের সাযুজ্য প্রাপ্তির পন্থা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ নির্দেশ করিতে পারেন না যে ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ নৈয়ানিক। এই মার্গানুসারী চন্দ্র-সূর্যের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন।

৫৩২। তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্যগণও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত কেহই স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেন নাই, অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্র-কর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা। ছিলেন, যাঁহাদের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, অনুবাচিত, বা পরম্পরা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাঁহারাও এরূপ বলেন নাই যে 'আমরা তাঁহাকে জানি, আমরা তাঁহাকে দেখিতেছি, ব্রহ্মা যেখানে বা যদ্দ্বারা ব্রহ্মা কিম্বা যাহাতে ব্রহ্মা'। সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিলেন, 'যাঁহাকে দেখিতেও পাইতেছি না তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ নির্দেশ করিতেছি যে ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ নৈয়ানিক। এই মার্গানুসারী ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

৫৩৩। বাসেট্ঠ! তুমি ইহা কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ভাষিত উক্তি অনুত্তর (উত্তরাভাব) হাস্যকর হইয়া পড়ে না?"

"অবশ্যই, ভো গৌতম! এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ভাষিত উক্তি হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয়।"

"সাধু, বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্তির যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন তাহা অসম্ভব (তেমন কারণ বিদ্যমান নেই)।"

জনপদকল্যাণীর উপমা

৫৩৪। "বাসেট্ঠ! যেমন কোন ব্যক্তি এইরূপ বলে,– 'আমি এই জনপদের জনপদকল্যাণীকে কামনা করিতেছি, অভিলাষ করিতেছি।' জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'ওহে মানব! তুমি যে জনপদকল্যাণীকে কামনা করিতেছ, অভিলাষ করিতেছ সেই জনপদকল্যাণী ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী অথবা বৈশ্যা কিম্বা শূদ্রানী তাহা কি তুমি জান?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকটি কহিল,– 'না'। জনগণ তাহাকে বলিল,– 'ওহে মানব! যে জনপদকল্যাণীকে তুমি কামনা কর,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিলাষ কর সেই জনপদকল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্রবিশিষ্টা, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদ্‌গুরবর্ণা, অমুক গ্রাম, নিগম বা নগরবাসিনী তাহা কি তুমি জান?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকটি কহিল,– 'না'। তখন জনগণ তাহাকে বলিল,– 'ওহে মানব! যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকেই তুমি কামনা কর, অভিলাষ কর?' তখন লোকটি কহিল,– 'হাঁ'।

৫৩৫। বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই ব্যক্তির বাক্য কি হাস্যকর (অনুত্তর, উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভো গৌতম! এইরূপ হইলে সেই ব্যক্তির বাক্য উত্তরাভাব (হাস্যকর) প্রমাণিত হয়।"

৫৩৬। "এইরূপেই, বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্যদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যদিগের মধ্যেও এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্তও এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অষ্টক, বামক, ... ভৃগু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্র-কর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, অনুবাচিত হইতেছে তাঁহারাও এরূপ বলেন নাই,– 'ব্রহ্মা যেখানে বা যদ্দ্বারা ব্রহ্মা অথবা যাহাতে ব্রহ্মা তাহা আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' সুতরাং ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিয়াছেন,– 'যাহা আমরা জানি না এবং দেখি নাই তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ উপদেশ দিতেছি,– ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ নৈয়ানিক। এই মার্গানুসারী ব্রহ্মসহব্যতা (সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয়।'

৫৩৭। বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভো গৌতম! এইরূপ হইলে তাঁহাদিগের বাক্য হাস্যকর (উত্তরাভাব) হইয়া পড়ে।"

"বাসেট্‌ঠ! সাধু, বাসেট্‌ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ নির্দেশ করিবেন,– 'ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ নৈয়ানিক। এই মার্গানুসারী ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত হয়।' ইহা কখনও হইতে পারে না।"

সোপান উপমা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৩৮। "বাসেট্ঠ! যেমন কোন ব্যক্তি প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্মহাপথে সোপান শ্রেণী নির্মাণ করে। তখন জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল,– 'ওহে মানব! যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিমদিকে বা পূর্বদিকে অথবা উত্তরদিকে কিম্বা দক্ষিণদিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট তাহা তুমি জান কি?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে সে যদি 'না' বলে, তখন জনগণ তাহাকে এইরূপ বলে,– হে মানব! যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই, সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দেয়।

৫৩৯। বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভো গৌতম! এইরূপ হইলে সেই ব্যক্তির বাক্য হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয়।"

৫৪০। "এইরূপেই, বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য ... এই মার্গানুসারী ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

৫৪১। বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে তাঁহাদিগের বাক্য হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয় না?"

"অবশ্যই, ভো গৌতম! এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য হাস্যকর (উত্তরাভাব) প্রমাণিত হয়।"

"সাধু, বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই তাঁহার সাযুজ্য লাভের যে পন্থা নির্দেশ করিবেন তাহা অসম্ভব।"

অচিরাবতী নদী উপমা

৫৪২। "বাসেট্ঠ! মনে কর এই (সম্মুখে) কানায় কানায় জলপূর্ণ কাকপেয় অচিরাবতী নদী। পারার্থিক, পারসন্ধানকারী, পারগামী ও পারতরণেচ্ছু একজন লোক আসিল। সে এই তীরে স্থিত হইয়া পরপারকে আহ্বান করিয়া কহিল,– 'হে পরপার! এই তীরে আস, হে পরপার! এই তীরে আস।'

৫৪৩। বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? সেই পুরুষের আহ্বান হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু অথবা অভিনন্দন হেতু অচিরাবতী নদীর অপর পার কি এই তীরে আসিবে?"

"না, ভো গৌতম! কখনও আসিতে পারে না।"

৫৪৪। "এইরূপই, বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ (যে ধর্মসমূহ পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়) ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন,– 'আমরা ইন্দ্রকে ডাকিতেছি, সোমকে ডাকিতেছি, বরুণকে ডাকিতেছি, ঈশানকে ডাকিতেছি, প্রজাপতিকে ডাকিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি। বাসেট্‌ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক আহ্বান (ডাকা) হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু, অভিনন্দন হেতু কায়ভেদে মরণের পর ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মসহব্যতা) প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব (তেমন কারণ বিদ্যমান নাই)।

৫৪৫। বাসেট্‌ঠ! মনে কর এই (সম্মুখে) কানায় কানায় জলপূর্ণ কাকপেয় অচিরাবতী নদী। পারার্থিব, পারসন্ধানকারী, পারগামী ও পারতরণেচ্ছু একজন লোক আসিল। এই তীরে স্থিত সেই ব্যক্তির বাহুদ্বয় পশ্চাতে দৃঢ়রূপে রজ্জুতে আবদ্ধ। বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? সেই ব্যক্তি কি অচিরাবতী নদীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?"

"না, ভো গৌতম! কখনও সক্ষম হইবে না।"

৫৪৬। "সেইরূপেই, বাসেট্‌ঠ! আর্যবিনয়ে এই পঞ্চ কামগুণ শৃঙ্খল বলিয়াও উক্ত হয়, বন্ধন বলিয়াও উক্ত হয়। কোন কোন পঞ্চ কামগুণ? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত এবং রাগোৎপাদক। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ ... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস ... কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়রূপ এবং কামোপসংহিত ও রাগোৎপাদক। বাসেট্‌ঠ! এই পঞ্চ কামগুণ আর্যবিনয়ে শৃঙ্খল বলিয়াও উক্ত হয়, বন্ধন বলিয়াও কথিত হয়। বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ঐ পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ ও লিপ্ত হইয়া উহাদের আদীনব দর্শন না করিয়া, নিঃসরণের জ্ঞানও লাভ না করিয়া ঐ সকল উপভোগ করেন। বাসেট্‌ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধম্মসমূহ ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ ও লিপ্ত; উহাদের আদীনব দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসরণ জ্ঞান লাভ না করিয়া ঐ সকল উপভোগ করে কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে কায়ভেদে মরণান্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন তাহা অসম্ভব।

৫৪৭। বাসেট্‌ঠ! মনে কর এই (সম্মুখে) কানায় কানায় জলপূর্ণ কাকপেয় অচিরাবতী নদী। পারার্থিক, পারসন্ধানকারী, পারগামী ও পারতরণেচ্ছু একজন লোক আসিল। সে সশীর্ষাবৃত হইয়া এই তীরে শয়ন করিল। বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? সেই ব্যক্তি কি অচিরাবতী নদীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?"

"না, ভো গৌতম! কখনই সক্ষম হইবে না।"

৫৪৮। "এইরূপই, বাসেট্‌ঠ! এই পঞ্চ নীবরণ আর্যবিনয়ে আবরণ বলিয়াও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উক্ত হয়, নীবরণ বলিয়াও উক্ত হয়, বন্ধন বলিয়াও উক্ত হয়, আচ্ছাদন ও বেষ্টন বলিয়াও কথিত হয়। সেই পাঁচটি কী কী? কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যান-মিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ। এই পঞ্চ নীবরণই আর্যবিনয়ে আবরণ বলিয়াও উক্ত হয়, নীবরণ ... বন্ধন ... আচ্ছাদন (বড় বা শক্ত আচ্ছাদন) বলিয়াও কথিত হয়।

৫৪৯। বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ নীবরণ দ্বারা আবৃত পরিবেষ্টিত, বদ্ধ, আচ্ছাদিত। সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করায় অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ সমাদান করিয়া অবস্থান করায় পঞ্চ নীবরণ দ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত ও আচ্ছাদিত হইয়া কায়ভেদে মরণান্তে যে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন সে সম্ভাবনা নাই।"

সংসন্দন কথা

৫৫০। "বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি বৃদ্ধ মহল্লক (অতিবৃদ্ধ) ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যগণকে কিরূপ বলিতে শুনিয়াছ? ব্রহ্মা কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?"

"ভো গৌতম! তিনি অকৃতদার।"

"তাঁহার চিত্ত কি স-বৈর অথবা বৈরহীন?"

"ভো গৌতম! তাঁহার চিত্ত বৈরহীন।"

"তিনি কি ব্যাপন্ন চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন চিত্ত?"

"ভো গৌতম! তিনি অব্যাপন্ন চিত্ত।"

"তিনি কি সংক্লিষ্ট চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট চিত্ত?"

"ভো গৌতম! তিনি অসংক্লিষ্ট চিত্ত।"

"তিনি কি জিতেন্দ্রিয় অথবা জিতেন্দ্রিয় নহেন?"

"ভো গৌতম! তিনি জিতেন্দ্রিয়।"

"বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?"

"ভো গৌতম! তাঁহারা কৃতদার।"

"তাঁহাদের চিত্ত কি স-বৈর অথবা বৈরহীন?"

"ভো গৌতম! তাঁহাদের চিত্ত স-বৈর।"

"তাঁহারা কি ব্যাপন্ন চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন চিত্ত?"

"ভো গৌতম! তাঁহারা ব্যাপন্ন চিত্ত।"

"তাঁহারা কি সংক্লিষ্ট চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট চিত্ত?"

"ভো গৌতম! তাঁহারা সংক্লিষ্ট চিত্ত।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"তাঁহারা কি জিতেন্দ্রিয় অথবা জিতেন্দ্রিয় নহেন?"

"ভো গৌতম! তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন।"

৫৫১। "তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কৃতদার আর ব্রহ্মা অকৃতদার। কৃতদার ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের সহিত কি অকৃতদার ব্রহ্মার ঐক্য এবং সামঞ্জস্য হইতে পারে?"

"ভো গৌতম! কখনও হইতে পারে না।"

"সাধু, বাসেট্‌ঠ! সেই কৃতদার ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কায়ভেদে মরণান্তে অকৃতদার ব্রহ্মার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের চিত্ত স-বৈর আর ব্রহ্মা বৈরহীন ... ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্যাপন্ন চিত্ত আর ব্রহ্মা অব্যাপন্ন চিত্ত ... ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ সংক্লিষ্ট চিত্ত আর ব্রহ্মা অসংক্লিষ্ট চিত্ত ... ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ জিতেন্দ্রিয় নহেন আর ব্রহ্মা জিতেন্দ্রিয়। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন৷ তেমন ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মার কি ঐক্য এবং সামঞ্জস্য হইতে পারে?"

"না, ভো গৌতম! হইতে পারে না।"

"সাধু, বাসেট্‌ঠ! সেই অজিতেন্দ্রিয় ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে কায়ভেদে মরণান্তে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব।

৫৫২। বাসেট্‌ঠ! এই সংসারে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির অমার্গকে মার্গ ধারণায় গমন করে অধঃপতিত হইতেছেন। পতিত হওয়ায় তাঁহাদের অঙ্গহানী ঘটিতেছে (তাঁহারা বিষাদগ্রস্ত হইতেছেন)। শুষ্ক নদীতে সাঁতার কাটার ন্যায় হইতেছে। অতএব, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ত্রিবিদ্যা, ত্রিবিদ্যা ইরি[১] বলিয়াও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা বিপিন[২] বলিয়াও উক্ত হয়, ত্রিবিদ্যা ব্যসন[৩] বলিয়াও অভিহিত হয়।"

৫৫৩। এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছি,– 'শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ অবগত আছেন'।"

"বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান

---

[১]। ইরিণ—ইরণ। গ্রামবিহীন মহা অরণ্য। ত্রিবিদ্যা গ্রামবিহীন মহারণ্য তুল্য।

[২]। বিবনং—বিপিন। অপরিভোগীয়, অব্যবহার্য্য পুষ্প, ফল, বৃক্ষপূর্ণ নিরুদক মহারণ্য যাহাতে প্রবেশ করিলে প্রত্যাবর্তন করা দুঃসাধ্য।

[৩]। ব্যসনং—ব্যসন। জ্ঞাতি, ভোগশীল, রোগ ও দৃষ্টি যাহার ব্যসন হয় তাহার যেমন কিছুমাত্র সুখ লাভ হয় না, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যাও তদ্রূপ; তদ্দ্বারা কোন সুখ লাভ ঘটে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে দূরে নহে, কেমন নয় কি?"

"হাঁ, ভো গৌতম! মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূরে নহে।"

৫৫৪। "বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? (মনে কর) কোন ব্যক্তি মনসাকটে জন্মগ্রহণ করে এই স্থানেই বর্ধিত হইয়াছে। তখন সে মনসাকট হইতে বহির্গত হইলে যদি কেহ তাহাকে মনসাকটে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে ঐসম্বন্ধে কি তাহার চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইবে?"

"অবশ্যই নহে, ভো গৌতম!"

"তাহার হেতু কি?"

"ভো গৌতম! সেই ব্যক্তি মনসাকটে জাত ও বর্ধিত হওয়ায় ঐ স্থানে যাওয়ার সমস্ত পথই তাহার সুবিদিত।

"বাসেট্‌ঠ! মনসাকটে জাত ও বর্ধিত ব্যক্তির মনসাকটে যাওয়ার মার্গ জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের চিত্ত সংশয়াপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে না। বাসেট্‌ঠ! আমি ব্রহ্মাকে প্রকৃষ্টরূপে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐস্থানে গমনের মার্গও প্রকৃষ্টরূপে জানি, যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয় তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানি।"

৫৫৫। এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছি,– 'শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সাধু, মহানুভাব গৌতম! ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। মহানুভাব গৌতম! ব্রাহ্মণ প্রজাকে উদ্ধার করুন।"

"তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ! শ্রবণ কর, সুষ্ঠু মনযোগ দাও, আমি বর্ণনা করিব।"

"ভো! এবমস্তু" বলিয়া যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মলোকমার্গ দেশনা

৫৫৬। ভগবান এইরূপ বলিলেন,– "বাসেট্‌ঠ! তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ... (এ স্থলে সামঞ্ঞফল সূত্রের ১৯০ নং হইতে ২১২ নং এর ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) ... বাসেট্‌ঠ! এইরূপেই ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ... (তৎপর সেই সূত্রের ক্রমে ২১৩ নং হইতে ২২৫ নং পর্যন্ত দ্রষ্টব্য) ... আপনাতে পঞ্চ নীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ করেন। প্রামোদ্য হইতে প্রীতির উৎপত্তি হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহে সুখানুভব করেন সুখীতের চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি মৈত্রী সহগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তের দ্বারা একদিক বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। সেই নিয়মে দ্বিতীয়দিক তৃতীয়দিক, চতুর্থদিক, ঊর্ধ্ব ও অধঃ তির্যকক্রমে সর্বথা, সর্বস্থান ব্যাপিয়া, সর্বলোক মৈত্রী সহগত, বিপুল, মহদ্গাত, অপ্রমেয়, অবৈর, অহিংস চিত্তের দ্বারা বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। বাসেট্‌ঠ! যেমন বলবান শঙ্খবাদক অল্পায়াসেই চতুর্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেইরূপেই বাসেট্‌ঠ! মৈত্রী চেতঃ (চিত্ত) বিমুক্তি (উপচার ও অর্পণা বশে) ভাবিত ব্যক্তির (ভাবনাকারীর) যাহা প্রমাণকৃত (কামাবচর) কর্ম তখন তাহা আবরণ করিতে পারে না, তাহা তখন প্রতিবল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বাসেট্‌ঠ! ইহাও ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ।

পুনশ্চ, বাসেট্‌ঠ! ভিক্ষু করুণা সহগত চিত্তের দ্বারা ... মুদিতা সহগত চিত্তের দ্বারা ... উপেক্ষা সহগত চিত্তের দ্বারা একদিক বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, সেই নিয়মে দ্বিতীয়দিক, তৃতীয়দিক, চতুর্থদিক, ঊর্ধ্ব ও অধঃ তির্যকক্রমে সর্বথা, সর্বস্থান ব্যাপিয়া, সর্বলোক উপেক্ষা সহগত, বিপুল, মহদ্গাত, অপ্রমেয়, অবৈর, অহিংস চিত্তের দ্বারা বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন।

বাসেট্‌ঠ! যেমন বলবান শঙ্খবাদক অল্পায়াসেই চতুর্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেইরূপেই বাসেট্‌ঠ! উপেক্ষা চেতঃ (চিত্ত) বিমুক্তি ভাবিত ব্যক্তির (ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তির) যাহা প্রমাণকৃত (কামাবচর) কর্ম তখন তাহা আবরণ করিতে পারে না, তখন তাহা প্রতিবল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বাসেট্‌ঠ! ইহাও ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ।

৫৫৭। বাসেট্‌ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এবম্বিধ বিহারী ভিক্ষু বিত্ত-দার সম্পন্ন হইবেন অথবা বিত্ত-দার বিহীন হইবেন?"

"ভো গৌতম! বিত্ত-দার বিহীন হইবেন।"

"তাঁহার চিত্ত কি স-বৈর হইবে অথবা বৈরহীন হইবে?"

"ভো গৌতম! বৈরহীন হইবে।"

"তিনি কি ব্যাপন্ন চিত্ত হইবেন অথবা অব্যাপন্ন চিত্ত?"

"ভো গৌতম! তিনি অব্যাপন্ন চিত্ত হইবেন।"

"তিনি কি সংক্লিষ্ঠ চিত্ত হইবেন অথবা অসংক্লিষ্ট চিত্ত হইবেন?"

"ভো গৌতম! তিনি অসংক্লিষ্ট চিত্ত হইবেন।"

"তিনি কি জিতেন্দ্রিয় অথবা অজিতেন্দ্রিয় হইবেন?"

"ভো গৌতম! তিনি জিতেন্দ্রিয় হইবেন।"

"বাসেট্‌ঠ! কিন্তু বিত্ত-দার হীন, ব্রহ্মা ও বিত্ত-দার হীন। বিত্ত-দার হীন ভিক্ষুর সহিত বিত্ত-দার হীন ব্রহ্মার ঐক্য এবং সামঞ্জস্য হইতে পারে।"

"হাঁ, ভো গৌতম!"

"তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ! অপরিগ্রহ (অকৃতদার) ভিক্ষু কায়ভেদে মরণান্তে যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরিগ্রহ ব্রহ্মার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।"

৫৫৮। "তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ! ভিক্ষু বৈরহীন, ব্রহ্মা বৈরহীন ... ভিক্ষু অব্যাপন্ন চিত্ত, ব্রহ্মা অব্যাপন্ন চিত্ত ... ভিক্ষু অসংক্লিষ্ট চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই ... ভিক্ষু জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মাও তাহাই। জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষুর সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মার ঐক্য ও সামঞ্জস্য হইতে পারে কি!"

"হাঁ, ভো গৌতম!"

"সাধু, বাসেট্‌ঠ! জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষু কায়ভেদে মরণান্তে যে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা আছে।"

৫৫৯। এইরূপ উক্ত হইলে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ যুবকদ্বয় ভগবানকে এইরূপ বলিলেন,– "অতি সুন্দর, ভো গৌতম! অতি মনোহর, ভো গৌতম! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দেখিতে পায়, এইরূপেই মহানুভাব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয়বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মহানুভাব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। মহানুভাব গৌতম! আজ হইতে আমাদিগকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

(ত্রয়োদশ) তেবিজ্জ সূত্র সমাপ্ত।

শীলস্কন্ধ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং

ব্রহ্ম সামঞ্ঞঞ অম্বট্‌ঠ সোণ কূট মহা জালিয়া।
সীহ পোট্‌ঠ সুভো কেবট্ট লোহিচ্চ তেবিজ্জা তেরসা তি॥
সীলক্খন্ধ বগ্গ পালি নিট্‌ঠিতা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা,
ইদং মে পুঞ্ঞঞং পঞ্ঞালাভায় সংবত্ততু।
নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু'তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com